লোকান্তর

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

(অবসরপ্রাপ্ত বিচারক)

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

লিখিত ভূমিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট — কলিকাতা-৬

নিবেদন

মৃত্যুর নির্ম্মম নিয়োগে প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথায় প্রত্যেক সংসার বেদনাতুর। আমিও এ আঘাতে ব্যাকুল হ'য়ে শান্তির সন্ধানে ফিরেছি।

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা লোকান্তর সম্বন্ধে যে বাণী বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করেছেন, প্রতীচ্যে জ্ঞানীজনের কণ্ঠে আজ তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ইহলোকের ওপারে পরলোকে বিদেহী-জনের অস্তিত্ব যে শাশ্বত সত্য, এ সম্বন্ধে মাত্র আপ্ত-বাক্যেই ভারতীয় শাস্ত্রের সম্বল নয়; প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও দৃষ্টান্ত আছে। পাশ্চাত্য আজ বহু প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংযোগে তার চিন্তাধারার সঙ্গে এ সকল সামঞ্জস্য করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ ক'রেছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই সম্বন্ধে মতবাদ সন্ধান ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি। আর, যে পরম সত্য আমার অশ্রুধৌত অন্তরে প্রতিভাত হ'য়েছে, সমবেদনাতুর জনের জন্য সেই সত্যানুভূতিকে প্রকাশ ক'রতে যত্নবান হয়েছি।

যদি আমার এ সুগভীর আন্তরিক উপলব্ধি বিয়োগ-কাতর জনের মনে সান্ত্বনার স্পর্শ মাত্র দিতে পারে, বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপনে সহায়তা করে, তবেই এই একান্ত ত্রুটিপূর্ণ অক্ষম আলোচনার সার্থকতা।

স্বনামধন্যা সাহিত্যিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী এই গ্রন্থ রচনায় অকৃপণ হস্তে যে সহায়তা করেছেন, আমার প্রথম রচনা প্রকাশের এ ভীরু প্রচেষ্টা তাঁর কাছে চির-কৃতজ্ঞ। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত

বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে এ বিষয়ে যে উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করেছি, তার জন্য আমি সত্যই ঋণী। সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক (সম্প্রতি পরলোকগত) খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ দত্ত এই উভয়ের কাছে গ্রন্থপ্রণয়নে সময়ে সময়ে যে উপদেশ পেয়েছি তা সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করি। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজ শাস্ত্রীয় উপাদান সংগ্রহ সম্বন্ধে একাধিক বিষয়ে সন্ধান দিয়ে, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর বিরাট শাস্ত্র-গ্রন্থাগারের কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে ও পরলোকতত্ত্ববিদ্ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় M. A. তাঁর বহুলায়াসে সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্যে তিন-চারখানি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করেছেন। স্নেহাস্পদ শ্রীমান অম্বুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (M.A. P.R.S.) এ বিষয়ে আন্তরিক আগ্রহ আমার আরব্ধ কর্ম্মে বিশেষ উৎসাহিত করেছে।

গ্রন্থের প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত রচনায় নানাভাবে সহায়তার জন্য আমার সহধর্ম্মিণী প্রভাময়ী এবং দুই কন্যা ঊষা ও (বিদেহীরূপে) রমাকে সস্নেহে স্মরণ করি।

* * * * *

বিদেশী গ্রন্থ হ'তে উদ্ধৃত অংশগুলির সাধারণতঃ মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হ'য়েছে। তবে মূলের অর্থ অবিকৃত রাখবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রেছি।

অল্প কয়েক স্থানে মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ হ'য়েছে ; তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

গুরুপূর্ণিমা
আষাঢ়
১৩৫১

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

"লোকান্তর" প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বইগুলি নিঃশেষ হইয়া যায়। প্রকাশক আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য গ্রন্থকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু নানা বাধাবিঘ্নের জন্য সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থকারের লোকান্তরের পরে এ ভার আমার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু অক্ষমতার সংকোচ আমাকে অপারক করে। আজ সকলের উৎসাহে ও আমাদের কন্যা ঊষার আগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পুস্তকখানিতে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইল। তাঁহার সংগৃহীত অনেকগুলি নূতন বিবরণও দ্বিতীয় সংস্করণের পরিবর্দ্ধন সাধন করিল। আশা করি লোকান্তরের পূর্ব্বগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

নিবেদিকা—

প্রভাময়ী মিত্র।

স্মরণে—

আজ তুমি লোকান্তরে।

শোকাহত অন্তরে যে অলখলোকের সন্ধানে ফিরেছিলে আজ কি সেখানে তোমরা মিলিত হোয়েছ? ব্রহ্মবাদী ঋষিদের ও প্রাচ্যের বহু মনীষীর মত ও পথের মধ্যে সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলে বহু সাধনায়। আপনাকে উৎসর্গ করে তুমি শোকার্ত্তদের দিয়েছিলে সন্ধান সে পথের। ঋষিকণ্ঠের উদাত্ত অমৃতলোকের সান্ত্বনা বাণী শুনিয়েছিলে মর্ত্ত্যজনের কানে। সে সান্ত্বনার স্পর্শ শোকতপ্ত অন্তরে চন্দন নিষেক ক'রেছিল। আজ নিতান্ত অক্ষম হাতে দিয়েছ পরিবেশনের ভার। আমার অবনত ললাটে তোমার দক্ষিণ হাতের আশিস্ প্রার্থনা করি। তুমি আজ দ্যুলোকে, আমি আজ ভূলোকে। আমার মনে এ ব্যবধানের শূন্যতা পূর্ণ হয়ে থাকে তোমারই দেওয়া আশ্বাসে। তুমি আজ অধরায়। আমি ধরার ধূলির স্মরণ নিয়ে তোমাকে ধরে নিতে চাই। তুমি আজ অলক্ষ্য। জাগরণে তন্দ্রায় স্বপ্নে নির্নিমেষ নয়নে খুঁজে ফিরি তোমায় লক্ষ্য করার আশায়। যে অজানার আশ্বাস জাগিয়েছ আমি যেন পরম বিশ্বাসে সেই অবলম্বনে নির্ভর করে থাকি। সুখে দুঃখে সম্পদে দারিদ্র্যে দেহ-মন যখন অবসন্ন হোয়ে পড়ে তখন অনুভূতিতে সুস্পষ্ট ছোঁওয়া দেয় তোমার সোনার কাঠির পরশ। পূর্ণচৈতন্য রূপে জেগে ওঠে সমস্ত প্রাণ। আজ চলার শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—পথ কিন্তু এখনও অশেষ। এই অশক্তকে পথ চিনিয়ে যেন অচিন্ পথে নিয়ে চলো। এবারের যাত্রাশেষে—

"বৈতরণী তীরে
হাতে ধরে সাথে নিও
ধীরে বন্ধু ধীরে"—

ভূমিকা

সংসার অনিত্য, মরণ অবশ্যম্ভাবী, একথা সকলেই জানে। বুদ্ধিজীবী মানবই নয়, জৈব ধর্ম্মী পশুপক্ষীও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া থাকে। সদ্যজাত শিশু, কি মানব আর কি নিম্নতর জীব, তাহারাও আকস্মিক কোন শব্দ বা স্পর্শ প্রাপ্তে শিহরিয়া উঠে। অবচেতন চিত্তের তলে তলে যে জন্মমুহূর্ত্ত হইতে একটা নিদারুণ মৃত্যুভয় যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত রহিয়াছে ইহাও তাহার প্রমাণ।

কিন্তু প্রত্যেক মানুষই কি মৃত্যুকে সমানভাবে ভয় করে? মৃত্যুর করাল কালো ছায়া কি সকলের চিত্তকেই সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে? তা থাকে না। মৃত্যুতেই মানুষের সর্ব্বশেষ, মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে নিরন্ধ্র অন্ধকার ব্যতীত আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, ইহজীবনেই মানবের সকল বাসনা কামনা আশা আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি; —এইভাব মনে রাখিলে বস্তুতঃ মৃত্যুর মত ভয়াবহ আর কিছুই থাকিতে পারে না। আমার অতি প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম যাহাদের হারাইয়াছি, মৃত্যুর নির্ম্মম কঠিন হস্ত আমাদের বুক ছিঁড়িয়া যাহাদের তার বিরাট্ কুক্ষিজাত করিয়াছে, অনন্তকালের মতই তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে, এ কথা যদি সত্য হয় তবে তার চেয়ে অকরুণ আর কি হইতে পারে?

তাই বুদ্ধিজীবী মানুষ সমুদয় প্রাকৃতিক শক্তির বিশ্লেষণের মতই মৃত্যু-তত্ত্বকেও প্রাণপণে বিশ্লেষণ করিয়াছিল। যাহা লোকিত অর্থাৎ দৃষ্ট হয় না, লৌকিক প্রত্যক্ষের যাহা অবিষয়, সেই অদৃশ্যমান স্থানকেই পরলোক নামে

অভিহিত করা হইয়া থাকে। মৃত্যুতেই জীবের পরিসমাপ্তি হয় না এ বিশ্বাস আবহমান কাল হইতে সুসভ্য ও অসভ্য মানুষের মধ্যে দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে। কদাচিত ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের তুলনায় "নাস্তি"-বাদিগণের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। স্থূল সূক্ষ্ম দেহ এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যে ভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন পাশ্চাত্যের আস্তিক্য সম্পন্ন পণ্ডিতবর্গ এখনও অতদূরে অগ্রসর হইতে না পারিলেও তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবের মৃত্যুপরবর্ত্তী সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমানতা স্বীকার করিয়া থাকেন "Unseen Universe" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে:— 'The great majority of mankind have always believed in some fashion in a life after death; many in the essential immortality of the soul......... ..'। মৃত্যুর পরেই জীবে সম্পূর্ণ বিলয়প্রাপ্তি যে অধিকাংশেরই অনভিমত তাহা ইহাতেই স্বীকৃত হইয়াছে। পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ পাশ্চাত্যের বহু মনীষী নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে দীর্ঘকাল হইতে এ আলোচনায় লিপ্ত আছেন। ভারতবর্ষীয় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, যাঁদের যোগদৃষ্টির সম্মুখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান আপনাদের পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছিল, তাঁদের কাছে ইহ ও পরলোক একই বাটীর দুই তলস্থ দুইটি কক্ষের মতই সুপরিচিত ছিল। অপরিদৃশ্যমান রাজ্যের রহস্য যবনিকা অনায়াসে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহারা বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ!"

—"ইউরেকা! ইউরেকা!" "আমি পেয়েছি! আমি পেয়েছি!" জীবন এবং মৃত্যু তাঁদের জ্ঞানজ্যোতিসম্মার্জ্জিত নেত্রের সম্মুখে নিজেদের সমস্ত বিভেদ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহলোক পরলোক পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, জন্মবৃদ্ধি অপক্ষয়ের মতই মৃত্যুও যে জীবদেহের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র এই পরম রহস্য ভেদ করিয়া তাঁহারা সেই সর্ব্বাপেক্ষা

সান্ত্বনাজনক বার্ত্তা শোকক্ষীণ অবসাদগ্রস্ত মানবের জন্য আর্য্যশাস্ত্রের মধ্য দিয়া সুপ্রচারিত করিয়াছিলেন। অপগত প্রিয়জন যে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, যোগাভ্যাসে চিত্তস্থির করিতে পারিলে, অথবা যোগবলে বলীয়ান গুরুস্থানীয় কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভে এই স্থূল দেহেই, তাহাদের ক্ষণিক দর্শনলাভ যে একান্ত অসাধ্য বা আকাশকুসুম মাত্র নহে—এ সান্ত্বনা প্রিয়বিরহিতের পক্ষে বড় সামান্য নয়! পরলোক সম্বন্ধে তাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইলে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ এবং দেহী, জীব এবং ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা এ সকল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিবার প্রয়োজন আছে। কার্য্য থাকিলেই কারণের বর্ত্তমানতা অনিবার্য্য।

আমার সবিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর প্রিয়তমা কন্যা রমার অকাল বিয়োগ শোকের নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের আশায় একদিন এই মৃত্যুপুরীর সুনিবীড় ধূম্রজালভেদ করিয়া বহুলায়াসে যে পরম সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে চরম রহস্যোদ্ভেদে আত্মহারা হইয়া তাঁর বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠ আনন্দ গদ্ গদ্ স্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিয়াছিল :—"বেদহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" আজ আমাদের মত শত শত প্রিয়বিরহিত শোকার্ত্তের শোক বিমোচন উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সাধনালব্ধ তপঃফল আমাদেরই হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হওয়ায় আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

আমার বিশ্বাস তাঁর এই গবেষণাপূর্ণ সুচিন্তিত গ্রন্থপাঠে বহু অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হইবে, বহু শোকোদ্বিগ্ন চিত্ত শান্তিলাভ করিবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুতর মনীষীর রচনাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মানুভূতির বহুতর নিদর্শন আমরা এই একখানি গ্রন্থেই লাভ করিব। ইচ্ছা ও ঐকান্তিকতা থাকিলে তাঁর প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বনে ইষ্টসিদ্ধিও অসম্ভব নহে।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা আমারই পরিবার সংশ্লিষ্ট। এই গ্রন্থে উল্লিখিতা পরমস্নেহপাত্রী দুহিতৃ তুল্যা কল্যাণী ইলার অলৌকিক শক্তি আমাদের প্রাণাধিকা রুণুর (অরুণা) শোচনীয় অকালবিয়োগের যে শোকাগ্নিতে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছে ; শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা আজ রুণুর স্মৃতির সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থকারের একমাত্র জীবিতা কন্যা উষার মধ্যেও ক্রমশঃ এই দৈবশক্তির স্ফুরণ দেখা যাইতেছে। হয়ত নিকট ভবিষ্যতেই আরও বর্দ্ধিত হইবে। অনন্যসাধারণ এই দৈবশক্তি ইহলৌকিক কোন উৎকট সাধনালব্ধ যোগবিভূতি নহে। ইহা কি মানুষের জন্মজন্মান্তরের দিকে দৃঢ় অঙ্গুলি সংকেত করিয়া গীতার এই মহাবাণী স্মরণ করাইয়া দেয় না,—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উৎসর্গ

রমা !

বড় অতর্কিত চলে গেছ ।

প্রথম যেদিন ওপার থেকে তোমার সাড়া এসেছিল, সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি ।

চোখে তোমার মুখ আর দেখিনি সত্য, কিন্তু তোমার প্রত্যেকটি কথা, প্রতিদিনের অধিবেশনে তোমার নিজস্ব বাণী ও প্রকৃতি অভ্রান্ত রূপে তোমায় প্রকাশ করেছে। যেন পাশাপাশি ব'সেই আমরা তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছি ।

ইহ-পরলোকের মাঝে তুমি সেতু রচনা ক'রেছ। এখানে নিস্পৃহ স্নেহ ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রেখেছ, আর ওপারে দেবতার পায়ে সুনির্ম্মল অর্ঘ্য হ'য়ে আছ ।

তোমার যাত্রাপথে প্রতিদিন আরও অগ্রসর হ'য়ে চলেছ বুঝতে পারি। তবু জানি, কোনও একদিন সেখানে নিশ্চয় তোমার দেখা পাব। সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি ।

আজ তোমারই হাতে "লোকান্তর" আদর ক'রে তুলে দিলাম। গ্রহণ কর মা !—

রমা

সূচীপত্র

প্রথম অংশ—যাত্রী

প্রথম খণ্ড—মৃত্যু

দ্বিতীয় খণ্ড—পরপার

তৃতীয় খণ্ড—সেতু

বিষয় পৃষ্ঠা

লোকান্তর

প্রথম অংশ

— যাত্রী —

প্রথম খণ্ড—মৃত্যু

প্রথম অধ্যায়

অমর মানব

জীবন আর মৃত্যু, দিন আর রাত্রি, নিত্য-সংযুক্ত। একের পর অন্যের প্রকাশ অলঙ্ঘনীয়।

রাত্রির পর প্রভাত। মৃত্যুর পর কি আছে, তা' লোক-চক্ষুর অতীত।

যুগ-যুগান্তর ধ'রে মানুষ এই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা ক'রে এসেছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে যোগী, তত্ত্বদর্শী, কবি, দার্শনিক—সকলেই এ প্রশ্নের সদুত্তর অন্বেষণ করেছেন।

বহুকাল অতীত হ'ল মানব সন্ধান পেয়েছে—সে মরণ-বিজয়ী। মৃত্যুর স্থূল যবনিকার অন্তরালে এক বিচিত্রতর, অপূর্ব্বতর দ্বিতীয় লোক আছে। পার্থিব জীবনের পরিশেষে সেখানেই আমরা প্রয়াণ করি, এবং সুখে বা

দুঃখে, অথবা সুখ-দুঃখের দ্বৈত মিলনে, জ্ঞান-চৈতন্যের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত থেকে সেখানে কিছুকাল নিবসতি করি ; এবং তারপর সাধারণতঃ আবার নব-দেহে এই পৃথিবীতেই প্রত্যাবৃত্ত হই। দেহান্তে আমাদের অস্তিত্বের বিলোপ হয় না।

মনে সংশয় জাগে! সত্যই কি সে দীপশিখা চিরনির্ব্বাপিত হয়? অথবা আধার পরিবর্ত্তিত হ'লেও সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা অগ্নিহোত্রীর অগ্নির মতই চির-বর্ত্তমান থাকে? যে সংশয় একদিন বালক নচিকেতা স্বয়ং যমরাজকে নিবেদন ক'রে প্রশ্ন তুলেছিলেন,[১] আজও মর্ত্ত্য-মানবের মনে সেই চির-সংশয় সমভাবে জাগরূক। মৃত্যু এসে দ্বারে যখন নৃশংসভাবে করাঘাত করে, প্রাণাধিক প্রিয়জন যখন সে অলঙ্ঘ্য নির্দ্দয় আহ্বানে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে কোন এক অজানার উদ্দেশে যাত্রা করেন, গৃহ সংসার শূন্যময় হয়ে যায়, অন্তরে জেগে ওঠে শুধু হাহাকার ও হতাশার আর্ত্তনাদ!

তখন স্বতঃই সংশয়ে ভরে ওঠে মন। যাঁকে অন্তিম বিদায় দিয়েছি তাঁর একটি ক্ষীণ ছায়াও পলকের জন্য আর চোখে পড়ে না, সে প্রিয় কণ্ঠের এতটুকু মৃদু গুঞ্জন আমাদের কাণে আর প্রবেশ করে না, তাঁর নিঃশ্বাসের চকিত স্পর্শও অনুভব মাত্র করতে পাই না, মনে হয়—কিছু নাই, কিছু নাই; ইহজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ। যিনি সেই অপরিজ্ঞাত পথে যাত্রা করেছেন তাঁর অস্তিত্ব বুঝি এই বিশ্বসৃষ্টির সীমারেখা অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে।

এই সংশয়কেই ভিত্তি ক'রে ঋষি চার্ব্বাক অতীতে একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রচার করেছিলেন,—"চিতাগ্নিতে এ দেহ ভস্মীভূত হবার পর কেহ আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না।"[২] সে বাণী কিন্তু বহুজনে শ্রদ্ধাভরে

১. যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে... কঠ. উপ.—১।১।২০
২, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। চার্ব্বাক দর্শন—৫

গ্রহণ করেনি, অথবা গ্রহণ করতে পারে নি। কারণ মানুষ এমন ক'রে তার স্নেহাস্পদ, প্রেমাস্পদকে চিরভবিষ্যতের জন্য হারাতে চায় না। পরবর্ত্তীকালে জড়বাদী (materialist) সেই কথারই পুনরুক্তি ক'রে বলেছেন—"মৃত্যুর ওপারে আর কিছু নাই। যখন দেহত্যাগের পর পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশে যায়, আত্মীয়জনের আর কোন সাড়াশব্দটুকুও পাই না, তাঁদের কোনও অনুভূতিই আর আমাদের মনকে স্পর্শ করে না, তখন সম্পূর্ণ বিলোপ ভিন্ন আর কিছুই ত সম্ভব নয়।"

পরলোক হ'তে কিন্তু বিদেহীর সাড়া চিরদিনই মানবের দ্বারে এসে পেঁ ৗছেচে। সর্ব্বকালে, সকল দেশেই নানারূপে আমাদের পূর্ব্বগামী প্রিয়জন তাঁর অস্তিত্বের সংবাদ ওপার হ'তে এপারে বহন ক'রে এনেছেন, কখনো বা সূক্ষ্মদেহে প্রকটিত হ'য়ে দর্শনও দিয়েছেন। সে সংবাদ, অথবা কচিচদৃষ্ট সেই ছায়ামূর্ত্তিকে সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মনের ভ্রম বলেই ধারণা ক'রে নিয়েছে, অথবা কুসংস্কার ব'লে অবহেলা ক'রে এসেছে। যন্ত্রযুগে মানুষ যতই নাস্তিক হ'য়েছে ততই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছে,—"সুস্পষ্ট, অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।"

সহস্র বিঘ্ন অপসারণ ক'রে সত্য একদিন অপরাজিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে; এই হ'ল সত্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রাচ্যের কথা ছেড়ে দিলেও, এখনো শতাব্দী অতীত হয়নি জড়-বিজ্ঞানগর্ব্ব-দৃপ্ত পাশ্চাত্যের অবিশ্বাসী চিত্তে পরলোকের দ্বার উদ্ঘাটনের প্রবল কৌতূহল জাগ্রত হ'য়েছিল। ইউরোপ-আমেরিকার সুধীবৃন্দের আগ্রহী অন্তরের একাগ্রতায় অপ্রত্যাশিত বিদেহী-মানবের অস্তিত্বজ্ঞাপক সংবাদ বারে বারেই এসে পেঁ ৗছাতে লাগলো। বহু আলোচনা ও গবেষণা হ'ল এই পরলোকতত্ত্ব নিয়ে। প্রবীণ দেশমান্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ তখন বললেন—"পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচরে, আমাদের স্থূল অনুভূতির সীমার অতীত আর একটি জগৎ

আছে, এ কথা সুনিশ্চিত।" ১ কেহ সাহস ভরে আরও কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে এসে বললেন,—"আজ সংশয়ীকে বুঝিয়ে দেবার দিন এসেছে যে বিদেহী-মানবের ছায়ামূর্ত্তি সত্যই এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। বিশ্ব-রচনার মধ্যে তারও যে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, এ কথা অস্বীকার করবার কিছুমাত্র উপায় নাই। দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে তার দিকে চাও, তাকে পরীক্ষা কর, তার সংজ্ঞা নির্ণয় কর।" ২

তখন পৃথিবীর ওই ভাগে একটা অপূর্ব্ব যোগাযোগ হ'য়েছিল। মরণের পরেও জীবের অস্তিত্ব সত্য, না কল্পনা-কুশলী মানব-চিত্তের কল্পনা মাত্র, এই প্রশ্নের সমাধানে সপ্তরথীর মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবিৎ ও বৈজ্ঞানিকরা৩ দেশে দেশে আত্মনিয়োগ করলেন। তথ্যানুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা হ'য়ে৪ নানাভাবে

---

১. There is certainly a world beyond our normal consciousness from which neither space nor time divides us, but only the barrier of our sense-perceptions.

Barret—On the Threshold of the Unseen p. 282.

২. It is necessary to convince a sceptical world that apparitions do really appear. In order to do this it is necessary to insist that your ghost should no longer be ignored as a phenomenon of nature. He has a right to be examined and observed, studied and defined. *W. T Stead*—(Extract from 'Prefatory Word' in Real Ghost Stories; quoted from p. 160 of My-Father by Estelle W. Stead)

৩. Sir William Crookes, Sir William Barret, Alfred Russel Wallace, C. Lambroso, Camille Flammarion, Sir Oliver Lodge, F. W. Myers, W. T. Stead, Sir Arthur conan Doyle and others.

৪. Society for Psychical Research, London; and similar Societies in America and in the continent of Europe; Spiritualist Alliance, London; etc.

আলোচনা, গবেষণা হবার পর প্রতীচ্যে বহু পণ্ডিত অনন্য উপায় হয়েই যেন শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, যে মৃত্যুর পরেও মানবের অস্তিত্ব (সূক্ষ্ম দেহে) বর্ত্তমান থাকে ; আর এমন কি, অবস্থাবিশেষে পার্থিব মানবের সঙ্গে বিদেহী মানবের ভাবের আদান-প্রদান, কথোপকথন পর্যন্ত সম্ভব।[১] প্রকাশ্য বাক্যালাপের নানারূপ পন্থাও ক্রমে আবিষ্কৃত হ'য়ে উঠলো।

এই সব পরলোক-নিবাসীরা উপযুক্ত পাত্র পেলে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ ক'রে থাকেন। তাঁদের পরিত্যক্ত এই পৃথিবীতে তাঁরা এসে উপস্থিত হয়েছেন সেই অজ্ঞাতলোকের বার্ত্তা নিয়ে, চৈতন্যময় সত্তার প্রমাণ নিয়ে,—সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তির সমক্ষে নিঃসংশয়িত ভাবে প্রচার করেছেন যে মৃত্যু এসে জড়দেহকে বিনাশ করলেও, জড়দেহবাসী যে সত্যকার জীব,—তাকে আত্মা বা জীব বলি, স্পিরিট বা অপর যে কোনও অভিধানেই অভিহিত করি না কেন, মরণ তাকে স্পর্শও করতে পারে না।

জগৎবরেণ্য এক প্রবীণ বৈজ্ঞানিক[২] পরলোকবাসীর বাণী সংগ্রহ করে বলছেন,—"তাঁরা বলেন, সেই লোকে উত্তীর্ণ হবার পরও জড়দেহ-বিমুক্ত মানবের চিত্তে মর্ত্ত্য-মাতার স্মৃতি অক্ষুণ্ণই থাকে, ধী-শক্তির বিলোপ হয় না, আপনার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বা ব্যক্তিত্বের অবসান হয় না, প্রিয়জনের প্রতি প্রীতির বন্ধন যথাপূর্ব্ব অটুটই থাকে ; স্নেহে, করুণায়, প্রেমে আমাদের সহায়তা করবার জন্য সে লোকেও তাঁরা ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন।

---

১. "Man continues to live after death, and under certain conditions it is possible for him to communicate with those he has left behind". (Creed of Spiritualism—quoted by Sir Arthur Conan Doyle in History of Spiritualism. Vol. II. p. 66)

২. Sir Oliver Lodge—(See Phantom Walls, pp. 228-235)

"এই সব বিদেহী মানবের কাছে আরও জানা যায় যে চর্ম্মচক্ষুর অতীত সেই দেশে সাধু ও অসাধু, সুজন ও কুজন একই স্থানে অথবা একই অবস্থায় বসতি করেন না। বিভিন্ন রুচি, প্রকৃতি ও ভাবধারা পৃথিবীর মত সেই লোকেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক পথে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়। পাঠ, সঙ্গীত, চিত্রকলা,—যাঁর যাতে অনুরাগ—তারই সাধনায় তিনি সেখানে নিমগ্ন থাকেন। শান্তিতে ও আনন্দে তাঁরা বিভোর। সেখান হ'তেও তাঁরা এ পৃথিবীর কত মহৎ কর্ম্মের সহায়ক, বহু শ্রেষ্ঠ চিন্তার প্রবর্ত্তক।

"এ বার্ত্তাও তাঁদের কাছে শোনা যায় যে পরলোকেও শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর বাসভূমি আছে, আর অগ্রগতির পথ সব বিদেহীর জন্যই উন্মুক্ত। ক্রমোন্নত যাত্রাপথে ক্রমশঃ এমন একদিন এসে উপস্থিত হবে, যেদিন এ পৃথিবীর আহ্বান ধ্বনি, প্রিয়জনের স্নেহ আকর্ষণ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে সেই উচ্চতর লোকে আর তাঁদের স্পর্শ করতেও পারবে না। তবুও, যত দূরে বা যত উচ্চে তাঁদের গতি হোক না কেন, কোনও মঙ্গল উদ্দেশ্যে সর্ব্বকালেই তাঁদের পৃথিবীতে অবরোহণ সম্ভবপর।"

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ উচ্চকণ্ঠেই এই মহাবাণী একদিন প্রচার করেছিল ঃ—

"দেহী নিত্যং অবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।"

—এই দেহের যিনি অধীশ্বর তিনি সনাতন, তিনি মরণাতীত। প্রাচীন চীন, মিসর ও গ্রীসেও অনুরূপ ভাবধারা বর্ত্তমান ছিল। মৃত্যুর ওপারেও মানবের শুধু অস্তিত্বই নয়, তার ব্যক্তিগত সত্তার বিলোপ হয় না, এই কথা ভারতে বহু পুরাতন।

দৈনন্দিন জীবনেও ভারতীয় হিন্দু পরলোকে পূর্ব্বগামীদের অমর অস্তিত্ব চিরদিন সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রে এসেছেন। কি অতীতে, কি

বর্ত্তমানে হিন্দু তর্পণকালে পরলোকগত পিতৃগণকে সম্বোধন ক'রে তাঁদের উদ্দেশে অঞ্জলিবদ্ধ গঙ্গাবারি নিবেদন করেন, গলবস্ত্র হ'য়ে বলেন,—"তৃপ্যতাং, তৃপ্যতাং" (তোমাদের তৃপ্তি হোক, তৃপ্তি হোক)। গৃহে পুত্র জন্ম হতে বিবাহাদি উৎসবে পরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে আবাহন ক'রে হিন্দু পূজা নিবেদন করেন, নতুবা সে উৎসব সম্পূর্ণ হয় না। বৎসরের পর বৎসর হিন্দু নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ক'রে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করেন,—"ইঁহাদের পরমা গতি ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক।" শ্রাদ্ধ মন্ত্রের সেই অমর অংশ স্মরণ করলে এ অনুষ্ঠানের প্রকৃত মহিমা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হবে,—

"ওঁ মধুবাতাঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধবী র্ণ সন্তোষধী ॥...মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥"

—স্বর্গতজনের চতুর্দ্দিক মধুময় হয়ে যাক, এ এক মোহ-হীন উদার নিষ্কাম কামনা! প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদেও বিদেহী পিতৃগণকে পূজা ও তাঁদের নিকট হ'তে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার রীতি বর্ণিত আছে।[১] মনে, জ্ঞানে, কর্ম্মে হিন্দু অতি প্রাচীনকাল হ'তে শুধু আত্মার অমরত্বেই নয়, দেহ-ত্যাগের পর বিদেহীর চৈতন্যময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন, এই শ্রাদ্ধ মন্ত্রাবলীই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

* * * *

যদি সত্যই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি যে ইহলোকের পর লোকান্তরের অস্তিত্ব সত্য, যদি বিশ্বাস করি যে আমাদের পূর্ব্বগামী প্রিয়জনের চৈতন্যময় সত্তা সেই লোকে বর্ত্তমান আছে, যদি সেই লোকেরই উদ্দেশে

---

১. ঋগ্বেদ সংহিতা—১০ মণ্ডল, ১৫ সূক্ত।

আমরাও প্রতিদিন সংযত চিত্তে অগ্রসর হবার জন্য সচেষ্ট থাকি, তবে আমাদের পার্থিব জীবনের যাত্রাপথ সুনিয়ন্ত্রিত হয়, মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়ে যায়, আর ইহলোকের যত কিছু দুঃখ-সন্তাপ, এমন কি, দুর্বিষহ মৃত্যুশোকও সহনীয় হয়ে আসে। বেদনাতুর দুর্বহ জীবন আশার আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তরে-বাহিরে বৈরাগ্যের শান্তিসলিল অভিসিঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবাত্মা

বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছেন এক অদ্বিতীয় মহাশক্তি। নানাজন তাঁকে নানা রূপ এবং নাম দিয়ে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ বলে তাঁকে ব্রহ্ম, কেউ মহেশ্বর, কেউ বলে গড্ বা খোদা, আবার কেউ শুধু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলেই তাঁকে নির্দ্দেশ করে। যে-কোনও নাম তাঁর জন্য নির্ব্বাচন করি না কেন, তাঁর প্রবর্ত্তিত চক্রে, তাঁরই ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও চরম গতি, এ বিষয়ে সকলেই একমত।

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ব'লেছেন :—সেই ব্রহ্ম হতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই জীবন ধারণ করে এবং অন্তে তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হ'য়ে থাকে।[১] তিনি প্রাণময়, চৈতন্যময়, অনন্ত শক্তির আধার। উপনিষদে আছে ;—তাঁরই প্রভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাঁরই প্রতাপে সূর্য্য উত্তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করে, বায়ু বহমান হয় এবং মৃত্যুও সঞ্চরণ ক'রে ফেরে।[২]

তাঁর সীমাহীন সৃষ্টির তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী একটি অতি অল্প পরিসর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্থান মাত্র। আকাশে কত অগণ্য নক্ষত্র আছে যার আয়তন পৃথিবীর বহু শত ও সহস্র গুণ অধিক। তথাপি, মর্ত্ত্য-মানব

---

১. যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি ; যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। ...তদ্ ব্রহ্মেতি।—তৈত্তি. উপ.—৩।১

২ ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। কঠ. উপ.—৬।৩

আমরা, আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র জগৎ নিয়েই আলোচনা করব,—যেহেতু আমাদের জ্ঞানের পরিধি এর বাহিরে নিতান্তই অল্প।

সৃষ্টিকর্ত্তার রচনা এ পৃথিবীতে দুইটি পৃথক্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে—স্থাবর আর জঙ্গম।[১]

স্থাবর প্রাণহীন। নদী, পর্ব্বত, মেঘ সবই স্থাবর।

জঙ্গম (অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী) বিধাতার কৃপায় প্রাণবন্ত। উদ্ভিদ-রাজ্যে ক্ষুদ্র তৃণ হ'তে বিশাল মহীরুহ পর্য্যন্ত এই প্রাণ-স্পন্দনে তরঙ্গায়িত। একটি ক্ষুদ্র শিশুর যেমন, বৃক্ষ-পত্র-শাখার চাঞ্চল্যেও তেমনি একটা প্রাণময় পুলক-স্পন্দন বর্ত্তমান আছে। বৃক্ষের নাই শুধু দেদীপ্যমান চেতনা।

জীব বা প্রাণীকে সৃষ্টিকর্ত্তা শুধু যে প্রাণ দিয়েছেন, তা' নয়। প্রাণ ব্যতিরেকে জীব তাঁর কাছে আরও মহত্তর দান লাভ করেছে,—সে দান তাঁর অমর "আত্মা"। সর্ব্বজীবই আত্মার সাময়িক আধার-স্থল। নিম্নস্তরের জীব মধ্যেও আত্মা অবচেতন রূপে বর্ত্তমান আছেন।

এ পৃথিবীতে প্রাণীরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি—মানব। বিশ্ব-বিধাতার কৃপায় মানবই একমাত্র পার্থিব জীব যার বোধ করবার শক্তি আছে যে, সে, আর তার দেহ, একই বস্তু নয়। সে স্বয়ং দেহাতিরিক্ত একটা বিশিষ্ট সত্তা, পরব্রহ্মেরই এক ক্ষুদ্রতম অনুকণা। জীবের মধ্যে মানুষই ধারণা করতে পারে যে, জড়দেহ তার অনিত্য বটে, তথাপি সে অমৃতময় আত্মারই অধিষ্ঠান ক্ষেত্রত্বে নিজে অজর, অমর।[২] "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

---

১. Inorganic and organic.

২. মর্ত্তং বা ইদং শরীরং আত্তং মৃত্যুনা।
তদস্য অশরীরস্যাত্মনো হধিষ্ঠানম্। ছা. উপ.—৮।১২।১

জীবাত্মা

"আত্মা কি ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলছেন,—যে স্বপ্রকাশ, অন্তর্জ্যোতি, জ্ঞানময় পুরুষ প্রাণী সকলের মধ্যে বিরাজিত আছেন তিনিই আত্মা।[১] আত্মা প্রাণেরও প্রাণ, হৃদয়ের জ্যোতি। পরমাত্মার বিস্ফুলিঙ্গ এই জীবাত্মা। জীবের সর্ব্ব অনুভূতি, সকল বোধ, সকল জ্ঞান আত্মারই অস্তিত্বের মূর্ত্ত প্রকাশ। আত্মাই দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, ঘ্রাণ লন, আস্বাদন করেন, মনন করেন, জ্ঞানে কার্য্য করেন—এই হ'ল তাঁর পরিচয়।[২] তিনি হলেন রথী, আর আমাদের দেহ তাঁর রথ।[৩] সকল জ্ঞান বিজ্ঞান যাঁর, সুখ দুঃখের অনুভূতি যাঁর, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধার যিনি প্রদাতা, যাঁকে নিবেদন করি—পিতা, পুত্র, পত্নী, বন্ধু, যে কেউ তিনি হ'ন না কেন, তিনি এই জড়-দেহ নন,—দেহের অন্তর-বিহারী দেবতা,—"আত্মা"। দেহেন্দ্রিয়ের যোগে যতদিন তিনি এ সংসারে বিষয়ানুভূতি করেন ততদিন তিনি "জীবাত্মা", অর্থাৎ "দেহী"।

এই আত্মা সনাতন। তাঁর জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। জীব যখন পৃথিবীতে জন্মলাভ করেন, আত্মা তখন সূক্ষ্ম শরীর সংযোগে এই স্থূল শরীরে যুক্ত হন, আর মরণ সময়ে তিনি এই দেহকে সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ সংযোগে পরিত্যাগ করেন।[৪] নানা রূপ ধরে—অভিনেতা যেমন রঙ্গমঞ্চে বারেবারেই প্রবিষ্ট হ'য়ে অভিনয় করে যায়,—(কখনো রাম, কখনো দুর্ব্বাসা, কখনো বিদূষক) বহুবার তেমনি করেই তিনি এ পৃথিবীতে আগমন ও নির্গমন করেছেন, বহুবার উর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করেছেন, আবার

---

১. কতমং আত্মেতি—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু
হৃদ্যন্তর্জ্যোতি পুরুষঃ। বৃহ. উপ.—৪।৩।৭

২. এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।
প্রশ্ন. উপ.—৪।১০

৩. আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেব তু।—কঠ. উপ.—৩।৩

৪. বৃহ. উপ.—৪।৩।৮

সেখান হতে পুনরাবর্ত্তিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু নাই, তাই এ পার্থিব দেহ যখন তিনি ছিন্ন কন্থার মত পরিত্যাগ ক'রে চলে যান, তখনও লোকান্তরে আমরা তাঁর অস্তিত্বের, তাঁর অনুভূতির, তাঁর স্নেহ করুণারও নিদর্শন লাভ করি। যেহেতু এই জড়দেহ মানুষের মাত্র অন্নময় কোষ ; তার মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই কোষ চতুষ্টয়ের স্থূল-দেহ নাশের সঙ্গে ত' বিনাশ ঘটে না। আত্মা এতদতিরিক্ত কারণশরীরাশ্রয়ী—"নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা।"

মানব যে দেহাতিরিক্ত একটা মহা সত্তা—কেবল রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থির বোঝা মাত্রই নয়, মানব যে আত্মার আশ্রয়স্থল মাত্র, পার্থিব জীবন যে অমর আত্মার স্থূলভাবে সাময়িক বিকাশ, এ সত্য বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রচারিত হয়েছিল। বিগত কয়েক শতাব্দী পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান এই মহৎ সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে এসেছে। আজ সেই বিজ্ঞানবিৎদের মধ্যেই কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে নিজেদের পরাজয় স্বীকার করতে পশ্চাদপদ হন নি।

বিশিষ্ট এক বৈজ্ঞানিক জীবনব্যাপি সাধনালব্ধ জ্ঞান নিয়ে মুক্তকণ্ঠে বলেছেন,—"মানবের মধ্যে নিঃসন্দেহ তিনটি উপাদান আছে—মননশীল আত্মা, সূক্ষ্ম শরীর, আর এই জড়দেহ। পার্থিব এ দেহ হ'ল জীবাত্মার সাময়িক বিকাশ ক্ষেত্র মাত্র।"[১]

পণ্ডিতাগ্রগণ্য আর এক বৈজ্ঞানিক দ্বিধাশূন্য হয়ে আপনার মতবাদ

---

১. There are indubitably three elements in a human being ; the thinking soul, the fluid double and the physical body...Earthly life is but a phase in the life of the spirit.

Flammarion—Death and its Mysteries—Vol. III. p. 386, 388.

প্রকাশ করে বলেছেন,—"জীবাত্মাই (spirit) সর্ব্ব জীবের সারবস্তু, আর জড়-দেহ তার যন্ত্র ; এই যন্ত্রের সহায়তায় এক জীব অপর জীবের এবং পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শ লাভ করে মাত্র।"[১]

[এখানে বলা বাহুল্য জীবাত্মা ও সূক্ষ্মদেহের পৃথক তত্ত্ব প্রাচ্যের মত পাশ্চাত্যে এখনও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পায় নি। তাঁদের 'স্পিরিট' বলতে যা বুঝায় তা সাধারণতঃ সূক্ষ্মদেহ মাত্র।]

বিজ্ঞান রাজ্যের অপর এক মুকুটমণি জীবন-সন্ধ্যায় পরম বিস্ময়ে বলছেন,—"কি ভাবে আমরা (অর্থাৎ জীব বা মানব) এই পার্থিব দেহটার মধ্যে প্রবেশ লাভ করলাম তাই আশ্চর্য্য।...আমি বলি যে অধ্যাত্ম বা সূক্ষ্ম জগতই হ'ল সার, আর আমাদের পার্থিব জীবন একটা ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়।"[২]

বিজ্ঞানবিৎ এখন সেই প্রাচীন বাণীরই পুনরুক্তি করছেন—মানব এই জড়-দেহ মাত্র নয়,—পরমাত্মার অবস্থিতি-গৌরবে গৌরবান্বিত এক মহা সত্তা। দেহ হ'ল তাঁর যন্ত্র। যিনি যন্ত্রারূঢ় তিনি সেই অবাঙ্মানস-গোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ, যাঁকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপনিষদের ঋষি

---

১. Spirit is the essential part of all sensitive beings, whose bodies form but the machinery and instruments by means of which they perceive and act upon other beings and on matter.

A. R. Wallace—Miracles and Modern Spiritualism. p. 100.

২. The wonder is that we ever succeeded in entering a matter body at all...My thesis is that the spiritual world is the reality, and this life is only a temporary episode.

Lodge—Phantom Walls.—p. 88 and 100.

পর্য্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। আবার প্রাচীন ভারতের যোগবলে বলীয়ান ঋষি যোগী তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞাননেত্র দিয়ে অনুভূতি লাভ ক'রে, সেই প্রলব্ধ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর উদ্দেশে প্রেরণ করে বলছেন,—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভবস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈতৎ ॥[১]

১. অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষের দ্বারা নিখিল পরিপূর্ণ আছে, ইনি এই দেহের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠান করেন, ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা। তাঁকে বিদিত হ'লে, লোক আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্মা। কঠ. উপ.—২।১।১২

তৃতীয় অধ্যায়

দেহত্যাগ

সকল যন্ত্রেরই কালক্রমে ক্ষয় হয়। জীবের—মানবের—এই দেহ-যন্ত্রেরও ক্ষয় তাই অনিবার্য্য।

ক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল বিকার। জরা এসে, অথবা কঠিন ব্যাধি এসে, জীবমাত্রেরই জড়দেহকে একদিন না একদিন অধিকার করে নেয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কর্ম্মকুশলতা ক্রমেই নিঃশেষিত হ'য়ে আসে। মনন-ক্রিয়াও আর স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হতে পায় না। দেহ, মন, উভয়ই অবশ, বিকল ও পরিশ্রান্ত।

যখন পার্থিব নশ্বর দেহ এই ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে, তখন সে দেহের সার্থকতা আর কিছুমাত্র থাকে না। এমনি সময় দয়াময় মৃত্যু এসে দেহের বন্ধন-রজ্জু ছেদন ক'রে দেন। জীবাত্মা তখন সেই অশক্ত, ক্লিষ্ট দেহবাস পরিত্যাগ ক'রে আর এক লোকে প্রয়াণ করেন।[১]

অনন্তকাল ধ'রে মানবের একই জড়-দেহে বাস অচিন্তনীয়। মৃত্যুহীন জীবন যদি সম্ভবপর হ'ত, সে হ'ত মানুষের পক্ষে এক নিদারুণ বিড়ম্বনা। চক্ষের দৃষ্টি যখন স্তিমিত হ'য়ে যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, ধারণা ও চিন্তাও যখন অশক্ত মস্তিষ্কের পীড়াদায়ক, তখন শুক্লকেশ, লোল-

---

১. The process called death is a severance of soul and body; the soul is freed rather than injured thereby. The body alone dies and decays: but there is no extinction even for that—only a change for the other part there can hardly be even a change—except a change of surroundings. *Lodge*—Raymond. p. 298.

চর্ম্ম মানব পরিণত হ'য়ে যায় জীবন্ত এক শবরূপে। তাই মৃত্যু সেই সম্ভাবনার সূচনায় মুক্তির বাণী বহন ক'রে পরম-মিত্ররূপেই জীবের শিয়রে আবির্ভূত হন। তাই গীতায় ভগবান স্বয়ং বলছেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

সত্য বটে, মরণ বহুস্থলে অপ্রত্যাশিতরূপে আবির্ভূত হ'য়ে কত উদীয়মান তরুণ জীবনকেও পৃথিবীর কোল হতে অকালে নির্ম্মম হস্তে অপসৃত ক'রে নিয়ে যায়। আমরা বর্ত্তমান জীবনের বাহিরের কোন সংবাদ জানি না ব'লেই, আমার প্রিয়তমকে চির-ভবিষ্যতের জন্য হারিয়ে ফেলেছি এই ধারণা ক'রেই, এরূপ ঘটনায় মর্ম্মান্তিক আহত হ'য়ে অহোরাত্র হাহাকার করি। কিন্তু যদি লোক লোকান্তরকে আমাদের বাস পরিবর্ত্তনের নূতন পরিবেশ মাত্র, অথবা জন্ম জন্মান্তরকে একই জীবাত্মার বারম্বার পার্থিব অভিযান ব'লে ধারণা করতে সক্ষম হই, যদি এক জন্মের কর্ম্ম দ্বারা পরজন্মের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, এ কথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি, তবে মৃত্যু শৈশবে, যৌবনে বা অপর যে কোন ক্ষণেই আসুক না কেন, তাকে অকাল মৃত্যু মনে করবার কোন কারণ থাকে না। এমন কি আত্মজন প্রবাসে থাকলে যতটুকু অভাব বোধ ক'রে থাকি, তা হ'তে হয়ত অধিক ক্ষতি বোধও করি না।

পরমেশ্বরকে জানা ও তাঁকে লাভ করা—এই হ'ল মানব-জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। তিনি আছেন সর্ব্বভূতে, সবার হৃদয়ে। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন,—ব্রহ্মলাভের বিস্তৃততম মার্গ। সর্ব্বভূতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের উপাদান বা যোগসূত্র হেতু এই পার্থিব দেহের প্রয়োজন। এই স্থূল দেহের

সহায়তাতেই আমরা কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো মিত্র, কারো অরি, কারো প্রভু বা ভৃত্য। আমাদের পূর্ব্বকর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন-সাধনের সময় হ'ল আয়ুষ্কাল। আয়ু শেষে মানবের সাময়িক পরলোক-বাস ; তারপর কর্ম্মানুসারে হয় পুনর্জ্জন্ম, না হয় ভগবৎ-সান্নিধি লাভ। জীবজগতের এই-ই শাশ্বত ইতিবৃত্ত।

ইহজীবনের শেষে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মানবের একটা প্রধান কৃত্য, —হিসাব নিকাশ করা। তার যত কিছু কৃতকর্ম্ম সব বিধাতার চরণে সেই সময়ে নিবেদন ক'রে দিয়ে সে কৃতাঞ্জলিপুটে তখন প্রার্থনা করে,— "প্রভু, 'দীনের বিচার কর' ;—আমার সকল মন্দ, সকল ভাল, সকল ক্ষুদ্রতা, সব সংকীর্ণতা,—যা পেয়েছি, যা ক'রেছি, যা ক'রতে অবহেলা করেছি,—সবই তোমার কাছে অনাবৃত। তুমি আমার বিচার কর।"

একাধিক স্থান হতে মরণ-সময়ের এই বর্ণনাই পাওয়া যায়। অন্তিম-শয়নে যেন ধ্যান-স্তিমিত হন আসন্ন-যাত্রী। সেই নিষ্পলক চক্ষের সম্মুখে তখন তাঁর ইহ-জীবনের ছোট বড় যত কিছু ঘটনা সব চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মত দ্রুত ভেসে যায়। জীবনের যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা, জয় পরাজয়, ঘৃণা প্রেম, ন্যায় অন্যায়, কর্ম্ম ও বিচ্যুতি—যে ছন্দে জীবনের গতি অহোরাত্র প্রবাহিত হয়েছে—তারই একটি পরিপূর্ণ নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে সেই অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র-পথে।[১] স্বয়ং বেদব্যাস পুত্র সুকদেবকে

১. At the solemn moment of death every man, even when death is sudden, sees the whole of his past life, marshalled before him in its minutest details. (*Blavatsky*—Key to Theosophy. P. 109)

When the physical body is struck down by death, slowly the lord of the body draws himself away, absorbed in the contemplation of his past life, which in the death hour unrols before him, complete in every detail. *Besant*—Ancient Wisdom.—p. 111.

পাতঞ্জল দর্শন—সাধন পাদ, সূত্র ১৩—ব্যাসভাষ্যে—"তস্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে" দ্রষ্টব্য।

বলেছেন "মানব যখন দেহ পরিত্যাগ ক'রে পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হয়, তার জীবাত্মা ভোগ-দেহ মধ্যে প্রবৃষ্ট হ'য়ে আপনার কৃত শুভাশুভ কার্য্য সমুদয় সন্দর্শন ক'রে থাকেন।" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩২২ অধ্যায়) সেই অন্তিম শয্যায় শয়ন ক'রেই পরলোক-যাত্রীর অনুভূতি হয়—গতি তাঁর কোন্ পথে, সু-উচ্চ ব্রহ্মলোকে, না শোক-দুঃখ-লেশ-হীন সুখ-নিবাস ভূমি স্বর্গে, অথবা পৃথিবীর সান্নিধ্যে অপর কোন স্থানে (অর্থাৎ যাকে ভূবর্লোক বা পিতৃলোক বলা হয়)।

যাত্রী যখন তন্দ্রামুগ্ধ হ'য়ে ঐ চলচ্চিত্র দর্শনে নিমগ্ন থাকেন তখন, অথবা তার কিছু পূর্ব্ব হতেই, গৃহে বহু পুরাতন দিনের হারাণো প্রিয়জনের (কখনো বা মুক্ত-পুরুষের) আবির্ভাব হয়।[১] অজানা দেশে এই গমনোন্মুখ অভিযাত্রীর পথ-প্রদর্শক হবার জন্য যেন বিধিনির্দ্দিষ্ট রূপেই তাঁরা সহৃদয়তার সঙ্গে উপস্থিত হন।[২] সুপ্রাচীন ভাগবত পুরাণে আছে ভক্ত বিদুরের অন্তিমে পিতৃগণ তাঁর পথ-প্রদর্শকরূপে এখানে (প্রভাসে) এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। শুধু দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন মানব নয়, গৃহস্থের পরিজনবর্গও কখনো কখনো এই সব সূক্ষ্ম-দেহীর পরিচিত মূর্ত্তি মুমূর্ষুর শয্যাপ্রান্তে দর্শন করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্ব্বদেশেই এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৩]

---

১. পিতৃভিঃ সক্ষয়ং যযৌ—ভাগবত—১।১৫।৪৯

২. He (the departing spirit) is presently aware that there are others in the room besides those who were there in life, and among those others, who seem to him as substantial as the living, there appear familiar faces, and he finds his hand grasped or his lips kissed by those he loved and lost. Then in their company, and with the help and guidance of some more radiant being who has stood by and waited for the new-comer, he drifts to his own surprise through all solid obstacles and out upon his new life—*Doyle*—The New Revelation.—p. 86.

৩. ১৮৮—১৯৬

ধমনীর গতি ক্রমে মন্থর হ'য়ে আসে। সাধারণ মানবের অলক্ষ্যে শয্যাশায়ী ঐ যাত্রীর একটি পূর্ণাবয়ব সূক্ষ্মমূর্ত্তি ইত্যবসরে সেই দেহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শয্যায় শয়ান মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখে। একটি জ্যোতির্ম্ময় রজ্জু তখনও ঐ স্থূল দেহ ও নব-গঠিত সূক্ষ্ম-দেহের মধ্যে বন্ধনী হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে যখন ঐ বন্ধনী আপনা হতেই ছেদিত হ'য়ে যায়, তখন দেহ-বাসী আত্মা ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করেন, আর বিগত-জীবন সেই জড়-দেহ নিষ্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

মহাযাত্রার পথে গমনোন্মুখ ঐ পথিকের শয্যাপার্শ্বে ব'সে আর্ত্তনাদের রোল তুলতে নাই। আত্মীয়জনের আকুল বিলাপ তাকে প্রবল প্রত্যাকর্ষণে প্রপীড়িত করে; তার গতিপথ তাতে দুর্নিরীক্ষ্য হ'য়ে যায়।[১] দুঃখে অভিভূত হ'য়ে সে বারম্বার বলবার প্রয়াস করে,—"তোমরা এত ব্যাকুল হ'য়ো না, খেদ ক'র না; এই ত আমি এখানেই রয়েছি, আমার ত ধ্বংস বা লয় হয় নি; আমি তোমাদেরই মত একজন।" সে জানাতে চায় তার অস্তিত্ব, সূক্ষ্মদেহে সেখানেই তার অবস্থিতি। আমাদের স্থূলদেহ তার স্পর্শ অনুভব করে না, আমাদের কাণে তার কণ্ঠের সূক্ষ্ম স্পন্দন ধ্বনিত হয় না।[২] আমরা যতই অধিক আর্ত্তনাদ করি, ততই

---

১. If we mourn, if we yield to gloom and depression, we throw out from ourselves a heavy cloud which darkens the sky for them. Their very affection for us,...lay them open to this direful influence. *Leadbaeter*—Other Side of Death. —p. 823.

২. He soon finds, to his surprise, that though he endeavours to communicate with those whom he sees, his ethereal voice and his ethereal touch are equally unable to make any impression upon those human organs which are only attuned to coarser stimuli.

Doyle—The New Revelation.—p. 86.

সেই নব-পথের যাত্রী অধিকতর ক্লিষ্ট, এবং চিত্ত তার সমধিক উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ইহলোকের কর্ম্ম-শেষে যার দিন ফুরা'ল, তাকে ত আর কোন ক্রমেই ধরে রাখা যায় না। বিদায়-বেলায় তাকে অনর্থক আরও আকুল ক'রে তোলা, তারই প্রতি একান্ত অকরুণ ব্যবহার। এই কথাটাই আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে ভুলে যাই; নিদারুণ শোক-শেল বিদ্ধ চিত্তে শুধু বেজে ওঠে নিজেদের ক্ষতির খতিয়ান।

পৃথিবীর সকল জীবই তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অহোরাত্র ধ'রে কোন্ এক অজ্ঞাত, অমৃত-লোকের অব্যর্থ আহ্বানে অগ্রবর্ত্তী হয়ে চলেছে। যতদিন সে তার সেই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে পেঁছাতে না পারবে, ততদিন তার পথ চলার সমাপ্তি হবে না। একটা খেলার পরিশেষে ঘরের বাহিরে যিনি পদার্পণ করলেন, তাঁর যাত্রাপথ আমরা যেন কণ্টকময় না করি। আত্মীয় বন্ধু নীরবে অশ্রুমোচন ক'রে সেই প্রিয়জনের ঊর্দ্ধলোক সদ্গতি প্রার্থনা করাই বিদায় কালের করণীয় কার্য্য। মহাকবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তখন যেন আমরা যুক্ত-করে নিবেদন করি,—

"মুক্তিদাতা!
তোমার দয়া তোমার ক্ষমা
হোক্ চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
সারাটি বিশ্ব যেন ডেকে লয়,
পাই অসীম নির্ভয় পরিচয়—
মহা-অজানার॥"[১]

১. রবীন্দ্রনাথ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাণ

প্রাণ—এই দেহের সঞ্জীবনী ও কার্য্যকরী শক্তির অধিষ্ঠাতা। তিনিই এ দেহ-যন্ত্রের অদৃশ্য পরিচালক ও রক্ষক।

হিন্দু-দর্শন বলেন, প্রাণবায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হ'য়ে জীব-দেহের বিভিন্ন অংশে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে সঞ্চারিত থাকে। এই বায়ু-পঞ্চকের নাম—প্রাণ (নাসিকা-সঞ্চারী বায়ু), অপান (নাভি হ'তে আপাদতল সঞ্চারী), উদান (কণ্ঠস্থ বায়ু), সমান (ভুক্ত দ্রব্য পরিপাচক ও রসরক্ত বিভাগকারী), ও ব্যান (সর্ব্ব শরীর সঞ্চারী বায়ু)। শ্রুতিতে আছে—সম্রাট যেমন অধিকারী পুরুষগণকে—"এই এই গ্রাম অধিকার করিয়া থাক" বলিয়া নিয়োগ করেন, তেমনি মুখ্যপ্রাণ অন্যান্য প্রাণকে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। প্রশ্ন উপ—৩।৪—যথা সম্রাট্...

আত্মাকে যেমন চক্ষে দেখা যায় না, প্রাণও তেমনি দর্শন-স্পর্শনাদির দুরধিগম্য। তবুও আত্মীয়-বন্ধুর অন্তিম শয্যাপ্রান্তে ব'সে আমরা তাঁর দেহ হ'তে প্রাণের উৎক্রমণ যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। মুমূর্ষুর অঙ্গ হিম হ'য়ে আসে, নাড়ী-প্রবাহ ক্ষীণ, জিহ্বা জড়, চক্ষু নিষ্প্রভ, সর্ব্বাবয়ব শিথিল, একটা অনির্ব্বচনীয় কাতরতার আত্যন্তিক প্রকাশ,—তারপর একটি ফুৎকারের পক্ষপুটে প্রাণবায়ু সেই দেহ-বাস পরিত্যাগ ক'রে বহির্ম্মুখে যাত্রা করে। সেই মুহূর্ত্ত যিনি একবার লক্ষ্য করেছেন, জীবনে আর কখনো বিস্মৃত হ'তে পারেন না। যে ধরায় ভূমিষ্ঠ হ'য়ে জীব সর্ব্বাগ্রেই আপনার বক্ষ পূর্ণ ক'রে পার্থিব বায়ু গ্রহণ ক'রেছিল, জীবনের

প্রতি দণ্ডপল' অহরহ যে বায়ু এই দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করেছে, তারই শেষ কণাটুকুকেও নিষ্কৃতি দিয়ে তবে জীবের পৃথিবীর লীলা অবসান হ'তে পায়।

যেন দিব্যদৃষ্টিতে মৃত্যুর অন্তর্ব্যাপার দর্শন ক'রে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বর্ণনা করেছেন,—"ইন্দ্রিয়গণ তখন স্থানভ্রষ্ট ও কার্য্যভ্রষ্ট হইয়া হৃদ্ প্রদেশে আসে, এবং সমুদয় বাহ্যজ্ঞান ও বাহ্য ব্যাপার তিরোহিত হয়। হৃদয়ের অগ্রভাগ (অর্থাৎ নির্গমন-দ্বার নাড়ীমুখ) প্রদীপ্ত হয়, এবং সেই পথে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র), বা দেহের অন্য কোন ছিদ্রপথে (নবদ্বারপুর হ'তে)—আত্মা তখন বিনিষ্ক্রান্ত হন। আত্মা উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ সকলও বাহির হইয়া যায়।"[১]

প্রাণের জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থল—আত্মা। উপনিষদে আছে—পরমাত্মা হ'তেই প্রাণ জন্মগ্রহণ করে। জীবের যেমন ছায়া, পরমাত্মাতে এই প্রাণ ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, আত্মাকেই অবলম্বন ক'রে আছে। মনের সংকল্পে সে এই দেহ-বাস গ্রহণ করে।[২]

কোথা হ'তে প্রাণ এসে জীবের জড়দেহে প্রবিষ্ট হয়, জড়-বিজ্ঞান আজও তার সন্ধান খুঁজে পায় নি। প্রতীচ্যের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলেছেন,—যে বস্তুকে আমরা "প্রাণ" বলে নির্দ্দেশ করি···কোথায় ও কিভাবে তার অবস্থিতি সে তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। যখন জড়ের সঙ্গে তার সংযোগ তখনই মাত্র আমরা তার পরিচয় লাভ করি।[৩] তিনি বলেছেন—প্রাণ একটা এমন

---

১. বৃহ. উপ.—৪।৪।১—২

২. আত্মত এষ প্রাণঃ জায়তে, যথৈষা পুরুষে ছায়ৈ তস্মিন্ এতৎ আততং। মনোকৃতেনায়াতি অস্মিন্ শরীরে। প্রশ্ন. উপ.—৩।১।৩

৩. That something which we call 'life'...exists we know not how and we know not where ; we only recognize it in association with matter.

Lodge—Phantom walls—p. 221.

কিছু জিনিস যা পৃথিবীতে এসে ঘনীভূত হয়, আর কালক্রমে যে স্থান হ'তে তার আগমন হয়েছিল সেখানেই অন্তর্হিত হ'য়ে যায়।[৪]

উর্দ্ধলোকে কোথা যেন এক অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত রয়েছে; যেদিন মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করি, সেই অগ্নির একটি ক্ষুদ্র কণা সঙ্গের সাথী করে আনি। যতদিন পৃথিবীতে বাস করি, সেই অগ্নিকণাই আমার জড়দেহকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখেন; যেদিন তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হন, এই সচল দেহ একটা অচলায়তনে পরিণত হ'য়ে যায়।

যতদিন প্রাণ জীবদেহে বসতি করেন, তাঁর কর্ম্মের অন্ত নাই। তাঁরই শাসনে দেহের সকল যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহ আহার গ্রহণ করলে, তার সার ভাগ হ'তে এই দেহকে রক্ষা, পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা তিনিই করেন, ব্যাধি এসে দেহকে আক্রমণ করলে তাঁরই বিশ্বস্ত সেনারা প্রত্যেক রোমকূপ পর্য্যন্ত তাড়না ক'রে এসে রোগ-বীজাণুর সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ ক'রে দেহকে আরোগ্যের পথে পরিচালনা করে। অনুক্ষণ প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে বিপুল বলে যুদ্ধ ক'রে, শ্রান্তি ক্লান্তির অতীত হ'য়ে, জীবের জাগরণ বা নিদ্রা সকল অবস্থায় সুনিপুণ সেনাপতির মত প্রাণবর্গ এই দেহকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করেন। বহির্বায়ুর মতই সদা সঞ্চারমান, অগ্নির মত তেজস্ফূর্ত্ত, আকাশের মত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, এই প্রাণই দেহকে নিরবচ্ছিন্ন সঞ্জীবিত রেখেছেন। তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনে দেহ অসার কাষ্ঠখণ্ডবৎ অসাড় হয়ে যায়।

স যদা উৎক্রামতি—কৌষি উপ—৩।৪

প্রাণবায়ুর পরিত্যক্ত সেই জড়দেহ তারপর পঞ্চভূতে নিবেদিত হবার

---

৪. Life is, as it were something which condenses upon this planet and then evaporates whence it came. *Lodge*—Phantom Walls—p 89.

প্রতীক্ষায় অসহায় অবস্থায় অধিস্থিত থাকে। রাজা, প্রজা, শিশু, বৃদ্ধ, গৃহী বা সন্ন্যাসী সবারই তখন ওই এক অবস্থা। কেহ দেয় সে দেহকে চিতাগ্নিতে আহুতি, কেহ দেয় ধরণীর গর্ভে তাকে সমাধি। কেহ তাকে অনুলেপনে সুবাসিত ক'রে শবাধারে স্থাপন করে, কেহ বিনা গন্ধানুলেপনে ও বিনা সজ্জা-বস্ত্রে তাকে প্রবহমান জলস্রোতে নিক্ষেপ করে, আর কেহ বা শকুন ও গৃধিনীর উদ্দেশ্যে সেই সযত্ন-প্রতিপালিত প্রিয়তম দেহখানিকে উৎসর্গিত ক'রে দেয়। এই সব বিভিন্ন ব্যবস্থায় সেই বিগত-জীবন দেহ কিন্তু সম্পূর্ণই উদাসীন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে সূচ্যগ্র যার অঙ্গুলির প্রান্তভাগকেও প্রব্যথিত করেছিল, মরণান্তে চিতার লেলিহান নিবিড় আলিঙ্গনেও সেই দেহ নিরুদ্বিগ্ন, ভ্রূক্ষেপহীন। কারণ, নির্মোক বা খোলস যেমন সর্প নয়, এই জড়দেহও তেমনি জীব নন। এ দেহের অধিবাসী (অর্থাৎ জীবাত্মা) তখন সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ ক'রে অন্য এক অভিনব লোকে প্রয়াণ করেছেন।

মহর্ষি ভৃগু অতুলনীয় ভাষায় এই অবস্থার বর্ণনা দান ক'রে মন্তব্য করেছেন,—"দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে জীব উহা হইতে দেহান্তর গমন করে। ...দাহ্য-বস্তুর শেষ হইলে অগ্নি অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু উহার এককালে ধ্বংস হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। এইরূপ জীবাত্মা শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে, এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের নয়ন-গোচর হয় না।"[১]

---

১. মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়—কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ।

পঞ্চম অধ্যায়

সূক্ষ্ম-দেহ

পৃথিবীতে আমরা বাস করি স্থূল-দেহে সত্য, কিন্তু পার্থিব জীবনে আমাদের প্রত্যেকের স্থূল-দেহেই লোক-চক্ষুর অন্তরালে যে এক সূক্ষ্ম-দেহ[১] নিবাস করে, তার সংবাদ রাখি না, অথবা রাখলেও তার দ্বারা কোনরূপ বিশেষ কর্ম্ম-সাধন প্রচেষ্টায় বিরত থাকি।

শুধু অতীত কালেই নয়, বর্ত্তমান দিনেও ভারতে যোগী এবং সাধুরা ইচ্ছামত স্থূল-দেহ হ'তে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সূক্ষ্ম-দেহে দূর দূরান্তরে ভ্রমণ ক'রে এসেছেন, এরূপ ঘটনার উল্লেখ আজও পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হ'তে পাওয়া যায়।[২] সাধনার দ্বারা স্থূল-দেহ হ'তে সূক্ষ্ম-দেহের নিঃসরণ এখন পাশ্চাত্যেও একটা অপরিজ্ঞাত রহস্যমাত্র নয়।[৩] কোনও জীবিত ব্যক্তির স্থূল এবং সূক্ষ্ম-দেহ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে যখন দৃষ্ট হয়, পাশ্চাত্যে তাকে বলে—"bilocation"। এ বিষয়ে কতকগুলি প্রামাণিক ঘটনা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সংকলন করেছেন।[৪]

"শরীরত্রিতয়"[৫] এই কথায় হিন্দু-শাস্ত্রে মানবের স্থূল-দেহ, সূক্ষ্ম-দেহ

---

১. সূক্ষ্ম-দেহের অপর নাম—'লিঙ্গ-দেহ'।

২. Paul Brunton—Search in Sacred India. 133.
অতুলবিহারী গুপ্ত—মৃত্যুর পরে—১৩৯ পৃ

৩. Flammarion—Death and its Mystery. Vol. II—60.

৪. Tweedale ও Leadbeater এ সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, এবং Dale Owen কয়েকটি অপূর্ব্ব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

৫. পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেকঃ—৪২

ও কারণ-দেহ এই তিন শরীরের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক মানবই এই তিনটি দেহের অধিকারী।

শুধু হিন্দু-শাস্ত্রেই যে সূক্ষ্ম-দেহের উল্লেখ আছে, তা নয়। খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থে সেন্ট্ পল্ বলেছেন,—মানবের একটি দেহ পার্থিব, আর একটি দেহ অপার্থিব।[১]

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন[২] সূক্ষ্ম-দেহকে "fluid double", "fluid body" ও "psychic body" বলে বর্ণনা করেছেন। আর সুপণ্ডিত লজ্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—আত্মা ও দেহ এই উভয়ের সংযোগে মানবের গঠন। চিরদিনই এই সংযোগ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু আমাদের দেহটা যে সর্ব্বকালেই পার্থিব পরমাণুভূত হ'য়ে থাক্তে বাধ্য হবে, তার ত কোন কারণ নাই।[৩] অর্থাৎ, তিনি সূক্ষ্ম-দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়। ফ্লামেরিয়ানের উক্তি আরও সুস্পষ্ট।[৪]

---

১. There is a natural body and there is a spiritual body.

1 Corr. Ch. 15 Para 44.

২. Flammarion—Death and its Mysteries. Vol. III—386.

৩. The body is part of the constitution of man...we are in truth soul and body together. And so, I think, we shall always be, though our bodies need not always be composed of earthly particles. Matter is the accidental part. There is an essential and more permanent part, and the permanent part must survive.

Lodge—Raymond,—320.

৪. The observation of the facts of experience prove that the human being is not only a material body endowed with various essential faculties, but also a psychic body endowed with different faculties from those of the animal organism.

Flammarion—Death and its Mysteries. Vol. I—32.

বেদান্ত-দর্শন বলেন,—মৃত্যুর সময় মানব সূক্ষ্ম-দেহে পরলোকে যাত্রা করে ; স্থূল-দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়, দগ্ধ হয় ; কিন্তু সেই দাহ আদি সূক্ষ্ম-দেহকে স্পর্শ করে না।[১] হিন্দুশাস্ত্রে সূক্ষ্ম-দেহকে স্থূল-দেহের ভিত্তি বলা হ'য়েছে। স্থূল-শরীরের যে উত্তাপ প্রভৃতি এবং ইন্দ্রিয়াদির শক্তি সকল, তা ঐ সূক্ষ্ম-দেহেরই ধর্ম্ম। মৃতদেহের ত কোন অনুভূতিই থাকে না।

সূক্ষ্ম-শরীর কি দিয়ে গঠিত সে সম্বন্ধেও হিন্দুশাস্ত্র নীরব নয়। সে শরীরের সপ্তদশ অবয়ব,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, ঘ্রাণ ও ত্বক), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক, গুহ্য ও উপস্থ), পঞ্চ প্রাণবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) এবং মন ও বুদ্ধি।[২] মন হ'ল সকল কামনা বাসনার উদ্ভব-স্থান বা ক্ষেত্র, আর বুদ্ধি হ'ল বিচার বিতর্ক ক'রে সঠিক-পথ নির্দ্ধারণের বৃত্তি।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সবই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে সূক্ষ্ম-শরীরে অবস্থিতি করে। আমাদের জড়দেহে যে চক্ষু, কর্ণ, পাণি, পাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি আছে (যে গুলিকে চলিত কথায় আমরা 'ইন্দ্রিয়' বলি) তারা মূল ইন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রকাশ স্থান মাত্র।

সাংখ্য-শাস্ত্র বলেছেন,—সূক্ষ্ম-শরীর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়, ইহা সর্ব্বত্রগামী এবং মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী।···স্থূল-শরীরের সংযোগ ভিন্ন ইহা ভোগশক্তি সম্পন্ন নয়। এই সূক্ষ্ম-শরীরই ধর্ম্ম-অধর্ম্মাদির সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে এক স্থূল-দেহ পরিত্যাগ ক'রে অপর একটিকে গ্রহণ করে।[৩] যেমন ষোড়শকলা পরিপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয় ও বৃদ্ধি

---

১. ব্রহ্মসূত্র—৪।২।৯, ৪।২।১১

২. বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥—পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ২৩

৩. সাংখ্যকারিকা—৪০

পায় কিন্তু ষোড়শী অমা কলার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ জীবাত্মার স্থূল দেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না।[৪]

পরমাত্মার অংশভূত জীবাত্মা, যিনি আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি অণিমা-সদৃশ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। তিনি আকাশের ন্যায় নিরাকার, কোন রূপ, শরীর বা অবয়ব তাঁর নাই। মর্ত্ত্যলোকে আগমনের সময় তাঁকে একাধিক আবরণ বা পরিচ্ছদ ধারণ করতে হয়, না হ'লে এই জড়-জগতে তিনি স্থূলভাবে প্রকাশমান হ'য়ে ইহলোকের খেলায় (জীবরূপে) অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। এই আবরণগুলিকে বেদান্তের ভাষায় বলে "কোষ"। সহজ কথায়,—যা আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত ক'রে রাখে, যা থাকায় জীব ও ব্রহ্মে ভেদ হয়, সেই হ'ল "কোষ"। দীপ-শিখাকে আবরণ করে যেমন কাঁচের বেষ্টনী, আত্মাকে তেমনি ক'রেই আবৃত করে এই পঞ্চকোষ—একের পর একটি। শাস্ত্রে আছে,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই কোষ-পঞ্চকের দ্বারায় আত্মা সমাবৃত থাকেন, এবং স্বরূপ বিস্মরণের ফলে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হন।[১]

পৃথিবীতে আগমনের পথে জীবাত্মা প্রথম আবরণ গ্রহণ করেন আনন্দময় কোষে, এবং তারপর একে একে বিজ্ঞানময় আদি ক্রম-স্থূলতর অপর চারিটি কোষ তাঁকে ক্রমশঃ আবৃত করে দেয়। প্রত্যেক স্থূলতর কোষ তার পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মতর কোষকে আশ্রয় ক'রে থাকে। অন্নময় কোষই হ'ল সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতম। এইটিই আমাদের চির-

৪. মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—৩০৫ অধ্যায়।

১. অন্নং প্রাণ মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।
কোষাস্তৈরাবৃত স্বাত্মা বিস্মৃত্য সংসৃতি ব্রজেৎ।—পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক: ৩৩

পরিচিত এই রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদময় জড়দেহ। অন্নের দ্বারা সৃষ্ট এবং সংরক্ষিত হয়, তাই এ "অন্নময়" আখ্যা লাভ করেছে।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের সংযোগে "প্রাণময় কোষ"। এটি স্থূল-শরীরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের সম্মিলনে "মনোময় কোষ",—সকল বাসনা-কামনার জন্মভূমি। আর, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সম্মিলনে "বিজ্ঞানময় কোষ",—জ্ঞান ও বিচারশক্তির আধার। আনন্দবৃত্তি যুক্ত বলে "আনন্দময় কোষ"—সর্ব্বপ্রকার আনন্দের আধার। তার পূর্ণতম প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞানজনিত আনন্দে।

প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ এই তিনের সম্মিলনে হ'ল সূক্ষ্মদেহ।[১] আবার শংকরাচার্য্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে আনন্দময় কোষও এই দেহেরই অন্তর্ভুক্ত কারণ-দেহের সম্পত্তি। জীবের "আমিত্ব" জ্ঞান —(আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী) এই বিজ্ঞানময় কোষে নিহিত।

মানবের মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম-দেহ আপনার সপ্তদশ অবয়ব নিয়ে স্থূল-দেহ হ'তে বাহির হ'য়ে যায়। তাই জড়-দেহ বিনাশের পরেও সূক্ষ্ম-দেহের কার্য্যশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি সবই সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। বরং জড়ের বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে তারা বহুলাংশে অবাধিত আর যথেষ্টরূপে স্বাধীন হয়। এই কারণেই পরলোকগত ব্যক্তির পক্ষে পার্থিব মানবকে নানারূপে আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দান ও স্নেহ-প্রীতির নিদর্শনাদি প্রকাশ করা কখনো কখনো সম্ভবপর হয়।

জীবাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার সময় যেমন একে একে আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও সর্ব্বশেষ অন্নময় কোষে আপনাকে আবৃত

---

১. এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীরং ইত্যুচ্যতে।—বেদান্তসারঃ

করেন, পৃথিবী হ'তে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি প্রথমেই ত্যাগ করেন অন্নময় কোষ ; অর্থাৎ এই স্থূল-দেহের তখন মৃত্যু হয়। তারপর জীবাত্মা পরলোকে প্রবেশ করেন অবশিষ্ট চারিকোষযুক্ত দেহ নিয়ে। সেখানে কিছুকাল যাপন করবার পর, সাধক-জীবের পক্ষে, প্রাণময় ও মনোময় কোষেরও বিলয় হ'য়ে যেতে পারে। তখন সূক্ষ্ম-দেহের অবশিষ্ট থাকে মাত্র বিজ্ঞানময় কোষ,—যার অপর নাম হ'ল "কারণ-শরীর"। শাস্ত্র এই কারণ-শরীরকেই ইহলোক-পরলোক-সঞ্চারী "জীব" নাম দিয়াছেন।[১] আমাদের জন্ম-জন্মার্জ্জিত সংস্কার এই কারণ-শরীরে—যেন একটি ক্ষুদ্র রত্নাধারে—সঞ্চিত থাকে, এবং প্রত্যেক নূতন জন্মে ঐ শরীর জীবের সাথী হয়ে আসে।

কারণ-দেহ সমন্বিত "জীব" সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। উপনিষদে আছে,—তিনি কেশাগ্রেরও শততম ভাগের শততম ভাগ সূক্ষ্ম।[২]

জীবের নিত্য সহচর এই কারণ-দেহ। সূক্ষ্ম-দেহের সংগেও জীবের ইহলোক-পরলোকে বহুকাল-ব্যাপী সম্বন্ধ। কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে, জীব এ দুটি দেহ ব্যতীত অপর দুটি দেহের সংগে মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালে সাময়িক সংযুক্ত হয়,—সে দুটি হ'ল "আতিবাহিক-দেহ" আর "ভোগ-দেহ" (বা ভোগায়তন)।

আতিবাহিক-দেহ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুকালে আপনা হতেই গঠিত হয়।[৩] পার্থিব পরমাণুর সূক্ষ্ম অংশে (ভূত-সূক্ষ্মে) এই দেহের গঠন। দৃশ্যতঃ এটি পার্থিব দেহের অনুরূপ।[৪] হিন্দুরা বলেন,—সংবৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ সমাপ্ত হ'লে জীব আতিবাহিক-দেহ ত্যাগ করে ভোগ-দেহ লাভ করে।[৫]

---

১. বেদান্তসার—৩০ ; ২. শ্বেত. উপ—৫।৯ ; ৩. অগ্নিপুরাণ—৩৭১ অধ্যায়
৪. তৎপ্রমাণ বয়োবস্থাসংস্থানং প্রাগ্ভবং ; ৫. অগ্নিপুরাণ—৩৬৯ অধ্যায়

ভোগদেহের অস্তিত্বও সাময়িক। সেই দেহে পরলোকগত মানব পার্থিব কর্ম্মানুসারে সুখময় বা দুঃখময় আবেষ্টনে কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত নিবাস করেন। ভোগ-দেহ সকলেরই একরূপ হয় না। যিনি যে লোকে উত্তীর্ণ হন সেইলোকের যোগ্য ভোগদেহ লাভ করেন। উপনিষদ্ বলেছেন,—যেমন স্বর্ণকার একই সুবর্ণের বিভিন্ন খণ্ড দিয়ে নানারূপ নূতন নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে, তেমনি জীবাত্মা স্থূল-দেহ বিনাশের পর অভিনব ও কল্যাণতর পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক, প্রজাপতিলোক, বা ব্রহ্মলোক-উপযোগী দেহ, (অথবা অপর প্রাণী সকলের আকার) ধারণ করে।[১] প্রত্যেক ভোগায়তনের সঙ্গেই সূক্ষ্ম দেহটি জড়িত থাকে। পার্থিব মানবের বিনাশের পর যে সূক্ষ্ম শরীর আছে তার ভোগায়তন হ'ল এই দেহ। রক্ত মাংস মন জড় দেহের যত সূক্ষ্মতর লোকে ক্রমশঃ আত্মার গতি হয় ততই ক্রম সূক্ষ্মতর তার সাময়িক ভোগায়তন লাভ হয়। পার্থিব দেহে যেরূপ ছিল ভোগদেহে তারই অনুরূপ দর্শন। (যাদৃশ তস্য মনুষ্যং রূপমাসীদ পুরাতন। কিঞ্চিৎ তস্য তু সাদৃশং তত্রাপি প্রতি পদ্যতে।[২])

পৃথিবী হতে বিদায়ের ক্ষণে মানব কখনো কখনো তার সূক্ষ্ম-শরীরে অনুপস্থিত বাঞ্ছিত প্রিয়জনকে শেষ সম্ভাষণ করবার জন্য ভ্রমণে বাহির হন। সেই দেহে তখন তাঁর ইচ্ছামাত্র গতি ;—দূর বা নিকট সবই সমান। তাই দেখা যায়, মৃত্যুকালে মুমূর্ষু জননী তাঁর সন্তানকে, পতি নিজ পত্নীকে, বন্ধু বন্ধুকে সমুদ্রের ব্যবধান তুচ্ছ করেও মুহূর্ত্তের জন্য সূক্ষ্ম-দেহে দর্শন দিয়ে, বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রে অন্তর্হিত হয়ে

---

১. বৃহ. উপ.—৪।৪।৪

২. গরুড় পুরাণ—প্রেতখণ্ড।

গিয়েছেন। প্রতীচ্যে মায়ার্স, গার্নি, ফ্লামেরিয়ান ও অপর বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এরূপ অসংখ্য ঘটনার প্রামাণিক বিবরণ দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রহ ক'রে তাঁদের গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন[৩]। ভারতেও এমন গ্রাম বা নগর অল্পই আছে যেখানে আজও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে এমন ঘটনার কথা শোনা যায় না। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরাও কয়েকটি অনুরূপ ঘটনা সংগ্রহ ক'রে পরলোক সম্বন্ধে ঔৎসুক্য-সম্পন্ন পাঠককে আশান্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছি।[৪]

৩. *Myers* – Human Personality; *Gurney* – Phantasms of the Living; *Flammarion*—Death and its Mysteries.

৪. ১৯৪—২০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গতি

বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতবাদে মৃত্যুর পর মানবের গতি সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, ইহলোকে যাঁরা পুণ্যকর্ম্মকারী, সংযমপূত পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত, পরোপকারব্রতী, প্রসারিতচিত্ত,—জীবনান্তে তাঁরা স্থান লাভ করেন তদুপযুক্ত আনন্দময় লোকে; আর যিনি পাপী, যাঁর পার্থিব জীবন স্বার্থপরতায় ও পশুভাবে যাপিত হয়েছে, তিনি পরলোকে বহুকাল দুঃখময় আবেষ্টনে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হন।[১]

হিন্দু ও বৌদ্ধেরা আরও বলেন যে মরণান্তে মানব পরলোকে সুখ বা দুঃখে কিছুকাল যাপন করবার পর পুনর্জ্জন্ম লাভ ক'রে ইহলোকেই প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রাচীন গ্রীস, পারস্য আদি দেশেও এই মতই একদিন প্রবল ছিল।

এ কথা অসংকোচে বলা যায় যে ভারতে আর্য্য-ঋষিদের প্রচারিত পারলৌকিক গতি ও পুনরাবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম) সম্বন্ধে মতবাদ আপনার বৈশিষ্ট্যে ও গৌরবে অতুলনীয়।

উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্কের উক্তি আছে,—জীব ইহলোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, পরলোকে সেই কর্ম্মের ক্ষয় হ'লে আবার কর্ম্ম করবার জন্য তাকে পৃথিবীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করতে হয়। কামনা-পরবশ ব্যক্তিই এইভাবে উভয়লোকে বারম্বার গতায়াত করেন; আর যিনি বাসনা-কামনা-পরিশূন্য, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন।[২] তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

---

১. পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মনা ভবতি, পাপঃ পাপেন ইতি। বৃহ. উপ.—৩।২।১৩

২. বৃহ. উপ.—৩।৩।১৩

শাস্ত্র সন্ধান দিয়েছেন এই দুটি পৃথক পথের। এক পথের শেষে —নানা সুঃখ-দুঃখময় ভূমি পরিভ্রমণ করার পর—মানব (বা জীবাত্মা) আবার স্থূলদেহ ধারণ ক'রে ইহলোকেই প্রত্যাবৃত্ত হন আর দ্বিতীয় পথশেষে মানব লাভ করেন শোক-হিম-রহিত ব্রহ্মলোক, এবং সেথায় চিরকাল নিবসতি করেন[১]। এ সম্বন্ধে বহু তারতম্য ও বিভেদ কথিত হ'য়ে থাকে,—অর্থাৎ, সাযুজ্য, সালোক্য অথবা ব্রহ্মনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ ক'রতে এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য-জীব অধিকারী,—শাস্ত্র এ আশ্বাস দান ক'রে তাদের উচ্চাধিকারের জন্য আগ্রহান্বিত হ'তে আহ্বান করেছেন।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—জীবের দুই গতি-পথ,—কৃষ্ণা বা ধূমযান, আর শুক্লা বা দেবযান। ধূমযান গতিতে জীবের আবার পুনরাবর্ত্তন বা পুনর্জ্জন্ম ঘটে, কিন্তু দেবযান গতিতে তার আর প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে না[২]। সাধারণ মানব, এমন কি সাধারণ পুণ্যকর্ম্মীদেরও, ধূমযান গতি। যিনি অসাধারণ মানব, নরশ্রেষ্ঠ ও উন্নততম সাধক, ব্রহ্মজ্ঞানপরিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ,—কামনাবন্ধহীন সেই জীবন্মুক্ত পুরুষেরই মাত্র জড়দেহ ত্যাগ অন্তে শুক্লাগতি লাভ হয়।

দেবযান ও ধূমযান এই দুটি পথের প্রত্যেকেরই কয়েকটি বিভাগ (বা বিভিন্ন অংশ) আছে। প্রত্যেক অংশ (বা পর্ব্ব) এক একজন দিব্য-পুরুষের অধিকৃত। অর্চ্চিঃ আদি এই সব দিব্য-পুরুষগণ মানবের মৃত্যুর পর তাকে এই দুই পথে আপন আপন অধিকৃত পর্ব্ব পার হবার সহায়তা করেন[৩]—দক্ষিণ দ্বারে ধূমাদি দেবগণ, আর উত্তর দ্বারে (জ্ঞানীদের) অর্চ্চিরাদি দেবগণ।

---

১. বৃহ. উপ.—৫।১০।১—তস্মিন্ বসতি শাশ্বতী সমাঃ

২. গীতা—৮।২৬

৩. ব্রহ্মসূত্র – ৪ অ. ৩ পা. ৪ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য

বিভিন্ন উপনিষদে দেবযান ও ধূমযান গতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা যায় :—
"মৃত্যুর পর মানব কর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট লোকেই গমন করেন।...যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাসহকারে তপোনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিঃ (সূর্য্যরশ্মি) দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তারপর তাঁহারা ক্রমান্বয়ে দিন-দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, সম্বৎসরের দেবতা, আদিত্য দেবতা, চন্দ্রমার দেবতা ও বিদ্যুদ্দেবতাকে লাভ করেন। (পথের বিভিন্ন অংশ সেই সেই অংশের অধিকারী এই সকল দেবতার সহায়তায় পার হইবার পর) শেষে ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানব পুরুষ আগমন পূর্ব্বক সেই যাত্রীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান। ইহাই দেবযান পথ।

"যাঁহারা গ্রামে (অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে) বাস পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম (অর্থাৎ যাগযজ্ঞ), বাপীকূপাদি স্মার্ত্তকর্ম্ম এবং দানকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে রাত্রি-দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা ও দক্ষিণায়ণের দেবতাকে প্রাপ্তি হয়।...অতঃপর ইঁহারা পিতৃলোক এবং তথা হইতে আকাশ এবং তারপর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।...

"কর্ম্মিগণ এই চন্দ্রলোকে যতকাল পতন না হয় ততকাল বাস করিবার পর, যে পথে সে স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন পুনর্ব্বার সেই পথেই ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে আকাশ, বায়ু, ধূম ও মেঘের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া বর্ষাধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন, ও পরে ব্রীহি (ধান্য) যবাদির আকার ধারণ করিয়া জীব-শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের বীর্য্যে স্থান লাভ করিবার পর...যথাসময়ে জীবের আকার ধারণ করেন।

"এই সব কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁহাদের কর্ম্ম রমণীয়, তাঁহারা সত্বর রমণীয়

জন্ম লাভ করেন, আর যাঁহাদের কর্ম্ম কুৎসিত, তাঁহারা অশ্ব, শূকর বা চণ্ডাল জন্ম প্রাপ্ত হন।

"আবার এরূপ কতকগুলি জীব আছে যাহারা মৃত্যুর পর দেবযান বা পিতৃযান কোনও পথই প্রাপ্ত হয় না। তাহারা ক্ষুদ্র দংশমশকাদি হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করে।...দেবযান ও পিতৃযান ব্যতীত ইহা তৃতীয় স্থান। এই ক্লেশময় তৃতীয় স্থান থাকাতেই পিতৃলোক পূর্ণ হয় না।"[১]

জগতে সাধারণ মানব কামনা করে পুত্র, বিত্ত, যশ, মান—এবং চরমে ভোগৈশ্বর্য্যময় স্বর্গসুখ। তাই তার গতিও পুনরাবর্ত্তিনী। কামনাই মানবকে বারম্বার পৃথিবীতে আকর্ষণ করে। জন্মের পর জন্ম, ইহলোকের পর পরলোক পুনরায় এ জগতে প্রত্যাবর্ত্তন, যেন ঘূর্ণমান চক্রের গতি। অথবা, পঞ্চদশীর ভাষায়—"যেমন নদী-প্রবাহে পতিত কীটসমূহ অল্পসময় মধ্যেই এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে নীত হয়, কিন্তু নিষ্কৃতি পায় না, সেইরূপ জীব জন্মের পর জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়, নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।"[২]

প্রবহমান কাল-স্রোতে এই জন্ম ও জন্মান্তরের ধারা নিষ্কারণ বা নিরর্থক নয়। প্রত্যেক নূতন জন্ম আমাদের পরব্রহ্মের নিকটতর পথ প্রদর্শন করে। যে-কোন লোকেই আমাদের সাময়িক গতি হোক না কেন, সর্ব্বমানবেরই চরম লক্ষ্য ব্রহ্মপদ। সেই পথই দেবযান। এই পথে যাত্রা ক'রলে আর কোনও দিন সংসারের আবর্ত্তে পতিত হবার আশঙ্কা থাকে না, এবং একদা ব্রহ্মসালোক্য, ব্রহ্মসাযুজ্য অথবা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হলেও হ'তে পারে।

---

১. ছা. উপ.—৫।১০।১-৮

২. পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেকঃ—৩০

এই দেবযান পথের সম্বল তত্ত্বজ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম্মে অনুরাগ ও অনন্য-চিত্তে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ। ছান্দোগ্য উপনিষদ সর্ব্বশেষ শ্রুতিতে বলেছেন,—"আচার্য্যকুল হইতে বেদ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা) অধ্যয়ন পূর্ব্বক যথাবিধি গুরুসেবার পর গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিবে। পরে গৃহস্থাশ্রমী হইয়া পবিত্র দেশে বেদ অধ্যাপনাদি কর্ম্মদ্বারা পরোপকার সাধন করিবে। তদনন্তর পরমাত্মাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক প্রাণীহিংসা পরাঙ্মুখ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলে অন্তে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ব্রহ্মলোক লাভ হইলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না।"

মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে প্রকাশ ক'রে বলেছেন,—"দ্রষ্টা পুরুষ সলিলে একীভূত সলিলের ন্যায় পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া অদ্বৈত হন। রাজন্, এই ব্রহ্মলোক।···ইহাই পুরুষের পরমা গতি, ইহাই তাঁহার পরমা সম্পদ্, ইহাই তাঁহার পরম লোক, ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ। অন্য জীব সকল এই আনন্দের অংশমাত্র লাভ করিয়া তাহাতেই পরমানন্দযুক্ত হয়।"[১] যে গতির শেষে আর গতি নাই সেই হোল ব্রহ্মালোক।

ভারতীয়ের এই প্রাচীন তত্ত্ব প্রতীচ্যে বর্ত্তমান যুগের এক স্বনামধন্য সাধক প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন,—"কোনও এক সুদূর ভবিষ্যতে, তার বর্ত্তমান অস্তিত্বকে বহুগুণে অতিক্রমের পর মানবের সার্থকতা প্রাপ্তি হয় সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ ক'রে। সেদিন বিশ্বরাজ্যের চরণে তার মহামিলন। সে মিলনোৎসবে জ্যোতির্ম্ময়ের অঙ্কেই তার পরিসমাপ্তি।[২]

১. বৃহ. উপ.—৪।৩।৩২

২. Individuality is never lost, unless it be in some ultimate and distant completion and richest fruition of our being, "upon the last and sharpest height", by evanescence and absorption into Deity. Then, and only then—an infinitude beyond our present state—shall we lose ourselves in light." *Lodge*—Reason and Belief.—12.

লোকান্তর

অনাদি অতীতের যুগযুগান্তব্যাপী উত্থান-পতনময় যাত্রাশেষে সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্ট জীবের,—পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার—এই যে মহামিলন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লৌকিক মানবের অলৌকিক গতি সম্বন্ধে আর্য্যঋষিদের এই এক অভাবনীয় ও অতুলনীয় গৌরবপূর্ণ আবিষ্ক্রিয়া, যার পর অন্য কোন পরিকল্পনারই আর অবকাশও নাই, আবশ্যকও নাই।

কিন্তু সাধারণ মানব সহজে এই দেবযান পথের সন্ধান পায় না। জীবমাত্রই মোহবদ্ধ; মানব-চিত্ত প্রতিনিয়তই বাসনা-পরবশ। তাই তাদের পতন, উত্থান, অগ্রপশ্চাৎ, ইহলোক-পরলোকে গতায়াত বারম্বারই সংঘটিত হয়। যুগযুগান্ত-ব্যাপী কঠিন, কঠোর, অব্যাহত সাধনায় ঐকান্তিক ভাবে ব্যাপৃত থাকা, তার জন্য প্রতিনিয়তই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, এবং কর্ম্মফলে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্তি—এই দুর্গম পথের অপরিহার্য পাথেয়। বিবেক-চূড়ামণিকার এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞানের উপাসক সম্বন্ধে বলেছেন,—

আত্মানাত্ম বিবেচনং স্বানুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
ম্মুক্তির্নো শতজন্মকোটি সুকৃতৈঃপুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে।

—শতকোটি জন্মের সুকৃতি বশেই শুধু মানবজীবের পক্ষে মুক্তি-পথ সুগম হ'য়ে তাকে মুক্তি-মার্গে উত্তীর্ণ করে দেয়। "জলের বিম্ব তখনই জলে মিশায়।" অন্যথা 'কল্পকোটি শতৈরপি' মানবাত্মা বা জীবাত্মা জন্মমরণের ঘনাবর্ত্তে কখনও দ্রুত, কখনও শ্লথ গতিতে আবর্ত্তিত হ'তে থাকে। এই-ই তার ভাগ্যচক্র। এই ভাগ্যচক্রের নির্ম্মাতা তারই চিরদিনের কৃতকর্ম্ম এবং ঐ কর্ম্মচক্রই তাকে কখনও সর্ব্বভোগৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ রাজাধিরাজ, কখনও বা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দীনহীনতম অন্ধ-ভিক্ষুকে পরিবর্ত্তিত করে।

মানবের তাই জীবনের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত সেই পরমাগতি, —"তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং।"

দ্বিতীয় খণ্ড—পরপার

প্রথম অধ্যায়

পরলোক

এপারে ইহলোক, ওপারে পরলোক। ইহলোক যেমন সত্য, পরলোকও ঠিক তেমনি সত্য। প্রত্যেক মানবেরই এই দুই লোকের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ। উপনিষদ বলছেন,—তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত, ইদং চ পরলোকস্থানঞ্চ[১]। অর্থাৎ এই পুরুষের (জীবাত্মার) ইহলোক ও পরলোক নামে দুটি স্থান আছে।

যে ধরণীর মাতৃবক্ষে জন্মলাভ ক'রে, যার আবেষ্টনে সুখ, দুঃখ, উত্থান পতনের অভিঘাতে নিশি-দিনমান, মাস, বর্ষ, যুগ অতিবাহিত করি,—বর্ত্তমান জন্ম,—এই ইহলোক। আর পার্থিব জীবনের পরিশেষে বর্ত্তমান জড়দেহ পরিত্যাগ ক'রে মরণের পর যে নূতন লোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আমরা এ জন্মের জ্ঞান অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে কিছুকাল বসতি করি, সেই স্থানই পরলোক। যতদিন নির্ব্বাণ বা পরামুক্তি না ঘটে, অনাদি-বাসনার লৌহ-শৃঙ্খল বা পূর্ব্ব কর্ম্মের বন্ধন যতদিন পর্য্যন্ত বন্দী ক'রে রাখে, জীব ততদিন পর্য্যন্তই জন্ম-মরণের স্রোতে এই দুই লোকের মধ্যে স্রোতাহত হ'তে থাকে ;—এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি।

---

১. বৃহ. উপ.—৪।৩।৯

সৃষ্টির বহির্বিকাশ ইহলোকের এই দৃশ্যমান জগৎ। তাকে আমরা অনুভব করি, তার নানা ভাব, নানা রূপ প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করি, আমাদের জড়-দেহ-সংস্থিত পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে। পরলোক যে কেমন, আমাদের চক্ষু কর্ণাদি তার কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। সে লোক সূক্ষ্ম, তাই ইন্দ্রিয়াতীত। স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্ন এই স্থূল দেহের বন্ধনে আবদ্ধ মানবেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় লোকের বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না ; প্রধানতঃ অনুমান ও আপ্তই এ বিষয়ে তাকে সহায়তা করে।

জীবের পরলোক দর্শনের নির্দ্দিষ্ট সময় হ'ল মৃত্যু। এই-ই সাধারণ নিয়ম। শ্রুতি বলেছেন,—ইহলোক ও পরলোকের যেখানে সন্ধিস্থান (অর্থাৎ, ইহলোকের শেষ এবং পরলোকের অব্যবহিতপূর্ব্ব যে অবস্থা) সেটি স্বপ্ন-সদৃশ, তাই স্বপ্ন-স্থান। জীব এই সন্ধিস্থানে যখন উপস্থিত হয়, তখনই মাত্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থান অবলোকন করে।[১]

তবুও কৌতূহলী মানব যুগ-যুগান্তের সাধনায় তার অবশ্য-গন্তব্য সেই সূক্ষ্মলোক সম্বন্ধে ইহা জীবনেই কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। যাঁরা এই রহস্যের কণামাত্র সন্ধান পেয়েছেন, দেবদত্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি বা ভগবৎ-প্রেরণা তাদের পথ-প্রদর্শক। আবার যোগবলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যোগেও তাঁরা সূক্ষ্ম-দেহে জড়-দেহ হতে বহির্গত হ'য়ে ঐ সকল স্থানাদি পর্যটন করতেও সমর্থ হয়েছেন—এঁরাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

ভারতীয় হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে ও দর্শন শাস্ত্রে স্থানে স্থানে পরলোক ও পারলৌকিক জীবনের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। রচয়িতা সেই সব ঋষি হয়ত তপঃপ্রভাবে সে রহস্য উদ্ঘাটনে অধিকারী হয়েছিলেন।

---

১. বৃহ. উপ.—৪।৩।৯

পাশ্চাত্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দু-একজন মনীষী[১] পরলোকের অবস্থা দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে দর্শন করেছেন ব'লে প্রকাশ। আরও আধুনিক কালে থিওজফিস্টদের মধ্যে কোন কোন সাধুচরিত্র পণ্ডিত পরলোকের একাধিক অংশ সূক্ষ্ম-দেহে পরিভ্রমণ ক'রে সেই সকল স্থানের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছেন, এরূপ জানা যায়। তাঁরা আপন আপন রচনায় এ বিষয়ের কোন কোন তথ্য প্রকাশ করেছেন।

আর পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার করেছেন পরলোকগত বহু মানব,—অর্থাৎ বিদেহী মানবাত্মা (spirit) স্বয়ং। তাঁরা কৃপা ক'রে বিভিন্ন সময়ে নানা দেশে অগণ্য চক্রকক্ষে (seance roomএ) আবির্ভূত হ'য়ে আমাদের অজ্ঞাত সেই লোক সম্বন্ধে আপনাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

বিদেহী মানবের এই সব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার মধ্যে মূল কথার প্রচুর পরিমাণে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে একের সহিত অন্যের বর্ণনার সমন্বয় ঘটে না, এমনও দেখা যায়।[২] এরূপ হবার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমতঃ—বয়স, জ্ঞান ও প্রকৃতি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন। কবি একজন ও বৈজ্ঞানিক আর একজন, একটি সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলকেও ঠিক একই চক্ষে দেখেন না। ক্রীড়ার মধ্যে শিশু যে পরমানন্দ পায়, বৃদ্ধের পক্ষে তা সম্ভব নয়। দেব-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে

১. Emmanuel Swedenborg ; Andrew Jackson Davies.

২. No two psychic give exactly the same account of such a world. Each colours the communications about it by his own ideas more or less ..But in all the literature there runs a thread of common ideas which suggest that we are not dealing altogether with subconscious products and imagination.

Hyslop—Psychical Research and Survival.—151.

কেহ হয় ভক্তিভাবে বিভোর, আর কেহ বা প্রতিমার মুকুট ও সিংহাসনের কারুকার্য দেখে প্রলুব্ধ হয়। বাহিরের বস্তু অন্তরে গ্রহণ করবার, উপলব্ধি করবার শক্তি সবার সমান বা একই ভাবের থাকে না।

পরলোক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদেহীর বর্ণনার মধ্যে যে অনৈক্য দেখা যায়, তার অপর কারণ এই ;—পরলোক ত একটা ক্ষুদ্র নগর বা পল্লী মাত্র নয়। মরণান্তে সাধারণ মানব সেখানে উপনীত হ'য়ে সেই বিশাল রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র প্রথমে দর্শন করেন। জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন, উদার ও হীনচিত্ত, সাধু ও অসাধু, ধার্ম্মিক ও দুষ্কৃতকারী—কত বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী সেই দেশে উপনীত হ'য়ে সকলেই যে একই স্থানে এবং একই অবস্থায় বাস করবেন, তাও ত আর সম্ভব নয়। কৃতকর্ম্মানুসারে প্রত্যেকের স্থান, আবেষ্টন ও অনুভূতি পৃথক্ পৃথক্ হওয়াই স্বাভাবিক ;[১]—যেমন এই পৃথিবীতে নানা পর্য্যায়ের জ্ঞান বুদ্ধি ও অবস্থাযুক্ত লোক নিয়তই দেখা যায়।

শিশু যেদিন এ পৃথিবীতে জন্মলাভ করে তখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন। জন্ম মাত্রই সে পৃথিবীর সকল রহস্যের পরিচয় লাভ করে না, ধীরে ধীরে তার জ্ঞানের উন্মেষ হ'তে থাকে। পরলোকগত মানবও তেমনি তার নূতন আবাসে উত্তীর্ণ হবার পরই, অথবা তার অত্যল্প দিন মধ্যেই, সে স্থানের সকল রহস্য পরিজ্ঞাত হয় না। শিশুর প্রথম অনুভূতি—মাতৃবক্ষ, মাতৃক্রোড়। মরণান্তে বিদেহী-মানবের প্রথম পরিচয় তার সাময়িক

---

১. There are many grades of existence ; they are not all in one place or in one state. The vicious are not with them ; nor presumably are the saints constantly accessible ...Diversity of tastes, diversity of interests, of powers and intelligence still exist.

Lodge – Phantom Walls. – 282.

পারিপার্শ্বিক,—একটা ক্ষুদ্র গণ্ডী মাত্র। সে লোকে উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই সর্ব্বমানব অকস্মাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে না।[১]

পরলোক সম্বন্ধে পৃথিবী-বাসী মানবের সঠিক ধারণা করাও হয়ত কষ্টসাধ্য। আমরা পরিচিত বস্তুর তুলনা দিয়ে অপরিচিত রহস্যকে বোঝবার চেষ্টা করি। যে ব্যক্তি কখনো আকাশ-যান (এরোপ্লেন) দেখেনি, পাখীর বিস্তৃত পক্ষপুটের তুলনা দিয়ে তাকে ঐ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আকাশ-যান বোঝান সম্ভব। কিন্তু যেখানে পরিচিত ও অপরিচিত বস্তু দুটির মধ্যে বস্তুগত বা প্রকারগত সাদৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব, সেখানে ঐ নূতন রহস্যটির সঠিক ধারণা করা, বা করানো, দুই দুঃসাধ্যতর হয়।

পরলোকের অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা হ'তে নানা কারণেই বিভিন্ন। মানব সে লোকে জড়দেহ বিমুক্ত, তবুও তার পূর্ণ, প্রাণবন্ত, চৈতন্যময় অস্তিত্ব বর্ত্তমান। সূক্ষ্মদেহ, স্বাধীনগতি, কিন্তু সে গতি সর্ব্ববিষয়ে যথেচ্ছ বা অপ্রতিহত নয়। গৃহদ্বার সে লোকেও আছে, পূর্ব্বগামী পতি পত্নী আত্মীয়ের সঙ্গে নবাগতের মিলনও সংঘটিত হয়, কিন্তু পার্থিব "ঘর-সংসার" বলতে যা কিছু বুঝায় তার অনুরূপ সেখানে ত সে সবের কিছুই নাই, কাজেই একভাবে অখণ্ড অবসর। কত করুণাময় সহায়ক তাদের মঙ্গলের জন্য সেখানে সতত ব্যাপৃত রয়েছেন। উদ্ধ্ব হতে উদ্ধ্বতর, উন্নত হ'তে উন্নততর গতির জন্য নিত্য নব পরিকল্পনা, আরও যে কত কি অজ্ঞাতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বিষয়ের প্রাচুর্য্য, পার্থিব ভাষায় সে সকল ব্যাপারের বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলেই বিদেহীরা বলে থাকেন।[২]

---

১. Knowledge is not suddenly advanced...we are not suddenly flooded with new information. *Lodge*—Survival of Man.—349.

২. Those we appeal to for information frankly tell us

আমি জানি, আমার পরিচিত কয়েকজন বিদেহী আত্মীয়-বন্ধুও সেখানের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'লেই উত্তর দেন—"বলতে নেই।" একটি বন্ধু-কন্যা (দশ বৎসরের বালিকা) যখনই এইরূপ কূট প্রশ্ন নানা ছলে করা হ'য়েছিল, সততই উত্তর দিয়েছেন,—"বল্‌তে নেই।"

প্র। কেন বল্‌তে নেই?

উ। বল্‌তে বারণ আছে।

প্র। কে বারণ করেছে?

উ। গুরু।

এই "গুরুতত্ত্ব" ও পরলোকের এক মহান্ রহস্যময় নিগূঢ় তত্ত্ব। এই সব নানা কারণে পরলোক সম্বন্ধে যতটুকু রহস্য আজও উদ্ঘাটন হয়েছে তা হ'তে কত অধিক যে অপ্রকাশিত আছে, বলা যায় না।

পরলোক এক বিশাল রাজ্য। যতদূর জানা যায়, এই পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে চন্দ্রের গতি-রেখাও অতিক্রম করে সে রাজ্য বিস্তৃত। এই রাজ্যের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থ ভূত-পঞ্চকের অপেক্ষা সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ (পঞ্চীকৃত পঞ্চতত্ত্ব) দিয়ে রচিত; তাই আমাদের চক্ষু-কর্ণাদির অগোচর। পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে এমন কয়েকটি স্তর বা ভূমি বিস্তৃত হয়ে আছে, তারই সমষ্টি হ'ল পরলোক। সর্ব্ব নিম্নতম ভূমির নিম্নতম অংশ এই পৃথিবীর গর্ভে প্রবিষ্ট। প্রত্যেক পরবর্ত্তী (অর্থাৎ উন্নততর) ভূমির উপাদান তার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমির অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই সৃষ্টি-উপাদান মাত্র। এই বস্তুগত পার্থক্য থাকা বশতঃই এক স্তর-বাসী বিদেহী সহজে অপর কোন স্তরে যাতায়াত

---

that they cannot reply to many queries on account of our very limited powers of comprehension.

U. Moore—Glimpses of the Next state.—451.

করতে পারে না। যে ভূমি বা স্তর যত সূক্ষ্ম, তার অধিবাসীর দেহও সেই তুলনায় তেমনি সূক্ষ্মতর। বরং উচ্চস্তরের অধিবাসীর পক্ষে চেষ্টায় নিম্ন স্তরে অবরোহণ সম্ভবপর ও সাধ্য,[১] কিন্তু নিম্নভূমির অধিবাসীগণের বিনা সাধনায়, অথবা সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করবার পূর্ব্বে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ সুদূর পরাহত।

শুধু নিম্নস্তর অধিবাসীর পক্ষে উচ্চস্তরে অভিগমন যে অসাধ্য তা নয়, উচ্চস্তর বাসীরও নিম্নতর ভূমিতে (এবং পৃথিবীতে) অবরোহণ অনুশীলন-সাপেক্ষ এবং ক্ষণস্থায়ী। এ পৃথিবীতে মানব জীব-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উন্মুক্ত বায়ুই তার স্বাভাবিক আবেষ্টন ; যদি অগাধ বারি-রাশির মধ্যে সে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থাকে, তার স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় ঘটে। তেমনি মৃত্যুর পর সাধারণ সূক্ষ্ম-দেহীর পক্ষে স্থূলতর ভূমিতে (পৃথিবীতে) আবির্ভাব যদি বহুক্ষণব্যাপী হয়, সেও তার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হওয়া বিচিত্র নয়। নূতন জগতের নির্দ্দিষ্ট বিধানে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তার শরীরের উপাদান আর পূর্ব্ববৎ এই স্থূল জগতের ঘন বায়ুস্তরকে সহ্য করতে অভ্যস্ত থাকে না।

আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি এবং অন্যত্র হতেও শুনেছি, যাঁদের এখানে বহুলায়াসে মিডিয়াম্ বা ঐ প্রকার কোন উপায়ে আহরণ ক'রে আনা হয়, প্রায়ই অল্পক্ষণ পরে তাঁরা অনেকেই ফিরে যাবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে থাকেন।—"কেন যেতে চাইছো, এখানে কি কষ্ট হচ্ছে ?" এ প্রশ্নের এই এক উত্তর সকলের কাছে পাওয়া গেছে ;—"হাঁ, কষ্ট হচ্চে, বেশীক্ষণ থাক্‌লে কষ্ট হয়, আজ আসি।"

---

১ **The lower cannot ascend, but the higher can descend at will.** *Doyle*—**New Revelation.—97.**

যাঁরা যত পূর্ব্বে পৃথিবী হ'তে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরাই তত বেশী এখানে আগমনে অনিচ্ছুক এবং প্রত্যাবর্ত্তনে ঔৎসুক্য-সম্পন্ন। এই দুটি কারণ অনুমিত হয়;—এক, পৃথিবীর প্রতি পূর্ব্বমোহ হ্রাস; অপর, পৃথিবীর জলবায়ু সহ্য করবার শক্তির অভাব। উচ্চ প্রাসাদ-বাসী ধনী ব্যক্তির পূতিগন্ধযুক্ত ক্লেদ-পঙ্কিল কুটীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লে যে দশা ঘটে, মনে হয়, এও যেন ঠিক সেই প্রকারের একটা দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্যবোধে প্রত্যাবর্ত্তন-উন্মুখতা। আমরা হয়ত অনেক সময় দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু তাঁদের ধ'রে রেখে কষ্ট দিতেও মনে ব্যথা লেগেছে। মনে মনে ব'লেছি,—

"এখানের তপ্তবায়ু আতপ্ত নিশ্বাস, স্পর্শ যেন করে না তোমারে;
মোর তরে থাক্ এ সকল, তুমি থেকো ক্লান্তিহরা শান্তি পারাবারে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাগরণ

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মানবের একটা মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থা ঘটে। কেহ বা সে মূর্চ্ছা ক্ষণেকে অতিক্রম করে, কারও বা সুদীর্ঘকাল (মাস, বর্ষ, যুগ) তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায়।[১] পার্থিব জীবনে যার দৃষ্টি যত প্রসারিত, যার অন্তর যত দয়ার্দ্র, পরদুঃখ-কাতর, যার চিত্ত-ভাব যত বেশী উচ্চমুখী, তার মৃত্যু-মূর্চ্ছা তত স্বল্পস্থায়ী।

পরপারে জাগ্রত হয়ে সাধারণ মানব মুগ্ধ হ'য়ে দেখে—তার আশার অতীত সেই লোক,—রূপে, বর্ণে, গন্ধে, উৎফুল্ল আনন্দের স্বাগত অভিনন্দনে অনুপম, অপরূপ।[২] "সাধারণ মানব" বলতে এ প্রসঙ্গে বুঝায় গৃহী, কর্ম্মী আদি জীবনের সকল অবস্থার সকল মতাবলম্বী নরনারী, যারা স্বাভাবিক ভাবে পার্থিব জীবন যাপন করেছে; পাপের স্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন করেনি, অথবা অসাধারণ ধর্ম্মের উচ্চতন অনুষ্ঠানে প্রচুর পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ পায়নি। সরল, নির্ম্মল জীবন সহজ ভাবে যাপিত করেছে,

---

১. Before entering upon his new life, the new spirit has a period of sleep, which varies in its length, sometimes hardly existing at all, at others extending for weeks or months. *Doyle* - New Revelation.—88

(See also *Leadbeater*—Other Side of Death.—449 ; and *Flammarion*—Death and its Mysteries, Vol. III—351)

২. The conditions of life in the normal beyond...are depicted as being extraordinarily joyous. *Doyle*—History of Spiritualism. II—281.

তা জীবনের যে কোন স্তরে এবং জগতের যে কোন ধর্ম্মেই হোক্। পরলোকে পবিত্র জীবনের বিচার পূজা-হোমের আয়োজন-সাপেক্ষ নয়, নিত্যকার জীবনে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান, আর সর্ব্বজীবের প্রতি সানুকম্প সহানুভূতি,—এই-টুকুই হ'ল সাধারণ ভাবে মানবতার পরিমাপক। ওপারে মানব জাগ্রত হয় তার পার্থিব প্রকৃতির সব বিশিষ্টতা নিয়ে। কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা, অথবা প্রেম, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি,—যা কিছু সে অনুশীলন ক'রেছে—সবই তার অক্ষুণ্ণ থাকে।[১]

মৃত্যু-মূর্চ্ছা শেষে জড়দেহ-বিনির্ম্মুক্ত (বিদেহী) মানব চেতনা লাভ ক'রে প্রথম একটু দিশাহারা হয়ে যায়। তার নব-লব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে পরিত্যক্ত জগৎ, গৃহদ্বার, আত্মীয়-স্বজন তখনও পূর্ণ প্রকটিত; আবার নূতন জগতের মনোরম অপূর্ব্ব আবেষ্টন, হারাণো প্রিয়জনের পুনঃ-সম্মিলন। বিদেহী তখন ধারণাও ক'রতে পারে না যে তার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি হ'য়েছে। সবই যেন স্বপ্ন মনে হয়।[২]

---

১. Character is not in the slightest degree changed by death ; the man's thoughts, emotions and desires are exactly the same as before. He is in every way the same man, minus his physical body...

Leadbeater—Text Book of Theosophy. 77.

The state of the soul on the day after death cannot be very different from its state on the day before death.

Flammarion—Death and its Mysteries. Vol. III—374.

২. The newly passed do not know that they are dead and it is a long time, sometimes a very long time, before they can be made to understand it. *Doyle*—New Revelation - 101.

In the beginning, life in the next world is so strangely similar to life in this, that a great many people passing over are for a long time incapable of realising that they have gone through the change they have been in the habit of calling death. *Sinnet*—Occult Essays.—83.

যখন তার এমনি বিমূঢ় অবস্থা আসে, তখন সেই লোক-বাসী এক সহায়ক (বা গুরু) উপস্থিত হয়ে এই নব-জাগ্রতের ভার গ্রহণ করেন। আমাদের পূর্ব্বগামী বহু মানবই সেখানে আত্মপর সকল আগন্তুকের এই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত।[১] তাঁরা উপদেশ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, নানাভাবে তাদের নূতন দৃষ্টি উন্মীলনের সহায়তা করেন। সব আগন্তুক এই সহায়তা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে না; কেহ বা বিদ্রোহী হয়, বারম্বার সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে; তাদের মন মগ্ন হ'য়ে থাকে পরিত্যক্ত পৃথিবীর প্রান্তে। ইহ-জীবনে যার বিষয় বাসনা ভিন্ন চিত্ত-ভবনের আর কোন বাতায়নই উন্মুক্ত হয় নি, অপর সব কিছুই তার পক্ষে অসুখকর। এই সব ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা নব-জাগরণের পর সূক্ষ্ম-দেহে পৃথিবীর দ্বারে এসে বিগত জীবন যে অধ্যায়ে ইহলোক পরিত্যাগ করে গেছে সেইখানেই পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করতে চায়, আবার কেহ বা পরিত্যক্ত বাসগৃহের সান্নিধ্যে উপস্থিত হ'য়ে দিবসে নিশীথে নানারূপ উৎপাত ক'রে—(এমন কি ইষ্টক-প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করেও)—আপনাকে প্রকাশ করতে উৎসুক হয়। যখন বার বার তার উপলব্ধি হয় যে, গৃহবাসীকে সে কেবল ভীত ও শঙ্কিতই করে, যখন নিঃসন্দেহ হয় যে সেই পূর্ব্বজীবনে প্রত্যাবর্ত্তন আর কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়,—তখন ব্যথিত, মর্ম্মপীড়িত, উপায়হীন হ'য়ে গভীর হতাশার মধ্যে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যপথে কিছুদিন ভ্রমণ করে বেড়ায়।

ক্রমে একদিন দেবতার কৃপায় তার সুবুদ্ধির উন্মেষ হয়, ব্যথা বিদ্রোহ দূরে চলে যায়, দয়ার্দ্র সহায়কের প্রসারিত কর লোভনীয় বলে

---

১. See *Leadbeater*—Invisible Helpers.—83-84.

মনে হয়। সেই তার উর্দ্ধগতির পথে যাত্রারম্ভের সূচনা। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে প্রয়োজন বিগত পার্থিব জীবনের অর্জ্জিত কুসংস্কারসমূহ পরিত্যাগ ও সেজন্য আবশ্যক-মত সাধনা।

মানব মাত্রেরই পরলোকে প্রথম প্রয়োজন—এ পৃথিবীর কর্ম্মক্ষয়। বাসনা কামনার বহু বন্ধনে বদ্ধ, শত লিপ্সায় বিজড়িত আমরা,—কত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে নিয়ে সেই দেশে উত্তীর্ণ হই। যদি কামনার বহ্নি সে লোকেও আমাদের দগ্ধ করে, তবে ত অগ্রগতি আর সম্ভবই হয় না। তাই পরলোকে আমাদের প্রথম কর্ম্ম হ'ল পার্থিব কামনা, পার্থিব বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ।[১] অর্থলিপ্সু সে লোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে পরিত্যক্ত অর্থের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। ভোগী যে, সে ভোগ্য-বস্তুর সন্ধানে সেখানেও প্রবৃত্ত হবার প্রয়াস করে। অভ্যাসের এমনি পরিণাম! অভ্যাস আমাদের জীবন-মরণের সাথী।

যখন একাগ্র সাধনার ফলে মর্ত্ত্য-আকাঙ্ক্ষা সে লোকে আর আমাদের বিচলিত করে না, চরণের শৃঙ্খল আপনা হতেই খসে প'ড়ে যায়, অভ্যস্ত ভোগসুখের জন্য আর দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, তখন পরলোকে অগ্রগতি আরম্ভ হয়। যিনি ইহলোক হতে নিরাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে পরপারে উত্তীর্ণ হন, তাঁর অগ্রগতির তিলমাত্র বিলম্ব হয় না।

ওপারে আমাদের যাত্রারম্ভ হয় সোপানের সেই স্তর হতে যেখানে

---

১. The first business of the departed spirit is to get rid of the grosser substances which, in a way, still links him up with the material world which he has left behind him...The more material the life lived here, the greater is the downward pull when the next stage of existence is entered upon. *Vale Owen*—Facts and Future life.—131.

যার ইহজীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছে। জ্ঞানী জ্ঞানমার্গে যতটুকু অগ্রসর হয়েছেন, যোগী যে শিখরে আরোহণ ক'রে এখান হ'তে অপসৃত হয়েছেন, ভক্ত আপনার সাধনার যে স্তরে পদার্পণ ক'রে অন্তিম শ্বাস পরিত্যাগ করেছেন, ভাবুক যে ভাবধারায় তন্ময় হয়ে প্রাণ-প্রিয়কে অন্বেষণ করেছেন, অপরিমার্জ্জিত মানব ইহজীবনের আলোক-সম্পাতে যতটুকু উদ্বুদ্ধ হয়েছেন,—প্রত্যেকেই তার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থা হ'তে সেই নূতন লোকে যাত্রারম্ভ করেন।[১] তার পর ধীরে ধীরে উচ্চ হ'তে উচ্চতর ধামে তাঁর অধিরোহণ ঘটতে থাকে।

১. Those who have begun their existence find themselves in that stratum of life which corresponds to their own spiritual condition.

Doyle—History of Spiritualism.—Vol. II. 284.

He starts again from the level of moral and intellectual development to which he has raised himself while on earth.

A. R. Wallace—Miracles and Modern Spiritualism.—109.

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম অনুভূতি

মৃত্যুর দ্বারপথ হতে বাহির হয়ে মানব যখন সূক্ষ্মদেহে পরপারের নূতন লোকে প্রবেশ করে, তখন তাঁর প্রথম কি অনুভূতি হয়, সে কথা কোন কোন বিদেহী প্রকাশ করে বলেছেন।

সে পথে যাত্রীর সর্ব্বপ্রথম অনুভূতি এই যে মৃত্যু-সময়ে মানবের কোন যন্ত্রণাই থাকে না।[১] ব্যাধির যন্ত্রণা, অস্ত্রোপচার প্রভৃতির যাতনা, যা কিছু মৃত্যুর পূর্ব্বেই নিবৃত্তি লাভ হ'য়ে দেহী যখন স্থূল শরীর ত্যাগ ক'রে পরপারের পথে বাহির হন, তখন তাঁর সে যাত্রা বেদনা-বিহীন। শুধু তাই নয়। বরং এক অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ সে সেই সময় লাভ করেন।[২] শৈশব-জীবনে বালক যেমন আপনার আনন্দে আপনি তন্ময় হ'য়ে থাকে, পরপারে উত্তীর্ণ হবার পর নব-জাগ্রত বিদেহীও তেমনি অম্লান, অপরিমেয় আনন্দে উৎফুল্ল হ'যে ওঠেন। দেহ আছে কিন্তু তার জড়তা নাই, অনুভূতি আছে কিন্তু দুঃখ নাই, পূর্ব্বগামী আত্মীয়-বন্ধুর সম্মিলন আছে, কিন্তু কারও সাথে স্বার্থ-সম্বন্ধ নাই। পার্থিব জীবনে যে সকল বস্তু

---

১. There may be suffering before death, but the actual process of death is not only painless, but usually full of joy and peace.

Leadbeater—Other side of Death. – 27.

২. The first feeling of which the dead man is usually conscious is one of the most wonderful and delightful freedom. He has absolutely nothing to worry about, and no duties rest upon him except those which he chooses to impose upon himself.

Leadbeater—Text Book of Theosophy.—77.

মানবের সঙ্গে মানবের বিরোধের প্রধান কারণ,—অর্থ, বিত্ত,—তার অস্তিত্ব পরলোকে না থাকায়, অন্ন-চিন্তা, দুঃখ-ব্যথার চিন্তা,—যা জাগতিক জীবনের নিত্য সহচর,—সে সকলের কারণ না থাকায়, একটা গভীর প্রশান্তি পরপারে নবজাগ্রত মানব-চিত্তকে পূর্ণ করে। সেই সূক্ষ্ম-লোকের অপূর্ব্ব পরিবেষ্টন, আর তারই মাঝে আপনার চৈতন্যময় অস্তিত্বের নূতন অনুভূতিতে সে বিমুগ্ধ হ'য়ে যায়। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

(১) আপনার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ণনা করে মার্কিন লেখিকা শ্রীমতী জুলিয়া এম্‌স্‌ মনীষী ষ্টেড্‌কে (W. T. Stead) বলেছেন,—"চেয়ে দেখি আমি পার্থিব দেহ হ'তে মুক্ত হয়েছি। অপূর্ব্ব সে অনুভূতি। যে শয্যায় তখন আমার প্রাণহীন দেহ শায়িত ছিল, তার নিকটেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। মৃত্যু এসে যখন আমার চক্ষু অবরোধ করেছিল তার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহের যা কিছু দৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পরেও সে সব পূর্ব্বেরই মত দৃষ্টিতে পড়েছিল। মরণের কোনও যন্ত্রণাই অনুভব হয় নি। অনুভব হয়েছিল অসীম স্নিগ্ধতা আর শান্তি।···আশ্চর্য্য হয়েছিলাম—কি ক'রে এই অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হ'ল। তখন দেখি আমার পার্থিব জীবনের অবসান হয়েছে।[১]

(২) শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর প্রাণাধিকা পৌত্রী—কুমারী অরুণা—বিহার-ভূমিকম্পে গৃহপতনের ফলে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দেহান্তের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থা পিতামহীকে বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন :—আমি বসেছিলাম, হঠাৎ মাথায় জোরে আঘাত লেগেছিল। তারপর দেখি একজন সন্ন্যাসীর মত লোক আমায় ডাকছেন।

---

১. W. T. Stead—After Death.—1-2.

প্র। তিনি কে ?

উ। গুরু।

প্র। তারপর কি হ'ল ?

উ। তারপর তোমার দিদি (ইন্দিরা দেবী-স্বগ্রতা) এলেন। আমি দেখ্‌লাম আমি ইটের ভেতর আছি, অথচ দাঁড়িয়ে আছি; তারপর দেখ্‌লাম অনেক লোক ঐ রকম অবস্থায় আছে।

প্র। তুমি ত ইটের ভেতর ছিলে, কি করে এসব দেখতে পেলে ?

উ। আমি ত ইটের ভেতর আর ছিলাম না।

প্র। তারপর তুমি প্রথম কোথায় গেলে ?

উ। তৃতীয় (স্তর)। সেখানে মাস ছয় ছিলাম।

প্র। তারপর বুঝি চতুর্থে গেলে ?

উ। হাঁ।

প্র। কার সঙ্গে গেলে ?

উ। গুরু।

প্র। নিজেই গেলে ?

উ। না, উনি এসেছিলেন।[১]

(৩) বৈজ্ঞানিক ব্যারেটের (William Barret) বিখ্যাত গ্রন্থে এক বিদেহী তার মৃত্যু-স্মৃতি বর্ণনা ক'রে বলেছেন,—"প্রথমে ক্ষীণ অনুভূতি হয়েছিল, আমার গৃহের মধ্যে শয্যার চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে একাধিক মূর্ত্তি বিচরণ করছে। কিছুক্ষণ পরে গৃহটির দ্বার রুদ্ধ হল, আর সবই হল নীরব। তখন প্রথম অনুভব ক'রেছিলাম আমি ত আর শয্যায় শয়ন করে নাই; মনে হ'ল যেন বায়ুতে ভাসমান হ'য়ে শয্যার কিছু ঊর্দ্ধে রয়েছি। গৃহের

১. শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর নিকট সংগৃহীত

স্বল্পবশিষ্ট আলোকে দেখেছিলাম আমার প্রাণহীন দেহ সরল ভাবে শয়ান রয়েছে, তার মুখমণ্ডল বস্ত্রাচ্ছাদিত। একবার সাধ হয়েছিল ঐ দেহটার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করি। সে বাসনার তখনই নিবৃত্তি হ'ল, কারণ, স্থূল দেহের সঙ্গে আমার যোগ-সূত্র তখন ছিন্ন হ'য়ে গেছে।

"সেই গৃহতলে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলাম। এই গৃহেই গত কয়েকদিন কত অসুস্থ, কত অসহায় ভাবে যাপন করেছি। এখন আবার সেখানে অবাধ বিচরণ আমার সম্ভব হয়েছিল।

"গৃহখানি তখন বিজন ছিল না। পিতামহ মহাশয় আমার খুব নিকটেই ছিলেন। আমার রোগশয্যায়ও তিনি কাছে কাছে থাকতেন। অপর কয়েকজনকেও সেখানে দেখেছিলাম। তখন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, আজ তাঁরা আমার কত প্রিয়!

"সেই ঘর হতে বাহির হ'য়ে তার সংলগ্ন গৃহখানিও অতিক্রম করেছিলাম। এই গৃহে আমার মা ও কয়েকজন জীবিত আত্মীয় ব'সেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে উচ্চস্বরেই কথা কয়েছি, কিন্তু আমার কন্ঠস্বর তাঁদের কাণে প্রবেশ ক'রেছিল এমন ত মনে হ'ল না।

"পাঠগৃহের মধ্য দিয়ে পদব্রজেই অগ্রসর হ'লাম। সেখানে গভীর আঁধার, অস্ফুট আলোক মাত্র। তারপর বাহিরে এলাম মুক্ত আকাশের তলে।

"...চেয়ে দেখি, হিমানীর সেই উষায়, বালসূর্য্যের প্রথম আলোকে অগণ্য তারকার নিম্নে—ম্লান শীতল ধরণী বিস্তীর্ণ রয়েছে। ধরিত্রীর বহু-পরিচিত দৃশ্য আবার নয়নে এল।

"সহসা কখন আমার এক নূতন দৃষ্টির উন্মেষ হ'ল। ফুল বিকশিত হ'লে তার অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশ প্রকাশ পায়; আমিও ঐ স্থূল জগতের

অবগুন্ঠন ভেদ ক'রে এই সূক্ষ্ম জগতের দর্শন লাভ করলাম। ভাষায় এ অনুভূতি বর্ণনা করা যায় না। যে ভাবেই বলি না কেন, এই বিস্ময়কর স্মৃতি আপনাদের বোধগম্য করার মত শক্তি আমার নাই। একদিন আপনারাও এ অনুভূতি লাভ করবেন, তার সন্দেহ কি ?

"যেখানে আমার যোগ্য বাসস্থান,—এক অদৃশ্য আকর্ষণে সেই লোকে স্থান পেয়েছি। এখানেও আমার চরণে শৃঙ্খল নাই। পৃথিবীর আকর্ষণ এখনো আমায় স্পর্শ করে, কিন্তু সেও আমার অসুখকর বন্ধন-রজ্জু নয়। যে সকল স্থান, যে সব ব্যক্তি আমার প্রিয়, তাদের আকর্ষণ আজও অনুভব করি।[১]

(৪) আমাদের গৃহকোণে, বঙ্গদেশে, এক বিদেহি সরল ভাষায় তাঁর মৃত্যু-বর্ণনা ক'রে বলেছেন,—"আমি দেখিলাম আমার শরীরটা যেখানে পড়িয়া আছে, আমি তাহার উপরে দণ্ডায়মান। মনে ভাবিলাম, এ কি! কে যেন জ্ঞান, বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া আছে। লোকজন ও ডাক্তার আমার পরিত্যক্ত শরীরটা নাড়াচাড়া করিতেছে।...ঐ সময়ে দুটি মুক্তাত্মা আসিয়া একটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাকে লইয়া চলিলেন।...যাঁহারা আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা কে, চিনি না, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহারা আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেন।"[২]

(৫) প্রথিতনামা প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ফিট্স্-সাইমন্স্ (F. W. Fitzsimons) বহু বৎসর ধ'রে পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে ডাঃ মর্গান্ নামে এক চিকিৎসকের অপূর্ব্ব মৃত্যু-স্মৃতি সংকলিত হয়েছে।

১. Barret—On the Threshold of the Unseen.—195.

২. কালীকৃষ্ণ মিত্র—শোক-বিজয়

বিদেহী মর্গান্ বলেছেন,—পার্থিব জীবনে ছিলাম জড়বাদী।···মনে এই ধারণাই ছিল যে মৃত্যুর পর জীবের আর অস্তিত্বই থাকে না।

"চিকিৎসাগারে আমার দেহে অস্ত্রোপচার হবার পর কি যে ঘটেছিল তা বেশ স্মরণ হয় না। যেন গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর জাগ্রত হয়ে দেখি এক কোমল শুভ্র শয্যায় শয়ন ক'রে আছি। কাণে এল' কার আহ্বান। চেয়ে দেখি সে আমার ছাত্র-জীবনের এক সতীর্থ, প্রিয় বান্ধব। বহুদিন পূর্ব্বে তাকে পৃথিবী হ'তে বিদায় দিয়েছি। তার দিকে চেয়ে মনে হ'ল,—একি স্বপ্ন! আরও কয়েকজন ক্রমে এসে সেখানে সমবেত হলেন। তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীতে আমার পরিচয় ছিল। আমার চিকিৎসায় পৃথিবীতে তাঁরা অথবা তাঁদের কোন আত্মীয় উপকৃত হ'য়েছিলেন, এই কথা জানিয়ে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

"শয্যায় উঠে ব'সে নিজের সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শানুভূতি পরীক্ষা করেছিলাম। গৃহের যাবতীয় দ্রব্য নিরীক্ষণ ক'রে বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম,—'মিকি ব্যাপার কি বলত?' প্রসন্ন হাসিমুখে সে উত্তর দিয়েছিল,—'বুঝতে পারছ না? তোমার পৃথিবীর খেলা শেষ হয়েছে, জড়দেহ হতে বিমুক্ত হ'য়ে তুমি এই সূক্ষ্মলোকে উত্তীর্ণ হয়েছ।' সে কথা আমার বিশ্বাস হ'ল না। চারিদিকে সব ত বাস্তব বলেই মনে হয়েছিল, কোনও পার্থক্য অনুভব হয়নি। প্রভেদের মধ্যে এই যে একটা আনন্দ আবেষ্টন সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছিলাম, দেহ মন কত না লঘু মনে হয়েছিল। সত্য বটে, কোন যন্ত্রণাই তখন আর ছিল না, কিন্তু ভেবেছিলাম এ আমার গভীর সুপ্তি আর রোগমুক্তির ফল। আমার মৃত্যু হয়েছে?—অসম্ভব, অচিন্তনীয়।

"দিশাহারা হয়ে শয্যা ত্যাগ ক'রে বন্ধুর বাহু গ্রহণ করেছিলাম। সে বলেছিল—'একবার স্থির-সংকল্প হ'য়ে ঐ জড়দেহটার মধ্যে প্রবেশ

কর ত।' দূরে শবাধারের মধ্যে আমার পরিত্যক্ত সেই দেহ এবং সেই মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। গৃহখানি তখন ফুলে ফুলে আকীর্ণ। কাণে প্রবেশ করেছিল সবার ক্রন্দন। আমার স্নেহময়ী জননী ও পত্নী সেইখানে বসে বিলাপ করছিলেন।—'আমার মৃত্যু হয়নি'—এই কথা ব'লে তাঁদের প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেছিলাম। সে কথা তাঁদের কর্ণগোচর হ'ল না। আরও উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলেছিলাম; পত্নীকে বাহুবন্ধনে গ্রহণ করেছিলাম। আমার স্বর, আমার স্পর্শ—কিছুই তার অনুভব হ'ল না। পত্নী ও অন্য সব আত্মীয়ের সুনিবিড় শোকে কাতর হ'য়ে চিৎকার ক'রে বন্ধু মিকিকে বললাম—'পরমেশ্বরের দোহাই, আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চল।' ঐ স্থান ত্যাগ করবার প্রবল ইচ্ছা হ'ল।

"মুহূর্ত্ত মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হয়েছিল। যে স্থান আমার পার্থিব জীবনের চিন্তা দিয়ে, বাক্য দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে পূর্ব্ব হ'তেই রচনা করেছি এবার সেই স্থানেই উত্তীর্ণ হয়েছি শুনলাম। পূর্ব্বগামী আত্মীয়-বন্ধু প্রভৃতি সেখানে আমায় স্বাগত অভিনন্দন করলেন। তবু কখনো কখনো তারপরও দুশ্চিন্তা হ'ত—এ সব বুঝি বা স্বপ্ন।

"ভূলোকের গণনায় মাসার্দ্ধ অতীত হবার পর ক্রমে প্রত্যয় হ'ল যে সত্যই আমি মৃত্যুর দ্বারপথ অতিক্রম করে এই লোকে প্রবেশ করেছি।"[১]

(৬) বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ লজ্ (Sir Oliver Lodge) এর "রেমণ্ড" গ্রন্থে তাঁর পুত্রের পরলোকে প্রথম অনুভূতির বর্ণনা আছে। এই বিদেহী পুত্র বলছেন,—"এই লোকে আগমনের পর প্রথমেই আমার সাক্ষাৎ হ'ল পিতামহের সঙ্গে, তার পর এসেছিলেন অপর সকলে। এত সম্পূর্ণ জীবন্ত তাঁদের দেখেছিলাম, যে ধারণা করতে পারিনি আমার

১. *Fitzsimons*—Opening the Psychic Door.—48.

নিজেরও মৃত্যু হ'য়েছে। পৃথিবীতে আমার যেমন দেহ ছিল, আমার বর্ত্তমান দেহ তারই অনুরূপ। এক একবার এই দেহটাকে পীড়ন ক'রে দেখি, এটা কি সত্যই একটা দেহ? এটার যে সত্য অস্তিত্ব আছে, তার সন্দেহ নাই। তবে পার্থিব দেহে যত অধিক বেদনা অনুভব হয়, এ দেহে তা হয় না। এই দেহ-মধ্যে যে সব যন্ত্র আছে, সেগুলো ঠিক পূর্ব্বের মত নয়; কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে কোন প্রভেদ বোধ হয় না। আমার চক্ষু, কর্ণ, চোখের পক্ষ্ম, এমন কি ভ্রূ-ও আছে; জিহ্বা, দন্ত সবই অক্ষুণ্ণ আছে।[১]

* * * *

কি প্রতীচ্য, কি প্রাচ্য পৃথিবীর সর্ব্ব স্থান হ'তেই এরূপ বহু বিবরণ পাওয়া যায়।

এক সজীব লোকে নিদ্রামগ্ন হ'য়ে আর এক সজীবতর, চৈতন্যময় লোকে পূর্ণ জাগরণ,—এই হ'ল মৃত্যু। তাই বহু সম্মানিত একাধিক বৈজ্ঞানিক বলেছেন,—"মরণ হ'ল এক নবতর অস্তিত্বের বা নব-জীবনের প্রবেশ দ্বার।[২]

---

১. *Lodge*—Raymond—194-195.

২. The change called death is the entrance to a new condition of existence—What may be called a new life. *Lodge*—Raymond.—300

What we call "death" is a continuation of life under another form. *Flammarion*—Death and its Mysteries. Vol.—III. 119.

Death is but a second birth just as birth is our first death.

Myslop—Life After Death—338.

চতুর্থ অধ্যায়

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ

অতি প্রাচীনকাল হতেই বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতবাদ মরণের পর বিদেহী-মানবের স্বর্গ বা নরকে বসতির কথা প্রচার করেছেন। সাধারণতঃ স্বর্গ বর্ণিত হ'য়েছে—পারিজাত-সুরভিত, অপ্সরার নুপুর-নিক্কণ-ঝঙ্কৃত পরমানন্দময় সুখ-লোক, পুণ্যাত্মার বাসভূমি। আর নরকের বর্ণনায় দেখতে পাই,—উত্তপ্ত লৌহ-কটাহের জ্বালাময় স্পর্শ-কাতর পাপীজনের আকুল-ক্রন্দন-মুখরিত অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন কারাগার। এই উভয় বর্ণনাই যে প্রধানতঃ রূপক, তার সন্দেহ নাই। তবে স্বর্গ যে শান্ত, স্নিগ্ধ, আনন্দময় ধাম, আর নরক একটা নিদারুণ দুঃখময় আবেষ্টন, তা অন্ততঃ নিঃসন্দিগ্ধ।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে পরলোকের বিভিন্ন অংশের পৃথক্ পৃথক্ নাম এবং অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদ্ বলেছেন,—তিনটি লোক[১] আছে,—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক।······দেবলোকই সকল লোকের শ্রেষ্ঠ।[২] দেবলোক পঞ্চবিধ, তাই অন্যত্র সাতটি লোকের উল্লেখ দেখা যায়,—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্।[৩]

পাতঞ্জল দর্শন ভূ-ভুবাদি লোকের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,—ভুবনের বিস্তার সপ্তলোক-ব্যাপী; অবীচি (সমস্ত লোকের অধোভাগস্থ নরকস্থান) হ'তে আরম্ভ ক'রে সুমেরু পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত হ'ল—ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবী। সুমেরু-পৃষ্ঠ হ'তে ধ্রুবনক্ষত্র পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্র

---

১. লোক—ভুবন বা জগৎ—ভোগাশ্রয়।

২. অথ ত্রয়োবাব লোকাঃ—মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোকঃ।
...দেবলোকো বৈ লোকানং শ্রেষ্ঠ। বৃহ. উপ. ১।৫।১৬ ও ৩।১।৮

৩. তৈত্তী আরণ্যক ৬০।২৭-২৮

তারা দ্বারা সুশোভিত স্থান—অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভুবর্লোক (বা পিতৃলোক) তারপর স্বর্লোক। স্বর্লোক পাঁচ প্রকার। প্রথম—মহেন্দ্রলোক, দ্বিতীয়—প্রজাপতির মহর্লোক, তৃতীয়—ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক,—অর্থাৎ জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক।…অবীচির উপর্য্যুপরি ছয়টি মহানরক স্থান।…তাহার উপরে সপ্তপাতাল এবং তাদের তুলনায় অষ্টম স্তরে স্থিত এই পৃথিবী।[১]

বেদান্ত দর্শনে সাত প্রকার নরকের উল্লেখ আছে।[২] শ্রীমদ্ভাগবৎগ্রন্থ অষ্টাবিংশতিপ্রকার (ও অপর কোন কোন পুরাণ—নানাবিধ) নরকের বিস্তৃত বর্ণনা ক'রে বলেছেন,—সকল নরকই বিবিধ ক্লেশের আকর-স্থল। তবে ভরসা এই যে, যাঁরা সাধারণতঃ সরল জীবন যাপন করেন, সে পথে যাবার তাঁদের কোন আশঙ্কা থাকে না।

ভুবর্লোক হ'ল পৃথিবীর পরবর্ত্তী প্রথম সূক্ষ্মলোক। বিষ্ণুপুরাণে আছে—ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, তাই ভুবর্লোক, বা দ্বিতীয় লোক। এই লোক সিদ্ধাদি ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমাণও সেইরূপ।[৩]

নচিকেতা অন্তরীক্ষে যমপুরী (ভুবর্লোক) দর্শন করবার পর ঋষিদের কাছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—"সে স্থান সুবর্ণময় দিব্যভবনে পরিপূর্ণ ও উচ্চ সুবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত। তথায় বহুজলপূর্ণ বিমল নদী ও দীর্ঘিকা শোভা পাইতেছে। কোথাও সঙ্গীত হইতেছে, কোথাও কেহ হাস্য করিতেছে, কোথাও বা অন্যের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ করিতেছে। কোন স্থানে ক্রীড়া হইতেছে, কোন স্থানে নৃত্য হইতেছে, কোথাও

---

১. পাতঞ্জল দর্শন—বিভূতি পাদ. ২৬ সূত্রের ভাষ্য।
২. ব্রহ্মসূত্র—৩।১।১৫ অপি চ সপ্ত
৩. বিষ্ণু পুরাণ—৭।২

কেহ বন্ধন-দশায় পড়িয়া আছে। এইরূপ শত সহস্র স্থূল ও সূক্ষ্ম জীব আপন আপন কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতেছে।...বৈবস্বতা নামে তথায় দিব্যজলে পরিপূর্ণা মনোহারিণী প্রধানা নদী। উহার তীরে বিবিধ রচনায় রমনীয় উজ্জ্বলবর্ণ প্রাসাদ-শ্রেণী আছে। সেথায় অগুরু চন্দনবৎ সুগন্ধ ও অতি শীতল মন্দবায়ু প্রবাহিত হয়।[১]

ভুবর্লোকে কোথাও সুখ কোথাও দুঃখ,—দু-ই আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন অংশকে বিভিন্ন "স্তর" বলা হয়।

ভুবর্লোকের পরবর্ত্তী, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর আর সূক্ষ্মতর লোক হ'ল স্বঃ বা স্বর্গ (মহেন্দ্রলোক)। সাধারণ মানব এই স্বর্গেরই আকাঙ্ক্ষায় পার্থিব জীবন যথাসাধ্য ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করেন। এই লোক পর্য্যন্তই সাধারণ মানবের পারলৌকিক গতির সীমা।

ঋগ্বেদ সংহিতা স্বর্লোকের বর্ণনায় বলেছেন,—যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধে আছে, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, যে ধাম অক্ষয় ও অমৃত, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যেখানে সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয় এবং বিবিধ প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ বিরাজ করে—সেই স্বর্গলোক।[২] কঠোপনিষদ বলেছেন,—স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু, তুমিও সেখানে নাই, জরাকেও কেহ সেখানে ভয় করে না। ক্ষুধা পিপাসা উভয় হইতেই উত্তীর্ণ হইয়া, শোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গে সকলে আমোদিত হয়।[৩]

এই স্বর্লোকে "সাধুশীল পিতৃগণ" দেবতাদের সঙ্গে একত্র হ'য়ে হোমের

---

১. বরাহ পুরাণ—১৯৬ অধ্যায়

২. ঋগ্বেদ সংহিতা—৯।১১৩।৭-১১

৩. কঠ. উপ.—১।১২

দ্রব্য পান ও ভক্ষণ করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহণ করেন[১]—অর্থাৎ, দেবতার তুল্য পদ লাভ করেন।

উপনিষদ চন্দ্রমাকে এই স্বর্গলোকের দ্বার ব'লে বর্ণনা করেছেন।[২]

স্বর্লোকের পরবর্ত্তী হ'ল মহর্লোক, এবং তা হ'তেও ক্রম-সূক্ষ্মতর ও শ্রেষ্ঠতর হল—জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক। জন-তপ-সত্য এই তিন ধামের সম্মিলিত নাম ব্রহ্মলোক। মহর্লোক ও ব্রহ্মলোক শুধু মহা-মানবগণেরই গম্যস্থান।

বেদান্ত-দর্শনের সর্ব্বশেষ সূত্রের (৪।৪।২২) শঙ্করভাষ্যে ব্রহ্মলোকের এই বর্ণনা আছে,—"এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার বসতি স্থান। সে স্থানে···সমুদ্রতুল্য, সুধা-হ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ। সে স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যের অগম্য। সেই লোকে অজেয় ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মার পুরী); তাহাতে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে পারলৌকিক বিভিন্ন ভূমির অল্প কিছু পরিচয় উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। বিদেহী মানবের পারলৌকিক অবস্থার যে বর্ণনা যোগবাশিষ্ঠে পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে এই :—

মরণমূর্চ্ছা অপগত হ'লে জীব আপনাকে অন্য-শরীরি রূপে দেখতে পায়। এর নাম প্রেত (বিদেহী) অবস্থা

পার্থিব কর্ম্মানুসারে বিদেহীদের প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভাগ করা যায় ;—উত্তম-ধার্ম্মিক, মধ্যম-ধার্ম্মিক, সামান্য-ধার্ম্মিক, সামান্য-পাপী, মধ্য-পাপী ও মহাপাতকী।

১, ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।১৫।১০

২, কৌষী. উপ.—১।২—এতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বার, যশ্চন্দ্রম...

কোন কোন মহাপাতকী মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্য্যন্ত মরণমূর্চ্ছায় পাষাণের মত জড় অবস্থায় আপতিত থাকে, এবং তারপর জাগরিত হ'য়ে অসংখ্য নরক-দুঃখ ভোগ এবং শত শত যোনিতে পরিভ্রমণ করে ও নানা দুঃসহ যন্ত্রণা পায়। পরে কাল কালান্তরে ভোগ অবসান হ'লে, কদাচিৎ কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ ক'রে থাকে।

মধ্যপাপী মরণ-মোহান্তে কিছুকাল শিলার মত জড়দশা ভোগ করে। এবং তার অবসানে তির্য্যগ্ আদি নানা যোনিতে (পশুপক্ষী দেহে) জন্মগ্রহণ ক'রে সংসার-ক্লেশ ভোগে বাধ্য হয়।

সামান্য-পাপী মূর্চ্ছান্তে আপনাকে বাসনার অনুরূপ সুসম্পন্ন মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্ত হ'তে দেখে,—যেন স্বপ্ন-দেহ।

সামান্য-ধার্ম্মিক মরণ-মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই চেতনা লাভ ক'রে অন্তঃকরণের মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাবী দেহ ও ভোগ্যবস্তুর অনুভূতি পায়, এবং পরে তারই উপযুক্ত স্থান ও দেহাদি লাভ করে।

মধ্যম-ধার্ম্মিক মরণ-মূর্চ্ছার পর আকাশ ও বায়ু উভয়ের সাহায্যে নন্দন-কানন প্রভৃতি স্থান, যক্ষ কিন্নরাদি দেহ ও তারই উপযুক্ত সুখ দুঃখ ভোগ করে। এই ভোগ সমাপ্তে পুনর্ব্বার তার নরলোকে জন্ম হয়।

উত্তম-ধার্ম্মিক মরণ-মূর্চ্ছার পরই স্বর্গপুরী ও বিদ্যাধরপুরী অনুভব দ্বারা ভোগ করে, তারপর স্বর্গশরীর লাভ ক'রে কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ শেষ হবার পর পুনরায় মনুষ্যলোকে শ্রী-সম্পন্ন সজ্জন বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে।[১]

বহু-জন্ম শেষে স্বর্গ মর্ত্তের সকল আকর্ষণ, সব বন্ধন ছেদ ক'রে মানব লাভ করে অপবর্গ,—মুক্তি, মোক্ষ। তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার

১, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ, ৫৫ সর্গ, ১০—৩৮

পুনর্মিলন। উপাসক ও উপাস্যে, ভক্ত ও ভগবানে, সাধকে ও সাধ্যে সেদিন আর ব্যবধান মাত্র থাকে না। একেবারে পূর্ণমিলন সংঘটিত হয়।

সেই পরমানন্দের আহ্বানে জীব-জগৎ প্রতিদিন অগ্রগামি হ'য়ে চলেছে,—পর্ব্বত-শিখর-নিঃসৃতা স্রোতস্বতী যেমন প্রতিনিয়তই অলঙ্ঘ্য বাধাসমূহকে পরাভূত করতে করতে অনন্যগতি হ'য়ে সেই একমাত্র মহাসাগরেরই মিলন উদ্দেশে যাত্রা ক'রে চলেছেন।*

---

* [হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—মৃত্যুর পর এই যে স্বর্গ-নরকাদির অনুভূতি এ যেন "স্বপ্নানুভূতি"। নিদ্রার উন্মেষ হবার পর জাগ্রত বাসনা যেমন দেশ-দেশান্তর দর্শন করায়, তেমনি মরণ-মূর্চ্ছার পরক্ষণেও পূর্ব্ব বাসনার উন্মেষে জীব আপনার বাসনার অনুরূপ সৃষ্টি দর্শন করতে থাকে।—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ ৫৫ সর্গ]

পঞ্চম অধ্যায়

থিওজফী ও পরলোক*

পরলোক সম্বন্ধে থিওজফীর মতবাদ একটা পুরাতন ভাবধারাকে নূতন ক'রে জগতের দ্বারে প্রচার করেছে। তত্ত্বজ্ঞানী রুষ-মহিলা ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কির প্রচারিত এই মত প্রধানতঃ প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। থিওজফিস্ট্রা এ ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি।

তাঁদের মতবাদ সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ হ'ল :—

পৃথিবীবাসী মানব অমর আত্মার সাময়িক অধিষ্ঠান। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশে বারম্বার এই পৃথিবীতে মানবের গতাগতি। প্রত্যেক নূতন জন্মে মানব অগ্রবর্ত্তী হবার সুযোগ লাভ করে;—আদিম মানব হ'তে বর্ব্বর, বর্ব্বর হ'তে সভ্য, সভ্য হ'তে সুসভ্য ও প্রগতিশালী মহামানব;—সৃষ্টির কোন্ বিস্মৃত যুগ হ'তে এই উন্নতির ধারা বয়ে চলেছে।

আত্মার নিজবাসভূমি হ'ল পৃথিবীর অতীত সূক্ষ্ম এক লোকে। তিনি যখন এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন একে একে কারণ-দেহ, সুসূক্ষ্ম-দেহ ও সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন ক'রে এবং সর্ব্বশেষ এই দৃশ্যমান জড়-দেহ গ্রহণ ক'রে ভূমিষ্ঠ হন। কারণ, সুসূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মদেহ পৃথিবীতে জড়দেহের অন্তরালে গোপনেই থাকে।

---

* *Besant*—Ancient Wisdom; Death and After; *Leadbeater*—Astral Plane; Devachanic Plane; *Sinnet*—collected Fruits of Occult Teaching প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

মৃত্যুর আগমনে জড়দেহের বিনাশ হবার সময় জীবাত্মা এই তিন সূক্ষ্ম-দেহকে সাথী ক'রে স্থূল-শরীর ত্যাগ করেন। তারপর পার্থিব কর্ম্মানুসারে সেই জীব সূক্ষ্ম-দেহে ভুবর্লোকের বিভিন্ন স্তরে এবং সুসূক্ষ্ম-দেহে স্বর্লোকের নিম্নস্তরে অল্প বা অধিককাল বসতি করেন। সেখানে শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ সমাপ্ত হবার পর একে একে সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম-দেহও লয় হ'য়ে যায়। তখন অবশিষ্ট থাকে একমাত্র কারণ-দেহ,—যেটি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম এবং মানবের জন্ম-জন্মার্জ্জিত জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রকৃতির বাহন, বা সঞ্চিত ভাণ্ডার। অতঃপর সেই জীব পৃথিবীতে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন পূর্ব্বজন্মের সকল সংস্কার-যুক্ত এই কারণ-দেহকে ভিত্তি ক'রেই তাঁর নূতন জড়দেহ গঠিত হয়।

মৃত্যুর সময় মানবের জড়দেহ হ'তে প্রথমেই নিষ্ক্রান্ত হয় তার ইথার-দেহ (etheric double); এটি প্রাণশক্তির বাহন। এই দেহের বর্ণ নীলাভ-শ্বেত (violet-grey); এটি স্থূল-শরীরের অনুরূপ-দর্শন, কিন্তু আকারে কিছু বড়। জীবনান্ত হবার পর এই দেহ কখনো কখনো নির্ব্বাক ও স্বপ্ন-চালিতের মত অবস্থায় মৃতব্যক্তির সুদূরবাসী প্রিয়জন-সন্দর্শনে যায়, এবং স্মৃতি-বিজড়িত কোন স্থানে প্রকাশ হয়।

জড়-দেহ হতে প্রাণবায়ু নির্গমনের সময় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইথার-দেহ আপনা হতেই বিনষ্ট হ'য়ে যায়। মৃতদেহ যদি কবরস্থ হয়, তবে কবরের সান্নিধ্যে এই ইথার-দেহকে সময় সময় স্বপ্ন-চালিতের মত ভ্রমণ করতে দেখা যায়। আত্মীয়-বন্ধুর সকরুণ আর্ত্তনাদ এই দেহটিকে সহজে বিলীন হ'তে দেয় না; তাকে সচকিত, বেদনা-ক্লিষ্ট ক'রে সঞ্জীবিত রাখে কিছুদিন।

মৃত্যুর পর মরণ-মূর্চ্ছা অতিক্রম ক'রে জীবের জাগরণ হয় ভুবর্লোকে (astral plane)। পৃথিবীর পরমাণু হ'তে সূক্ষ্ম পরমাণু-রচিত সে

লোক, এবং তা হ'তে আরও সূক্ষ্ম তার পরবর্ত্তী লোক,—অর্থাৎ স্বর্লোক (mental or devachanic plane)। স্বর্লোক পর্য্যন্তই সাধারণ মানবের পারলৌকিক গতির সীমা।

ভুবর্লোক ও স্বর্লোক প্রত্যেকেরই সাতটি ক'রে স্তর বা অংশ। প্রত্যেক পরবর্ত্তী স্তর তার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর হ'তে সূক্ষ্ম। এই কারণে বিদেহী মানব আপনার সাময়িক সূক্ষ্ম-দেহকে পরিমার্জ্জিততর অবস্থায় উন্নীত না করলে,—কামনা-বাসনা ও স্বার্থদৃষ্টি হ'তে নিষ্কৃতি লাভ না করলে—তার অগ্রগতি অসম্ভব। এক স্তর বা এক লোক হ'তে উচ্চ স্তর বা উচ্চ লোকে গতি লাভ ক'রতে কারও বা আমাদের গণনায় সপ্তাহ মাত্র আবশ্যক হয়, কারও বা শতাব্দী অতিবাহিত হয়।

সাধারণতঃ সকল মানবেরই মরণান্তে গতি আরম্ভ হয় ভুবর্লোকের নিম্নতম স্তর হ'তে। যাঁরা উন্নত বা নিষ্পাপ, তাঁরা অচেতন অবস্থায় নিম্নভূমি অতিক্রম ক'রে উচ্চতর কোন স্তর বা লোকে (হয়ত একেবারে স্বর্লোকেই) প্রথম জাগরিত হন।

প্রত্যেক পরবর্ত্তী লোক এবং স্তর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক এবং স্তরে অন্তঃপ্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তর্নিহিত। ভূলোকে (পৃথিবীতে) আমরা যখন বাস করি, তখন ভুবর্লোক থাকে আমাদের চতুর্দ্দিকে,—সম্মুখে, পশ্চাতে, উদ্ধে, নিম্নে এমন কি আমাদের জড়-দেহকে ভেদ করেও সেই ভুবর্লোক। আকাশের দিকে যখন চাই, সুদূরে দৃষ্টি পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র;—কিন্তু এই বিস্তৃত মধ্যবর্ত্তী স্থান পূর্ণ ক'রে, আমাদের সকল দিকেই বায়ু স্তরকে ভেদ ক'রে আছে ভুবর্লোক। তবে যে চর্ম্মচক্ষে তাকে দেখতে পাই না, বা তার কোন অনুভূতি লাভ করি না, তার কারণ এই, যে আমাদের স্থূল-দেহ কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই সেই সূক্ষ্ম লোক বা তার অধিবাসীর স্পর্শ পায় না। যিনি পার্থিব জীবনে সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী,—সাধক, যোগী, মিডিয়াম

প্রভৃতি—যাঁর সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উন্মেষ হয়েছে (clairvoyants) তাঁর কাছে সূক্ষ্ম লোকের রহস্য সম্পূর্ণ গোপন নয়।

ভুবর্লোক পৃথিবীকে ভেদ ক'রে এবং তার চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে আছে। তার বিস্তৃতি পৃথিবীর বায়ুস্তরের অতীত এবং চন্দ্রমার গতি-পথের সীমাবর্ত্তী। তবে অধিকাংশ বিদেহী কিছুকাল পৃথিবীর অনতিদূরেই বাস করেন।

নিম্নে পৃথিবীর দেশ মহাদেশ প্রভৃতি যে ভাবে বিন্যস্ত, ভুবর্লোকেও তার প্রতিচ্ছায়া। ভারত ও এশিয়ার সংলগ্ন ভুবর্লোকের অংশ ইউরোপ বা আমেরিকার সন্নিহিত ভুবর্লোকের অংশ হ'তে পৃথক।[১]

ভুবর্লোকের সর্ব্ব-নিম্ন (অর্থাৎ প্রথম) স্তর পৃথিবীর অতি সান্নিধ্যে, তার এক অংশ ভূগর্ভেই অবস্থিত। এই অংশ অবশ্য কোন সুড়ঙ্গ বা গহ্বর নয়,—এটি সূক্ষ্ম পরমাণু-রচিত এবং পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই অংশই নরক,—আঁধার, নিরানন্দ, শুষ্ক। পার্থিব জীবন যারা নিতান্ত পাপ, কলুষ ও পঙ্কিলতার তরঙ্গে পরিচালিত ক'রেছে—মদ্যপ, নরঘাতক, বিশ্বাসহন্তা, নারী-নিগ্রহকারী,—শুধু তাদেরই গন্তব্যস্থান এই প্রথম স্তর।

নরকের পরবর্ত্তী ভুবর্লোকের তিন স্তর (২—৪ স্তর)—প্রেতলোক ; এবং তা হ'তে উচ্চ অবশিষ্ট তিন স্তর (৫—৭ স্তর) পিতৃলোক।

১. Over the great geographical areas of the earth lie astral regions appropriated to the people of the regions below. Thus the astral region over India and other parts of Asia are quite different in many ways from the astral regions over European countries.

Sinnet—Collected Fruits of Occult Teaching.—183.

প্রেতলোকের অধিবাসীরা নানা পার্থিব কামনার বশে বহুবিধ অশান্তি ভোগ করে। পিতৃলোক সে তুলনায় অনেক সুখময় স্থান।

ভুবর্লোকের দ্বিতীয় স্তর পৃথিবীরই অনুরূপ, কেবল সূক্ষ্ম-উপাদানে গঠিত। সাধারণ মানব,—অর্থ, বিত্ত ইহ-জগতে যাদের প্রধান কাম্য ছিল, তাদেরই জন্য এই স্তর নির্দ্দিষ্ট। অসংখ্য মানব মৃত্যুর পর এই স্তরেই প্রথম জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, এবং অভ্যাস-বশে কাম্য বস্তুর (ধন-জন বিভবের) চিন্তায় কষ্ট ভোগ করে। হয়ত বা তার মধ্যে কোন জন পরিত্যক্ত পৃথিবীর সন্নিকটে লোলুপ হ'য়ে ভ্রমণ ক'রে বেড়ায়।

ভুবর্লোকের তৃতীয় স্তর পৃথিবী হতে উর্দ্ধে। এখানে উপস্থিত হ'য়ে বিদেহী শুচি, শুদ্ধ, বাসনা-বিমুক্ত জীবন লাভের সাধনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর দৃষ্টি তখন আর পৃথিবীর দিকে নিবদ্ধ নয়,—উর্দ্ধগামী, সম্মুখপ্রসারী।

এই লোকের চতুর্থ স্তরের অধিবাসী আনন্দের আলোক-স্পর্শে উৎফুল্ল। পৃথিবী হ'তে বহুগুণে চিত্তহারী মনোরম দৃশ্যময় এই স্তর। এখানের অধিবাসীরা যেন সমাজবদ্ধ জীব; তাঁরা যে যার নিজের পৃথক্ গৃহে বাস করেন এবং পরস্পরের আত্মীয়তায় আনন্দ লাভ করেন।

পঞ্চম স্তর আরও উজ্জ্বল, প্রায় স্বর্লোকের অনুরূপ। কাব্য, সংগীত, বিজ্ঞান, চারুকলা,—জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার, আনন্দের অফুরন্ত উৎস ভুবর্লোকের উর্দ্ধতম তিন স্তরে (অর্থাৎ পিতৃলোকে) বিস্তৃত।

থিওজফিস্ট্ সিনেটের অভিমত এই যে, পিতৃলোকের তিনটি স্তরের মধ্যে কোন তারতম্যের অস্তিত্ব নাই। তিনি বলেন,—ভুবর্লোকের চতুর্থ স্তরে স্থান লাভ করবার পর বিদেহী মানব আপনার নিজস্ব প্রকৃতির অনুকূল পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম স্তরের মধ্যে যে কোন একটিতে স্থান লাভ করেন। পঞ্চম স্তরে প্রধানতঃ জ্ঞানান্বেষীর এবং ষষ্ঠ স্তরে ভক্তিমার্গ-

গামীর স্থান ; আর সপ্তম স্তরে গতি সেই সব কর্ম্মীর যাঁরা পার্থিব জীবন জন-গণের সেবায় উৎসর্গ ক'রেছেন ।[১]

পিতৃলোক-বাস সমাপ্ত হবার পর, যখন সকল স্বার্থযুক্ত বাসনা দূরে চলে যায়, চিত্তের সব মলিনতা বিধৌত হয়, তখন সূক্ষ্ম-দেহ ধ্বংস হ'য়ে বিদেহীর জাগরণ হয় সুসূক্ষ্ম-দেহে স্বর্লোকে। মানবের পারলৌকিক জীবনের অধিকাংশ সময় (পার্থিব জীবনের প্রায় বিংশতি গুণ) স্বর্লোকেই অতিবাহিত হয়। পূর্ব্বগামী সব প্রিয়জনের সঙ্গে এখানে সুখ-সম্মিলন সংঘটিত হ'য়ে থাকে।

স্বর্লোকের দুটি পৃথক্ অংশ,—রূপ-ভূমি আর অরূপ-ভূমি। অর্থাৎ, এই লোকের সাতটি স্তরের মধ্যে নিম্ন চার স্তরকে (১ম—৪র্থ) একত্রে বলা হয় রূপ-ভূমি, আর উচ্চতর তিন স্তরকে (৫ম—৭ম) নাম দেওয়া হয় অরূপ-ভূমি।

পরমানন্দময় এই লোকের সকল অংশ। শুধু যে দুঃখ ব্যথা এখানে নাই তা নয়, দুঃখ ব্যথার কোন স্মৃতিও এই লোকে প্রবেশ লাভ করে না।

স্বর্লোকের নিম্নতম (প্রথম) স্তর লাভ করেন যাঁরা আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের প্রতি স্নেহশীল হ'য়ে, অথবা কোন উচ্চ আদর্শে পার্থিব জীবন যাপন করবার প্রচেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় স্তরে গতি হয় সর্ব্ব জাতি ও সব ধর্ম্মের নরনারীর, যাঁরা ইহ-জগতে পরমেশ্বরকে যে কোন নাম বা যে কোন রূপে নিঃস্বার্থ হয়ে ভজনা করেছেন। যে নামেই আমরা এখানে তাঁর উপাসনা করি না কেন, তাঁর সেই পরিচিত প্রিয় রূপই সেখানে দর্শন ক'রে আমরা কৃতার্থ হই।

---

১. The vast fifth, sixth and seventh subplanes of the astral world...must not be thought of as definitely one superior to the other. Through the various minor

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং" এই বাক্য এখানে সার্থক।

তৃতীয় স্তর লাভ করেন যাঁরা পার্থিব জীবনে নররূপী নারায়ণের সেবা করেছেন, কর্ম্ম দিয়ে দেবতার পূজা করেছেন; অর্থাৎ সেবা-পরায়ণ কর্ম্মীবর্গ।

নিঃস্বার্থভাবে যাঁরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, চারুকলা অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চায় জীবন যাপন করেছেন, তাঁরা লাভ করেন স্বর্লোকের চতুর্থ স্তর। ইহলোকে তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল বা নিষ্ফল যাই হোক্ না কেন, স্বর্লোকে তাঁর যথাযোগ্য স্থান লাভের কোন ব্যাঘাত হয় না।

চতুর্থ স্তরে বাস সমাপ্ত হ'বার পর বিদেহীর সূক্ষ্ম দেহও ধ্বংস হয়, এবং অবশিষ্ট থাকে একমাত্র কারণ-দেহ।

এই কারণ-দেহে স্বর্লোকের পঞ্চম স্তরে অবশেষে একদিন উত্তীর্ণ হন জগতের যাবতীয় নরনারী;—হয়ত বা বহু-জন্ম-শেষে। এখানে সকল সত্যের স্বরূপ দর্শন ক'রে তাঁরা মুগ্ধ। আপনার বিগত পার্থিব জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি সবই তিনি এখানে নির্ব্বিকার চিত্তে আলোচনা করেন এবং পরবর্ত্তী পার্থিব জীবনের জন্য প্রস্তুত হন। এই পর্য্যন্তই সাধারণ মানবের পারলৌকিক গতির সীমা। এখান হতেই আবার নব-দেহ পরিগ্রহ ক'রে জীবের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

স্বর্লোকের ষষ্ঠ স্তরে মাত্র তাদেরই গতি, যাঁরা পার্থিব জীবনে জাগতিক

---

subdivisions of the vast fourth sub-plane, people do get actually, as it were, from one to the other as their qualifications for enjoying the higher regions become developed...(according to) individual taste. *Sinnet*—Collected Fruits of Occult Teaching.—180.

ব্যাপারে কিছুমাত্র লিপ্ত না হয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মোন্নতির সাধনাই ক'রে গিয়েছেন।

সপ্তম স্তরের অধিবাসী সাধারণ বিদেহী-মানব নয়—ঋষিকল্প মহা-মানবেরা।

কারণ-দেহে উচ্চস্তরে প্রত্যেক পরবর্ত্তী জন্মান্তে বিদেহী-মানবের দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতরকাল স্থিতি; (প্রথম কয়েক জন্মশেষে হয়ত আচ্ছন্ন-চেতনায়, পরে ক্রমে মুক্ত-চেতনায়) যতদিন না এখানের আহ্বান তাকে পুনরায় ইহলোকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসে।

পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অবস্থা অতিক্রম ক'রে পরিমার্জ্জিত, পরিশুদ্ধ মানব লাভ করে—মহানির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ অর্থে ধ্বংস নয়,—সৃষ্টিকর্ত্তার উদারবক্ষে পূর্ণ চেতনায় পরমানন্দে অবগাহন। সেখানে স্থান লাভ ক'রলে বর্ত্তমান কল্পে সে মানবের আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্পিরিচুয়ালিসম্ ও পরলোক*

থিওজফীর জন্ম যেন ভারতের যোগভূমির স্নিগ্ধ আবেষ্টনে, আধুনিক স্পিরিচুয়ালিস্‌মের জন্ম তেমনি পাশ্চাত্যের কর্ম্ম-কোলাহলময় পটভূমিকায়। সে দেশে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পরলোকেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অপর কিছুই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়।

পৃথিবীর নানা দেশে অসংখ্য চক্রকক্ষে বিদেহী-মানব বহুরূপে আবির্ভূত হ'য়ে তাঁদের নব-বাসভূমি সম্বন্ধে যে সব নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, প্রধানতঃ তারই সার-সঙ্কলন স্পিরিচুয়ালিস্‌মের পরলোক-তত্ত্বের ভিত্তি।

সংক্ষেপে সে তত্ত্ব এই :—

পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে সূক্ষ্ম-পরমাণু-রচিত কয়েকটি পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলাকৃতি ভূমি (spheres) আছে। মৃত্যুর পর মানব এই সকল ভূমির মধ্যে পৃথিবীর নিকটতর কোন একটিতে স্থান লাভ করে। সেখানেও তাঁর দেহের অস্তিত্ব থাকে। সে দেহ সূক্ষ্ম হ'লেও বাস্তব (ethereal), এবং পরিত্যক্ত পার্থিব দেহের অনুরূপ-দর্শন, আরও সুন্দর।

পরলোকের নিম্নতম ভূমির (অর্থাৎ পৃথিবীর সন্নিকটস্থ পরলোকের প্রথম ভূমির) আরম্ভ এই পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে ত্রিংশ ক্রোশ মাত্র দূরে।

---

* *Hare*—Experimental Investigation of the Spirit Manifestations (Quoted by Hill in Psychic Investigation) ; *Hudson-Tuttle*—Arcana of Spiritualism (Quoted by Hill in Spiritualism) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

সেটি পঞ্চদশ ক্রোশ বিস্তৃত এবং পরলোকের অপর সকল ভূমি অপেক্ষা আয়তনে বড়।

প্রথম ভূমির প্রান্তে দ্বিতীয় ভূমির আরম্ভ। এই দ্বিতীয় ভূমির গভীরতা দশ ক্রোশ। তারপর তৃতীয় ভূমি, সেটি মাত্র এক ক্রোশ গভীর এবং চন্দ্রের কক্ষ-সীমাবর্ত্তী।

প্রথম ও দ্বিতীয়, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমির মধ্যে কোন পরিদৃশ্যমান সীমাচিহ্ন নাই। পরলোকের অধিবাসী সহজজ্ঞানেই এক ভূমি হতে অপর ভূমির পার্থক্য নির্ণয় করেন। প্রত্যেক ভূমির ছয়টি করে সমান স্তর বা অংশ।

পরলোকের সর্ব্বনিম্ন স্থান—নরক বা শোধনাশ্রম ("Hell" or "Hades")। কু-বাসনা-পরবশ, ঈর্ষা-পরায়ণ, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা এখানে কিছুকাল বসতি ক'রে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় ভূমিতে নিবাসী যাবতীয় সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তির;—মূঢ় এবং ধর্ম্মান্ধও এখানে স্থান লাভ করে এবং কতকটা আরামে কাটায়।

পরলোকের তৃতীয় ভূমির নাম "Summerland"—অর্থাৎ আনন্দধাম। যাঁরা পৃথিবীতে সহজভাবে জীবন যাপন করেছেন, পীড়িতকে সমবেদনা দিয়েছেন, দুঃখীর দুঃখে অশ্রুপাত ক'রেছেন, অন্যায় ও পাপ হ'তে আত্মরক্ষা ক'রেছেন, তাঁরাই লাভ করেন এই তৃতীয় ধাম। এখানের দৃশ্য পার্থিব দৃশ্যেরই অনুরূপ; কিন্তু বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। নদী, গিরি, সমুদ্র, অরণ্য সবই এখানে আছে। উদ্যান, বাসগৃহ, পাঠভবন, সঙ্গীতালয় চিত্রশালা—কোন কিছুরই এখানে অভাব নাই। বিদেহী মানব পরমানন্দে এই ভূমিতে কিছুকাল বসতি করেন।

এই তৃতীয় ভূমি হ'তেও শ্রেষ্ঠতর আর তিনটি ভূমি আছে, কিন্তু তার সঠিক তথ্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

পৃথিবী হ'তে বিদায় গ্রহণ করবার পর মানব পরলোকে আপনার যথাযোগ্য ভূমিতে আপনা হতেই আকর্ষিত হয়। পবিত্রতা, পরহিতৈষণা ও প্রজ্ঞার স্ফুরণের সঙ্গে বিদেহী উচ্চতর ভূমিতে গতি লাভ করেন। উচ্চভূমির অধিবাসীরা অন্য বিদেহীর হৃদয় ও মনের দ্বার উন্মোচনের সহায়তা করেন। নিম্নভূমি, মধ্যভূমি ও উচ্চভূমির সকল অধিবাসীই ধীরে ধীরে অগ্রসর হন সু-উচ্চ লোকের উদ্দেশে।

হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বা চিত্তের হীনতা যদি না থাকে, চরিত্রের মালিন্য যদি তাকে আবৃত করে না রাখে, তবে যে ধর্ম্ম বা মতবাদেই মানুষ প্রতিষ্ঠিত থাকুক্ না কেন, কোনও ধর্ম্ম-বিশ্বাসই তার পরলোকে শ্রেষ্ঠ গতির অন্তরায় হয় না। ধনী-দরিদ্রে সে লোকে কোন ভেদ নাই।

পাপী তার পার্থিব জীবনের পাপের জন্য পরলোকে নিঃসন্দেহ দণ্ড পায়, কিন্তু দণ্ডদাতা সেই ব্যক্তির ভাবী মঙ্গলের জন্যই এরূপ বিধান করেন। তিনি করুণাময়,—ক্রোধ বা প্রতিশোধের অতীত।

সে লোকে জীব-যাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন (আহার, বসন, আশ্রয়স্থল) ও চিত্ত বিনোদনের অনন্ত অনুষ্ঠান,—সর্ব্ব-নিম্নভূমির অধিবাসী ভিন্ন আর সকলেই ইচ্ছামাত্র লাভ করেন। আপনার অভিরুচি অনুযায়ী জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প বা ধর্ম্ম-সকল বিষয় অনুশীলনের তাঁদের অখণ্ড অবকাশ ও সুযোগ হয়।

পরলোক হ'তে আকৃষ্ট হ'য়ে যে সব বিদেহী পৃথিবীতে সচরাচর প্রকাশ হন, তাঁরা খুব উচ্চ ভূমির অধিবাসী নয়। বিদেহীর পার্থিব আকর্ষণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হ'য়ে যায়। উচ্চ হ'তে উচ্চতর ভূমি আরোহণের পথে ক্রমে একদিন আমাদের সকল আহ্বান আকর্ষণের অতীত হ'য়ে কোন্ সুদূর ভূমিতে তাঁরা উত্তীর্ণ হন তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই দেবতুল্য অবস্থা লাভ দীর্ঘকাল সাধন-সাপেক্ষ। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর বহু ধর্ম্ম ও কর্ম্মে পরপারে বিদেহীর দিন অতিবাহিত হয়। তবুও পৃথিবীর দিকে অনেক সময় তাঁদের অনুকূল দৃষ্টি পড়ে ;—সব শুভ কাজে পার্থিব মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তাঁরা সতত উৎসুক ; তাঁরা আমাদের পথ-প্রদর্শক, উৎসাহ-দাতা ও বন্ধু। [১]

১. Many activities and interests beyond our present ken, but with a surviving terrestrial aspect,......showing interest in the doings of those on earth, together with a great desire to help and encourage all efforts for the welfare of the race. *Lodge*—Raymond.—391.

সপ্তম অধ্যায়

স্ব-রচিত গৃহ

দেহান্তে আমরা পরলোকের কোন্ অংশে,—কোন্ লোক বা স্তরে, উত্তীর্ণ হব, তা আমাদের যাত্রার পূর্ব্বেই স্থির হয়।

শ্রুতিতে আছে—জীব পার্থিব কর্ম্ম দ্বারাই শুভাশুভ লোক লাভ করে।[১] সাংখ্য শাস্ত্র আরও বিশদ্ করে বলেছেন,—পুণ্যফলে স্বর্গে আর পাপের ফলে নরকে গতি হয়। আত্মজ্ঞান হ'লে মুক্তি হয়, আর মিথ্যাজ্ঞান (অজ্ঞান) সংসার-বন্ধনের কারণ হয়।[২]

পৃথিবীতে যখন আমরা বাস করি তখন প্রতিদিনের কর্ম্ম দিয়ে, প্রতিক্ষণের চিন্তা দিয়ে, প্রতি নিমেষের সু-বাসনা বা কু-বাসনা দিয়ে পরলোকের বাসস্থান মরণের বহু পূর্ব্বেই রচনা করে রাখি। আর দেহত্যাগ হ'লে এক অদৃশ্য আকর্ষণে সেই গৃহেরই অভিমুখে নিঃসন্দেহ যাত্রা করি।[৩] সেখানে প্রতিবেশী পাই কেবল তাদেরই, যাদের কামনা বাসনা ও পার্থিব জীবনের গতিধারা—ভালোয় বা মন্দে—আমাদেরই অনুরূপ।[৪]

জগতে প্রাত্যহিক জীবনে সর্ব্বজীবে প্রেম দিয়ে, করুণা দিয়ে, নিঃস্বার্থতা দিয়ে যিনি কাল যাপন করেছেন,—ধনী বা নির্ধন, শিক্ষিত

---

১. বৃহ. উপ.—৩।২।১৩—পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন

২. কারিকা—৪৪

৩. The next world is very much what we make it. We seem to be building our future in terms of character here.
Lodge—Phantom Walls.—234.

৪. They agree that like goes to like, that all who love and who have interests in common are united. *Doyle*—New Revelation.—91.

বা অজ্ঞ, বালক যুবা বা বৃদ্ধ,—তার গতি উচ্চ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকে।[১] আর ইহলোকে যিনি স্বার্থদৃষ্টি ও স্বার্থ-সাধন জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছেন, যিনি পরপীড়ক, নির্ম্মম ও কুকর্ম্মকারী,—তাঁর স্থান নিকৃষ্টলোকে। বংশ-মর্য্যাদা বা অর্থ-বিত্তের প্রাধান্য সে লোকে নাই। হৃদয়-ধর্ম্মে যিনি উন্নত, তাঁরই সে রাজ্যে আভিজাত্যের অধিকার। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানে সে লোকে ভেদ নাই। যে ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে মানুষ সেই লোকে প্রবেশ করুক না কেন,—একমাত্র প্রশ্ন এই,—তার পার্থিব জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল।[২]

এ কথা সঙ্গত নয় যে মরণ-শয্যায় একটা অন্তিম প্রায়শ্চিত্ত —গো-দান, স্বর্ণদান অথবা আত্মমুখে পাপের স্বীকৃতি—মানবকে সর্ব্বপাপ হ'তে বিমুক্ত ক'রে তৎক্ষণাৎ উচ্চলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দেয়। অন্তরের দহন হ'ল শুদ্ধি। মনে-প্রাণে ভ্রম ও অন্যায়ের জাগ্রত অনুভূতি ও তার জন্য আন্তরিক অনুতাপই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত; পতিত ও পথভ্রান্ত মানবের উর্দ্ধগতির এই হল একমাত্র অবলম্বন। মৃত্যু-শয্যায় প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান সত্য-পথের সন্ধান-দায়ক; পথ-নির্দ্দেশক মাত্র।

মরণের পর মহাপাতকীর নরকবাস অখণ্ডনীয়। নরক একটা বিষময় অনুভূতির ক্ষেত্র, অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুঃখময় আবাস। সেখানে যমদ্বারের কোন রক্ত-চক্ষু প্রহরীর তীব্র কশাঘাত নাই সত্য, আছে অনুতাপদগ্ধ অন্তরের অন্তহীন অশান্তি, অনির্ব্বাণ দাহ। শত বৃশ্চিক

---

১. People there are estimated not by what they do for themselves, but what they do for others.

Vale Owen—Facts and Future Life—154.

২. All are agreed that no religion upon earth has any advantage over another, but that character and refinement are everything.

Doyle—New Revelation.—99.

দংশনকে পরাস্তকারী এই জ্বালাই সেই বহুবর্ণিত নরকাগ্নি। নরঘাতক পরলোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আপনার কৃত সংহার-লীলার জীবন্ত অভিনয় নিয়ত সেখানে দর্শন করে। সেই নিদারুণ মুহূর্ত্তের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন তখন তার দৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত প্রকট হয়ে ওঠে। আতঙ্কে দিশাহারা সে যখন পলায়নপর হ'য়ে ইতঃস্তত ছুটে বেড়ায়, তার চতুর্দ্দিকে সেই করাল দৃশ্য বিকট হ'তে বিকটতর রূপ ধারণ ক'রে, নির্ম্মম হ'য়ে তার গতিরোধ করে। বিশ্বাসহন্তা বা নারী-নিগ্রহকারী সেই লোকে উপনীত হ'য়ে তার অত্যাচারিতের অসহায় আর্ত্তনাদ, অশ্রান্ত হাহাকারে উন্মত্ত, অধীর হ'য়ে সকাতরে পরিত্রাণ চায়।

যুগ-যুগান্ত এই পাবকে দগ্ধ হ'য়ে যখন পাপী পরিশুদ্ধ হয়, অন্তর-গ্লানি যখন তাকে অশ্রুজলে অভিসিক্ত করে, তখন সু-উচ্চ লোক হ'তে কোনো মুক্ত-আত্মা অনুকম্পায় বিগলিত হ'য়ে ঐ পথভ্রষ্ট যাত্রীর গতিপথ নির্দ্দেশ ক'রে দেন। যেটুকু শিক্ষা বা সাধনা হ'লে ভবিষ্যতে আর প্রমাদ বা ভ্রান্তি না আসে, সেই সাধনায় তার সিদ্ধি লাভ হ'লে সে ঐ নূতন পথে যাত্রারম্ভ করে।[১]

শুধু পশ্চাতে পড়ে থাকে বহুদিন তারাই, লালসা কামনার অনির্ব্বাণ-পিপাসা, বিষয়-বাসনার অন্তহীন ক্ষুধা পরলোক প্রাপ্তির পরেও যাদের পৃথিবীর নিকটে আকর্ষণ ক'রে রাখে। তাদের স্পৃহা থাকে, কিন্তু জড়দেহ-বিহীন তাই ভোগের উপায় থাকে না।[২] পানাসক্ত ব্যক্তি

---

১. The punishment is very certain and very serious though in its less severe forms it only consists in the fact that the grosser souls are in the lower spheres with a knowledge that their own deeds have placed them there, but also with the hope that expiation and the help of those above them will educate them and bring them level with the others.
Doyle—New Revelation—91.

২. *Leadbeater*—Text Book of Theosophy.—82-88,
Owen—Facts and Future Life.—132.

মরণান্তেও পুরাতন স্থানের আশে-পাশে পানপাত্রের আশায় পরিভ্রমণ করে। অপরকে পান ক'রতে দেখে তৃষ্ণায় সে অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু শত ভাণ্ডেও তার তৃষ্ণা নিবারণ হবার নয়, কারণ সে পিপাসা অন্তরের; জড়দেহ-বিহীন মানবকে উন্মত্তই করে,—তৃপ্তি দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়াসক্তেরও অনুরূপ অবস্থা,—তীব্র আকর্ষণ আছে, কিন্তু ভোগের উপায় নাই। এই সব ব্যক্তির পরপারে প্রথম অবস্থা সুদুঃসহ।

কিন্তু সেই লোকেও বিদেহী মানব সদা অগ্রগামী। উচ্চ লোক হ'তে করুণামূর্ত্তি সহায়ক (বা "গুরু") এই সব পথভ্রষ্টদের গন্তব্যের পথে পৌঁছে দেবার জন্য বারম্বার ব্যাকুল হয়ে আসেন এবং তাদের পরিচালনা করেন।[১] উন্মুক্ত, উদার পথ। সেই পথে সকল যাত্রী চলে একদিন, স্তর হ'তে উচ্চস্তরে, শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর লোকে। পাথেয় কেবল ঐকান্তিক আগ্রহ, কামনা বাসনা পরিহার, আর আন্তরিক আত্ম-নিবেদন ঈশ্বরের পাদপদ্মে।

১. Discipline is rigid and all have to obey those in authority. Every one is under the authority of higher spirits whose laws and ins must be carefully obeyed.

Findlay—On the Edge of the Etheric.—116-117.

অষ্টম অধ্যায়

ওপারের জীবযাত্রা

কোনও পরমাত্মীয় যেদিন সহসা ইহলোক হ'তে প্রয়াণ করেন, পরিত্যক্ত স্বজন বা প্রিয়তম বন্ধুর বিরহ-ব্যাকুল চিত্ত ছুটে যেতে চায় সেই অজ্ঞাত লোকের উদ্দেশে যেখানে তার প্রিয়জন প্রস্থিত হয়েছেন। শোকাকুল অন্তঃকরণ বার বার প্রশ্ন করে,—কোথায় আমার এই স্বজন বা সুহৃদের গতি হ'ল? কত দূরে সেই স্থান? যদি তাঁর সত্যই এখনো অস্তিত্ব থাকে, তিনি সেথায় কি ভাবে বাস কচ্ছেন, কি-ই বা আহার করেন, কেমন বেশ তাঁর পরিধানে? আহার, বসন কে তাঁকে এনে দেয়, কোথা হ'তে আসে? তিনি কি পূর্ব্বগামী আত্মীয়জনের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? কি কর্ম্মে তাঁর দিন-যামিনী অতিবাহিত হয়? কে তাঁর সেবা যত্ন করে? সুখ, শান্তি, আনন্দ সেই নূতন লোকে তাঁকে প্রভাবিত করে কি?

আমরা হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনকে সর্ব্বপ্রকারেই পার্থিব জীবনের মত কল্পনা করি; তাই আহার, নিদ্রা, বসন, আশ্রয়, কর্ম্ম, সঙ্গীসাথীর সংবাদের জন্য ব্যাকুল হই। হয়ত মনে করি তাঁর বিরহে আমরা যত মুহ্যমান, পৃথিবীর সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তিনিও তেমনি শোকমগ্ন।

মানব-দেহ জীবাত্মার সাময়িক আবাস। জীবন ও মৃত্যু, ইহলোক ও পরলোক, জীবাত্মার কাছে সবই সমান,—অবস্থার দুটি বিভিন্ন রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই পরপারে উত্তীর্ণ হ'য়ে নিতান্ত বাসনা

বন্ধ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ পৃথিবীর জন্য বড় বেশী কাঁদে না। সদ্য-পরিত্যক্ত অসহায় শিশুর চিন্তায় বিদেহী জননীর, ভগ্নদেহ পতির জন্য বিদেহী পত্নীর মন প্রথম অবস্থায় পরপারেও হয়ত কিছুদিন উদ্বেল হয়। কিন্তু সেই লোকে সকল আগন্তুকের প্রথম হতেই এই দীক্ষা হয়, যে এক অদৃশ্য মহাশক্তি তার পরিত্যক্ত প্রিয়জনের কল্যাণে সতত তৎপর আছেন। বিদেহী তার নূতন বাসভূমিতেও আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ-বশে শোকমগ্ন নয়।

পূর্ব্বগামী স্বজন-বন্ধুর পুনর্দর্শন আমরা পরলোকে উপস্থিত হ'য়ে (অনেক সময় যাত্রা-পথেই) লাভ করি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পুনর্মিলন, তাঁদের সন্নিধি-লাভ তখনই মাত্র সম্ভব, যদি অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র রক্ষিত হ'য়ে থাকে, অর্থাৎ যদি উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য ও মনে স্নেহ-প্রীতির আকর্ষণ থাকে। যেখানে তার অভাব, যেখানে পরস্পরের চিন্তা, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম সকলই বিভিন্নমুখী, সেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের, পতির সঙ্গে পত্নীর মিলন পরলোকেও আর সম্ভব হয় না। প্রত্যেকেই আপনার নিজস্ব প্রকৃতি ও রুচির অনুকূল সাথী লাভ করেন।

এ পৃথিবীতে আমাদের বাসস্থান ও বসনাদি প্রয়োজন হয় শীতাতপ হ'তে দেহকে রক্ষার জন্য। যে রাজ্যে জড়-দেহের অস্তিত্বই নাই, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার প্রভাব নাই, সেখানে গৃহ বা অন্য আশ্রয়স্থল, অথবা বসনের প্রয়োজনই হয় না। তবুও ভুবর্লোকের কোন কোন অংশে পরলোকগত মানব আপনার অভিরুচি অনুরূপ প্রীতিকর আবাস ও বসন ইচ্ছামাত্র লাভ ক'রে থাকেন।

পার্থিব-জীবনে আহারের প্রয়োজন জড়দেহকে কর্ম্মক্ষমভাবে রক্ষা করার জন্য। যেখানে এই স্থূল-শরীরের আর অস্তিত্ব মাত্র থাকে না,

অন্নজল সেখানে নিষ্প্রয়োজন। তবুও পরলোকে বিদেহীর ইচ্ছানুরূপ সকলপ্রকার আহার্য্য লাভ করা সুসাধ্য। তবে স্থূল আহার্য্যে বহুদিন তাঁদের বাসনা থাকে না। এ সংবাদও পাওয়া যায়, যে পৃথিবীতে উদ্ভিদ যেমন বায়ু হতেই তার প্রধান আহার্য্য সংগ্রহ করে, ভুবর্লোকে বিদেহী তার পরিবেষ্টনের মধ্য হতেই আপনার প্রয়োজন মত আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে নেন।

পরলোকে মানবের কি কর্ম্মে দিনাতিপাত হয়, এ প্রশ্ন যখন করি, তখন হয়ত বিস্মরণ হই যে সে লোকেও সকল মানবের কর্ম্ম একই প্রকার হওয়া সম্ভব নয়। পার্থিব জীবনে শিশুর প্রধান কর্ম্ম ক্রীড়া, বাল্যে পাঠাভ্যাস, যৌবনে বিষয়াশক্তি বা অর্থার্জ্জন ও বার্দ্ধক্যে সাধারণতঃ বিশ্রাম বা ধর্ম্মালোচনা।

পৃথিবীতে মানবের জীবন-যাত্রার প্রধান সমস্যা—অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, বিত্ত, সম্মান সম্ভ্রমাদি। যে স্থানে অন্নচিন্তা নাই, বাসস্থান নির্ম্মাণেরও প্রয়োজন হয় না, কন্যাদায় কি ঋণদায়ের চিন্তা কোনও ভারাক্রান্ত চিত্তকে উৎক্ষিপ্ত করে না,—শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, জ্ঞানহীন—বিভিন্ন বয়স্ক, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, রুচি, প্রবৃত্তির নব নব আগন্তুক—সেই লোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে সকলেই একই কর্ম্মে নিয়োজিত হওয়া ত আর সম্ভবপর নয়।

পরলোকে উত্তীর্ণ হবার পর সর্ব্ব মানবের প্রথম কাজ হ'ল—পার্থিব জীবনের মোহ ক্ষয়। এই বন্ধন হ'তে মুক্ত না হ'লে অগ্রগতি অসম্ভব।

অগ্রগতি আরম্ভ হ'লে সেখানে মনোমত কর্ম্মের অভাব হয় না। রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকের কর্ম্ম পৃথক পৃথক। যে কর্ম্মে আনন্দ আছে অবসাদ নাই, সেই সেখানের কর্ম্ম। তবে সে-লোকের

সকল প্রকার কর্ম্মের আমরা যে সন্ধান লাভ করেছি, তা বলা যায় না। বিদেহীরা মুক্তকণ্ঠে ব'লে থাকেন যে, সে লোকের সকল কর্ম্মের রূপ আমাদের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়।

পারলৌকিক জীবনের যে-সকল কর্ম্ম পার্থিব কর্ম্মের অনুরূপ, তার একটা আভাস মাত্র আমরা কখনো কখনো পেয়ে থাকি। সে কর্ম্ম প্রধানতঃ—সেবা ও সাধনা। সেবা বিশ্বজগতের,[১] সাধনা বিশ্বপতির। এই সাধনার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধান লাভ।

বহু শিশু অতি তরুণ বয়সে এ পৃথিবী ত্যাগ ক'রে পরলোকে গমন করে। মাতৃবক্ষচ্যুত সেই অসহায়দের ভার গ্রহণ করবার জন্য অসংখ্য কল্যাণময়ী বিদেহী নারী সেই লোকে অপেক্ষা করেন এবং যত কাল প্রয়োজন তাদের লালন, তাদের শিক্ষাদান ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তৎপর থাকেন।[২]

অনেক সময় যুবা, এমন কি কোন বয়স্ক ব্যক্তিও, পরলোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে একান্ত অসন্তোষে, এমন কি বিদ্রোহী হ'য়ে কিছুকাল যাপন করেন। অতর্কিত পার্থিব লীলার অবসান তাঁদের দুঃসহ দুঃখের কারণ হয়। এই সব নবাগতকে তাদের নূতন অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করবার জন্য বহু বিদেহীই

১. The next life is also a life of service...It is a strenuous life of self-sacrifice. It is full of watching over and helping the weaker ones. *Vale Owen*—Facts & Future Life.—154.

২. The babies go into nurseries in that other life, and are tenderly nursed and cared for in much the same way as they would have been here, only under infinitely better conditions.

Owen and Dallas—Nurseries of Heaven.—62,

আত্মনিয়োজিত,[১]—যেমন এ পৃথিবীতেও আমরা নিষ্কাম সেবা-পরায়ণ পুণ্যাত্মাদের দেখতে পাই।

এ পৃথিবীতে আমরা অনেক সময়েই কোন না কোন অতর্কিত বিপদের সম্মুখীন হই। কত বিদেহী বন্ধু তখন পিতার মত স্নেহে আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষার উপায় বিধান করেন, তার কতটুকুই বা সংবাদ আমরা লাভ করতে সমর্থ হই।

পৃথিবীবাসী মানবকে বহু সৎকর্ম্মে প্রেরণা দেওয়া, নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে পরিচালিত করা, নব নব আবিষ্কারের পথ প্রসারিত করা,—এ সকলও তাঁদের কর্ম্মের অন্তর্গত।[২]

এ সম্বন্ধে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কাছে বলেছিলেন,—"একদিন শমীকে (তাঁর বিদেহী কনিষ্ঠ পুত্র) জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওখানে তুমি কি কর?' শমী উত্তর দিলে, 'শমীর জগৎ তৈরী করি।' বল্লাম, 'আমি যখন যাব, তোমার সঙ্গে "শমীর জগৎ" তৈরী করব, কেমন?' সে উত্তর করলে, 'সে কি কখনো হয় বাবা? তুমি যখন আসবে তোমার নিজের জগৎ তৈরী করবে। আমার জগৎ কি করে তুমি করবে?' যখন নতুনদা'কে (জ্যোতিরিন্দ্র) পেলুম তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কথার মানে কি, বলত?' তিনি বল্লেন, 'ও তুমি বুঝবে না; এখানের কর্ম্মপদ্ধতি ওখানের সঙ্গে ঠিক

---

১. There is plenty of work for the helpers to do among the newly dead, for in the vast majority of cases they need to be calmed and reassured, to be comforted and instructed.

Leadbeater—Invisible Helpers.—*83*.

২. They also claim that from time to time they can inspire those left behind, and help them to achieve results, to gain ideas, to make discoveries...*Lodge*—Phantom walls—235.

এক নয়।' আবার প্রশ্ন করলুম, 'ওখানে কি ভাবে কাজ হয়, একটু বল না?' তিনি বল্লেন, 'অনেক রকম কাজ হয়; যে কোন বড় কাজ, ভাল ও মন্দ নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া, সবই ত আগে এখানে হয়, পরে পৃথিবীতে হ'তে পায়'।"[১]

সেই পরমানন্দময় লোকে ভিন্ন ভিন্ন বিদেহী প্রত্যেকে নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন চিত্তগ্রাহী ব্যাপারে নিমগ্ন থাকার সহস্র সুযোগ লাভ করেন।[২] কবি কাব্য-রসাস্বাদে, বৈজ্ঞানিক নব নব জ্ঞানের সন্ধানে, শিল্পী শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর শিল্পের চর্চায় সেখানে ব্যাপৃত থাকেন।[৩] গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানমন্দির, চিত্রশালা, সঙ্গীত-ভবন সবই সেখানে বর্ত্তমান। এ সকলের দ্বারই অবারিত। প্রবেশিকা মাত্র বিদেহীর অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ক্ষেত্র বিরাট্, অবসর অপরিমেয়।

আর চরম সাধনা সে লোকে, ইহলোকেরই মত, ভগবৎ-সাধনা। বিশ্বচরাচর যাঁর রচনা, ইহলোক-পরলোক যাঁর সৃষ্ট রাজ্যে সন্নিহিত দুটি পল্লী মাত্র, সেই সুমহান, স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তাকে স্মরণ-মননে, তাঁর

---

১. শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর নিকট সংগৃহীত।

২. There is...no lack of the most profitable occupation for any man whose interests during his physical l fe have been rational.

Leadbeater—Text Book of Theosophy.—77-78.

৩. The information we have depicts a heaven of congenial work and congenial play, with every mental and physical activity of life carried on to a higher plane—a heaven of art, of science, of intellect, of organization, of combat with evil, of home circles, of flowers, of wide travel, of sports, of the mating of souls, of complete harmony.

Merchant—Survival.—114 (Quoting Doyle).

প্রীতিকর কর্ম্মে আত্ম-নিবেদনে সকল বিদেহীই সার্থকতা লাভ করেন। তাঁরই কৃপায় বিদেহী একদিন পরমধামে স্থান লাভ করে।

শ্রুতি যে বাণী প্রথম প্রচার করেছেন, পুরাণকারের বর্ণিত কাহিনী সকলে যে তত্ত্ব সহস্র ধারায় নিঃসারিত হ'য়েছে, আজ জড়-বিজ্ঞানের সু-উচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ ক'রেও পাশ্চাত্য মনীষী মুক্তপ্রাণে সেই বার্ত্তার পুনরুক্তি ক'রেই বলেছেন,—"প্রত্যক্ষ প্রমাণে নির্ভর করে আজ আমরা জানি যে এ জগতে যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের অস্তিত্ব আজও আছে, তাঁরা আমাদের সহায় ও বন্ধু। পরপারে তাঁরা উচ্চতর পথের যাত্রী, সেই সাধনায় তাঁরা মগ্ন। সোপানের পর সোপান কোন্ সুদূরের পথ তাঁদের আবাহন ক'রছে। আর বিশ্ব-জগতের অধীশ্বর পরীক্ষার বহুবিধ ব্যথা ও বেদনার মধ্য দিয়ে এক অনুপম শান্তিধামের উদ্দেশে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে বহু প্রযত্নে পরিচালিত করছেন, আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা যার সান্নিধ্যেও উপস্থিত হতে সমর্থ নয়।"[১]

---

১. Let us learn by the testimony of our experience... that those who have been, still are ; that they care for us and help us ; that they too are progressing and learning and working and hoping ; that there are grades of existence, stretching upward and upward to all eternity ; and that God Himself, through His agent and messengers, is continually striving and working and planning, so as to bring this creation of His through its preparatory labour and pain, and lead it on to an existence higher and better than anything we had ever known.

Lodge—Raymond.—395.

তৃতীয় খণ্ড—সেতু

প্রথম অধ্যায়

মিলনাকাঙ্ক্ষা

মানবের অন্তঃকরণে বিধাতা এক অমৃতের উৎস রচনা ক'রেছেন। সন্তানের প্রতি জননীর অসীম স্নেহ, পতির প্রতি পত্নীর সুগভীর প্রেম, আর্ত্তের প্রতি শক্তিমানের অকুণ্ঠিত করুণা,—সবই সেই একই নির্ঝরের বিভিন্ন ধারা। এ সকলের তুলনা কোথায়?

ইহ-জীবনের পরিশেষে মানব যখন পরপারে অভিগমন করে, তার অন্তরের সম্পদ,—অনুরাগ, প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য—সবই তার অঙ্গের আভরণ হ'য়ে সঙ্গেই থাকে। তাই আমাদের পূর্ব্বগামী প্রিয়জন সে লোক হতেও (সুযোগ লাভ করতে পারলে) কখনো কখনো এই পৃথিবীতে এসে আমাদের দর্শন দেন, অথবা কোন না কোন উপায়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। এখান হ'তে আমাদের কাতর আহ্বানেও তাঁদের সাড়া পাওয়া যায়। সকল সময় যে সেই লোক হতে তাঁদের স্পর্শ আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করি, তা নয়। মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসী আমরা, স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ না করলে তাঁদের অভ্যাগমন আমাদের অগোচরেই থেকে যায়।

সাধারণতঃ আমরা যে এই সব সূক্ষ্ম-দেহীর দর্শন পাই না, অথবা তাঁদের সঙ্গে ইচ্ছামত মিলিত হ'তে পারি না, এ বুঝি বিধাতার মঙ্গল বিধান। যাঁরা এ জগতের কর্ম্মশেষে অগ্রবর্ত্তী হয়েছেন, উচ্চতর মার্গ অনুসরণ ক'রে চলেছেন, তাদের পুণ্য-স্মৃতিই আমাদের জীবন-পথের আলোক-বর্ত্তিকা। ভবিষ্যতে একদিন সেই নব-জাগরণের দেশে সবার

সঙ্গে পুনর্মিলনের আশা জীবলোকে আমাদের পথ-নির্দ্দেশক। আত্মীয়-বন্ধু বিয়োগের পর সেই লোক হ'তে তাঁদের আহ্বান ক'রে সাময়িক সান্নিধ্য লাভে কাতর মনের বিরহ-বেদনা লাঘব হয়, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমরা সুবিবেচনা হারাই, যদি ইহ-পরলোকের মধ্যে এই যোগসূত্র স্থাপনের ফলে আমাদের বাসনা আরও উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, আরও ঘনিষ্ঠ মিলনের বা নিত্য-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যদি জাগিয়ে তোলে, তার ফল মঙ্গলপ্রসূ হয় না। যখন দৈনন্দিন জীবনে হারানো প্রিয়জনকে ফিরে পাবার আর কোন উপায় নাই, তখন সেরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিদেহী ও পার্থিব মানব কারও পক্ষেই কল্যাণকর নয়। ধরণীর ধূলির মধ্যে, নিত্যকার জীবনের ছোটবড় সকল ব্যাপারে আমরা যদি বহু বৎসর ও নিয়ত আহ্বান ক'রে এনে তাঁদের বিব্রত করি, তবে সেই লোকে তাঁদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

পরিত্যক্ত প্রিয়জনের সঙ্গে পুনঃ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে ভাবের আদান-প্রদানের (বাক্যালাপের) জন্য আকুলতা বিদেহীর মধ্যে পরলোকের প্রথম অবস্থায় অনেক সময় দেখা যায়। মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা পরলোকবাসীর চিত্তকে কতই না ব্যাকুল করে, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে এক বিদেহী বলেছেন,—"এ কি করুণ দৃশ্য! ওপারে (পৃথিবীতে) মানব আত্মীয়-শোকে বিহ্বল, আর এপারে (পরলোকে) বিদেহী দুঃখে ম্রিয়মাণ, কারণ পরিত্যক্ত প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপন তার সাধ্যাতীত। এই দুই শোক-মগ্ন জনের দুঃখ-ভার লাঘব করবার জন্য কোন কিছু উপায় করা সম্ভব নয় কি?"[১]

অপর এক বিদেহী এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—"যদি সত্যই আপনাদের

---

১. It is a strange spectacle. On your side, souls full of anguish for berevement ; on this side souls full of sadness because they cannot communicate with those whom they love...*Stead* – After Death.

(পার্থিব মানবের) ধারণা করা সম্ভব হ'ত পৃথিবীতে আসবার আমাদের কত না আকাঙ্ক্ষা, তবে সকলের কাছেই আমরা আহ্বান পেতাম।"[১] শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর পৌত্রী (বিদেহী) অরুণাও বলেছিলেন, "তোমরা যখন আমার জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হ'তে, আমি ত তোমাদের কাছে যেতুম, কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমরা তা জানতেও পারতে না।"

কিন্তু বহুদিন এই আকুলতা বিদেহী মানবকে বিব্রত করে না। উর্দ্ধলোক হ'তে এক স্নেহ-বিজড়িত অদৃশ্য আকর্ষণ পৃথিবীর গ্রন্থি শিথিল ক'রে ধীরে ধীরে মঙ্গল হতে মঙ্গলতর আবেষ্টনের মধ্যে শান্তির ক্রোড়ে তাকে উন্নীত ক'রে দেয়।

পরলোকগত জনের পৃথিবীর সঙ্গে পুনঃ-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এই যে সাময়িক ব্যাকুলতা, আর কিছুকাল পরে এই আকুলতার অবসান, তার কারণ বর্ণনা ক'রে এক বিদেহী মৃত্যুর পঞ্চদশ বৎসর পরে সেই লোকে আপনার অভিজ্ঞতাসূত্রে বলেছেন,—"এপারে উপনীত হবার পর পার্থিব জনের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার বাসনা বহুকাল স্থায়ী হয় না। অল্প সংখ্যক বিদেহীই এরূপ বাসনার বশবর্ত্তী হন। এখানের নবজীবন-ধারা আমাদের তন্ময় ক'রে রাখে। পরিত্যক্ত প্রিয়জনও ক্রমে এই তীরে সমাগত হন। আত্মীয়জনের পরিবেষ্টন যখন এইলোকে পূর্ণ হ'য়ে যায়, তখন পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার আর সার্থকতা থাকে না।[২]

তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে, মৃত্যুর পর প্রথম কিছুদিন—কয়েক মাস

---

১. If you people knew how we long to come, they would all call us. *Lodge*—Raymond.—120.

২. The desire to communicate with you from this side does not last long under the present conditions...The number of the dead who wish to communicate with the living are comparatively few...The new life is more

বা বর্ষ—দেহী ও বিদেহীর মধ্যে সাময়িক পুনর্মিলন ও বাক্যালাপের একটা অতুলনীয় সার্থকতা আছে। অসহায় শোক-বিহ্বলতার মধ্যে এ মিলন প্রতপ্ত মরুবক্ষে সুশীতল শান্তিবারি বর্ষণ করে। যাঁকে নিঃশেষে হারিয়েছি ব'লে নিশ্চিত হয়েছি, তাঁর অবিশেষ অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'রে, তাঁকে নিকটে পাবার আনন্দে, প্রাণ পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে হাসি ও অশ্রুর বিনিময় হয়।

এই ভাবে উভয় জগতের অধিবাসীর মধ্যে মিলনের উপায়ও নির্দ্ধারিত হয়েছে ;—তা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হ'লেও কার্য্যকরী ও তুলনায় সহজসাধ্য। মৃত জনের বাণী ও বার্ত্তা আজ তাই গৃহে গৃহে অনেকেই লাভ করেছেন।

মৃত্যু-সাগরের ওপার হতে বিদেহীর বাণী ও বার্ত্তা লাভ করার উপায় প্রাচীন কালেও যে মানবের অবিদিত ছিল, তা নয়। কিন্তু তখনকার দিনে সেটা ছিল এক গুপ্ত তন্ত্র, জনসাধারণের অপরিজ্ঞাত রহস্য।

বর্ত্তমান যুগে বিদেহীর সঙ্গে পার্থিব মানবের বাক্যালাপ গোপনে অনুষ্ঠিত না হ'য়ে, দিবা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বজন সমক্ষেই সম্ভবপর। কোনও বিশেষ অলৌকিক বা অতি মানুষিক শক্তিও তার জন্য প্রয়োজন নয়। বিয়োগ-কাতর আত্মীয়-বন্ধু ঐকান্তিক আগ্রহে আবাহন ক'রে অনেক স্থলেই বিদেহী প্রিয়জনের সাড়া পেয়েছেন। এ সম্বন্ধে একটা ক্রম-বর্দ্ধমান শাস্ত্রও ধীরে ধীরে রচিত হ'য়েছে। দেশে দেশে জ্ঞানী, সুধী, এমন কি বহু স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক এই শাস্ত্র প্রণয়নে সহায়তা করেছেন ও করছেন। কে জানে অদূর ভবিষ্যতে এই ভাবে মিলন আরও সহজ-সাধ্য হ'য়ে উঠবে কি না!

---

absorbing and the survivors constantly recruit our ranks When the family circle is complete, when those who loved ar, with us, why sho ld we trouble to communicate.

Stead—After Death.—135-136.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনের ভাষা

পরলোকের সকল অধিবাসীই সূক্ষ্ম-দেহী। পার্থিব মানব জড়-দেহ-ধারী। শুধু দেহ নয়, উভয়ের আবেষ্টনও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রশ্ন ওঠে—কি উপায়ে এই বিভিন্ন শ্রেণীর "জীব" মধ্যে বাক্য বিনিময় সম্ভবপর ?

পৃথিবীতে মানব পরস্পরের মধ্যে প্রতিদিন যে বাক্যালাপ করে, সে হ'ল একের কাছে অন্যের মনোভাবের প্রকাশ মাত্র। মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি সাধারণতঃ দুটি পৃথক্ উপায়ে :—প্রথম, বাক্যে (অর্থাৎ লিখিত বা কথিত ভাষা ব্যবহার ক'রে), আর দ্বিতীয়, ইঙ্গিতে। যে মূক, সেও ইঙ্গিতের দ্বারা তার মনোভাব সকলের কাছেই ব্যক্ত করে।

কিন্তু কোনও ভাষা ব্যবহার না ক'রে, দৈহিক কোনও ইঙ্গিতের সহায়তা মাত্র গ্রহণ না ক'রেও, একটি মনের সঙ্গে অপর এক মনের ভাব-বিনিময় আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই ঘ'টে থাকে। এক ব্যক্তির মনের ভাব,—অশান্তি, অবসাদ, দুশ্চিন্তা, হয়ত ব্যাধির কাতরতা বা আনন্দের আতিশয্য,—আর একটি মনের দ্বারে ছুটে যায় বিদ্যুৎগতিতে, শত শত ক্রোশের ব্যবধানকে তুচ্ছ ক'রে। রোগাক্রান্ত সন্তান বিদেশে অবস্থিত, পিতাকে কাতর হ'য়ে সে স্মরণ করা মাত্র সুদূর গ্রামবাসী পিতার মন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। বিবাহিতা কন্যা শ্বশুর-গৃহে কোনও শঙ্কটে মাতৃমুখ স্মরণ করলে বহুদূর হতেও জননীর মন কন্যার চিন্তায় বারম্বার আকুল হয়। এমনি, বহু ক্ষেত্রেই প্রিয়জন প্রিয়জনকে শোকে, বিপদে, এমন কি সুখের আতিশয্যেও

একান্তে স্মরণ করলে, যে ব্যক্তিকে স্মরণ করা হয় সে আহ্বান তাকে স্পর্শ করে। কিন্তু সংসারের নানা কাজে আমরা সর্ব্বদাই এত মগ্ন হয়ে থাকি, যে অন্তরের মধ্যে সংবাদটা প্রবেশ ক'রে মূল তথ্যটার অনুভূতি লাভ করলেও, দূরবর্ত্তী সেই ঘটনার সঠিক তত্ত্ব তখনই আমাদের হৃদয়ংগম হয় না। যদি মনের অচঞ্চল অবস্থা থাকে, তবে সে ঘটনার মর্ম্ম দর্পণের মত আমাদের মনের মধ্যে সহজেই প্রতিভাত হয়।

এক মনের সংগে অপর এক ব্যক্তির মনের এই যে নিঃশব্দ ভাব-বিনিময় তাঁর ইংরাজী ভাষায় নামকরণ হয়েছে,—"টেলিপ্যাথী" (Telepathy)। বিশেষজ্ঞ মায়ার্স টেলিপ্যাথী শব্দের অর্থ করেছেন, —"পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে এক মন হ'তে অপর একটি মনের দ্বারে অনুভূতির প্রেরণ।"[১] সার অলিভার লজ্‌ও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন।[২]

টেলিপ্যাথীর প্রভাব সম্বন্ধে আজ পণ্ডিত সমাজ নিঃসংশয়। প্রবীণ ফ্লামেরিয়ান বলেছেন,—"একটি মানব মন অপর এক মানবকে সুদূর হতেও প্রভাবিত করে, এ একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। প্যারিস্ নগরের অস্তিত্ব যেমন সত্য, নেপোলিয়ানের অস্তিত্ব, অক্সিজেন গ্যাসের অস্তিত্ব অথবা সিরিয়াস্ নক্ষত্রের অস্তিত্ব যেমন সত্য, এও তেমনি সত্য।"[৩]

---

১. The communication of impressions of any kind from one mind to another independently of the recognized channels of sense

Myers—Human personality (Glossary)

২. The communication from one mind to another of information or ideas, or even sensations, apart from any recognized channels of communication. *Lodge*—Why I believe in Personal Immortality.—54.

৩. The action of one human being upon another, from a distance is a scientific fact ; it is as certain as the existence of Paris, of Napolean, oxygen or of Sirius. *Flammarion*— The Unknown —304.

টেলিপ্যাথী কার্য্যকরী হবার জন্য প্রয়োজন,—দেহ নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় নয়,—প্রয়োজন মাত্র দুটি পৃথক্ মনের। তার মধ্যে একটি মন হ'ল দাতা (অর্থাৎ সংবাদ-প্রেরয়িতা), আর অপর প্রান্তে দ্বিতীয় একটি মন, সে হ'ল ঐ সংবাদের গ্রহীতা। যে মনটি প্রেরয়িতা তা হ'তে যেন একটা সুখ, দুঃখ, উদ্বেগ বা চিন্তার প্রবাহ ছুটে চলে ক্ষিপ্র গতি; আর নদী, গিরি, সমুদ্রের ব্যবধান অনায়াসে অতিক্রম ক'রে স্পর্শ করে দ্বিতীয় (অর্থাৎ গ্রহীতা) মনকে,—যেন বেতার-যন্ত্রে প্রেরিত বার্ত্তা। পরস্পর স্নেহ-সম্বন্ধযুক্ত বা সহানুভূতি-সম্পন্ন দুই ব্যক্তির মনের মধ্যেই সাধারণতঃ এই আদান-প্রদান সম্ভব হয়; নিঃসম্পর্কীয়দের মধ্যে কচিৎ হ'তে দেখা যায়। গ্রহীতা মন যত অচঞ্চল, যত তন্ময় ও যত অধিক স্নেহ-বন্ধনে প্রথম (অর্থাৎ প্রেরয়িতা) মনের সঙ্গে আবদ্ধ, তত সহজে ও সঠিকভাবে প্রেরিত বার্ত্তাটি তার কাছে আত্ম-প্রকাশ করে। জগতে এমন অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁরা জীবনে কখনো না কখনো একটা অনির্দ্দিষ্ট উদ্বেগ, আশঙ্কা বা অবসাদে সকাতর হন্নি, এবং কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর গোচর না হয়েছে যে সেই সকাতর ক্ষণে তাঁর কোনও প্রিয়জন দুঃখ বা মর্ম্মপীড়ার আতিশয্যে, ব্যাধির যন্ত্রণায়, বা এইরূপ অন্য কোন না কোন কারণে তাঁকে বারম্বার অনন্যচিত্তে স্মরণ করেছেন।

মানবের মন এই বেতারে কখনো সংবাদ-দাতা, কখনো বা সংবাদ-গ্রহীতা। আবার এমনও হয় যে একটি মন কোন একটি সংবাদ আদান-প্রদান সম্বন্ধে এক অংশে দাতা, আবার অপর অংশে গ্রহীতা। দু-একটি প্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ করলে কথাটা হয়ত সহজে বোঝা যাবে।

(১) একটি কুমারী (মিস্ এম্) বলেছেন,—"সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় সুস্থ শরীরে ড্রইং-রুমে একাকী ব'সে একখানি চিত্তগ্রাহী গ্রন্থপাঠ করছিলাম, এমন সময় একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্ক আর ত্রাস আমায় অভিভূত করেছিল।

পাঠ করা তখন অসাধ্য হ'ল। মন থেকে সেই অবসাদ দূর করবার চেষ্টায় ঘরের মধ্যেই পাদচারণ আরম্ভ করলাম। তাতে কোন ফল হ'ল না। আমার দেহ শীতল হয়ে গেল, মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল আমি যেন মৃত্যুর কবলে প্রবেশ করছি। আধঘণ্টা এইভাবে অতীত হবার পর মনের গ্লানি দূর হ'ল সত্য, কিন্তু সারাটি সন্ধ্যা সেই আঘাতের চিহ্ন রেখে গেল। রাত্রে যখন শয্যা গ্রহণ করেছিলাম দেহ এত দুর্ব্বল, এত অশক্ত মনে হয়েছিল, ঠিক যেন একটা কঠিন পীড়া থেকে সদ্য মুক্তিলাভ করেছি।

পরদিন প্রভাতে তার-যোগে সংবাদ এসেছিল যে বিগত সন্ধ্যায় ঠিক সেইক্ষণে (সাতটার সময়) আমার বড় স্নেহের একটি ভাই দেহত্যাগ ক'রেছে।"[১]

উপরে বর্ণিত ঘটনায় গ্রহীতা মন (মিস্ এম্) সন্ধ্যায় দূরবর্ত্তী ভ্রাতার বিদায়ক্ষণে উৎকণ্ঠা অনুভব করেছিল সত্য, কিন্তু উৎকণ্ঠার কারণ যে কি, তা ধারণা করতে পারে নি ;—সেটা ছিল অনির্দ্দিষ্ট।

নিম্নে লিখিত দুটি ঘটনায় গ্রহীতা মন উৎকণ্ঠার কারণও স্পষ্ট অনুভব করেছিল।

(২) প্রথম ঘটনার বর্ণনা করেছেন এক চিকিৎসক,—ডাক্তার অলিভার। তিনি বলছেন,—"প্রায় মধ্য-রাত্রে সাত মাইল দূরবর্ত্তী এক রোগীর গৃহে যাবার জন্য আমার আহ্বান এল। একটা নিম্নগামী (পার্ব্বত্য) পথে যাত্রারম্ভ করলাম। সেই পথের পাশে বৃক্ষের শ্রেণী। মাথার উপর শাখায় শাখায় সংযোগ হ'য়ে একটা অবিচ্ছিন্ন চন্দ্রাতপের মত সমস্ত পথটিকে আবৃত করেছিল। নীচে এত গভীর আঁধার, যে আমার বাহক ঘোড়াটিকে কি ভাবে চালনা করবো তার দিশা না পেয়ে তাকে নিজের বুদ্ধি মত পথ ধরে যাবার জন্য মুখরজ্জু ছেড়ে দিলাম। সেই পথের মধ্যে

১. *Gurney*—**Phantasms of the Living.—Vol. I—197.**

স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর বিক্ষিপ্ত ছিল। ধীর-পদে অগ্রসর হ'তে হ'তে হঠাৎ একটা পাথরে সামনের পায়ে আঘাত লেগে ঘোড়াটি প'ড়ে গেল, আর আমি তার পিঠের উপর থেকে বেশ একটু দূরে রাস্তার উপরে ছিট্‌কে পড়লাম। আমার কণ্ঠার হাড় ভেঙে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমাদের গৃহে আমার পত্নী শয্যা-গ্রহণের পূর্ব্বে বেশ-পরিবর্ত্তন করছিলেন। তাঁর মনে তীক্ষ্ণ অনুভূতি এলো যে, পথে আমার একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কেঁপেছে, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরেছে। কাতর হ'য়ে পরিচারিকাকে বলেছেন,—"নিশ্চয়ই তাঁর কিছু বিপদ হয়েছে'; আমি যতক্ষণ না গৃহে ফিরেছিলাম তাঁর অশ্রু বাধা মানে নি। তাঁর অন্তরের অনুভূতি মিথ্যা হয় নি।"[১]

(৩) সার্ অলিভার লজ্ এমনি একটি ঘটনা সঙ্কলন করেছেন;—সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্দ্দেশে অধ্যাপক রেড্‌মেন্ খনিজ-সম্পদের সন্ধানে ভ্রমণ করবার সময় তাঁর সহচর ছিল ডার্হাম-বাসী এক শ্রমিক। প্রতি রবিবার এই শ্রমিক ও তার প্রভু কোন না কোন খেলায় অবসর যাপন করতেন। এক রবিবারে সেই শ্রমিক অধ্যাপককে বলেছিল, তার মন বড় অবসন্ন, খেলায় প্রবৃত্তি নেই, করণ সে অন্তরে জননীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছে; মা যেন শেষ মুহূর্ত্তে বলছেন,—"এলবার্টের (পুত্রের) সঙ্গে আমার আর দেখা হ'ল না।"

কয়েক সপ্তাহ পরে ইংলণ্ড হ'তে সত্যই সংবাদ এল যে পুত্রের সেই অবসন্নতার দিন তার মাতার দেহত্যাগ হয়েছে; এমন কি, পুত্র মার মুখের যে শেষ বাণী সুদূর বিদেশে তার মনের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল, মৃত্যুকালে সেই তাঁর মুখের শেষ কথা।[২]

---

১. *Flammarion*—Death and Its Mystery.—Vol. I. 85-86.

২. *Lodge*—Survival of Man.—76.

কোনও এক ঘটনা সম্বন্ধে একই মন অংশতঃ সংবাদ-প্রেরয়িতা ও অংশতঃ সংবাদ-গ্রহীতা হওয়ার যে বাধা নাই, তা নিম্নলিখিত ঘটনা হ'তে বোঝা যায় :—

(৪) দুটি কুমারী—কনস্‌টান্স্‌ ও মার্গারেট্‌—পরস্পরের পরম বন্ধু। একদিন স্থানীয় পাদ্‌রীর বাড়ীর সংলগ্ন বাগানের মধ্যে পথ দিয়ে তাঁরা চলেছিলেন। পথের পাশেই বেড়া, আর তারই ধারে ফল-বাগান। হঠাৎ তাদের দুজনের নাম ধরে বেশ স্পষ্ট স্বরে কে ডাক দিয়েছিল,—ঠিক যেন ফল-বাগানের ভিতর থেকেই—"কন্‌নি, মার্গারেট্‌; কন্‌নি, মার্গারেট্‌!" এই ডাক শুনে মেয়ে দুটি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কারও সাক্ষাৎ পায় নি। মার্গারেটের ভাই তাদের নাম ধরে ডেকেছে এই ভেবে এক বিঘা দূরে বাড়ী গিয়ে খবর পেয়েছিল তা নয়।

পরে জানা গেল, যে ঠিক সেই সময় কুমারী কন্‌সটান্‌সের ভাই (মার্গারেটের ভাই নয়) সেখান হ'তে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে রোগশয্যায় প্রলাপের ঘোরে এই দুজনের নাম ধরে ডেকেছিল, আর বলেছিল,—"ঐ যে তারা দুজনে বেড়ার ধার দিয়ে ছুটে চলেছে আবার আমার ডাক শোনা মাত্র ঐ বাড়ীটার দিকেই ছুটেছে।"[১]

উপরে বর্ণিত চারটি ঘটনাতেই একটি মন হ'তে বাণী বা বার্ত্তা প্রবাহিত হয়েছে দূরবর্ত্তী দ্বিতীয় একটি মনের উদ্দেশে, আর জড়-দেহের কোন সহায়তা গ্রহণ না ক'রে সেই দূরস্থ ব্যক্তির মনের তন্ত্রীতে আঘাত করেছে—কোথাও বা সুস্পষ্ট কোথাও বা অর্দ্ধস্পষ্ট ভাবে।

মৃত্যুর সময় আমাদের জড় দেহের বিনাশ হয় সত্য, কিন্তু মন ত মৃত্যুর অধীনে নয়। মনের ত মরণ হয় না।

---

১. *Gurney*—Phantasms of the Living.—Vol. II—164.

সুধী কনান্ ডয়েল্ এই প্রসংগে বলেছেন,—মানবের মন ও বুদ্ধি যখন দেহ হ'তে দূরে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম (যেমন্ টেলিপ্যাথিতে হ'তে দেখা যায়) তখন এই মন আমাদের দেহ হ'তে একটা স্বতন্ত্র বা পৃথক্ বস্তু বটে ত। দেহ বিনষ্ট হবার পরেও এই মনের স্বাধীন অস্তিত্ব না থাকার কারণ ত কিছু নাই।[১] চিন্তাশীল লজ্ স্থিরনিশ্চয়তার সংগে বলেছেন,—টেলিপ্যাথি এ কথা সপ্রমাণ করেছে যে আমাদের মন কখনো দেহ বা ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়, মনের কার্য্যকারকতাও দেহ বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একথাও আমাদের স্বীকার করবার কোন কারণ নাই যে, দেহের বিনাশ হ'লে মনের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।[২]

কারও হয়ত এমন সংশয় হ'তে পারে যে—চিন্তা, ধারণা প্রভৃতির উদ্ভব-স্থান যখন মানবের মস্তিষ্ক, আর মৃত্যুতে যখন সেই মস্তিষ্কও ধ্বংস হয়ে যায়, তখন মৃত ব্যক্তির চিন্তা ধারণা আদির উদ্ভব হবে কোথায়? বৈজ্ঞানিক এ কথার উত্তরে বলেছেন ;—বীণা হ'তে যেমন সুরের ঝংকার আপনা হতেই বাহির হয় না, গুণীর অংগুলি-চালনা সেই সুরকে সৃষ্টি করে,

১. If the mind, the spirit, the intelligence of man could operate at a distance from the body (as in telepathy) then it was a thing to that extent seperate from the body. Why then should it not exist on its own when the body was destroyed. *Doyle*—New Revelation.—41-42.

২. The main importance of telepathy seems to be to consist in a demonstration that mental activity is not limited to the bodily organs and instruments through which it is normally conveyed, and that we are not bound to assume the destruction or cessation of mind when its bodily instrument is destroyed. *Lodge*—Why I Believe in personal Immortality.—56.

তেমনি মস্তিষ্কও একটা যন্ত্র মাত্র ; আপনি কিছু সৃষ্টি করবার সামর্থ্য তার নাই। মনই হ'ল প্রধান ; মস্তিষ্ক পর-নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী।[১]

সুপণ্ডিত মায়ার্স বলেছেন,—আমাদের এই দেহমধ্যে আত্মা যদি সত্যই নিবাস করেন, তবে দেহ বর্ত্তমানে তাঁর যেমন মস্তিষ্কের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া নিষ্প্রয়োজন, তেমনি দেহান্তে মস্তিষ্কের কণামাত্র সহায়তাও তাঁর অনাবশ্যক।[২]

মৃত্যুর ওপার হ'তে যিনি ইহলোকে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন, সে জন্য তাঁর নিজস্ব জড়দেহের কোন অংশেরই প্রয়োজন হয় না ; প্রয়োজন শুধু মনের, প্রয়োজন এক মরণাতীত সত্তার। স্থূলদেহ বিনাশের পর মনের ও আত্মার বিনাশ হয় না। তাই পরলোক হতে একটি মন অপর এক মনকে বার্ত্তা প্রেরণ করতে পারে। নিত্যই এমন কত বার্ত্তা আমাদের কাছে ছুটে আসে। চঞ্চল-চিত্ত কর্ম্মব্যস্ত মানব তার ক্ষুদ্র এক অংশও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

টেলিপ্যাথী, বা "মনের ভাষা"ই, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের গুপ্ত রহস্য। হিন্দু শাস্ত্র এই "মন"কে সূক্ষ্ম-দেহেরই অংশভূত ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন।

১. Mind is not a manifestation of the brain ; but brain is an instrument for manifesting mind...Mind is a primary apprehension, brain a very secondary one...Thought is no more in the brain than music in the violin. An instrument is to be played upon ; it originates nothing. *Lodge*—Phantom walls.—39.

২. If an immortal soul there be within me, she must be able to dispense with part of the brain's help while the brain is living, as with the whole of its help when it is dead. *Merchant*—Survival.—65 (Quoting Myers).

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক স্পিরিটুয়ালিসম্ (বা বিদেহী তত্ত্ব)

পরলোকবাসী মানবের পক্ষে পার্থিব মানবের সঙ্গে সাময়িক পুনঃসম্বন্ধ সংস্থাপনের (অর্থাৎ ভাবের আদানপ্রদান, বাক্যালাপ আদি) যে সম্ভব এ সত্য চার সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও প্রচারিত ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়জনকে দর্শন দিবার উদ্দেশে মৃত কৌরবাদি বীরগণের এ পৃথিবীতে সাময়িক আবির্ভাবের বিস্তৃত কাহিনী মহাভারতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১] শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণে রাজা চিত্রকেতুর সঙ্গে তাঁর বিদেহী পুত্রের কথোপকথন বর্ণিত আছে।[২]

শুধু ভারতবর্ষে বা হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থেই নয়, খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও দেখা যায়,—নৃপতি সল্ একটি নারীর (মিডিয়ামের) সহায়তায় পরলোক হ'তে মৃত স্যামুয়েলকে পৃথিবীতে আহ্বান ক'রে এনে আপনার রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, ভাবী যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন ক'রে যথাযোগ্য উত্তর পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে সুপণ্ডিত ফ্লামেরিয়ান ব'লেছেন,—বাইবেলের মত গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ থাকায় এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে সেই সুদূর অতীতেও এরূপ ঘটনা সম্ভবপর বলেই লোকের বিশ্বাস ছিল।[৩]

---

১. আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

২. শ্রীমদ্ভাগবৎ—৬ স্কন্ধ. ১৬ অধ্যায়।

৩. The Biblical story...forces us to concede that even in that age it was believed to be possible, and no one can deny that the Bible is a serious work. Evocations of the

পুরাতন শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি আমরা কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা ঘটনাচক্রে ত্যাগ করি। পাশ্চাত্য-জগৎ জড়-বিজ্ঞানে দীক্ষা লাভের পর কয়েক শতাব্দী জড়ের পূজায় এত তন্ময় হয়ে কাল যাপন করেছে যে, পার্থিব জীবনের পর মানবের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে, এ কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু সেই পাশ্চাত্যেরই এক নিভৃত গৃহকোণে প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে পরলোক-তত্ত্ব "স্পিরিটুয়ালিস্‌মের" রূপ ধ'রে পনরাবির্ভূত হ'ল।

কি ভাবে সে ঘটনা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই :—ফক্স্ নামে এক মধ্যবিত্ত দম্পতি নিউইয়র্ক স্টেটের হাইডের্সভেল্ গ্রামে একটি ভাড়া-বাড়িতে বাস আরম্ভ করলেন। তাঁদের সংসারে তখন দুটি মাত্র অল্পবয়স্কা কন্যা,—কেট্ আর মার্গারেট্। এই বাড়িতে বাস আরম্ভের পর হতেই বাড়ির নানাস্থানে বহু অনৈসর্গিক খুট-খাট্ ধুপ্-ধাপ্ শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। যত দিন যায়, শব্দ ক্রমে অধিক হ'তে অধিকতর হ'য়ে সর্ব্বপ্রকারে তাঁদের বিব্রত ক'রে তুলেছিল। কখনো কখনো এমন প্রবল শব্দ হ'ত যেন খাট, পালঙ, চেয়ার, টেবিল কে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেল্‌ছে। কোথা হতে কেমন ক'রে এই শব্দের উৎপত্তি,—অনেক অনুসন্ধানেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

অবশেষে এক রাত্রে এত অশ্রান্ত ভাবে ও এত ভীষণ জোরে শব্দ হ'তে লাগলো যে পিতা মাতা ও কন্যা দুটি সকলেই অনিদ্রায় শয্যার উপর বসে রাত্রি যাপন করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখতে পেলেন না।

যখন সকলে এইভাবে অনিদ্র বসেছিলেন কন্যা কেট্ এক মুহূর্ত্তে

---

dead, then, were practised three thousand years ago. *Flammarion*—(Quoted by *Merchant* in Survival.—p. 65)

হঠাৎ বলে উঠেছিল,—"যদি সত্যই তুমি কেউ হও, তবে আমি যে করতালি দিচ্ছি এরই সঙ্গে তুমি শব্দ করতো, শুনি।" কেট্ হাততালি দেওয়া মাত্র যেন অদৃশ্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে শব্দ করেছিল—ধুপ-ধাপ্। কেট্ যতবার হাত তালি দেয়, অমনি গভীর হতে গভীরতর শব্দে উত্তর আসে,—ধুপ-ধাপ্ দুম্-দাম্ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই এরূপ ঘটনা হ'ল।

শুধু তাই নয়। দেখা গেল, যে ব্যক্তি এই শব্দগুলির সৃষ্টি করছে তার দৃষ্টি-শক্তিও আছে, কারণ কেট্ যখন করতালি দেবার সময় কোন শব্দ না ক'রে হাতে হাতে তালি দিবার ভঙ্গী করে মাত্র, তখনো অলক্ষ্যে কোন স্থান হতে সুগম্ভীর শব্দে উত্তর আসে—ধুপ-ধাপ্।

প্রতিবাসীরা এই অদ্ভুত সংবাদ পেয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলে পরামর্শ ক'রে সেই অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তার একটা চলনসই সঙ্কেত আবিস্কার করেছিলেন। তার ফলে জানা গেল যে এই অবিরাম-শব্দকারী উৎপীড়ক হ'ল এক বিদেহী। পার্থিব জীবনে সে ছিল—ফেরীওয়ালা, নাম "রস্‌মা"। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন সে এই পল্লীতে তার পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হ'য়েছিল, তার সঙ্গে ছিল কিছু নগদ টাকা। সেই টাকার সন্ধান পেয়ে এই বাড়ির তখনকার অধিবাসী তাকে হত্যা ক'রে গোপনে এই গৃহের নীচে তার কবর দেয়। বহুদিন পরে ঐ বাড়ির নীচে ভূগর্ভ হ'তে নরকঙ্কাল ও তার কাছেই একটা ফেরীওয়ালার টিনের বাক্সও উদ্ধার হয়েছিল।

গ্রাম্য সরল বুদ্ধিতেই প্রতিবেশীরা এই বিদেহীর সঙ্গে বাক্যালাপের উপায় আবিস্কার করেছিলেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে ঐ অদৃশ্য ব্যক্তির একমাত্র শক্তি হ'ল শধু নানারূপ শব্দের দ্বারা আত্মপ্রকাশ, তখন স্থির করা হ'ল যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যদি ইংরেজী বর্ণমালা (A. B. C. ইত্যাদি) উচ্চারণ করতে থাকেন, আর সেই অদৃশ্য ব্যক্তি যদি তার

আবশ্যকীয় বর্ণ উচ্চারিত হওয়া মাত্র একটি টোকার শব্দ (rap) ক'রে সেই বর্ণটি নির্দ্দেশ করে, তবে তার কথা বোঝা সম্ভব হয়। তাই, সে ব্যক্তির নাম কি, এই প্রশ্ন ক'রে এক প্রতিবেশী A. B. C. প্রভৃতি বর্ণ এক একটি ক'রে উচ্চারণ কালে যখন R-অক্ষর উচ্চারিত হ'ল, অমনি একটি টোকার শব্দ পাওয়া গেল। এইভাবে বার বার বর্ণমালা উচ্চারিত হবার পর একে একে R. O. S. M. A. এই কয়টি বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ টোকার শব্দ হওয়ায় এই অক্ষরগুলি সংগ্রহ করে সেই বিদেহীর নাম পাওয়া গেল—Rosma (রস্‌মা)।[১] এই প্রক্রিয়া বহু-সময় সাপেক্ষ তার সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও প্রাথমিক ভাবে কার্য্যকরী। জগতের ইতিহাসে কোনও নূতন তথ্যই একদিনে পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়নি। মৃত এক ভেকের বিশেষ অবস্থায় অঙ্গসঞ্চালনই তড়িৎশক্তি আবিষ্কারের পথ-প্রদর্শক।

বর্ত্তমান দিনে বিদেহী ও পার্থিব মানবের মধ্যে সহজভাবে বাক্যালাপের নানারূপ উপায় নির্ণয় হ'য়েছে। বিদেহীর কাছে তাঁর পরিচিত স্বরে বা হস্তাক্ষরেও আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখন আর নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার নয়। প্লানচেট্ প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে ও বিনা যন্ত্রে মিডিয়ামের মধ্যবর্ত্তীতায়) বিদেহীর বাণী অনেকেই লাভ করেছেন।

জগতে বহু নূতন সত্য আবিষ্কারের সময় অবিশ্বাসী ব্যক্তি সেই নব-প্রচারিত সত্যের প্রচারক বা সমর্থনকারীর প্রতি শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ-বর্ষণ, এমন কি কটু-ভাষা প্রয়োগ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন না। বিদেহীতত্ত্ব যখন স্পিরিটুয়ালিস্‌ম্ রূপ ধ'রে প্রতীচ্যে আবির্ভূত হ'য়েছিল, তখন যে সব মনীষী ও বৈজ্ঞানিক নিঃসংশয় প্রমাণে নির্ভর ক'রে তার সত্যতা

---

১. *Doyle*—History of Spiritualism.—Vol. I.—56-61.

ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরাও এরূপ আক্রমণ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। সার উইলিয়াম ক্রুক্স্ এ সম্বন্ধে তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ প্রকাশ্যেই উদ্ঘাটন করেছেন।

কারও কারও ধারণা যে, স্পিরিটুয়ালিস্‌মের প্রচারিত বিদেহীর সঙ্গে পার্থিব মানবের বাক্যালাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গ হয় প্রতারণা, না হয় আত্ম-প্রবঞ্চনা। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে ক্রুকস্, ব্যারেট, লম্‌ব্রোজো, ফ্লামেরিয়ান, লজ্, ওয়ালেস্, হিস্‌লপ্, মায়ার্স, স্টেড্ প্রভৃতি বহু বৎসর যে তথ্য অনুসন্ধানের পর অসংশয়ে যে তথ্য প্রচারে সহায়তা ক'রেছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার পূর্ব্বে যে রহস্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা আলোচনার পর মন্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত মনে হয়। বেতার-বার্ত্তা প্রভৃতির আবিষ্কারও একদিন অসম্ভাব্য রূপেই কল্পিত ছিল। আজ সহস্র সহস্র ক্রোশ সুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংবাদাদির আদান-প্রদান আর অবিশ্বাস্য মিথ্যা নয়, সার্থক সত্য।

চতুর্থ অধ্যায়

মিডিয়াম ও চক্র

পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের ও আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য পরলোক-বাসীর সাধারণতঃ প্রয়োজন এক মধ্যবর্ত্তী বা "মিডিয়াম।" তার কারণ এই যে, বিদেহীর বাসভূমি আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত এক সূক্ষ্মলোকে, আর তার দেহও সূক্ষ্ম-পরমাণু রচিত। আমাদের জড়-জগতে পার্থিব মানবের স্থূল অনুভূতি-যোগ্য যে-কোন ভাবেই তাঁরা প্রকাশ হ'ন না কেন, তার জন্য বিদেহীর কিছু স্থূল উপাদানের সাময়িক সাহায্য আবশ্যক। এ কোন তত্ত্ব-কথা নয়,—সাধারণ সহজ-জ্ঞান। মীন যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে না, বিদেহীও তেমনি একটু স্থূল উপাদান আশ্রয় না ক'রলে এই জড়-জগতের পরিমণ্ডলের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে না।

মিডিয়ামের দেহ ও মনের গঠনে একটা বিচিত্রতা আছে। অধ্যাপক গাস্টেভ্ গেলে বলেছেন,—এমন উপাদানে মিডিয়ামের গঠন যে সে মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার মন, দেহ ও কর্ম্মশক্তি অপরকে উৎসর্গ করে দিতে পারে।[১] মনীষী মায়ার্স মিডিয়াম শব্দের অর্থ করেছেন,—এমন একজন ব্যক্তি যাকে মধ্যবর্ত্তী ক'রে জীবিত ও পরলোকগত মানবের মধ্যে ভাবের

---

১. A 'Medium' is one whose constitutional elements—mental, dynamic and material—are capable of being momentarily decentralised.

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 5.

আদান-প্রদান (বাক্যালাপ আদি) হ'য়ে থাকে।[১] ফরাসী বৈজ্ঞানিক রীচেও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন।[২] মিডিয়ামের মন ও দেহকে প্রভাবিত ক'রে বিদেহী আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

মিসেস্ ট্রাভার্স স্মিথ্ তাঁর গ্রন্থে[৩] দুই শ্রেণীর মিডিয়ামের উল্লেখ করেছেন,—স্বভাব-সিদ্ধ (natural), আর সাধনা-সিদ্ধ (cultivated) মিডিয়াম্।

বহু মানবের মধ্যেই অল্প-বিস্তর মিডিয়ামের শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। সাধনা-দ্বারা সেই শক্তি বৃদ্ধি করা যায়; তবে বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, সকল ক্ষেত্রেই এরূপ প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় নয়। যারা স্থিরবুদ্ধি, সুসংযত ও সাবধানী তাঁরা ভিন্ন অপরের পক্ষে এই সাধনা অহিতকর।[৪]

যিনি স্বভাব-সিদ্ধ মিডিয়াম, তাঁর এ সম্বন্ধে কোন সাধনারই প্রয়োজন হয় না। বিদেহীর নানা-প্রকারে আবির্ভাব সহজভাবেই তাঁর উপস্থিতিতে অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। চুম্বুকের মত তিনি বিদেহীকে আকর্ষণ করেন।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রিয়জন বিয়োগের পর মৃত ব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয় মিডিয়ামের শক্তি সাময়িক ভাবে লাভ করেছেন। এরূপ

---

১. Medium—a person through whom communication is deemed to be carried on between living men and spirits of the departed.

Myers—Human Personality.—(Glossary)

২. Medium signifies an intermediary between the world of the living and the world of the dead :

Richet—Thirty Years of Psychical Research —38.

৩. *Travers Smith*—Voices from the Void.—70.

৪. If a rudiment of such power exists, it is possible, though not always desirable, to cultivate it...Care, pertinacity and intelligence are needed to utilize a faculty of this kind. *Lodge*—Raymond.—298.

শক্তি অনেক ক্ষেত্রে বহু বৎসর স্থায়ী হয় না। সার্ অলিভার্ লজের পুত্র রেমণ্ডের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা 'অনার' (Honor) এরূপ শক্তি লাভ করেছিলেন। এমন আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে, উপর্য্যুপরি মৃত্যু-শোকের পর, যশোহরের বিখ্যাত ঘোষ-পরিবারে একাধিক পুরুষ ও মহিলা এই শক্তি লাভ করেছিলেন তার সুলিখিত বিবরণ "পরলোকের কথায়" গ্রথিত হয়েছে।

সকল মিডিয়ামের শক্তি সমান নয়,—কারও অধিক, কারও বা অল্প; কারও মধ্য দিয়ে বিদেহীর অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়, অল্প-শক্তিমানের মধ্য দিয়ে তা হয় না। আবার, সব মিডিয়ামের শক্তির বিকাশ-ক্ষেত্র যে এক, তাও নয়। কোনো মিডিয়াম্ আবিষ্ট অবস্থায় সূক্ষ্ম-দৃষ্টি প্রভাবে বিদেহী মানবের দর্শনও লাভ করেন এবং চক্র-কক্ষে তার সঙ্গে সহজভাবে বাক্যালাপ করেন; অপর এক মিডিয়াম্ আবিষ্ট হবার পর তাঁর হাব, ভাব, স্বর—সবই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে, কোনো মৃত ব্যক্তির স্বরূপ হ'য়ে যায়; তৃতীয় একজন ঐরূপ অবস্থায় উর্দ্দু, ফার্সী বা মারাঠী ভাষায় বাক্যালাপ করেন,—যদিও জীবনে কোনোদিন তিনি সে ভাষা শিক্ষা করেন নি। লেখক-মিডিয়ামের হাত দিয়ে (অনেক স্থলেই তার সচেতন এবং ক্বচিৎ তার সম্মোহিত অবস্থায়) কোনো বিদেহী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা (কখনো সেই মৃত ব্যক্তির পরিচিত হস্তাক্ষরে) নানা প্রশ্নের উত্তরে কত অজ্ঞাত ব্যাপার বর্ণনা করেন। আবার আলোক-চিত্র (photographic) মিডিয়ামের শক্তি প্রধানতঃ বিদেহীর ছায়াচিত্র প্রাপ্তিতেই সীমাবদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ামের কর্ম্মক্ষেত্র কেন এমন বিভিন্ন, তার কারণ আজও নির্ণয় হয় নি। তবে এ কথা অভ্রান্ত যে বিদেহীর পার্থিব প্রকৃতির বিশিষ্টতাই মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়।

মিডিয়ামকে মুখপাত্র করে যে অধিবেশনে বিদেহী-মানবের আত্ম-

প্রকাশ হ'য়ে থাকে তার ইংরাজি ভাষায় নামকরণ হ'য়েছে—"সার্কেল" (circle)। ফরাসীরা তাকে বলেন—"সিয়াঁশ্" (seance)। বাংলায় এই অনুষ্ঠানের নাম—"চক্র"। শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দ এই অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছেন—"পীঠাসন"।[১]

চক্রের আয়োজনের মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য নাই। মিডিয়াম ও দুই-চারজন আগ্রহশীল ব্যক্তি নিভৃত ঘরে একাগ্র হ'য়ে পবিত্র মনে একটি ছোট টেপাইয়ের (tepoy) বা টুলের উপর প্রত্যেকের হাত (করতল) রেখে কিছুক্ষণ ব'সে কোনো পরলোকগত ব্যক্তির চিন্তা করলে অনেক সময়েই সেই মৃত ব্যক্তির বা অপর কোন বিদেহীর সাড়া পাওয়া যায়। সচরাচর মিডিয়ামের হাতে ঐ সময় একটি পেনসিল্ দিয়ে মৌখিক কোন প্রশ্ন করলে, কাগজে বা শ্লেটের উপর মিডিয়ামের হাতের পেনসিলে উত্তর লেখা হয়। কোন কোন মিডিয়াম অচেতন বা সম্মোহিত হ'য়ে যান, আর ঐ সময় তিনি যেন কোন পরলোকগত ব্যক্তির প্রতিভূ হ'য়ে প্রশ্নের মৌখিক উত্তর প্রদান করেন;—তার অনেক বিষয়ই হয়ত মিডিয়ামের নিজ-জ্ঞানের অতীত। কচিৎ বা দৃশ্যমান মূর্ত্তিতেও বিদেহী চক্রে আবির্ভূত হন।

প্রায়ই দেখা যায় যে, চক্রে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন তাঁদের মধ্যে একজনের পরিচিত বা প্রিয়জন প্রথমেই সেই চক্রে আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্য, সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন মৃত ব্যক্তিকেও যে মাঝে মাঝে চক্রে পাওয়া যায় না, তা নয়। বিখ্যাত মিডিয়াম্, সুপণ্ডিত ও পাদ্‌রী ষ্টেন্‌টন্ মোজেস্ একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যা অতিবাহিত করছিলেন এমন সময় তাঁর হাতে কম্পন আরম্ভ হ'ল। কাগজ পেনসিল

---

১. পরলোক রহস্য—স্বামী দয়ানন্দ—১১২

নিয়ে বসবার পর সেই কাগজে মোজেসের হাত দিয়ে লিখিত হ'ল,— "আমি আজ স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছি—বেকার স্ট্রীটে…।" সত্যই ঐ দিন বেকার স্ট্রীটে এক অপরিচিত ব্যক্তি আত্মহত্যা হয়েছে, এ সংবাদ পরে পাওয়া গেল।[১]

কিসের আকর্ষণে বিদেহী চক্রকক্ষে আবির্ভূত হন (অর্থাৎ মিডিয়ামকে প্রভাবিত ক'রে তার হাত ব্যবহার ক'রে লেখা দ্বারা, অথবা তার কণ্ঠ ব্যবহার ক'রে কথা ব'লে, অথবা অন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন), এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে ওঠে। এ কথার সহজ উত্তর এই যে,—তাঁরা সচরাচর প্রকাশ বা আবির্ভূত হন তাঁদের করুণা ও স্নেহে। বহু বৎসর চক্রের অনুষ্ঠান-ব্যাপারে অভিজ্ঞতার ফলে এড্‌মিরাল্ আস্‌বোর্ণ মুর বলেছেন,—আমাদের এমন সাধ্য নাই যে বিদেহীকে আকর্ষণ ক'রে আনি। তাঁরা আসেন আমাদের প্রতি করুণায়, সহানুভূতির টানে।[২] থিওজফিস্ট সিনেটেরও এই অভিমত।[৩] অনেক সময় বিদেহী চক্রে এসে কেবল এই কথা প্রকাশ করেন, যে তাঁরা সেই নূতন লোকে পরমানন্দে আছেন, আমরা যেন তাঁদের জন্য শোকে মুহ্যমান না হই।[৪]

কখনো দেখা যায় বিদেহীর নিজেরই এ পৃথিবীতে কোন না কোন

১. *M. A. (Oxon)*—Spirit Identity.—108.

২. We cannot evoke the presence of spirits. They come drawn by sympathy.
Moore—Glimpses of the Next state, 449.

৩. No real spiritualist ever supposes that he can evoke particular spirits. *Sinnet*—Nature's Mysteries—150.

৪. Early efforts at communication from the departed are nearly always directed towards assuring survivors of the fact of continued personal existence...and urging upon their friends with eager insistence that earthly happiness need not be irretrievable spoiled by bereavement
Lodge—Raymond.—346.

প্রয়োজন আছে, যে বিষয়ে জীবিত মানব তার সহায়তা করতে সক্ষম। কোন বিদেহী বলেন,—"গয়ায় আমার পিণ্ড দাও, আমি বড় কষ্টে আছি।" (খৃষ্টান-বিদেহী বলেন,—"আমার দেহটা ভাল ক'রে কবর দাও")।[১] কেহ বলেন,—"অমুকের কাছে আমার ঋণ আছে সেটা পরিশোধ কর; আমি শান্তি পাব।" কেহ বলেন,—"আমার স্ত্রী-পুত্রকে দেখা শুনা ক'র।" মানুষ আপনার অর্জ্জিত সংস্কার নিয়ে পরলোকে উত্তীর্ণ হয়, এবং একদিনেই তা হ'তে অব্যাহতি পায় না,[২] এবং তা পাওয়া সম্ভব নয়।

চক্রে কি ভাবে বিদেহী আকৃষ্ট হ'য়ে উপস্থিত হন, কোনও একস্থানে চক্রের অধিবেশন হ'য়েছে এ সংবাদ তাঁরা কি প্রকারে লাভ করেন, এই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বিদেহী বলেছেন যে,—চক্রকক্ষে মিডিয়ামের দেহ হ'তে একটা অপার্থিব জ্যোতি নিঃসৃত হয়, এবং (স্থূলদৃষ্টির অতীত) সেই জ্যোতি দর্শন ক'রে তাঁদের সেস্থানে আগমন হয়।[৩]

চক্রের মূল রহস্য কিন্তু এই যে, প্রধানতঃ পরিত্যক্ত প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি ও স্নেহই বিদেহীকে ইহলোকের পথে সময়ে সময়ে পরিচালিত করে।[৪]

---

১. He may be greatly troubled because his body is unburied. *Leadbeater*—Other Side of Death—446.

২. Death makes no difference in the man...he is just the same man the day after his death as he was the day before it, with the same emotions, the same disposition, the same intellectual development.
Leadbeater—Other Side of Death.—817.

৩. They state that a bright light attracted them, and the stronger the medium the brighter the light.
Smith—Voices from the Void.—40.

৪. Intercommunication across what has seemed to be a gulf can be set going in response to the urgent demand of affection.
Lodge—Raymond.—83.

পঞ্চম অধ্যায়

চক্রের বৈধতা

অনেকের ধারণা যে, যে-কোন রূপ চক্রের অনুষ্ঠানই অহিতকর। তাঁরা বলেন যে, পরলোকগত ব্যক্তিকে চক্রে আমন্ত্রণ ক'রে এই সব অনুষ্ঠান-কারীরা তার উচ্চগতির অন্তরায় হন, এবং অদূর ভবিষ্যতে নিজেরাও দেহের ব্যাধি ও মনের বিকারগ্রস্ত হন। আবার কেহ বা বলেন যে, চক্রের অনুষ্ঠান একটা শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার।

হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ মহাভারতের একাধিক স্থানে পরলোকগত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে সাময়িক আবাহান ক'রে আনবার প্রসঙ্গ আছে। স্বয়ং ব্যাসদেব গান্ধারীর প্রার্থনায় এরূপ এক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন, তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] শুকদেবের মহাপ্রয়াণের পর মহামুনি ব্যাস পুত্রের দর্শন অভিলাষী হওয়ায়, ঋষি-প্রসাদে বারম্বার সেই পুত্রের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন লাভ করেছিলেন, তাও মহাভারতেই উল্লেখ আছে।[২] অতএব বিদেহী-মানবকে সাময়িক আবাহন করা যে অতীতে হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল, তা মনে হয় না।

সনাতন-পন্থী স্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

"তাদৃগ্ ভাবাবয়বোহবস্থারূপৈঃ সম্ভাবয়ন্তি তে'—অর্থাৎ, যে যে ভাবে যে বয়সে, যে অবস্থায় ও যে আকারে দেহত্যাগী হইয়াছিল, প্রেতেরা

---

১. আশ্রমবাসিক পর্ব্ব—২৯-৩২ অধ্যায় ২. শান্তিপর্ব্ব—৩৩৪ অধ্যায়

(অর্থাৎ বিদেহী)[1] ঠিক সেই ভাবে, সেই অবস্থায় ও সেই আকারে দেখা দিতে পারে, ইহা শাস্ত্র-লেখকদের মত। ঋষিদের মতে যাবৎ প্রেত (বিদেহী) অবস্থা, তাবৎ তাহাদিগকে আহ্বান বা আকর্ষণ করা যায়; এবং দেব গন্ধর্ব্বাদি দেবযোনি প্রাপ্তদিগকেও আকর্ষণ বা আহ্বান করা যায়। আবেশ শক্তিও এই সকল প্রাণীতে বিদ্যমান থাকে। পরন্তু যে সকল জীব মৃত্যুর পর মনুষ্য, পশু অথবা পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে পুনরুৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আকৃষ্ট বা আহূত হইবার নহে।"[2] অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বিদেহী-মানব পরিত্যক্ত পৃথিবীর ও শোকতপ্ত স্বজনাদির দূরধিগম্য নয়।

খৃষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক সম্প্রদায় চক্র অনুষ্ঠানের বিরোধী। তাঁদের ধারণা, যে এই সব চক্র কেবলমাত্র হীন শ্রেণীর বিদেহী, অথবা শয়তান ও তার সহচরদের ক্রীড়াভূমি। কিন্তু একাধিক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক দীর্ঘদিন চক্রের অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও এই মতের পোষকতা না ক'রে তার প্রতিবাদই করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—ভিকার ভেল্ ওয়েন্, ভিকার টুইডেল, প্রঃ আর্থার চেম্বার্স ও ড্রেটন টমাসের উল্লেখ করা যায়। ভিকার টুইডেল বলেছেন,—বাইবেল গ্রন্থেই বর্ণনা আছে যে যীশুর দেহত্যাগের পর "তিনি শিষ্যদের সংবাদ প্রেরণ ক'রে তাঁর সাক্ষাতের জন্য তাদের গ্যালিলীতে আহ্বান করেছিলেন।" এই শিষ্যরা অতঃপর সেই আহ্বানে গ্যালিলীতে সমবেত হয়েছিলেন—যীশুর দর্শন-লাভ কামনায়। অতএব যীশু স্বয়ং প্রত্যেক খৃষ্টানকেই বিদেহী-মানবের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের অখণ্ড অধিকার দান করেছেন।[3]

---

১. প্র + ইত = প্রেত = প্রকৃষ্ট ভাবে গত = বিদেহী

২. পরলোক রহস্য—কালীবর বেদান্তবাগীশ—পৃ ৭৩ ও ৮৫

৩. It is impossible for any honest man to deny on this Scripture that when the brethern of Jesus went into Galille

থিওজফিস্ট সম্প্রদায় সচরাচর চক্র-অনুষ্ঠানের বিরোধী। তাঁদের প্রধান আপত্তি এই, যে বিদেহী মানবকে পৃথিবীর সান্নিধ্যে আবাহন ক'রে আমরা তাঁর উদ্ধ্বগতির অপরিসীম ব্যাঘাত সৃষ্টি করি। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে এরূপ আবাহন অনিষ্টকর, প্রবীণ থিওজফিস্টদের এ অভিমত নয়।

শ্রদ্ধেয়া এ্যাণি বেশান্ত্, লেড্‌বীটার ও সিনেট থিওজফীর তিনটি প্রধান স্তম্ভ। তাঁদের প্রত্যেকের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। এ বিষয়ে তাঁদের মত নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার্হ। বিদুষী বেশান্ত বলেছেন,—মানুষ অনেক স্থলে ভাবনা চিন্তায় ভারাক্রান্ত অবস্থায় এ পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করে। পরপারেও সেই চিন্তায় তারা ব্যথিত হয়; আর তখন পরিত্যক্ত স্বজন-বন্ধুকে আপনার বক্তব্য জানাতে চায়।···এরূপ অবস্থায় কোনও যোগ্য ব্যক্তি (মিডিয়াম্ ?) যদি তার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে তার ভাবনার কারণ নির্ণয় করেন, তবে সেই বিদেহীর প্রতি করুণাই করা হয়। ভাবনা-বিমুক্ত হ'লে বিদেহীর অগ্রগতির আর কোন বাধা থাকে না।[১]

প্রবীণ লেড্‌বীটার বলেছেন,—অনেক সময় বিদেহী এ পৃথিবীর দ্বারে আসে, কারণ সে নিজেই পার্থিব-মানবের কাছে কোন না কোন সহায়তার প্রত্যাশী।···হয়ত তার অশান্তির কারণ এই, যে তার মৃত-

---

to meet Jesus they went with the intention of seeing and meeting one who had departed this life, and that Jesus Himself ordered this meeting and sanctioned it...This is the Christian man's charter for communication with the spirit world granted by Jesus Himself.

Tweedale—News From the Next World.—50.

১····It is a charity in such cases for some competent person to communicate with the disturbed entity and learn his wishes, thus freeing him from the anxiety which prevents him from passing onwards.

Besant—Ancient Wisdom.—128.

দেহের সৎকার হয়নি ;...অথবা সে প্রভূত অর্থ-সম্পত্তি ফেলে গেছে, অথবা পরিজনকে অর্থাভাবের মধ্যে রেখে গেছে, হয়ত কোন পার্থিব জনকে অবহেলার জন্য অনুশোচনা বা কোন পাপের স্বীকারোক্তি ক'রে সে মনোভাব লঘু করতে চায়।[১] সে চেষ্টা ফলবতী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন,—ভুবর্লোক-বাসের প্রথম অবস্থায় বিদেহীর সঙ্গে পার্থিব মানবের আলাপ-আভাষণ কোন ক্ষতির কারণ হয় না।[২]

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সিনেটের অভিমত আরও সুস্পষ্ট। তিনি বলেন,—"শোকাতুর আত্মীয়-বন্ধু পরপার হ'তে যখন নির্ভরযোগ্য বার্তা প্রাপ্ত হন, তার সার্থকতা আছে। এমন একাধিক পরিবারের সঙ্গে আমি পরিচিত যাঁরা বিগত মহাযুদ্ধে প্রিয়জন-বিয়োগে শোকাহত হ'য়ে স্পিরিটুয়ালিস্টদের পদ্ধতি অনুসরণে সেই বিদেহী জনের সংস্পর্শ লাভ করবার পর তাঁদের শোক প্রভূত পরিমাণে উপশম হ'য়েছে। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতে অসংখ্য নরনারী স্পিরিটুয়ালিস্‌মের প্রসাদে শোক তাপে আশ্বাস লাভ করেছেন।...

"পৃথিবীর সঙ্গে পুনঃ-সম্বন্ধ সংস্থাপন অনেক স্থলেই বিদেহীর অগ্রগতির অন্তরায়,—শাস্ত্রের এই মত। কিন্তু এই 'অন্তরায়' ব্যাপারটা খুব গুরুতর ক'রে সাজিয়ে দেখান সহজ। বহু বিদেহীই স্বেচ্ছায় তাদের পারলৌকিক অগ্রগতি বিলম্বিত করতে উৎসুক যদি তার বিনিময়ে

---

১. The dead man sometimes wishes to communicate in order to unburden his mind in some way, and when this is the case, it is well that he should have the opportunity of doing so. *Leadbeater*—Other Side of Death.—446.

২. In many cases communication with the physical plane may do a man but little harm during the earliest stages of his astral life. *Ibid*—790

পৃথিবীর পরিত্যক্ত প্রিয়জনকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়।... ক্রমে একদিন ওপারে বিদেহী ও এপারে পার্থিব মানব উভয়েই অবহিত হন যে, এই আদান-প্রদান বহু-বৎসর-ব্যাপী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যোগসূত্র কোন্ ক্ষণে ছিন্ন করা প্রয়োজন তা উভয়পক্ষই যথাসময়ে অনুভব করেন, আর পার্থিব মানব তখন বিদেহীকে মুক্ত প্রাণে বিদায় দিয়ে বলেন,—'তোমার যাত্রাপথ সুগম হোক্'।"[১]

অতএব সকল অবস্থায়ই যে প্রধান প্রধান থিওজফিস্টরা বিদেহী-জনের সঙ্গে পার্থিব মানবের ভাব-বিনিময়ের বিরোধী, এ কথা বলা যায় না।

চক্রকক্ষে যে সব বিদেহী স্বপ্রকাশ হন। তাঁরা যে আমাদের আহ্বানে শশব্যস্ত হ'য়ে আগমন করেন, তা নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে,—আমরা বিদেহীকে চক্রে আবাহন ক'রে ইচ্ছামত আনতে পারি না; সে শক্তি আমাদের নাই। সহানুভূতির আকর্ষণে তাঁদের এখানে আগমন হয়। চক্রে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করি, সেই মনোভাবই তাঁর আগমনের প্রতিবন্ধক হয়।[২] যখন ইচ্ছামত আকর্ষণ করবার শক্তি আমাদের নাই, তখন 'আহ্বান মাত্রই ক্ষতিকর,'—এ কথাও বলা যায় না।

হিন্দু-শাস্ত্রে পিতৃপুরুষের নিয়মিত বার্ষিক শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির ব্যবস্থা আছে; এগুলি বহুবৎসর অনুষ্ঠিত হয়। এই শ্রাদ্ধে বিদেহী স্বজনকে

১....It is easy to exaggerate the importance of such delay...As friends pass over we shall get into the way of talking with them for a time. But both we and they, by then will have come to understand the whole situation clearly enough to refrain from an undue protraction of that sort of intercourse for a long course of years.

Sinnet—Nature's Mysteries.—150.

২. *Usborne Moore*—Glimpses of the Next State.—499.

আবাহন ক'রে আমরা তাঁর উপস্থিতি প্রার্থনা করি। সে আবাহন পার্থিব মানব ও বিদেহী উভয়ের পক্ষেই হিতকর,—হিন্দু শাস্ত্রের এই মত। তবে চক্রে কচিত-কখনো আবাহন বিদেহীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে কেন,—যদি সে আবাহন আমরা স্বার্থ-প্রলুব্ধ হ'য়ে না করি?

স্পিরিটুয়ালিস্‌মের সঙ্গে বহু বৎসর ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও—প্রবীণ বয়সে সুবিজ্ঞ কনান্‌ ডয়েল্‌ বলেছেন,—পৃথিবীর সঙ্গে (চক্রে) পুনঃসম্বন্ধ স্থাপনের ফলে বিদেহীর উর্দ্ধগতি প্রতিহত হয়, এ অভিমত কেহ কেহ করেন। সে উক্তির পোষক কণামাত্র প্রমাণ নাই। বিদেহীরা স্বয়ং তার বিপরীত কথাই বলেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে, পার্থিব প্রিয়জনের সংস্পর্শে তাঁদের সহায়তা হয়, মনে বল আসে।[১]

কেহ কেহ বলেন যে, চক্রে প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর (অর্থাৎ হীন) বিদেহী এসে উপস্থিত হয়, ও তারা নানা বিপদের সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থ এ উক্তি সমর্থন করে না।

চক্র সম্বন্ধে আর এক শ্রেণীর আপত্তি অনেকে উত্থাপন করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, চক্রের অনুষ্ঠানকারীদের অতি সত্বর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞদের মত অন্যরূপ। অর্থাৎ হিল্‌ বলেছেন,—আমি নিজেই দীর্ঘ দশবৎসর এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছি, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কয়েকজন দশ হ'তে চল্লিশ বৎসর এই কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করেছেন; আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন কোনও ব্যাপার ঘটেনি

---

১. Some people discountenance communication on the ground that is hindering the advance of the departed. There is not a tittle of evidence for this.

Doyle—The New Revelation.—135.

যার জন্য ভয়ে এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।[১] প্রবীণ লজের অভিমত এই যে,—চক্র-অনুষ্ঠানে মিডিয়ামের ক্ষতির সম্ভাবনা শুধু সেই ক্ষেত্রেই হয় যেখানে তিনি অবিশ্রান্ত এই কার্য্যে নিরত থাকেন, আর সেই অনুষ্ঠান বিদেহীর মূর্ত্তি প্রকাশ আদি স্থূলভাবে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে করা হয়। লিপি-চক্র ক্ষতিকর হয় না।[২]

লিপি-চক্র (automatic writing) প্রভৃতির অনুষ্ঠানকে হিল্ একটা অতি সাধারণ ব্যাপার ("prosaic affair") বলেই বর্ণনা করেছেন।[৩] সুপণ্ডিত মায়ার্সের সঙ্গে পঞ্চাশজন লেখক-মিডিয়ামের (automatic writer) পরিচয় ছিল। তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, এ সকল ব্যক্তির মধ্যে মাত্র তিনজনের পক্ষে চক্রের অনুষ্ঠান ক্ষতিকর হয়েছিল, এবং সেও তাদের নিজেরই অনবধানতার ফল।[৪]

যদি আমরা অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে অনবরত চক্রের অনুষ্ঠান করি, যদি শ্রান্তি, ক্লান্তি, অসুস্থতা অবহেলা ক'রে প্রতিনিয়ত এই কর্ম্মে নিয়োজিত

---

১. Nothing in their or my experience has occurred to scare them or me from the research.

Hill—Psychical Investigation—215.

২. I doubt if any harm has ever resulted from sittings for automatic writing or speaking...But there is some evidence indicating that continual sittings for physical phenomena cause an illegitimate drain on the vitality of the medium. *Lodge*—Raymond.—261.

৩. Sittings with mediums for phenomena of 'psychical order'...are quite prosaic affairs, with nothing alarming about them. *Hill*—Psychical Investigation.—215.

৪. *Ibid*—223.

থাকি, যদি চক্রের নিয়ম ও প্রণালী সম্বন্ধে অবহিত না হই তবে শুধু সাধারণ ব্যক্তি কেন, অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন মিডিয়ামও কেবল ভগ্নদেহ নয়, মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়াও বিচিত্র কি। সুপণ্ডিত লজের সতর্কতা বাণী[১]—সকলেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

১. It may be well to give a word of warning to those who find that they possess any unusual power in the psychic direction and to counsel regulated moderation in its use. Every power can be abused, and even the simple faculty of automatic writing can with the best of intentions be misapplied...moderation and common sense are required in those who try to utilize powers which neither they nor any fully understand.

Lodge—Raymond.—P. 225

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদেহীর পরিচয়

অধিকাংশ স্থলেই চক্রে বিদেহীর আবির্ভাব কোনও পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তিতে হয় না। তাঁরা থাকেন আমাদের দৃষ্টির অগোচরে, বাক্যালাপ করেন মিডিয়ামের হাতের লেখনী চালনা ক'রে অথবা মিডিয়ামের কণ্ঠ ব্যবহার ক'রে কথা ব'লে। এই অদৃশ্য বন্ধুরা চক্রে যে আত্ম-পরিচয় দেন, তার সত্যতার প্রমাণ কি? আবির্ভূত বিদেহী যে এক হীন প্রতারক নয়, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

পরলোকে হীন বা প্রতারক শ্রেণীর বিদেহী যে বাস করে না, এবং তারাও যে কখনো কখনো চক্রে এসে উপস্থিত হয় না, তা নয়। এমনি কোনও বিদেহী হয়ত রহস্যছলে একদিন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন কোন জনের নাম গ্রহণ ক'রে,—বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, আশুতোষ বা এমনি কোন পরিচয়ে—চক্রে এসে উপস্থিত হ'তে পারেন। সকল চক্রেই এমন ঘটনা সম্ভব হলেও কার্য্যতঃ খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ হতে দেখা যায়। সার্ উইলিয়াম্ ব্যারেট প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত ডাঃ হজ্‌সনের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বলেছেন,—বহু বৎসর অক্লান্তভাবে তথ্যানুসন্ধানের ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাধারণতঃ বিদেহী যে আত্ম-পরিচয় দেন তা সম্পূর্ণ সত্য।[১]

---

১. Dr. Hodgson...after many years of unremitting and critical investigation...was finally driven to the conclusion "that the chief communicators' are veridically the personalities that they claim to be.

Barret—Psychical Research.—243.

চাক্ষুষ দর্শন না পেলেও চক্রে আবির্ভূত বিদেহীর আত্ম-পরিচয় সত্য বা মিথ্যা তা নির্দ্ধারণ করবার সহজ উপায় আছে। প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে যে, মরণের পরও মানবের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তার পার্থিব জীবনের বিশিষ্ট চরিত্র ও প্রকৃতি সবই অব্যাহত থাকে।[১] তা যদি হয়, তবে পরিচিত কোনও ব্যক্তিকে তার ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চক্রকক্ষে চিনবার বাধা কি? কোনও তথাকথিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রকাশ হ'য়ে যদি হীনজনোচিত বাক্যালাপ বা অমার্জ্জিত ভাষা ব্যবহার করেন, তবে সেই আবির্ভূত বিদেহী যে প্রতারক, তা সহজেই প্রতিপাদিত হয়।

সুপণ্ডিত স্টেনটন্ মোজেস্ তাঁর Spirit Identity গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,—আত্মীয়জনের আচার-ব্যবহার ও ভাব-ভঙ্গীর মধ্যে যে-সব বিশিষ্টতা আমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য করি, বহুদিন অদর্শনের পর সেই সকলই তাঁর পরিচায়ক। অন্যের দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে না সত্য, কিন্তু আপনার জনের কাছে সেই হ'ল জাগ্রত প্রমাণ। একত্রে, এক গৃহে যার সঙ্গে বাস করেছি, তার ছোট বড় কত লক্ষণ নিয়ত চোখে পড়ে, যার তালিকা করা দুঃসাধ্য, যা সর্ব্বসাধারণের কাছে বিশ্লেষণ বা বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখান অসম্ভব, কিন্তু যা সেই ব্যক্তিতেই বারম্বার নানাভাবে প্রকাশ হ'তে দেখেছি ব'লেই সন্দেহের অতীত রূপে বলতে পারি—তিনিই এই।[২]

চক্রে বিদেহী-প্রদত্ত আত্ম-পরিচয় সত্য কি না, তা জানবার আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল,—তিনি যে বাণী বা বার্ত্তা বহন ক'রে এনেছেন, সেটি অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া সম্ভব কি না। এ সম্বন্ধে কয়েকটি

---

১. The evidence is that the whole personality survives with a character and powers similar to those displayed by the old bodily organism. *Lodge*—Phantom Walls.—229.

২. *Moses*—Spirit Identity.—47,

প্রামাণিক দৃষ্টান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ হ'তে এখানে সঙ্কলন করা হ'ল। প্রত্যেক দৃষ্টান্তেই সুস্পষ্ট দেখা যাবে যে আগন্তুক-বিদেহী কোনও ছদ্মবেশী ব্যক্তি নয়।

১। 'লুসিটানিয়া' জলযানের যেদিন মহাসমুদ্রে সমাধি হয় সেদিন সন্ধ্যায় লণ্ডনের এক চক্রকক্ষে আচার্য্য ডাউডেনের কন্যা মিসেস্ ট্রাভার্স-স্মিথ্ ও মিঃ রবিনসন এক চক্রের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন; চক্রে বাণী লিপিবদ্ধ করছিলেন এক ধর্ম্মযাজক,—রেভাঃ হিক্স্। এই তিন জনেই ছিলেন সার হিউ লেনের বন্ধু, কিন্তু সার্ হিউ যে ঐ দুর্ভাগ্য জাহাজে আমেরিকা হ'তে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন এ কথা তাঁদের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল।

সেই চক্রে বাণী এ'ল,—'সার্ হিউ লেনের সদ্গতির জন্য আপনারা প্রার্থনা করুন।' প্রশ্ন করা হ'ল,—'কে ঐ কথা বলছেন?' উত্তর এল,—'আমিই সার্ হিউ লেন।' কি অবস্থায় সেই বিরাট জলযান অতলে স্থানলাভ ক'রেছিল, তার বিস্তৃত বর্ণনা ক'রে বিদেহী লিখলেন,—'আমার কর্ম্মময় জীবনের শান্তিতেই পরিসমাপ্তি হ'ল।'

চক্রকক্ষের সম্মুখে সদর রাস্তায় ঠিক ঐ সময়ে সংবাদপত্র-বিক্রেতা সান্ধ্য-সংস্করণ পত্র নিয়ে বাহির হয়েছিল। সেই সংবাদপত্র একখানি এনে তখন বিস্ময়ে সকলে দেখলেন, জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে সার্ হিউ লেন্ অন্যতম।[১]

২। প্রিন্স্ উইটেন্স্টেন্ বর্ণনা করেছেন,—"আমার এক বন্ধু কয়েক মাস হ'ল পরলোকগত হয়েছেন; তাঁর সম্বন্ধে কোন চিন্তাই ইতিমধ্যে আমার মনে স্থান পায়নি। তবুও এক মিডিয়ামকে প্রভাবিত

---

১. *Barret*—On the Threshold of the Unseen.—186.

ক'রে তিনি আমায় অনুরোধ ক'রে বললেন যে, তাঁর উইলখানি কয়েকজন অসৎ ব্যক্তি একস্থানে গোপন ক'রেছে, আর আমি যেন যেই স্থানটি তাঁর পরিজনদের কাছে প্রকাশ ক'রে দিই। যে ঘরে এই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছিল সেইখানে একটি পাত্রাধারের মধ্যে উইলখানি গোপন করা হয়েছিল, ব'লে বিদেহী নির্দ্দেশ করেছিলেন। অন্বেষণ ক'রে সেখান হ'তেই ঐ কাগজখানি খুঁজে পাওয়া গেল। বন্ধুর পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করবার জন্য উইলখানি অত্যাবশ্যকীয় ব'লে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এটি অনুসন্ধান করছিলেন ; এ কথা আমি পূর্ব্বে কিন্তু কিছুই জানতাম না।"[১]

৩। ইংলণ্ডের সন্নিহিত আইল্ অফ্ ওয়াইটে কোনো চক্রকক্ষে ইং ১৮৭৪ সালে এক বিদেহী প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর নাম এব্রাহাম্ ফ্লরেনটিন্, যে তিনি ১৮১২ সালে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আর সম্প্রতি ৫ই আগষ্ট তারিখে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুক্লিন্ সহরে ৮৩ বৎসর ১ মাস ১৭ দিন বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে।···সেই ব্যক্তির নাম, বা তাঁর কথিত বিবরণের সঙ্গে সেই চক্রে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিরই পরিচয় ছিল না।

আমেরিকায় অতঃপর অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল যে সেই ৫ই আগষ্ট তারিখে ব্রুক্লিন্ সহরে সত্যই এব্রাহাম্ ফ্লরেন্টিন্ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ও সেই বিদেহীর প্রকাশিত আর সব কথাও সত্য, তবে মৃত্যুর দিন তার বয়স ৮১ বৎসর ১ মাস ১৭ দিন না হ'য়ে, ৮১ বৎসর ১ মাস ২৭ দিন ছিল।[২]

৪। সার আর্থার কনান্ ডয়েল্ তাঁর অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ সময়ের এক

---

১. *Flammarion*—Death and its Mysteries.—III—92.

২. *Hill*—Spiritualism.—64.

চক্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—"সেই চক্রে মিডিয়ামের কণ্ঠ ব্যবহার ক'রে এক বিদেহী মর্স (J. Morse) এই নামে আত্ম-পরিচয় দিলেন। মর্স ছিলেন স্পিরিটুয়ালিস্‌মের একজন অগ্রদূত। তাঁকে প্রশ্ন করলাম,—'যদি সত্যই আপনি মিঃ মর্স, তবে বলুন ত, আপনার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ কোথায় হ'য়েছিল?' উত্তব হ'ল—'লণ্ডনের লাইট পত্রিকার আপিসে নয় কি?' আমি বল্লাম,—'তা ত নয়। আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় যখন আপনি আমার স্থলে শেফিল্ডের বিরাট জনসভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন।' উত্তর হ'ল,—'তাই হবে, এপারে আমাদের কখনো কখনো স্মৃতি-বিভ্রম হয়।'

"কিন্তু তিনি পূর্ব্বে যে কথা বলেছিলেন, তাই ঠিক। সেই চক্রের অধিবেশন সমাপ্ত হবার পর আমি ও আমার পত্নী উভয়েরই স্মরণ হয়েছিল যে শেফিল্ডের ঐ সভার অন্ততঃ এক বৎসর -পরে 'লাইট্' আপিসের গৃহ হ'তে বাহিরে আসবার সময় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ ও কিছু বাক্যালাপও হ'য়েছিল।"[১]

৫। এটলাণ্টিক মহাসাগরে ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে তখনকার দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলযান 'টাইটানিকে'র অতর্কিত সমাধি হয়। তার বহু যাত্রীর মধ্যে একজন ছিলেন, মহামতি ষ্টেড্ (W. T. Stead)। সাগর তাঁর দেহকে অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রেছিল।

ষ্টেডের কন্যা বলেছেন,—"মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে পিতার আবির্ভাব হ'ল 'জুলিয়ার বুরো' গৃহের অন্তর্কক্ষে, উপরের ঘরে। জীবিতকালে এই গৃহে ব'সে কতবার তিনি ভাবী-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন, পূর্ব্বগামী প্রিয়জনের সঙ্গে এখানে ব'সেই বাক্যালাপ করেছেন। আজ

---

১. *Doyle* – Wanderings of a Spiritualist. – 148

সেই কক্ষে সঙ্ঘনেতা তিনি স্বয়ং আগন্তুক হ'য়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরই প্রতীক্ষায় সেখানে কয়েকজন উদগ্রীব হ'য়ে ব'সে প্রার্থনা করছিলেন। তাঁদের সবার সমক্ষে তিনি আপনার মুখাবয়ব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করলেন, যেন কেহই তাঁর দর্শনে বঞ্চিত না হয়। তারপর ধীরে ধীরে সেই মুখখানি যখন আঁধারের কোলে অদৃশ্য হ'ল, গৃহটি পূর্ণ ক'রে তাঁর স্বর ধ্বনিত হ'য়েছিল,—'যা কিছু তোমাদের ইতিপূর্ব্বে বলেছি, সবই সত্য।"[১]

* * * * *

মরণের সিংহদ্বার অতিক্রমের পর ক'রে চৈতন্যময় মানব ওপারের বাসভূমিতে প্রবেশ ক'রে সেইখানেই কিছুকাল যাপন করেন। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু,—অগ্রগামী সকলেই সেইস্থানে সমবেত হন। কত করুণার্দ্র চিত্ত নিয়ে, কত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম ক'রে তাঁরা সাময়িক ভাবে এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, শোকার্ত্ত আত্মীয় বন্ধুকে আশীর্ব্বাণী জ্ঞাপন করেন,—তা আমাদের ধারণারও অতীত। ধরার সকল স্মৃতি, সব স্নেহ-বন্ধন তাঁদের এক দিনেই ছিন্ন হয় না।

"বহুমানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখ-দুঃখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা—
সুন্দর ধরাতল"—[২]

---

১. *Estelle Stead*—My Father.—344.
২. রবীন্দ্রনাথ

কখনো পূর্ণ চেতনায়, কখনো বা অবচেতন মনের সহায়তায় তাঁদের এই জীবন-নদীর অপর কূলে অবিচ্ছিন্ন স্নেহের ডোরে আকর্ষণ করে। মিলন ক্ষণ-স্থায়ী হয়, কিন্তু তার সার্থকতার তুলনা হয় না। সে মিলন পার্থিব মানবকে দেহাত্মবোধের নাগপাশ হ'তে মুক্ত ক'রে তার ভবিষ্যতের পথ সুগম ক'রে দেয়। .

উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধতর লোকের যাত্রী তাঁরা। তাঁদের অগ্রগতি জয়যুক্ত হোক!

দ্বিতীয় অংশ

—প্রত্যক্ষানুভূতি—

প্রথম অধ্যায়

কৈশোরের অভিজ্ঞতা

মৃত্যুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কিশোর বয়সে। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হবার পর মনে পড়ে পরপারের পথে প্রথম যাত্রা করলেন—প্রিয়-দর্শন, দেবকান্তি মাতামহ। সুদূর অযোধ্যার প্রান্তে কোনও এক স্বাস্থ্যকর স্থানে জীবনের শেষ কয় মাস তিনি যাপন করেছিলেন; সেখান হতেই একখানি পত্র তাঁর মৃত্যু-সংবাদ বহন ক'রে এনেছিল। মাতৃদেবীর চক্ষে সেদিন অশ্রান্ত অশ্রুধারা বর্ষিত হ'ল। আমারও অন্তরে একটা সুগভীর শূন্যতা, একটা তিক্ত অভাব ও দুঃখ বোধ হয়েছিল সত্য; কিন্তু মরণের নির্ম্মম স্পর্শ সে ঘটনায় যে প্রকৃতই অনুভব ক'রেছিলাম, তা স্মরণ হয় না।

কিছুদিন পরে আমার স্নেহময়ী কাকীমা তাঁর পিতার বাসভবনে দেহরক্ষা করলেন। সপ্তাহ-শেষে যখন আমার সমবয়সী ভাই—হরেন্দ্র উত্তরীয় অঙ্গে নিয়ে, বিশুষ্ক মুখে, নগ্নপদে আমাদের আপন গৃহে ফিরে এলেন, তখন অতি নিকটেই যেন দণ্ডপাণির করাল মূর্ত্তির দর্শন লাভ করলাম।

তারপর হ'ল মৃত্যু-দেবতার সংগে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়। বৎসর পূর্ণ হ'ল না, কাকা মহাশয় নিজেও পরপারে যাত্রা করলেন। স্বচক্ষে দেখলাম তাঁর দেহ ক্রমশঃ অসাড় হ'ল, চক্ষু নিষ্পলক, মুখ বিবর্ণ। আত্মীয়জনে সেই প্রাণহীন দেহটি কষ্টে বহন করে নিয়ে বাড়ির বাহিরে চলে গেলেন। এক প্রহর পূর্বেও যিনি সজ্ঞানে মৃদুস্বরে প্রিয়জনের সংগে বাক্যালাপ ক'রেছেন, শিলার মত জড় অবস্থায় ভাগীরথী তীরে তাঁর শেষ যাত্রা হ'ল।

আমার দাদা যখন কলেজের ছাত্র, আমি সে সময় স্কুলের (সেকালের) দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছি। দাদার সযত্নে-সাজানো পাঠ্য-পুস্তকের এক প্রান্তে প্রায়ই একখানি বই দেখতাম, তার নাম তখন অদ্ভুত বলেই মনে হ'ত,—"Posthumous Humanity"। এক দিন অভিধান খুলে "Posthumous" কথার অর্থ দেখে নিয়েছিলাম। অন্যের অজ্ঞাতে এই গ্রন্থের সহজ কতক অংশ (যেগুলি গল্পের মত ছিল, মনে হয়) পাঠ করলাম। তার অনেক কথাই বোঝবার মত জ্ঞান বা বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। আভাসে বুঝলাম গ্রন্থকার বল্‌ছেন,—মরণের পরও মানবের কোন না কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে, আর সে অস্তিত্বের প্রকাশও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

পিতা ছিলেন সংস্কৃত-সাহিত্য ও শাস্ত্রে অনুরাগী। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে তাঁর কাছে ব'সে চণ্ডী ও গীতার বিভিন্ন অংশ আবৃত্তি করতে হ'ত। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি···" "বাসাংসি জীর্ণানি···" প্রভৃতি কয়েকটি স্থান তিনি অনেক সময় নিজেই বইখানি খুলে আমার হাতে দিতেন; আমিও এই সব অংশের ছন্দ ও ধ্বনির মাধুর্যে মুগ্ধ হ'য়ে বারে বারে সেইগুলি আবৃত্তি করতাম। রাত্রে শয়নের পর ঘুম হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক এক দিন মনের কোন্ গহীন স্থানে বড়

আন্দোলন উপস্থিত হ'ত। কে যেন অন্তর থেকে ব'লে উঠ্‌তো ;—"না, না ; যাঁদের হারিয়েছি, যাঁরা এখান হ'তে বিদায় নিয়ে চ'লে গেছেন, তাঁরা কোথাও না কোথাও অবশ্যই আছেন। আবার একদিন নিশ্চিত তাঁদের দর্শন পাব।"

আমার দুই অগ্রজ অনেক সময় বাড়ীতে ব'সে বন্ধুদের সংগে আলোচনা ক'রেছেন শুনেছি,—একাগ্র হ'য়ে মৃত আত্মীয়-জনকে স্মরণ ক'রলে তাঁরা সত্য সত্যই এসে পৃথিবীতে উপস্থিত হন, বাক্যালাপ করেন। এ সব শুনে মনের মধ্যে বড় কৌতূহল জন্মাত। আমাদের মত ছোটদের আহ্বান, অন্তরের আকুলতা কি তাঁদের স্পর্শ করে না ?

আমাদের বাহির-বাড়ীতে তখন এক সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন,—নাম কেদার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে একদিন মনের কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বলেছিলাম। তিনি সহজেই এ বিষয়ে উৎসাহী হলেন। তাঁরই প্রসাদে এক শীতের সন্ধ্যায় আমাদের পাঠগৃহের দুয়ার বন্ধ ক'রে একটি অনাড়ম্বর চক্রের অনুষ্ঠান হ'ল।

আমরা দুই সমবয়স্ক ভাই (হরেন্দ্র আর আমি) সেই ব্রাহ্মণের কথামত পড়ার টেবিলের দুই পার্শ্বে ব'সে কিশোর বয়সের একান্ত আকুলতায় আমাদের হারানো আত্মীয়গণকে স্মরণ করেছিলাম। ব্রাহ্মণ একটি গানের দু-চার চরণ সুর ক'রে মৃদুকণ্ঠে গাইতে লাগলেন ; মনে হয়, সংস্কৃত কোন স্তোত্রও যেন আবৃত্তি করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বেশ একটু তন্দ্রা বোধ হ'ল। হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে চেয়ে দেখি, হরেন্দ্র ইতিমধ্যেই কখন টেবিলের উপর মুখ রেখে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন !

ব্রাহ্মণ হরেন্দ্রকে জাগাবার কোন চেষ্টা না ক'রে সস্নেহে তার মাথাটি স্পর্শ করলেন। সেই ঘুমন্ত অবস্থায় যখন তার হাত টেবিলের উপরেই কাঁপতে আরম্ভ হ'ল, তখন ব্রাহ্মণ সেই হাতে একটি পেনসিল দিয়ে

তার নীচে একখানি সাদা কাগজ রাখলেন। দু-একটা অস্পষ্ট অক্ষর লেখার পর অচেতন হরেন্দ্রর হাত দিয়ে সেই কাগজে বেশ পরিষ্কার অক্ষরে লেখা বাহির হ'ল—"যোগেন্দ্রনাথ মিত্র" (হরেন্দ্রর পিতার নাম)।

আমার বুকের ভিতর সশব্দে আলোড়ন হ'তে লাগলো। ভয়, বিস্ময়, সম্ভ্রম,—একই সময়ে এই সব বিভিন্ন ভাব বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতই মনের মধ্যে চলাচল ক'রতে আরম্ভ হ'য়েছিল। ঠিক এরূপ ঘটনার জন্য যে প্রস্তুত ছিলাম, তা নয়। ফলাফল সম্পূর্ণ বিবেচনা না ক'রেই, মানসিক একটা উত্তেজনার বশে, এ কাজে অগ্রসর হ'য়েছিলাম। অতঃপর কি করণীয়, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তখন ছিল না। অন্য সকলের অজ্ঞাতে আমরা দুই সমবয়সী ভাই এই কাজের নিভৃত অনুষ্ঠানের প্রথম যে অভিসন্ধি করেছিলাম, তা যে সফল হয়নি, এ তখন সৌভাগ্য বলেই মনে হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না ক'রে আরও দু'এক চরণ গান বা স্তোত্র আবৃত্তি করলেন; হয়ত বা কোনো প্রশ্নও করেছিলেন,— ঠিক সে-সব কথা এখন স্মরণ হয় না। কিন্তু তারপর হরেন্দ্রর কম্পমান হাত দিয়ে কাকাবাবুর নামের পর লেখা হ'ল,—"আমি ভাল আছি।"

আরও বিস্ময়! যিনি দীর্ঘদিন রোগ ভোগান্তে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে মাত্র অল্পকাল পূর্ব্বে বিশীর্ণ ম্লান দেহে বিদায় গ্রহণ করেছেন, যাঁর দেহের চিহ্নমাত্র কোথাও বর্ত্তমান নাই, সত্য কি দুটি- উন্মুখ বালকের কাতর আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন? সত্য কি কোথাও তাঁর অস্তিত্ব আছে? সেই দুরারোগ্য ব্যাধি (পক্ষাঘাত) হ'তে তিনি কি সত্যই আজ নির্ম্মুক্ত? যদি এ গৃহে তাঁর আগমন সম্ভব হ'ল, তবে দৃশ্যমান কোনও মূর্ত্তিতে তাঁর প্রকাশ হবার বাধা হ'ল কেন?

সে-দিনের চক্রে আরও কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান

হয়েছিল, তার সব কথা মনে পড়ে না। তবে এই কথা বেশ মনে আছে, আমাদের অনাত্মীয় কোনও এক জনের নামও সেই কাগজে লেখা হ'য়েছিল, আর শেষের দিকে, ইংরাজী ভাষায়ও কয়েকটা উত্তর লেখা হয়েছিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ বললেন,—"আজ আর নয়।"

সেই শীতের রাত্রে কয়েকবার চোখে মুখে জলের ছিটা দেওয়ার পর হরেন্দ্র সচেতন হলেন। উঠে ব'সে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে বললেন,—"বড় ঘুম এসেছিল; বেশীক্ষণ ঘুমিয়েছি কি?" এতক্ষণ তাঁকেই অবলম্বন ক'রে এখানে যে সব ব্যাপার সংঘটিত হ'য়েছিল, সে বিষয়ে কোন সংবাদ তাঁর আবিষ্ট মনকে স্পর্শও করেনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূর্ত্তিদর্শন

আমাদের সেই রাত্রের কাহিনী, হয়ত একটু অতিরঞ্জিত হ'য়ে, বাড়ীর অপর সকলের, এমন কি শেষে পিতৃদেবেরও কাণে উঠেছিল। অতঃপর গুরুজনদের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে ছাত্রজীবনে আর কোন চক্রের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু বাড়ীতে আমাদের নব-লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোচনা কালে মাতা ঠাকুরাণী কোন দ্বিধা না রেখে মুক্ত-কণ্ঠেই বলেছিলেন,—"এ আর এমন অসম্ভব কথা কি বাছা? মরণের পর মানুষ স-শরীরেও পৃথিবীতে এসে আপন-জনকে সময়-মত দেখা দিয়ে যায়। ছোটবাবু (আমার কাকা) চ'লে যাবার কদিন আগেই তাঁর ঘরে ত' আমরা সবাই ছোট-বৌয়ের (কাকীমার) আসা-যাওয়া দু-তিন বার দেখেছি।"

অল্পদিন পরে বাড়িতে আমার জ্ঞানেই এমনি আর একটি মূর্ত্তি প্রকাশ হয়েছিল। বিভিন্ন বয়সের তিন জন পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তিটি দেখেছিলেন।

আমার সেজদিদির প্রথম সন্তান হবার পর একদিন সন্ধ্যায় তিনি সূতিকাগৃহে পিতামহীর সঙ্গে গল্প করছেন, আর পাশেই ধাত্রী প্রদীপের কাছে ব'সে নবজাত শিশুর পরিচর্য্যা করছে, এমন সময় খোলা জানালার নিকটে একটি পরিচিত মূর্ত্তি দেখে পিতামহী যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই স্থির-দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়েছিলেন। সেজদিদি মুখ ফিরিয়ে সেই মূর্ত্তির আপাদমস্তক দেখা মাত্র—"মামাবাবু"—ব'লে যখন চীৎকার করে উঠলেন,

তখন ধাত্রীও সে মূর্ত্তিটিকে স্পষ্টই দেখেছিল। সেই মূর্ত্তি আমার মাতুলের। এ ঘটনার দু-তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। মূর্ত্তি প্রকাশ হবার পরদিনই নবজাত শিশুটির মৃত্যু ঘটেছিল।

মূর্ত্তি-দর্শন সম্বন্ধে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে উল্লেখ করি :—

প্রথম যৌবনে পিতাকে হারিয়েছিলাম। তখন আমার বিংশতি বৎসর বয়সও পূর্ণ হয়নি। যে গৃহে পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক মাস যাবৎ রোগ-শয্যায় যাপন করেছিলেন, অশৌচকালে সেই গৃহেই ভূমিশয্যায় আমরা কয় ভাই শয়ন করতাম। তখনও আমার ছাত্র-জীবন অবসান হয়নি। অবসন্ন, ভারাক্রান্ত মনে, কর্ম্ম-জগতে কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে জীবন-যাত্রায় অগ্রসর হব, এই অমীমাংসিত কূট প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে সেই শয্যায় শুয়ে বহু অনিদ্র রাত্রিই যাপন করেছি। শেষরাত্রে সাধারণতঃ বেশ সজাগই থাকতাম।

অশৌচান্তের সপ্তাহকাল পূর্ব্বে এক রাত্রি-শেষে ঊষার পূর্ব্বক্ষণে শয্যাপ্রান্তে শুয়ে আমার দৃষ্টি প'ড়েছিল খোলা দরজার সংলগ্ন অপর একটি ঘরের দিকে। ঐ ঘরেই পিতা সুস্থ অবস্থায় বাস করতেন। বেশ মনে আছে, এই রাত্রিশেষে সেই ঘরের সম্মুখে,—স্বপ্ন নয়, স্পষ্টই দেখলাম,—পিতার স্মিত প্রসন্ন মুখ। তাঁর দেহ হ'তে ব্যাধির সকল চিহ্ন, সমস্ত ম্লানিমা বিদূরিত হয়ে গেছে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে ঈষৎ ঊর্দ্ধে তুলে, তিনি আমায় সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করলেন। সেই দেদীপ্যমান মূর্ত্তি আজ অষ্টত্রিংশ বৎসর পরেও যেন সদ্য-দৃষ্ট বলে মনে হয়। তাঁর তখনকার প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন সেই প্রসারিত অভয় করের আশিস্ ভঙ্গী আমার মনের মধ্যে যে সুগভীর রেখাপাত করেছিল, তা আজও এই চিত্তপটে, নূতন আঁকা চিত্রের মত অমর হ'য়ে আছে।

জীবনে আরও একদিন,—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে—এমনি আর একটি মূর্ত্তি দর্শন করবার অসামান্য সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

তখন আমি কর্ম্মসূত্রে বিদেশে একাকী বাস করি। হঠাৎ এক রাত্রে হৃৎপিণ্ডের কঠিন পীড়ার আক্রমণ হ'ল। এত দারুণ প্রাণান্তকর স্পন্দন যে, সে যেন দেহবন্ধন হ'তে মুক্তির পূর্ব্বাভাষ। বৃন্ত হ'তে ফল যখন খ'সে পড়ে, তখন শাখার সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ যেমন ক্ষীণ হ'য়ে যায়, পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধও তখন ক্ষণে ক্ষণে তেমনি শিথিল বলেই মনে হয়েছিল। দুই হাত বুকের উপর রেখে মন-প্রাণে তখন ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করেছি, চোখের জলে আবাহন ক'রেছি; বার বার প্রার্থনা করেছি,—"পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

কি ভাবে সে রাত্রি অতিবাহিত হয়েছিল, সেই অর্দ্ধ অচেতন অবস্থার সকল কথা স্মরণ নেই। কিন্তু এইটুকু বেশ স্পষ্ট মনে আছে, এবং এ অসংশয়িত সত্য, যে কোন এক ক্ষণে আমার অতি নিকটেই দেখলাম এক অপার্থিব বহু-পরিচিত, চির আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি, যাঁর নাম স্মরণ হলে সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়। তাঁর হাতে ছিল সুরভি চরণামৃত। সেই অমৃত তিনি আমায় কৃপাহস্তে পরিবেশন করলেন, আমিও তৃষ্ণার্ত্তের মত তা' প্রাণভরে পান করলাম। পরদিন প্রভাতে সত্যই সে যাতনার চিহ্নমাত্র ছিল না।

গৃহে, পারিবারিক চক্রে, বিদেহী প্রিয়জনের মূর্ত্তি দর্শন আমাদের ভাগ্যে দুই একবার মাত্র হয়েছে। তখন (ইং ১৯৩৯ সালে) সন্ধ্যার পর প্রায়ান্ধকার ঘরে আমাদের চক্রের অনুষ্ঠান হ'ত। একবার চক্রে কিশোর দৌহিত্র সুপ্রকাশ কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থায় টেবিলের পাশে সৌম্যমূর্ত্তি, নাতিদীর্ঘ, স্থূলকায় আমার শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত মূর্ত্তি দর্শন ক'রে, তখনই সেই মূর্ত্তির বিস্তৃত বর্ণনা করেছিল। তাঁর অঙ্গের

যে পরিচ্ছদ সে বর্ণনা করেছিল, তাও একেবারে অভ্রান্ত তাঁর যৌবনের নিয়মিত পরিধৃত পরিচ্ছদ, যদিও এ বালক জীবনে কোথাও তা দেখেনি।

আমার পত্নীও এই সব চক্রে কখনো কখনো বিদেহীর অস্ফুট ছায়া দর্শন করেছেন। কয়েকবার চক্রে দু-একজন বিদেহীকে প্রশ্ন করেছি, আরও পরিস্ফুট হ'য়ে, আমাদের সবার দর্শন-যোগ্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ হবার বাধা কি? কেহ উত্তর দিয়েছেন,—"শক্তি কম"; কেহ বলেছেন,— "এখনো সময় হয়নি।"

মাতুল শ্রীযুক্ত চিত্ততোষ বসু এক সময়ে বন্ধু-বান্ধবকে সংগে নিয়ে বহু চক্রের অধিবেশন করতেন। এই সব চক্রে নানা অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের বিস্মিত ক'রে বিদেহী কতবার স্থান হ'তে স্থানান্তরে দ্রব্যাদির অপসারণ ক'রে আপনার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্য-প্রদেশ হ'তে দুটি যুবা বন্ধু এসে একদিন চিত্ততোষবাবুর সংগে চক্রে বসেছিলেন। সেদিন সবার ইচ্ছায় বিদেহী আত্মীয় "লালচাঁদ" বাবুকে স্মরণ ক'রে প্রার্থনা হয়েছিল, যেন তিনি মূর্ত্তি ধ'রে আবির্ভূত হন। পার্থিব জীবনে লালচাঁদবাবু ছিলেন শক্তিমান, দৃঢ়চরিত্র পুরুষ, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয়ী।

প্রার্থনা ক'রে সকলে স্থির হয়ে বসবার কিছু পরেই ঘরের প্রান্তে একটা স্বল্প জ্যোতির্ম্ময় ধূমের মত পদার্থ প্রকাশ হ'ল। ক্রমে তার আকার মানবদেহের মত দীর্ঘ হ'য়ে যখন সেটি গৃহমধ্যে সঞ্চরণ আরম্ভ করেছিল, তখন চক্রে অনভিজ্ঞ নবাগত দুটি যুবা সভয়ে ঘর হ'তে উদ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলেন।

এখানে বলা সংগত যে, সম্পূর্ণরূপে পরলোকে-বিশ্বাসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন এ সব চক্রে আর কারও থাকা উচিত নয়। স্নায়ু-বিকার-গ্রস্ত ও দুর্ব্বল প্রকৃতি লোকের পক্ষে এস্থান একেবারেই পরিত্যজ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

শোকাহতের অন্বেষণ

পরিণত জীবনে, কর্ম্ম হ'তে অবসর লাভ করবার পর, যখন গৃহে ফিরলাম, তার মাত্র এক বৎসর পরে অতর্কিতরূপে যে মর্ম্মভেদী আঘাত পেয়েছি,—তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বিধাতা তাঁর অনন্ত করুণায় যে দুটি রত্ন আমাদের দান করেছিলেন, কন্যারূপী সেই রত্নের একটিকে—কনিষ্ঠা "রমা"কে—একদিন সহসা তিনিই আবার তাঁর পরমধামে আকর্ষণ ক'রে নিলেন।

রমার বিদায়ের পর তার মাতা, পিতা, ভগ্নী বারম্বার ভগচ্চরণে প্রার্থনা করেছে সেই হারাণোজনের পুনর্দ্দর্শন, একবার—অন্ততঃ একটি-বারের জন্যও, সাময়িকভাবে পুনর্ম্মিলন, অল্প দুই-একটা কথার বিনিময়,—"কেমন আছ? কোথা আছ? পূর্ব্বগামীদের দর্শন পেয়েছ কি? ইহলোকের কোনও চিন্তায়,—তোমার পরিত্যক্ত শিশুদের চিন্তায়,—ব্যথা পাও কি?"

গৃহে এই সময়ে কয়েকটি পারিবারিক চক্রের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল, সেগুলি কিন্তু সফল হয়নি। হয়ত ঐ সময়ে আমাদের অন্তরের অত্যধিক আকুলতাই তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের অন্তরায় হয়েছিল।[১]

---

১. A great desire to see any particular spirit sets up a barrier which usually prevents their making themselves known.

Usborne Moore—Glimpses of the Next State.—501.

তখন বহুদিন সকালে-সন্ধ্যায় অনুসন্ধান ক'রেছি, পরিচিত অপরিচিত কতজনের কাছে সংবাদ নিয়েছি,—বিদেহীর সঙ্গে পুনঃ সম্বন্ধ সংস্থাপনে সহায়তা ক'রতে পারেন, এমন শক্তিশালী মানুষ এই বিস্তৃত নগরীর মধ্যে কোথাও কেহ আছেন কি না। মৃত্যু, বিরহ, বেদনা প্রতি গৃহেই অকরুণ আধিপত্য বিস্তৃত ক'রে রেখেছে,—কিন্তু মরণের ওপার হ'তেও যে বিদেহী জনের সাড়া পাওয়া যায়, এ কথা কয়জনই বা বিশ্বাস করে? বহুজনেই আমাদের শোকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, কিন্তু মিলনের পথ যে অসংশয়ে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, এই মত প্রকাশ ক'রে আমাদের নিরুৎসাহ করেছেন। তবুও দীর্ঘ দিন সম্ভব অসম্ভব নানাস্থানে সংবাদ নিয়েছি,—কে আমাদের দগ্ধ প্রাণে একটুও শান্তিবারি সিঞ্চন করতে পারে।

বর্ত্তমান দিনে দুটি সুপরিচিত নাম এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক জিজ্ঞাসু বঙ্গ-সন্তানের মনে প্রথমেই জেগে ওঠে,—সেন-জায়া[১] ও ঘোষ মহাশয়।[২] শুনেছি, উভয়েরই শক্তি অসামান্য। তাঁদেরই একজনের শরণাপন্ন হবার জন্য কয়েকবার প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু উভয়েই বয়োবৃদ্ধ, তাই সংকোচে অগ্রবর্ত্তী হবার বাসনা ত্যাগ করেছি। নিত্যই চিন্তা করেছি, অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিধর কোন প্রৌঢ় বা যুবা মিডিয়াম্ কি এ দেশে নাই, যাঁর কাছে বিনা কুণ্ঠায় উপস্থিত হ'তে পারি? এই বিশাল মরুভূমিতুল্য মহানগরীতে কে কার সংবাদ রাখে?

ঘটনাক্রমে এক শুভাকাঙ্ক্ষীর কৃপায় সংবাদ পেয়েছিলাম, মধ্য-কলিকাতায় কোনও গৃহস্থের এক বধূ প্লান্চেট্ সাহায্যে বিদেহী-মানবের সঙ্গে সত্যই সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। গৃহকর্ত্তার অনুমতি লাভ করবার পর যেদিন সস্ত্রীক তাঁদের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম, দেখলাম

১. ৺বঙ্কিমচন্দ্র সেনের পত্নী। ২. শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ।

সেই বধূটির শরীর অসুস্থ। বিফল হয়ে ফিরে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, তখন শুনলাম, তাঁদেরই এক নিকট-আত্মীয় (ছাত্র) গৃহে চক্রের অধিবেশনে দু-একবার সামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেই যুবার সঙ্গে ব'সেই সেদিন চক্রের অনুষ্ঠান করা স্থির হ'ল।

আমাদের পরলোকগত কন্যার নাম প্রভৃতি এই ছাত্রটির জানবার কোন কারণ ছিল না। আমরাও তার সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। সে সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় তার আত্মীয়ের অনুরোধে আমাদের সঙ্গে চক্রে যোগদান ক'রেছিল।

কোনও মন্ত্র স্তুতি, উচ্চারিত প্রার্থনা বা আবাহন সঙ্গীত না ক'রেই এই চক্র আরম্ভ হ'ল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই একখানি সাদা বড় কাগজের উপরে প্লানচেট্ একটু অনির্দ্দিষ্ট ঘুরবার পর লেখা হ'ল ;—"মা", আর তারপর বেশ পরিষ্কার ও বড় অক্ষরে লেখা হ'ল ;— "রমা"। আমাদের উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হ'ল। লেখা যে ঠিক, চোখের ভ্রম নয়, উভয়েই কাগজখানি পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলাম। তখন রমার মা প্রশ্ন করলেন,—"কেমন আছ, রমা ?" তৎক্ষণাৎ অতি সুস্পষ্ট অক্ষরে উত্তর লেখা হ'ল,—"ভাল।"

প্রশ্ন। তোমার ছেলে বা মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবে ?

উত্তর। নন্দিতা (রমার পাঁচ বছরের কন্যার নাম যে "নন্দিতা" এ কথা সে বাড়ীর কোন ব্যক্তিরই জানা সম্ভব ছিল না)।

প্রশ্ন। নন্দিতার স্বাস্থ্যের কথা কিছু বলবে ?

উত্তর। (প্লানচেট্ নিশ্চল)

প্রশ্ন। তার লেখাপড়া বা অন্য কিছুর কথা বলবে ?

উত্তর। বাবা, মা, দিদি দেখো।

সে কোথায় আছে, তার স্বামীর সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় কি-না ও

আরও দু-চারটি প্রশ্ন করায় কতকগুলি অস্পষ্ট লেখা বাহির হয়েছিল। আধঘন্টা-ব্যাপী চক্রে সেদিন আর অধিক কিছু পাওয়া গেল না। সেই ছাত্র-মিডিয়াম অল্পশক্তি, দেহত্যাগের পর রমারও এই প্রথমবার পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ,[১] আর তার পিতা-মাতাও তখন অসহ দুঃখে একান্ত কাতর; হয়ত এই তিন কারণের সংযোগ হওয়ায় সেদিনের চক্রে আর অধিক বাক্যালাপ সম্ভব হয় নি। কিন্তু নিঃসন্দেহ মনে উভয়ে গৃহে ফিরে ছিলাম, আজ তার সাক্ষাৎ পেয়েছি; মৃত্যু-পারাবার পার হ'তে সে সত্যই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। এইটুকুই যে শোকাহত অন্তরের পক্ষে কতখানি সান্ত্বনা বহন করে, তা ভুক্ত-ভোগীরাই শুধু জানেন।

কয়দিন পরে আমার সহধর্ম্মিণী পুনরায় ঐ স্থানে গিয়ে সেই শক্তিমতী বধূটির সঙ্গে প্লান্‌চেট্‌ সাহায্যে আর একটি চক্রের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এ-দিনে কাগজে প্রথম নাম লেখা হ'য়েছিল,—"অর্পণা"। তিনি কে, এই প্রশ্ন ক'রায় কাগজে উত্তর লেখা হ'ল,—"আপনার ঠাকুমার পরিচিত।"...তাঁকে দুই-চার কথায় বিদায় দিবার পর দ্বিতীয় নাম লেখা হ'ল,—"সুধা"। (সুধা আমার ভগ্নীর স্বর্গতা কন্যা। সে আমার পত্নীর সমবয়সী, তাই উভয়ের মধ্যে বড় প্রীতি ও সখ্যের বন্ধন ছিল। পরলোকে সুধা রমার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তার নাম বা পরিচয় ঐ বাড়ীর কোন ব্যক্তিরই জানা সম্ভব ছিল না। আমার পত্নীও সেদিন চক্রে সুধার আবির্ভাব প্রত্যাশা করেন নি, অথবা তাকে স্মরণও করেন নি।)

---

১. A discarnate spirit has to learn all over again to control a living organism.

Hyslop—Psychical Research.—131.

সুধী নামের পর সেই কাগজে লেখা হ'ল—"মামীমা, তোমাদের কথা জানি ; বড্ড কষ্ট হয়। তোমায় কত কথা ভাই বলবার আছে।"

প্র। তোমার সঙ্গে কি রমার দেখা হয় ?

উ। মাঝে মাঝে।

প্র। সে কেমন আছে ?

উ। খুব ভাল।

সুধার সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের পর রমাকে প্রশ্ন করা হ'ল :—

প্র। রমা এসেছ, কেমন আছ মা ?

উ। মা, তুমি এত কষ্ট পাও কেন ? আমি খুব ভাল আছি।

প্র। তোমার ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবে ?

উ। তোমার কাছে ওদের রেখ।

প্র। তাদের জন্য কি বড় ভাবছ ?

উ। আমি কেন ভাববো, বলনা মা।

প্র। তোমার বাবাকে বা দিদিকে কিছু বলবে ?

উ। বাবাকে দেখ ; দিদিকে কাছে কাছে রেখ।

অন্য কয়েকটি প্রশ্নের পর শেষ প্রশ্ন করা হ'ল :—এখন যাই, আবার আসবো কি ?

উ। এসো, কিন্তু কষ্ট ক'রনা মা ; আজ আসি।

এই বাক্যালাপের প্রত্যেকটি উত্তরের মধ্যে যে-রমা আমাদের কন্যারূপে পৃথিবীতে ছিল, তার প্রকৃতির বিশিষ্টতা মূর্ত্তরূপে প্রকাশ হ'য়েছে। যার স্পর্শ লাভের জন্য কয়েকমাস নানাস্থানে অশ্রান্ত অনুসন্ধান ক'রেছি, সত্যই যে সেই আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ লাভ হয়েছে, তার সন্দেহ মাত্র ছিল না। সে স্পর্শ বহুক্ষণ-স্থায়ী নয় সত্য, কিন্তু সে যে আমাদেরই প্রিয়জনের স্পর্শ তা অভ্রান্ত, অসংশয়িত। আর, ভাগিনেয়ী সুধার প্রকাশও

অভ্রান্ত। বাংলাদেশে কয়জন মাতুলানী ও ভাগিনেয়ীর মধ্যে এমন সখীর মত সম্বন্ধ আছে যে, একে অপরকে "ভাই" ব'লে সম্বোধন করেন ?

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এমনি একটি ঘটনার প্রসঙ্গে বলেছেন ;—"আমি কি প্রশ্ন করব তা ও (মিডিয়াম ?) আগে থেকে জানত না যে আগে থেকে প্রস্তুত হ'য়ে আসবে। তা ছাড়া এমন সব কথা আছে, যা সে জানতেই পারে না ; এই ধরনা, নতুন বৌঠান আমার সঙ্গে কি রকম ভাবে কথা বলতে পারেন তা ওর পক্ষে বোঝা শক্ত—তিনি বললেন, 'বোকা ছেলে, এখনো তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।' একথা তিনিই আমায় বলতে পারতেন,—ওর পক্ষে ফস্ করে আন্দাজ করা কি সম্ভব।..."[১]

জীবিত বা পরলোকগত, সকল সময়েই মানব তার প্রত্যেক বাক্য ও বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহরূপে আপনাকে আত্মীয়-জনের কাছে প্রকাশমান করে। অমাবস্যার অন্ধকারে ঘন বনানীর মধ্যেও যেমন কন্ঠস্বরে দূরবর্ত্তী প্রিয়জনকে সহজেই চেনা যায়, বিদেহী আত্মীয়ও তেমনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতির প্রকাশ ক'রে, নিঃসন্দিগ্ধ রূপে আমাদের কাছে ধরা দেন।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কাছে বলেছেন,—"জ্যোতিদাকে জিজ্ঞাসা করলুম,—'আচ্ছা, তোমরা কি এখান থেকে যখন যাও, ঠিক তেমনই থাক, কিছু বদলাও না ?' তিনি জবাব দিলেন,—'বদ্‌লাই বই কি ; তবে তোমাদের সঙ্গে কথা কইলে বা দেখা দিলে পূর্ব্বপরিচিত ভাবেই দিই, নইলে তোমাদের চেনাই যে দায় হবে। তাই সেই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে হয়'।"[২]

---

১. মৈত্রেয়ী দেবী—মংপুতে দ্বিতীয় পর্ব্ব। প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৯—১৪৬ পৃঃ
২. শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর নিকট সংগৃহীত।

চতুর্থ অধ্যায়

মহারাষ্ট্রের মিডিয়াম্—রিশী

মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত মিডিয়াম, রিশী-দম্পতি (শ্রীযুত ভি. ডি. রিশী ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী প্রভা রিশী) সাময়িক ভাবে কলকাতায় বাস করছেন, সংবাদ পেয়ে গত অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার কয়েকদিন মাত্র পরে রিশী মহাশয়ের সংগে সাক্ষাৎ করলাম। স্থির হ'ল ঐ দিন সন্ধ্যায় তাঁর গৃহে আমাদের জন্য চক্রের অনুষ্ঠান হবে। শুনেছি, রিশী দম্পতির প্রসাদে, শুধু ভারতে নয়, প্রতীচ্যেও বহু শোকতপ্ত আত্মীয় পরলোকগত প্রিয়জনের সুদুর্লভ বার্ত্তা লাভ ক'রেছেন।

শ্রীযুত রিশীর উপদেশ মত সেদিন গৃহে কিছু সময় আমাদের বিদেহী কন্যার ও আমার পরলোকগত অগ্রজের চিন্তায় যাপন করেছিলাম। অপরাহ্ণ পাঁচটায় কন্যা ঊষাকে সংগে নিয়ে সস্ত্রীক রিশীদের বাসস্থানে উপস্থিত হবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁদের শয়ন-কক্ষের এক প্রান্তে একটি ছোট ত্রিপদী টেব্‌ল মাঝে রেখে আমরা তিন জনে ও রিশী এবং তাঁর পত্নী পাশাপাশি চেয়ারে বসে চক্র আরম্ভ হ'ল। ঘরের প্রবেশ-দ্বারটি মাত্র বন্ধ করা হয়েছিল, অন্য সব বাতায়নই ছিল উন্মুক্ত। আমাদের সাথী সুপ্রকাশ নিকটে ব'সে চক্রের প্রত্যেক ঘটনা তখনই কাগজে লিখে নিয়েছিল।

সকলে আপনাপন স্থানে বসবার পর শ্রীযুত রিশী ইংরেজী ভাষায় (তাঁর বাংলাভাষার জ্ঞান যৎসামান্য মাত্র) আমাদের বিদেহী প্রিয়জনকে আবাহন ক'রে ভগচ্চরণে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। দু-এক মিনিটের মধ্যেই যখন টেপাইটি সবেগে আন্দোলিত হ'তে আরম্ভ হ'ল, তিনি বলে উঠলেন,—"বিদেহী আবির্ভূত হ'য়েছেন।" বিদেহীকে উদ্দেশ ক'রে

তিনি তখন বললেন ;—"যদি আপনারা একাধিক ব্যক্তি এখানে এসে থাকেন, তবে টেপাইটিতে চারটা tilt (আন্দোলন) করুন, নতুবা মাত্র দু-টা tilt করুন।"

উ। (টেপাইয়ে চারটা tilt হ'ল)

প্র। আমাদের প্রশ্নের যদি লিখিত উত্তর দেন, তবে একটা tilt করুন।

উ। (টেপাইয়ে একটা tilt হ'ল)

প্র। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কার হাতে লিখবেন, তা tilt ক'রে জানান।

টেপাইয়ে তখন দু-টা tilt হয়েছিল। আমি রিশীর পাশেই দ্বিতীয় স্থানে বসেছিলাম, আমার হাতেই পেন্‌সিল দেওয়া হ'ল। তারপর শ্রীযুত রিশী প্রশ্ন করলেন :—

প্র। আপনার নাম লিখুন।

আমার হাতের পেনসিল আমার বিনা চেষ্টায়, যেন আর কারো শক্তিতে পরিচালিত হ'য়ে লেখা হ'ল—"রমা"।

প্র। যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁদের নাম লিখুন ত?

উ। (আমার হাতের পেন্‌সিল্ দিয়ে)—প্রভা, ঊষা, সুপ্রকাশ।

প্র। আপনার সঙ্গে যিনি এসেছেন, এবার তিনি নিজের নাম লিখুন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরগুলি বাংলায় লেখা হয়েছিল। এবার আমার হাতের পেনসিল যেন আরও অধিক শক্তি বলে পরিচালিত হ'য়ে ইংরাজীতে অতি সুন্দর সুস্পষ্ট সহি হ'ল,—নরেন্দ্রনাথ মিত্র (আমার বিদেহী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)।

জীবিতকালে দাদার নিজের স্বাক্ষরে একটা বিশিষ্টতা ছিল, যা কারো সঙ্গে ভ্রম হবার নয়। আজও বাড়ীতে তাঁর ব্যবহৃত অনেক বই ও কাগজে

সে সহি আছে। আমার লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার এতটুকু সাদৃশ্য কোন দিনও ছিল না। এই দিন চক্রে দাদার যে স্বাক্ষরটি আমার হাত দিয়ে বাহির হয়েছিল, এ যে তাঁর পার্থিব জীবনের স্বাক্ষরের সঙ্গে অভেদ এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও এই স্বাক্ষর পরে দেখিয়েছি; তাঁরাও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। এই চক্রের দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর দেহত্যাগ হ'য়েছিল। তুলনার জন্য নীচে দুটি সহি দেওয়া হ'ল।

Haren dra Nath Mitra.

৺নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবিতকালের স্বাক্ষর

মিডিয়াম ভি. ডি. রিশীর চক্রে বিদেহী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বাক্ষর*

কাগজের উপর সেই চির-পরিচিত সহি দেখে শুধু যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম, তা নয়; যেন অন্তরের মধ্যে গভীর পুলকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অনুভব করলাম সত্যই তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রদ্ধায় আনত হ'য়ে সেই অদৃশ্য বিদেহী অগ্রজের উদ্দেশে বললাম,—"দাদা, নমস্কার।" আমারই হাত দিয়ে তখনি কাগজে উত্তর লেখা হ'ল,—"নমস্কার।" রমার জননী প্রশ্ন করলেন,—রমা কেমন আছে, জানেন কি?" উত্তর হ'ল,—"সুখে আছে।"

তারপর রিশী মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে (আরও সহজ ও সঠিক-

---

* চক্রে বিদেহীর স্বাক্ষর যে অনেক সময়ে তার পার্থিব জীবনের স্বাক্ষরের অনুরূপ হয় তার একাধিক নিদর্শন Tweedale এর News from the next word গ্রন্থে ১৪নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

ভাবে বাক্যালাপ করবার জন্য) "উইজাবোর্ড" (প্লানচেটের মত একটা যন্ত্র) ব্যবহার ক'রে ইংরাজী ভাষায় চক্র পরিচালনা করা হয়েছিল।

প্র। দাদা, রমা কি তার মেয়ের জন্য বেশী ভাবছে ?

উ। তোমরা তার মেয়েকে দেখাশুনা কোরো, তা' হলেই সে খুসী হবে।

প্র। আর, তার ছেলের কথা কিছু বলবে কি ?

উ। ছেলের জন্য সে কত প্রার্থনা করে। নিজের মন সে দেবতার পায়ে সমর্পণ করেছে।

প্র। আমরা বাড়ীতে চক্রে বস্‌লে সে আসবে কি ?

উ। নিশ্চয়। সে ত প্রতি শুক্রবার[১] বাড়ী যায়, যখন তার মা তাকে স্মরণ করেন। সে তোমাদের মঙ্গল কামনা করে।

প্র। যেখানে সে গেছে, সে দেশ তার কেমন লাগছে ?

উ। পরে এ কথার উত্তর দেবো।

প্র। আমরা কি কর্‌লে সে আরও সুখী হবে ?

উ। তোমাদের প্রতি সে খুসীই আছে। তোমরা মনে শান্তি পাও এই তার প্রার্থনা।

এমনি আরও কিছু বাক্যালাপের পর সেদিনের মত চক্র সমাপ্ত হ'ল। অবসন্ন মনের গভীর দুঃখভার অনেকটা যেন লাঘব ক'রে গৃহে ফিরলাম। রমার সান্নিধ্য যে লাভ করেছি, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সে যে ভাল আছে, সুখে আছে,—পৃথিবীর চিন্তায়, অথবা পরিত্যক্ত শিশু পুত্র-কন্যার ভাবনায় আকুল নয়, তাতেও আমাদের শোকাতুর চিত্ত আশ্বস্ত হয়েছিল। সে যে সর্ব্ব প্রযত্নে শ্রীভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনের

১. (শুক্রবার রমার দেহত্যাগের দিন)

চেষ্টায় নিরত হয়েছে, একথা শুনেও আমরা যেন মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব শক্তিলাভ করেছিলাম।

এপার ও ওপার উভয় কূলেই সকল দুঃখ, শোক, বিরহ, সন্তাপ তাঁরই চরণে সমর্পণ করতে পারলে মানুষ সার্থকতা লাভ করে; এই-ই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তাঁরই অনন্ত করুণায় যাকে আর স্থূল চক্ষে দেখতে পাই না, সেই একান্ত প্রিয়, একান্ত সুকুমার, চির-স্নেহময়ী, চির-কল্যাণী কনক-প্রতিমার সন্ধান পেয়েছি, সংবাদ পেয়েছি, বাক্য শুনেছি —এ যে কল্পনারও অতীত! বীণা-ঝঙ্কারের মত তার কণ্ঠস্বর আর শুনি নাই সত্য, কিন্তু সেই দিন ও পরবর্ত্তী বহু চক্রে বাক্যালাপের সময় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক কথার মধ্য দিয়ে অভ্রান্ত ভাবেই ফুটে উঠেছে। কতবার চক্রে সে বলেছে,—"মাগো, মনে শক্তি সঞ্চয় কর। সবার মুখ যে তোমাকেই চাইতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর কারো ত হাত নেই মা!"—এ যে তারই মুখের বহু-পরিচিত ভাষা। আর এই কথা ভুলে যাই বলেই ত' আমরা দুঃখকে জয় করতে পারি না। মহাকবি সত্যই বলেছেন,—"দুঃখের রূপে এসেছ বলিয়া তোমারে নাহি ডরিব হে!" কিন্তু কামনা-বাসনা বশীভূত জীব আমরা, সকল সময়ে এই পরম সত্যকে অন্তরে ধরে থাকতে পারি কই? তাই,—"কণাটুকু যদি হারায় তা' লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।"

পঞ্চম অধ্যায়

পারিবারিক চক্র

রিশী দম্পতির চক্রে দ্বিতীয় দিন বসবার পর তাঁদের অনুমতি লাভ ক'রে আমরা এবার নিজ-গৃহেই চক্রের অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমাদের প্রথম দিনের প্রচেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর যেদিন রিশীর গৃহে পুনরায় অধিবেশন হ'ল, তখন চক্রে রমা ও দাদা উপস্থিত হবার পর তাঁদের উভয়কেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে উত্তর পেয়েছিলাম,—"আমরা দুজনেই সেখানে (পারিবারিক চক্রে) গিয়েছিলাম, কিন্তু যতটা শক্তি দরকার তা সঞ্চয় করতে পারিনি। আমরা আবার চেষ্টা করব।"

এই কথায় উৎসাহ পেয়ে বাড়ীতে পুনরায় অধিবেশন করা হ'ল। আমার সহধর্ম্মিণী, কন্যা ঊষা, সুপ্রকাশ ও আমি পূর্ব্ব দিনেরই মত চারজনে বেলা আটটায় একটি টেপাইয়ের চারদিক ঘিরে চেয়ারে বস্‌বার পর প্রথমে দেবতার চরণে প্রার্থনা ও বিদেহীর উদ্দেশে আবাহন করা হ'ল। সকলে স্থির হ'য়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর যখন টেপাইটি সঞ্চালিত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল তখন আমার হাতে একটা পেন্‌সিল দেওয়া মাত্র রমা ও আমার অগ্রজ উভয়েই নাম লিখে আত্মপ্রকাশ করলেন।

রিশী মহাশয়ের গৃহে এবং তারও পূর্ব্বে অপর এক স্থানে পরপার হতে রমার স্পর্শ লাভ করেছিলাম সত্য; কিন্তু আমাদেরই গৃহকোণে রমার এ প্রকাশ আরও অপূর্ব্ব! এ মিলন যেন আরও ঘনিষ্ঠ। এ সেই তার নিজ-গৃহ, যে-গৃহে তার স্বল্পস্থায়ী জীবনের একটা স্মরণীয় অংশ অতিবাহিত হয়েছে, যে গৃহের চতুর্দ্দিকে তার সুখ-চঞ্চল সদা-প্রফুল্ল মূর্ত্তি নিয়তই

নৃত্যচ্ছন্দে বিচরণ ক'রছে, যে-গৃহ তার কণ্ঠের কলধ্বনিতে একদিন পরিপূর্ণ হয়েছে,—সেই তার পুরাতন প্রিয় পরিচিত গৃহকোণে তার সঙ্গে এ মিলন যেন আরও নিবিড়, আরও মধুর, আরও একান্ত, আরও প্রাণময়।

একঘন্টা-ব্যাপী এ-দিনের মিলনে কত অন্তরের সঙ্গে অন্তরের বিনিময় হয়েছিল, যার অভাবে পৃথিবী শ্মশানের মত মনে হ'ত; মৃত্যুর ওপারেও সে যে আমাদের হৃদয়ের যেখানটিতে ছিল, ঠিক সেই আসনখানি অধিকার ক'রে আছে, তার কতই না নিদর্শন সেদিন পেয়েছিলাম।

রমা ও আমার দাদা নরেন্দ্রনাথ ব্যতিত সেদিনের চক্রে উপস্থিত হয়েছিলেন আমার পরলোকগত মেজদাদা। তাঁর পৌত্র 'রতনে'র ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি বড় অশান্তি ও উদ্বেগ অনুভব করছেন, এই কথা তিনি প্রকাশ করলেন। এই উদ্বেগের যে যথেষ্ট কারণ ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যেই আমরা পেয়েছি।

আর এই দিনের চক্রে আমরা (পারিবারিক ব্যাপারে) একটা ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছিলাম যা সত্যই বড় বিস্ময়কর।

অনেকে মনে করেন যে, সকল বিদেহীরই জ্ঞান ও বুদ্ধি পার্থিব মানবের তুলনায় অনেক বেশী। আসলে কিন্তু তা নয়। মানুষ আপনার অর্জ্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়েই পরলোকে যাত্রা করেন, সেখানেও পার্থিব অভিজ্ঞতাই তাঁর তৎ-সাময়িক জ্ঞানের সীমা। কালক্রমে সাধনায় ও উচ্চতর সংসর্গে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু সে ত' একদিনেই সম্ভব হয় না। কাজেই অনেকে চক্রে উপস্থিত হ'য়ে যখন বিদেহীকে প্রশ্ন করেন,—"বলুন ত' কতদিনে এই বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হবে?" অথবা —"কোন্ ঘোড়া ডার্বিতে প্রথম হবে?" "বা খোকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাবে

ত' ?''—এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে হতাশ হন। সাধারণ বিদেহীর পক্ষে এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যে অসম্ভব, তা বলাই বাহুল্য।

তবুও দেখা যায় কখনো কখনো বিদেহীরা কোন কোন ব্যাপারে কিছু দূরদর্শিতার প্রমাণ দিতে সক্ষম। আমাদের পারিবারিক চক্রের প্রথম অধিবেশনে এইরূপ একটি অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছিলাম।

প্রায় একঘণ্টাব্যাপী বাক্যালাপের শেষভাগে আমার পরলোকগত অগ্রজ আপনা হ'তেই লিখলেন—"মা আর বেশীদিন নয়।" এই চক্রের অধিবেশন সময়ে মাতৃদেবী স্নানান্তে পূজার্চ্চনা ক'রছিলেন। বয়স্থা হ'লেও তাঁর দেহ তখনও সম্পূর্ণ নীরোগ ছিল। ঠিক্ তিন সপ্তাহ পরে তাঁর দেহ ত্যাগ হয়; কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে কতকগুলি এমন ঘটনা ঘটেছিল, যা হ'তে বিদেহীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাই।

এই চক্রের সপ্তাহ পরে মাতৃদেবীর হঠাৎ প্রবল জ্বরের আক্রমণ হ'ল। শীঘ্রই সে রোগ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ ক'রে চিকিৎসকের সর্ব্ব প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। সে সময়ে পারিবারিক চক্রে একাধিক বিদেহী আত্মীয়কে প্রশ্ন করেছি;—"মা কি সত্যই এবার পরলোকে যাত্রা করবেন।" উত্তর হয়েছে,—"হাঁ।" এক মধ্যরাত্রে যখন মৃত্যু আসন্ন ব'লে মনে হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হ'য়ে পরদিন প্রাতে অনেকটা সুস্থ হলেন। রোগ তাঁকে ত্যাগ করে গেল। তিন চারদিন পরে তিনি অন্নপথ্য গ্রহণ করলেন।

অতঃপর একদিন আমরা শ্রীযুত রিশীর গৃহে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে চক্রের অধিবেশন করছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে এক বিদেহী আত্মীয়া 'উইজা-বোর্ড' সাহায্যে জানালেন,—"রমা বাবা-মাকে বল্ছে, ঠাকুমা আর

ভাল হবেন না।" আমরা বললাম,—"তিনি ত ভালই আছেন।" উত্তর হ'ল—"না, তোমাদের মনে হচ্ছে ভাল।"

সেই রাত্রে মাতৃদেবীর অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগের আক্রমণ হ'ল। মৃত্যু হ'ল দু-দিন পরে। যে সময়ে কোনও ব্যাধির চিন্তার কারণ মাত্র উপস্থিত হয়নি, ঠিক সেই সময়েই অকস্মাৎ কোথা হ'তে এল এক অতর্কিত আক্রমণ। তারপর চিকিৎসককেও বিস্মিত ক'রে তিনি নিশ্চিত-মৃত্যুকে অতিক্রম করে সুস্থ হলেন; আবার অবশেষে এক সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাধির আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীর বন্ধন ছেদ করলেন। তাঁর পরলোকবাসী পুত্র ও পৌত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'ল।

তাই মনে হয়, পৃথিবী ত্যাগ ক'রে যাবার পর ক্রমে বিদেহীদের সর্ব্বশক্তিমত্তা না আসুক, কতকটা অলৌকিক শক্তির অধিকার লাভ হয়। পৃথ্বীবাসী মহামানবেরা জ্ঞাননেত্রে দর্শন ক'রে, ও সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা ক'রে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে রকম জ্ঞানার্জ্জন ক'রে থাকেন, এঁরাও সেখানে গিয়ে হয়ত ক্রমশঃ সেই রকম কি একটা ইনট্যুইশন্ লাভ ক'রে থাকেন।[১] অবশ্য, আমরা সঠিক জানিনা সেটা সেখানের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক অথবা সাধনাপ্রলব্ধ।

আমাদের পারিবারিক চক্রের অধিবেশনগুলি শুধু যে পরস্পরের কুশল সংবাদ আদান-প্রদানেই পরিসমাপ্ত হয়েছিল, তা নয়। অনেক সময়ে বহু কূট প্রশ্ন উপস্থিত হ'য়েছে আর কখনো বা বিদেহী তার উত্তরও দিয়েছেন।

১. ফরাসী লেখক কর্ণেলিয়ারের Survival of the soul গ্রন্থে এক উচ্চ শ্রেণীর বিদেহী ঐ গ্রন্থকারের পারিবারিক চক্রে বিগত মহাযুদ্ধের জার্ম্মানীর পরাজয় আরম্ভ, ঐ যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে একাধিকবার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তার উল্লেখ দেখা যায়। p. p. 391, 410.

আমাদের ভক্তিমতী দিদি, লীলাময়ী, একদিন চক্রে প্রকাশ হবার পর কন্যা ঊষা সেই বিদেহীকে প্রশ্ন করলেন—"মাসীমা, যখন তুমি পৃথিবীতে ছিলে, শ্রীকৃষ্ণকে বড় ভালবাসতে। তাঁকে পেয়েছ কি ?"

উ। হাঁ।

প্র। এখানে যে অসংখ্য মানুষ শ্রীকৃষ্ণের পিছনে প্রতিদিন চলেছে, সত্য কি তাঁর কিন্তু অস্তিত্ব আছে ?

উ। সত্য! সত্য!

প্র। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—সবই কি এক ?

উ। নানা ভাবে নানা লীলা।

অপর এক আত্মীয়কে প্রশ্ন করেছি,—"আপনি সেখানে কি জিনিস আহার করেন ?"

উ। আমার ইচ্ছামত।

প্র। কি আহার বেশী ভাল লাগে ?

উ। নামসুধা।

আর এক পরমাত্মীয় বিদেহীকে একদিন প্রশ্ন করা হ'য়েছিল—"আচ্ছা, সেখানে তুমি কিছু খাও কি ?"

উ। ইচ্ছা হ'লে খাই।

প্র। প্রতিদিন খাও ?

উ। না।

প্র। শীতের দিনে নরম, গরম বিছানা পাও ?

উ। পাই, ইচ্ছা হ'লে।

প্র। ওখানে কি আমোদ-প্রমোদ কিছু আছে, না শুধু ধর্ম্ম-কর্ম্ম ?

উ। সবই আছে।

শেষের এই প্রশ্নগুলির মধ্যে হয়ত যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের অভাব ছিল।

কিন্তু বিদেহীর সঙ্গে বাক্যালাপে আনত সম্ভ্রমের চেয়ে অন্তরের সরলতাই অধিক প্রয়োজন।[১] আমরা সহজে ধারণা করতে পারিনা যে তাঁদের চির-পরিচিত পার্থিব প্রকৃতি—আনন্দ, কৌতুক—সেখান হ'তেও উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বাভাবিক ভাবে এখানে তাঁদের আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে।[২]

অপর এক অধিবেশনে কোন স্বনামধন্য বিদেহীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল :—

প্র। আপনি এখন কোন্ লোকে আছেন ?

উ। আমি আছি অচিন লোকে।

প্র। সেখানের অবস্থা কি, একটু বল্‌বেন আমাদের ?

উ। ক্ষণেকের অতিথি আমরা সকলে এই স্থানে—

প্র। সে স্থান কি রকম ?

উ। আমরা যে যেমন আশা করি, তাই।

এই উত্তর কয়টির মধ্যে একটু হেঁয়ালীর ভাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কথাগুলির প্রত্যেকটি যে বর্ণে বর্ণে সত্য নয়, তা কে জানে ?

---

১. There is no need to adopt an air of solemn awe, or to get up a state of Victorian piety when communicating or trying to communicate with those who have gone before. They are human beings still, who love us and wish to be loved by us ; they are not stern archangels before whom we must act the trembling worm.

Hill—Psychical Investigation—p. 218.

The idea...earth life. Raymond 349.

২. They are just natural as we are. They are simply bubbling over with the joy of life ; and humour is not absent from their composition.

Owen—Facts and Future Life.—p. 19

অবশ্য, সকল সময়েই যে বিদেহীরা তাঁদের প্রত্যেক বক্তব্য সু-প্রকাশ করতে সক্ষম হন, তা নয়। অপর এক ব্যক্তির স্থূল দেহযন্ত্র ব্যবহার ক'রে সূক্ষ্মদেহী যে ইহলোকে (চক্রকক্ষে) আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হন; এ তাঁর পক্ষে একটা কম প্রতিবন্ধক নয়।[১]

কত বিদেহীকেই আমরা প্রশ্ন করেছি—'ওপারের কথা কিছু বলুন না?' এক শক্তিময়ী আত্মীয়া এ প্রশ্নের উত্তরে একদিন অবলীলায় লিখলেন,—"ওখানে (পৃথিবীতে) স্থূল কর্ম্ম পার্থিব-দেহে, এখানে সূক্ষ্ম কর্ম্ম মনে। সব সময় ফলাফল সঞ্চয় হয়। যত কাল চল্‌বে যার এই সঞ্চয়, সেই অনুসারে তার গতি, বা লোকে অবস্থিতি;—কেউ উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধে, কেউ নিম্ন হ'তে নিম্নে। কে কতদিনে কি হবে কেউ জানে না, সে নিজেও জানেনা। এমনি ক'রে, ভাব অনুসারে, বাসনা-বদ্ধ মন সেই রূপ লোকে গতি বা স্থিতি পায়। বাসনা-মুক্ত জীব স্বর্গ-সুখ ও পরম লোক পায়।—নির্ম্মল পবিত্র মনের অপূর্ণ বাসনা স্বর্গসুখে পার্থিব বঞ্চিত বা অপূর্ণতা হ'তে মুক্তি পায়। কারণ সে নির্ম্মল, সে-আত্মার সংযোগ পরমাত্মার সঙ্গে। সে সেই কারণে মুক্ত-জীব। তার ভোগ-বাসনা কখনো সে জীবকে আর বদ্ধ রাখ্‌তে পারে না; তৃপ্ত পূর্ণ মন সাযুজ্য

---

১. If the spirits of our deceased friends do communicate...through the organisms of still incarnate persons, we are not justified in expecting them to manifest themselves with the same fulness of clear consciousness that they exhibited during life. We should on the contrary expect even the best communicators to fall short of this for the two main reasons : (1) loss of familiarity with the

লাভ করে। তার জন্ম হয় তার ইচ্ছা অনুসারে, বা মোক্ষ হয় তার নিজ ইচ্ছায় ; সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-শূন্য গতি—"লোকে বা স্তরে স্থিতি, আরোহণ, অবরোহণ সবই হয়।"

পারলৌকিক জীবন-ধারার এ এক অনুপম চিত্র !

conditions of using a gross material organism at all ;...(2) inability to govern precisely and completely the peculiar gross material organism which they are compelled to use.

Lodge—The Survival of Man.—p. 251.

শান্তিধাম

আমাদের পারিবারিক চক্রে গত কয়েক বৎসরে বহু আত্মীয় ও অনাত্মীয় বিদেহীর সঙ্গে বাক্যালাপ করার সৌভাগ্য হয়েছে। যে নূতন লোকে একদিন সুনিশ্চয় আমাদের প্রত্যেকেরই যাত্রা হবে, একান্ত আগ্রহে সেখানের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু বিদেহীকেই প্রশ্ন করেছি। আর পরমাশ্বাসের বাণী শুনেছি যে তাঁরা অপার শান্তির মধ্যে সেখানে নিবাস করছেন। শুধু দুই একজন—পার্থিব জীবনে যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়নি, "আমি ও আমার—শুধু স্বার্থসাধন যাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও তপস্যা ছিল এবং অপর এক শ্রেণী যাঁরা অসময়ে জীবনধারাকে স্বহস্তে ছেদন ক'রে পৃথিবী হতে অপসৃত হয়েছেন,—তাঁদেরই কাছে শুনেছি অশান্তি ও আকুলতার ক্রন্দন। কিন্তু এই অশান্তির অবস্থা তাঁদেরও চিরন্তন নয়। পরিত্যক্ত আত্মীয়জনের প্রার্থনায় এবং বিদেহীর আপনার ভগবৎচরণে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের ফলে তাঁরাও এই সুদুঃসহ অবস্থা অতিক্রমের পর ধীরে ধীরে শান্তির নিকটবর্ত্তী হয়েছেন শুনে পরবর্ত্তী কালে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।

শান্তিধামের অপূর্ব্ব আনন্দ বালক, যুবা ও বৃদ্ধ অনেকেই প্রকাশ করেছেন। আমার অগ্রজ-প্রতিম এক আত্মীয়ের একান্ত অনুরক্ত পুত্র শিশির জীবন মধ্যাহ্নে অপ্রত্যাশিত ভাবে পৃথিবী হ'তে বিদায় গ্রহণ করেন। সে ঘটনার তিন চার মাস পরে তাঁর মাতৃদেবীর আবাহনে চক্রে প্রকাশিত হয়ে শিশির বলেছিলেন :—

মা, এখানে এসে প্রথমে তোমাদের জন্য বড় কষ্ট হ'ত। এখন কত শান্তি তা তোমায় বোঝাতে না পেরে কষ্ট হয়। আজ বড় ভালো লাগছে।··· আজ তোমার ও বাবার কাছে আমি স্বীকার করছি এখানে ভালোই ছিলাম, তবু ও কথাটি মা তোমায় জানাবার জন্য আমি কত চেষ্টা ক'রেছি।

প্র। কি কথা জানাবার জন্য চেষ্টা করেছিলে ?

উ। ওখানের চেয়ে এখানে কত বেশী আরাম। যত দিন যাচ্ছে তত বেশী শান্তি। তবে প্রথমে এসে তোমাদের সব ছেড়ে বড় কষ্ট হ'ত। আবার বেশী চেষ্টা করেও কিছু প্রকাশ করতে না পেরে ফিরে ফিরে এসেছি।

প্র। তুমি এখন সেখানে কি কর ?

উ। আমাদের কাছে যারা নূতন আসে তাদের দেখা প্রধান কাজ।

প্র। কে তোমার কাছে থাকে ?

উ। কত লোক, কত সাধু, কত আত্মীয়। ইচ্ছামত অনেক জায়গায় যাই, খুব বই পড়ি, বেড়াই।

অপর এক শ্রদ্ধাস্পদ পরমাত্মীয়ের সুযোগ্য সন্তান শৈলেন্দ্র একান্ত অতর্কিত ইহলোক হতে বিদায় গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ মাত্র পরে চক্রে প্রকাশ হ'য়ে পিতাকে বলেছেন—"বাবা আমি প্রতিদিন শান্তি বেশী পাই, আগে বড় ব্যাকুল হ'ত আমার মন, শান্তিধাম বুঝিনি। বড় শান্তি বাবা মা···আমার প্রণাম, ভেবোনা,—বড় শান্তিময় স্থান।

আমার সহধর্ম্মিণী তাঁর মাতৃতুল্যা এক শ্রদ্ধেয়া মহিলা-কবির দেহান্তের কয়েকদিন পরে চক্রকক্ষে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—

প্র। জ্বালা জুড়িয়েছ মা ?

উ। মা আমি জ্বালা জুড়িয়েছি, আমার সব শান্তি হয়েছে।

প্র। আপনার মেয়েকে পেয়েছেন ?

উ। আমার মা, আমার মেয়ে, আমার স্বামী, আমার সব পেয়েছি। মেয়ের জন্য বড় কাতর ছিলাম। তাকে পেয়ে আমার মরা সার্থক হ'য়েছে।

আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম হিরণ চন্দ্রের দেহত্যাগের পর একাধিকবার চক্রে তাঁর বার্ত্তা লাভ ক'রেছি। একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—

প্র। আপনি এখানে প্রতিদিন ভক্তিসহকারে গীতা পাঠ করতেন—সেখানে গিয়ে তার কিছু ফল পেলেন কি ?

উ। গীতা পাঠ ফলাকাঙ্ক্ষায় হয় না দাদা।

প্র। আকাঙ্ক্ষা নাই করুন, কিন্তু কার্য্যতঃ উচ্চ লোকে স্থান বা অপর কিছু লাভ হল কি ? জানতে ইচ্ছা হয়।

উ। পাঠ করে পৃথক কিছু বোধ করি নি, তবে আমি সকলকে ভালোবাসতে পেরেছিলাম, এখানেও সকলের ভালোবাসা—সকলের স্নেহ পাই। শান্তিধামে স্থান পেয়েছি।

আমাদের এক আত্মীয়া তাঁর অপ্রাপ্ত যৌবন একমাত্র বিদেহী পুত্রকে চক্রে প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছেন—"আমরা (পিতা ও পুত্র) অনন্ত শান্তিতে আছি শান্তিময় স্থানে।"

পার্থিব জীবনে জ্ঞানে ও কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত এক বিশিষ্ট পণ্ডিতকে তাঁর দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে চক্রে একদিন উপস্থিত পেয়ে কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম—

প্র। আপনি সে লোকে শান্তিতে আছেন ?

ক্ষণ বিলম্ব না ক'রে উত্তর হ'ল—

উ। খুব শান্তি।

ঔৎসুক্যভরে পুনরায় প্রশ্ন করলাম :—

প্র। কি কোরলে আমরাও সেখানে এমনি শান্তি পাব ?

বেশ বড় বড় অক্ষরে উত্তর হ'ল,—

উ। সৎকর্ম্ম।

জীবপ্রেম, নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই বুঝি জগতে শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্ম। এই বুঝি শান্তিধামের সুবিস্তৃত পথ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নানাজন সঙ্গলাভ

যাঁদের আবাহন করা হয়, চক্রে যে আমরা শুধু তাঁদেরই সাড়া পাই, এমন নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, অনাহূত বহু আত্মীয় ও অনাত্মীয়, এমন কি সম্পূর্ণ অপরিচিত বহু ব্যক্তি চক্রে এসে আত্মপ্রকাশ করেন। আমাদের পারিবারিক চক্রে সময়ে অসময়ে অনাহূত উচ্চশ্রেণীর আত্মিকের সংস্পর্শ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে, আবার কচিৎ দু-একজন শান্তিহীন বিদেহী এসেও আপনাদের দুর্ভাগ্যময় বক্তব্য প্রকাশ করে গিয়েছেন।

এরূপ হবার কারণ এই যে, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সেতু রচনা হলে সেই সেতুমুখে কোন দ্বার অর্গলবদ্ধ করে রাখা যায় না। সেই বর্ত্ম সবারই জন্য উন্মুক্ত থাকে, এবং আবশ্যক মত,—আবাহন বা বিনা-আবাহনে,—সদসৎ যে কোন বিদেহীই সে পথে প্রবেশ করতে পারেন।

অনাহূত ব্যক্তি চক্রে প্রকাশ হওয়ার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করলাম।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু (কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী কলেক্টর) শ্রীযুত বিপিনবিহারী রায় ও তাঁর কন্যা শ্রীমতী আভা একদিন চক্রের অধিবেশনে কোন কোন বিদেহী আত্মীয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন, এমন সময়ে কাগজে নাম লেখা হ'ল,—"পশুপতি"। উভয়েই বিস্মিত! এই নামে ত' তাঁদের কোন আত্মীয় ছিল না। তখন বিদেহীকে তার নাম ও পুরা

উভয়ই লিখতে বলায় কাগজে লেখা হ'ল,—"পশুপতি চট্টোপাধ্যায়"। এই নামও ত তাঁদের কোন আত্মীয় কুটুম্বের নয়। কে এই ব্যক্তি ?

হঠাৎ বন্ধুর স্মরণ হ'ল তাঁর অধীনে ইতিপূর্ব্বে এই নামে অফিসে এক কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। প্রশ্ন করলেন,—"তুমি কি সেই ?" "হাঁ।" এই উত্তর পাওয়ায় পুনরায় প্রশ্ন হ'ল,—"তুমি কি কিছু বলতে চাও ?" উত্তর হ'ল,—"আমার শাশুড়ী তাঁর বাড়ীতে বড় অসুস্থ হয়েছেন; তাঁর অর্থাভাব। আমার দাদাকে জানাবেন—যেন তাঁর ভার নেন।"

এই বিদেহীর পারিবারিক কোন সংবাদই বন্ধুবরের জানা ছিল না। তিনি অনুসন্ধান ক'রে বিদেহীর প্রকাশিত ব্যাপার যে সত্য তা নির্ণয় ক'রে তার ভ্রাতাকে সংবাদ দিয়েছিলেন।[১]

একদিন আমাদের চক্রে এক অপরিচিত জন প্রকাশ হলেন,—"সরলা বালা সিংহ" এই নাম লিখে।

প্র। কি বলতে ইচ্ছা করেন, বলুন ?

উ। ধন-জন মা'কে সমর্পণ কর।

প্র। সংসারে থেকে করা যায় না ?

উ। সব ফেলে আয়, সংসার কি ফুরাল না বাবা ? আর বাসনা রেখ না।

প্র। আমার দৃষ্টিহীন মেয়েকে কে দেখবে ?

উ। তাকে ঠাকুর নিয়েছেন ; মা ত' জানেন তোমার মেয়ে আছে।

প্র। আর একদিন এ সম্বন্ধে কথা কইবো।

উ। হাঁ ; মার কত কৃপা, তুমি জেনেও ভুলে আছ।

একমাস পরে এই বিদেহী অনাহূত হ'য়েও পুনরায় নাম লিখে আত্মপ্রকাশ করলেন।

---

১. শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়ের নিকট সংগৃহীত।

প্র। আপনি ত' সেদিন ধন-জন ত্যাগের কথা বলেছিলেন ?

উ। সত্য মা,...আপনারা দুজনে এবার ধন-জন বৈভব টাকাকড়ি সমস্ত ত্যাগ করুন, সব জীব-হিতার্থে দান করুন,...উভয়ে তাঁর পথ ধ'রে জীব কল্যাণ কর।......

আমাদের জীবনে কিছু কাল এক অসীম শক্তিময়ী, তেজস্বিনী যোগসিদ্ধা সন্ন্যাসিনীর সংস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে আমাদের চক্রে একদিন তাঁর প্রকাশ হ'ল। সকলেই শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলাম।

উ। দামোদরকে ডাক মা, তাঁকে ধ'রে থাকো। সংসারে থেকেও সেই পায়ে সব রাখো ফেলে; কিছু ভয় ভাবনা নেই। তোমার মেয়ে শ্রীমার চরণে, তবে মন অস্থির কেন ? মন তাঁকে দাও।

প্র। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তা পারি।

উ। সুখ দুঃখ সব দেখলে, তবে কেন কাম-কাঞ্চন বন্ধন ? ঠাকুরকে সব অর্পণ কর বাবা। গৃহীর, সংসারের কাজ হ'ল; এবার গৃহস্থের সব কাজ ক'রে বাহিরের সকলকার কাজ সময় ও সাধ্যমত কর বাবা !

একদিকে যেমন করুণামূর্ত্তি এরূপ দুই-চার জন অসামান্য মানব ও মানবীর সংস্পর্শ-লাভ সম্ভবপর হয়েছে, আবার দুর্ভাগ্য অশান্ত বিদেহীও ক্বচিৎ কখনো এসে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এমনি এক ব্যক্তি— "শ্যামল" নাম লিখে একদিন চক্রে প্রকাশ হলেন।

প্র। কি বলবার জন্য এসেছ, বল ?

উ। আমার বড় কষ্ট, আমার মুক্তির জন্য তোমরা প্রার্থনা কর।

আরও কত অপূর্ব্ব, অসম্ভব ব্যাপারও চক্রে কখনো কখনো ঘটতে দেখা যায়। জীবনে যে-সব মহা-মানবের ক্ষণিক সান্নিধ্য বহু আকাঙ্ক্ষিত

ও সুদুর্লভ, একাগ্র হ'য়ে আবাহন ক'রলে দেহান্তের পর অপেক্ষাকৃত সহজে তাঁদেরও স্পর্শ লাভ করা সম্ভব হয়।

পার্থিব জীবনে দীর্ঘ পঞ্চ-ষষ্ঠী বৎসর যিনি বাংলা, ভারত ও সমগ্র জগৎ সঙ্গীতে এবং ছন্দে প্লাবিত ক'রেছিলেন, যাঁর গৌরবময়ী লেখনী দুর্ব্বলকে শক্তি দিয়েছে, নিপীড়িতকে আশায় পূর্ণ করেছে, প্রমত্ত দাম্ভিককে শাসন করেছে, সেই লোকোত্তর পুরুষের দেহত্যাগের পর দুটি অনুরাগী ভক্ত,—আমার সহধর্ম্মিণী ও কন্যা,—একদিন চক্রে ব'সে তাঁর আগমনের আকাঙ্ক্ষা ক'রে প্রার্থনা করেছিলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হয়নি। তিনি করুণা ক'রেই প্রকাশিত হলেন, আপনার চিরপ্রসিদ্ধ নাম লিখে। সসম্ভ্রমে প্রণাম ক'রে আমরা তিন জনেই নিবেদন করলাম, "আমাদের একটি বাণী দিবেন কি ?"

অবিলম্বে সেই কাগজে লেখা হ'ল :—

"আমার বাণী হায়,
শূন্য পানে ধায়,
শূন্য ভরি যায় গানে গানে।
কত রবি তারা,
সুরে দিশাহারা,
ঝরে সুরধারা শততানে—
সে বাণী কেহ কি জানে।"

প্র। দেহত্যাগের পূর্ব্বে বড় যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। এখন কি সুস্থ হ'য়েছেন ?

উ। শান্তি, শান্তি, শান্তি। আজ আসি।

লোকান্তর

চক্রে যাঁর হাত ব্যবহার ক'রে এই কবিতা ও কথাগুলি লেখা হয়েছিল তিনি দৃষ্টিহীনা। লেখা ত' দূরের কথা, নিজের নাম স্বাক্ষর করাও তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য। কবিতা রচনার শক্তি তাঁর নাই। কোন্ অশরীরী পুরুষ-প্রবর এই বাণী মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে রচনা করেছিলেন, চক্রে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়*

স্বর্গ-মর্ত্ত্যে যোগসূত্র

নিজের জীবনেও অনুভব করেছি, পরিচিত জনের দৈনন্দিন ঘটনায়ও সন্ধান পেয়েছি, পৃথিবী ও পরলোকে,—দেহী ও বিদেহী মানবের মধ্যে,—সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠতর, কত বাস্তব। লোকান্তর হ'তে যে প্রতিনিয়তই ইহলোকে স্নেহ, প্রেম, করুণা প্রবাহিত হ'য়ে আসে, এবং আমাদের পার্থিব গতিপথ, জীবনের ছোটবড় বহু ঘটনা, যে বিদেহী প্রিয়জনের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অথবা অযাচিত করুণায় নিয়ন্ত্রিত হয়, এ ধ্রুব সত্য। যোগী ও সাধুজন দিব্যচক্ষে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে এই সংযোগ-সূত্র সহজেই উপলব্ধি ক'রে থাকেন; আর, কখনো কোনও ভাগ্যবান্ গৃহী জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে এই নিগূঢ় সংযোগকে প্রত্যক্ষও করেছেন।

আজও আমাদের দেশে স্থানে স্থানে এরূপ অসামান্য শক্তিশালী ব্যক্তির কৃপায় মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত যে জগৎ, তার কিছু কিছু পরিচয় আমাদের লাভ করা সম্ভব হয়।

বহুদূরে নয়, এই নগরেরই কোন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বংশে শ্রীযুক্তা ইলা দেবী জন্মগ্রহণ করেছেন। বিবাহ-সূত্রে স্বধর্মনিষ্ঠ মাননীয় বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। তিনি নিজেও শিক্ষিতা ও চিন্তাশীলা।

কিশোর বয়সেই এই তরুণীর মধ্যে অতিলৌকিক শক্তির স্ফুরণ

* সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে লিখিত বিবরণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সদয় অনুমতিক্রমে গ্রথিত।

হয়েছিল। ঘটনাসূত্রে একদিন সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে তিনি একটি প্লানচেট্ নিয়ে ব'সেছিলেন। বালিকার স্পর্শে তখন ঐ যন্ত্র হ'তে লেখা বাহির হ'য়েছিল,—"আমি লীলা ; তুমি একবার দাদাকে এখানে ডাক, আমি তাঁকে কিছু ব'লতে চাই।" বিজনবাবুকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন এই বালিকার হাতের স্পর্শে প্লানচেটে আবার কিছু লেখা বাহির হয়েছিল। পারিবারিক কোনো বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়ে সেই লেখার নীচে যাঁর নাম স্বাক্ষর হ'ল, তিনি বিজনবাবুর স্বর্গতা সহোদরা ভগ্নী। যে বিষয় সে লিপিতে লেখা ছিল, তাহা সেই বিদেহীর পার্থিব-জীবনে প্রকাশিত কোনও অভিলাষ। সংশয়ের অবকাশ ছিল না যে, এক বিদেহী পরমাত্মীয়া আপনার পারলৌকিক আবাস হ'তে এসে এখানে আত্মপ্রকাশ ক'রে পরিত্যক্ত প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় উপদেশ দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় বিজনবাবু স্থির-নিশ্চয় হয়েছিলেন যে এ যথার্থই তাঁর ভগ্নীর নিজ মুখের বাণী।

অপরাপর বিদেহী আত্মীয়-স্বজনের বার্ত্তা অতঃপর অনেক সময় এই তরুণীর হস্ত ব্যবহার করে লিখিত হ'য়েছে। কত স্নেহের পরশ, কত আশার আশ্বাস, অ-দৃষ্ট লোক হ'তে কত অপূর্ব্ব সংবাদ এই সব লিপি বহন ক'রে এনেছে।

দৈবক্রমে একদিন এই কন্যাটির অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির আশ্চর্য্য উন্মেষ দেখে গৃহের পরিজনবর্গ বিস্মিত হয়ে গেলেন। প্রতিবেশী এক শিক্ষকের মৃত্যুর পর, যখন তাঁর দেহ বহন ক'রে নিয়ে গেল, বালিকার প্রত্যক্ষ দর্শন হ'ল, এই শববাহী দলের সর্ব্বপশ্চাতে মৃত ব্যক্তির এক অভিন্ন মূর্ত্তি—ম্লান, নতমুখে সহযাত্রী হ'য়ে চলেছে। তারপর হ'তে এই কিশোরী অনেক সময়ে নানা বিদেহী জনের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ এবং তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপও ক'রে থাকেন।

গৃহে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পাদনের সময় শ্রীযুক্তা ইলা দেবী পিতৃ-পুরুষকে হৃষ্টমুখে সম্মুখবর্ত্তী হতে দেখেছেন, পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে পরলোক-গত ঘনিষ্ঠ আত্মজনকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করতে সমাগত দেখেছেন। তাঁর আবাহনে যে যে বিদেহী আগমন করেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই সব মূর্ত্তির বর্ণনা হ'তে তাঁদের পরিচয় সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

বিদেহী প্রিয়জন কত নিবিড় ডোরে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন, তাঁদের স্পর্শ ও সহায়তা যে এই জড়-জগতেও আমাদের জীবন-মরণের পথে প্রয়োজন মত লাভ করা সম্ভব, তার একটি সন্দেহাতীত প্রমাণ শ্রীমতী ইলা দেবীর শক্তিবলে আমাদের গোচরীভূত হয়েছে।

গৃহে শ্রদ্ধেয় এক পরমাত্মীয়ের অন্তিম শয্যায় মুমূর্ষু তাঁর দেহের একস্থানে অনুক্ষণ প্রাণান্তকর যাতনায় যখন কাতর, বহু কৃতবিদ্য চিকিৎসকের অশ্রান্ত চেষ্টায় ও যত্নে যখন সে যাতনার বিন্দুমাত্র উপশম হ'ল না, তখন গৃহবাসী ব্যাকুল হ'য়ে ইলা দেবীর সহায়তায় এক বিদেহী নিকট আত্মীয়কে আবাহন ক'রে তাঁকে প্রশ্ন করলেন,—"এই অপরিসীম যন্ত্রণা কি তোমাদের চেষ্টায়ও উপশম হয় না?" বিদেহী শান্তভাবে উত্তর দিলেন,—"আমরা অল্পক্ষণেই এ যন্ত্রণা নিবারণের ব্যবস্থা করছি; কিন্তু ওঁকে পৃথিবীতে বেঁধে রাখার চেষ্টা তোমরা পরিত্যাগ কর।"

যে যাতনা মানুষের সকল প্রচেষ্টাকে পরাভূত ক'রে অপরাজেয় শক্তি প্রদর্শন করছিল, এই বাক্যালাপের অল্পক্ষণ পরেই তা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হ'য়ে মুমূর্ষু গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন। দুই দিন অতীত হবার পর অপার শান্তির মধ্যে তাঁর পরমধামে প্রয়াণ ঘট্‌লো।[১]

---

১. মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট সংগৃহীত।

অষ্টম অধ্যায়

কুমারী অরুণা

বঙ্গভারতীর প্রবীণা পূজারিণী খ্যাতনামা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর বড় স্নেহের পৌত্রী (স্নেহাস্পদ শ্রীমান অম্বুজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) কুমারী অরুণা ("রুণু") মজঃফরপুরের প্রলয়ংকর ভূমিকম্পের তাণ্ডব-লীলায় পৃথিবীর বক্ষ হ'তে অপসৃতা হন। অরুণার শোক-সন্তপ্ত পিতা ও পিতামহী এ ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে আত্মীয়া শ্রীমতী ইলা দেবীর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর প্রসাদে অরুণার সঙ্গে যে বাক্যালাপ ক'রেছেন তার কোন কোন বিশিষ্ট অংশ আমার পাঠকবৃন্দকে উপহার প্রদান না করে নিশ্চিত হ'তে পারলাম না। এ ব্যাপারগুলি যেমনই আশ্চর্য্য তেমনি মর্ম্মস্পর্শী।

বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনবাবুর গৃহে প্রথম অধিবেশনে অপর দুইজন বিদেহী নিকট আত্মীযার সঙ্গে কথোপকথনের পর শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রশ্ন করলেন ;—

প্র। কে ?

উ। সোমদেব।[১]

প্র। তুমি কোথা আছ ভাই ?

---

১. ৺রায় বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর ভ্রাতা ; ইনি মাত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়সে পরলোকগত হন।

কুমারী অরুণা (রুণু)

(পৃঃ ১৬৬)

উ। পঞ্চম স্তরে।

প্র। সেখানে কি কর?

উ। ভগবানের নাম করি।

প্র। সেখানে সুখে আছ?

উ। শান্তিতে আছি।

প্র। তোমার কাছে আর কে কে আছে?

উ। সবাই আছে।

প্র। 'রুণু'কে দেখেছ?

উ। হ্যাঁ দেখেছি, এখান থেকে।

প্র। রুণুকে কি চেন? তুমি ত' তাকে চেন না?

উ। তোমার নাত্‌নী।

প্র। সে কোথায় আছে?

উ। চতুর্থ—

প্র। তাকে পাঠিয়ে দেবে?

উ। (নীরব, অল্পক্ষণ পরে—)

প্র। কে?

উ। রুণু।

এখানে গৃহকর্ত্তা (বিজনবাবু) প্রশ্ন করলেন,—"ওর ভাল নাম কি?" অনুরূপা দেবী উত্তর দিলেন,—"অরুণা"—এটা নেপথ্যেই হ'ল।

প্র। তোমার ভাল নাম বলত' রুণু?

উ। অরুণা,—তুমি ত বল্‌লে।

শোকাকুলা পিতামহীর পক্ষে স্নেহাস্পদা অরুণার লোকান্তর হ'তে এই প্রথম প্রকাশে হয়ত এ সময় অশ্রুসম্বরণ অসাধ্য হয়েছিল। অরুণা বললেন,—"আমার কষ্ট হয়, আমি যাবো!"

প্র। তোমায় কে ডেকে দিলে ?

উ। তোমার ভাই, সোমদেব।

প্র। আমায় চিন্‌তে পারছ ? আমি তোমার কে হই ?

উ। সম্পর্কে ঠাকুমা।

প্র। 'সম্পর্কে' বল্‌লে কেন ?

উ। এম্‌নি বললাম ; আমি যাচ্ছি।

প্র। তুমি কেমন আছ রুণু ?

উ। মন্দ নয় ; গয়ায় পিণ্ড দিও।

প্র। তোমার কাছে কেউ থাকেন ত ?

উ। সবাই আছেন।

প্র। দু-এক জনের নাম কর ত' ?

উ। ইন্দিরা দেবী,—তোমার দিদি। আমি আর পারছি না, যাচ্ছি।

প্রথম দিনের অধিবেশন এখানে সমাপ্ত হ'য়েছিল। বিয়োগ-কাতর পিতামহীর তিলমাত্র সংশয় ছিল না যে তিনি তাঁর সেই পরম স্নেহ-পাত্রী অরুণার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের ঘটনা এত অপূর্ব্ব ও মর্ম্মস্পর্শী যে তার অধিকাংশই এখানে সন্নিবেশিত না করলে জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রতি অবিচার করা হবে।

এই দিন অন্য এক বিদেহী আত্মীয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ হ'লে অরুণা আপনার নাম লিখে প্রকাশ হবার পর তার পিতা প্রশ্ন করলেন,—"তুমি সেদিন গয়ার কথা বলেছিলে। তুমি ত' এ সব জান্‌তে না। কে তোমায় শিখিয়ে দিয়েছিল ?"

উ। সবাই দেখি গয়ায় পিণ্ড দিয়ে শান্তি পায় ; তাই বলেছিলাম।

প্র। সবাই কারা ?

উ। এখানে যাঁরা আছেন।

প্র। তুমি (ওখানে) কি কর?

উ। দেখি সব।

প্র। ওখানে এখানকার মত দিন রাত হয়?

উ। বলতে নেই।

প্র। কেন বলতে নেই? কেউ কি বারণ করেছেন?

উ। গুরু।

প্র। তুমি ওখানে কেমন আছ?

উ। খুব ভাল। (একটু পরে)—বাবা, কাঁদছ কেন?

প্র। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

উ। হ্যাঁ, কেঁদ না; আমি ত' তোমাদের দেখতে পাই।

প্র। কিন্তু আমি ত' তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।

উ। তা কি পায় বাবা?

প্র। দেখতে পাব না?

উ। না।

প্র। এই রকম মধ্যে মধ্যে এসে কথা বোলো।

উ। বললেই ত' তোমরা কাঁদবে। আমার জন্য মন কেমন করলেই ভগবানের নাম কোরো, শান্তি পাবে।

প্র। তুমি মধ্যে মধ্যে এস, আমরা কাঁদব না।

উ। আচ্ছা।...

প্র। তুমি কেন চলে গেলে?

উ। আমার মৃত্যু-যোগ ছিল যে।

প্র। তোমার মাকে কি তুমি কিছু লিখতে পার? তিনি আসেন নি, তোমার লেখা পেলে অনেকটা শান্তি পাবেন।

উ। কাগজ দাও।

কাগজ দেওয়া হইলে পর এই চিঠি লিখা হয় ঃ—

চতুর্থ স্তর

শ্রীচরণেষু,

মা'মণি, আমি ভাল আছি। তুমি দুঃখ কোরো না। কান্নাকাটি কোরো না। কান্নাকাটি করলে আমার কষ্ট হয়। ভগবানের নাম কোরো। কি নাম জান মা?—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই নাম করলে শান্তি পাবে। প্রণাম নিও। বাবীকে ঠা'মাকে (ঠাকুমাকে) সান্ত্বনা দিও। ইতি তোমার স্নেহের—রণুমা।

প্র। জিতুর (সমবয়সী স্বর্গত নিকট আত্মীয়) সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

উ। না।

প্র। দেখা হবে?

উ। না।

প্র। তবে কি সে ওখানে যায় নি?

উ। গেছে, তবে আমার সঙ্গে আড়ি হ'য়ে গেছে।

প্র। কেন আড়ি হ'ল?

উ। এমনি। (পার্থিব জীবনে কথা-প্রসঙ্গে "এমনি" এ-কথাটি সে প্রায়ই ব্যবহার করত')

প্র। জিতু কি ওখানে নাই?

উ। আছে একটু দূরে।

প্র। তোমার কি গয়না কাপড়ের সখ্ আছে ?

উ। না, আমার নাম ক'রে লোককে দান কোরো।

প্র। কোন কিছু তৈরী ক'রে কাউকে দিলে যদি তোমার তৃপ্তি হয়, বল : আমি তাকে তাই দেবো ?

উ। না, তার থেকে গরীব লোককে দান কোরো।

প্র। আজ ত তুমি অনেক কথা বলছ, সেদিন এত 'যাই যাই' করছিলে কেন ?

উ। তুমি কাঁদ্‌ছিলে যে ; তা ছাড়া প্রথম দিন কি না !

প্র। তোমার মার আস্‌তে বড় ইচ্ছা ছিল, এবার যেদিন আসব তাঁকে আন্‌ব।

উ। এনো, তোমরা কেঁদ না ;—চিঠিটা একবার দাও ত' (চিঠির শেষ অংশে—"বাবীকে, থা'মাকে সান্ত্বনা দিও"—এই কথাগুলি যোগ করে দিল)

প্র। তুমি কেমন আছ ? আগেকার মত ছোট, না তার চেয়ে বড় হয়েছো ?

উ। ছোট্ট আছি থা'মা ; (একটু পরে) চুলও আর বাড়ে নি।

এখানে গৃহকর্ত্তা (বিজনবাবু) প্রশ্ন করলেন,—আমি কে, বল ত' ? তুমি কি আমায় চেন ?

উ। সিধু[১]-মামা। (পরে 'মামা' কাটিয়া তার উপর লিখিল 'জ্যাঠা')

প্র। তুমি আমার কথা কার কাছে শুনেছ ?

উ। বাবাধনের কাছে।

প্র। তাহ'লে তুমি আমাকে চেন ?

উ। হ্যাঁ। চিঠিটা দেখি। ("কি নাম জান মা" কথাটির "মা"

১. "সিধু"—বিজনবাবুর "ডাক-নাম"।

কথাতে আকার ছিল না। চিঠির ঠিক যায়গা খুঁজিয়া "।" বসাইয়া দিল)। এবার যাই—

প্র। আমরা শীঘ্রই তোমার কাছে আবার অস্‌বো।

উ। আসবেন...

প্র। ডাকলেই এস ?

উ। হাঁ; যাই আজকে।

যখন আমারা স্মরণ করি যে পৃথিবী হতে বিদায়ের সময় অরুণার দশ বৎসর বয়সও পূর্ণ হয় নি, তখন বিস্ময়ে হতবাক হই এই কিশোরী মাতৃ-প্রতিমা কন্যার অন্তরের পরিচয় লাভ করে।

চক্রের তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল অরুণার পিতা ও ছোট ভাই "বুবু"র উপস্থিতিতে। এ দিনের বাক্যালাপেও কি অম্লান অপূর্ব্ব সরলতা।

প্র। এখানে কে কে এসেচেন, দেখতে পাচ্ছ ?

উ। হ্যাঁ। মা, আমায় চিন্‌তে পারছ ?

প্র। তোমার মাকে কি রকম দেখছ ?

উ। রোগা হ'য়ে গেছেন।

প্র। আর কা'কে দেখছ ?

উ। ভাইকে। সে অবাক্ হ'য়ে গেছে।

প্র। তুমি আমাদের সবাইকে দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

উ। হাঁ।

প্র। তুমি কেমন আছ ?

উ। আমি ভাল আছি। মা, তুমি অত কেঁদ না।

প্র। আমরা যখন কাঁদতাম, তুমি দেখতে পেতে ?

উ। হাঁ।

প্র। আমরা যখন তোমায় ডাক্‌তাম, তুমি শুনতে পেতে ?

উ। হাঁ, তবে দুঃখ হ'ত যে তোমাদের কাছে যেতে পারতুম, কিন্তু তোমরা দেখতে পেতে না।

প্র। আমরা তোমার কাছে যাবো।

উ। হাঁ, সে অনেক দেরী।

প্র। কত দেরী ?

উ। বল্‌তে নেই।

প্র। বল্‌লে কি দোষ হয় ?

উ। হাঁ, দোষ আছে। মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবে না ?

প্র। জিতুর সঙ্গে আড়ির কথা বলেছিলে কেন ?

উ। এমনি।

প্র। বড়দিকে তোমার মনে আছে ?

উ। নাম বল ?

প্র। অন্নপূর্ণা।

উ। হুঁ, হাজারীবাগের।

প্র। তার বিয়ে হয়েছে, তুমি জান ?

উ। হাঁ ; খোকা হয়েছে।

প্র। তাও জান ?

উ। হাঁ।

প্র। খোকাকে দেখেছ ?

উ। হাঁ, সুন্দর।

প্র। তোমার জন্য আমরা আর কি কর্‌ব ?

উ। দান কর।

প্র। কি রকম দান ?

উ। যা দেবেন তাই ভাল···

প্র। বড় মাকে দেখতে পাও ? আমার মা ?

উ। না, তিনি দূরে—

প্র। একেবারেই দেখ নি ? যখন তিনি ওখানে যান ?

উ। দেখেছিলাম। চিঠি লিখবো—

কাগজের উপর চিঠির শিরোনামার মত তখন লেখা হ'ল—"শ্রীশ্রীগুরু সহায়।" এইটুকু লিখবার পর কাগজের এক অংশ পেন্‌সিলের মুখে ছিঁড়ে যাওয়ায় তখনি লেখা হয়েছিল—"হ'ল না, কাগজ।" একখানি দ্বিতীয় কাগজ দেবার পর লেখা হ'ল :—

শ্রীশ্রীগুরু সহায়

চতুর্থ স্তর

শ্রীচরণেষু,

ভাই বড়দি, আমাকে কি চিন্‌তে পার ? আমি রুণু। আমি ভাল আছি। তোমার ছেলে খুব ভাল হয়েছে। জামাইবাবু খুব ভাল। তবে আমি আলাপ করতে পেলাম না বলে দুঃখ হয়। যাক্, খোকাকে ভগবানের নাম করতে শিখিও। তোমরাও ক'র। পিসিমাকে আমার প্রণাম দিও। সতীকে ভালবাসা দিও। তুমি ও জামাইবাবু আমার প্রণাম নিও। খোকাকে আমার চুমা দিও। ইতি—

স্নেহের রুণু

এই চিঠি লেখা সমাপ্ত হবার পর অরুণার সঙ্গে তার ভাই "বুবু"কে কথা বল্‌তে বলা হয়েছিল। বালকের বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। তখন অরুণার লেখা বাহির হ'ল,—"তুই সেই রকম বোকা আছিস্ দেখ্‌ছি—আমাকে ভয় করিস্। ওকে ভগবানের নাম করতে শেখাও। ক্লাসে উঠেছে।"

প্র। হাঁ, ফিফ্‌থ্‌ হয়েছে ; ফোর্থ ক্লাসে উঠ্‌লো।

উ। ভাল ক'রে লেখাপড়া করিস্‌, বুঝেছিস্‌।...

কে বলবে, প্রত্যেক প্রিয়জনের প্রতি এই সুগভীর ঐকান্তিক স্নেহের অকুণ্ঠিত প্রকাশ কোনও এক সুদূরবর্ত্তী বিদেহী আত্মীয়ের পরিচয়! এ যেন সেই পরম স্নেহশীলা বালিকার জীবন্ত ও জাগ্রত স্পর্শ।

পরপার হ'তে অরুণা তার জননী ও অপর প্রিয়জনকে যে পত্র দিয়েছেন, তার তুলনা পারলৌকিক সাহিত্যেও বিরল।

নবম অধ্যায়

কৌতুকময়ী

অরুণাসংক্রান্ত এই সকল অধিবেশনে তার পিতামহী, পিতা ও অপর কোন কোন নিকট আত্মীয় এবং গৃহকর্ত্তাও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তিনি কে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠায়, পাণ্ডিত্যে ও বিচারবুদ্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এই প্রবীণ বিচারপতি, সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর পরলোকতত্ত্ব অনুশীলন করেছেন। আর সৌভাগ্যবশতঃ এ ক্ষেত্রে মিডিয়াম্ তাঁরই সেই সাধনালব্ধ ফল-স্বরূপ তাঁর গৃহেরই একজন পরমাত্মীয়ারূপে আবির্ভূতা।

দিনমানেই, অনেকবার অপরাহ্ণকালেই, এই সকল চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। ভুল-ভ্রান্তির কোন অবকাশ ছিল না। মিডিয়াম্‌কে কেন্দ্র ক'রে অপর সকলে উপবিষ্ট হবার পর বিদেহীকে স্মরণ করা মাত্রই মিডিয়ামের হাতের যন্ত্রটি চঞ্চল হ'য়ে উঠে—যেন অপর কোন সত্তার পরিচালনায় এবং মিডিয়ামের বিনা চেষ্টায়—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রশ্নের উত্তর লিখে পূর্ণ ক'রেছে। সেই সময়ে মিডিয়াম্ (শ্রীযুক্তা ইলা দেবী) সম্পূর্ণরূপে সজ্ঞানে ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাক্‌তেন। পরবর্ত্তী কয়েক অধিবেশনে ইলা দেবী অরুণাকে নিজ মূর্ত্তিতে উপস্থিত হ'তে দেখেছেন এবং তার সঙ্গে অপূর্ব্ব উপায়ে নিজেই বাক্যালাপ করেছেন। যন্ত্রের বা লেখনীর প্রয়োজন হয় নি।

পার্থিব জীবনে অরুণার যে উচ্ছল কৌতুকময়ী প্রকৃতি ছিল, দেহান্তেও

তার অভ্রান্ত প্রকাশ তার বাক্যালাপের ছত্রে ছত্রে, এমন কি অতি গম্ভীর প্রশ্নোত্তরের মধ্যেও, আমরা দেখতে পাই।

পঞ্চম অধিবেশনে অনুপস্থিত জননীকে সে যে পত্র দিয়েছিল তা এই :—

গুরু সহায়

পঞ্চম স্তর

শ্রীচরণেষু,

মা, আমি ভাল আছি। তুমি আমার জন্য কেঁদ না। বোন্‌টিকে নিয়ে আমার জন্য মন শান্ত কোরো। ঠা'মার চোখ কেমন আছে? ভাইটি কেমন আছে? তার বোধ হয় দুষ্টুমি করার সঙ্গী না পেয়ে বড়ই অসুবিধা হ'চ্ছে। আমার কাজ অমাবস্যার দ্বিতীয়ায় কোরো। আমার কোন কষ্ট নেই। আমি তোমাদের সব সময় দেখি। বাবাধনকে ভুলিয়ে রেখ। তুমি ও ঠা'মা আমার প্রণাম নিও। ইতি—

রুণু

পরবর্ত্তী অধিবেশনে অরুণাকে প্রশ্ন করা হ'ল :—

প্র। এখানে কে কে এসেছেন তুমি দেখতে পাচ্ছ?

উ। বাবাধন, ঠা'মু, ভাল-পিসিমা।

প্র। আমার চোখ কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তুমি অপারেশনের কথা কি করে জান্‌লে?

উ। দেখেছিলাম।

প্র। তুমি সে সময় হাস্‌পাতালে গিয়েছিলে?

উ। হুঁ, আমি যে তোমাদের কাছে আসি, ঠা'মু।…ঠা'মু ডাক্তার দাদুন্‌ আমায় গল্প বলেন না…

প্র। স'বি (সবিতা)-পিসিমাকে ডাক্‌তে পার ?

উ। না। সবি-পিসিমার বর আবার কেন বিয়ে ক'রবে, ঠা'ম্‌ ?

প্র। তুমি সবি-পিসিমাকে দেখেছ ?

উ। দেখেছি।

প্র। তিনি কি করেন ?

উ। মনে দুঃখ করেন।

প্র। তাকে একবার আস্‌তে বল না ?

উ। না, সে আসবে না।

প্র। আসবে না কেন ? তার মনে কি কষ্ট আছে ?

উ। হ্যাঁ, পিসেমশাই আবার বিয়ে করবে ব'লে।

প্র। সে কি তার ছোট্ট ছেলেটিকে ওখানে গিয়ে পেয়েছে ?

উ। হুঁ।

প্র। কি করলে সে উপরে যাবে ?

উ। টান্‌ চলে গেলেই উপরে যাবে।

প্র। তুমি যে এখানে এত আস্‌ছ, তোমার ক্ষতি হবে না ?

উ। না।

প্র। কেন ক্ষতি হবে না ?

উ। আমি যে ছোট্ট মেয়ে।

প্র। তোমার বোন্‌কে দেখেছ ?

উ। হুঁ।

প্র। কেমন হ'য়েছে ?

উ। ভাল, আমার মত নয়।

প্র। কেন ? তুমি কি খারাপ ছিলে ?

উ। হুঁ।

প্র। না, তোমার চেয়ে ভাল হবে না।

উ। দেখো, ভাল্ হবে।

প্র। তার নাম কি রাখবে ?

উ। বরুণা।

প্র। দাদুন্ যে নাম রেখেছেন 'অঞ্জলি'।

উ। আমার সঙ্গে মিল্‌ল না ত ?

প্র। তুমি সতীকে (পিসিমার কন্যা) একখানা চিঠি লিখে দেবে ?

উ। ওর আমাকে মনে আছে ?

প্র। তোমাকে মনে নাই ? নিশ্চয়ই আছে।

উ। (ক্ষণকাল যেন চিন্তা করিয়া) সে বিশ্বাস করবে, ভাল-পিসিমা ?

প্র। হাঁ, খুব বিশ্বাস করে।

উ। আচ্ছা লিখ্‌ছি, কাগজ দাও। (কাগজ দেওয়া হইলে পর)—আচ্ছা আমি বড় না সতী বড়, ভাল-পিসিমা ?

প্র। তুমি বড়।

উ। আমায় মান্য করবে ?

প্র। হ্যাঁ, মান্য করবে, তবে দিদি ব'লে নয়, বন্ধু ব'লে।

উ। দিচ্ছি।

গুরু সহায়

পঞ্চম স্তর

ভাই সতী,

আমি একটা খুব সুন্দর জায়গায় আছি। জানিস্ ভাই, এখানে কেউ বকে না দুষ্টুমী করলে।

তুই ভাল হ'য়ে থাকিস্। বোন্‌পো দুটিকে খুব ভাল লাগে, না ভাই ?

আমার জন্য তোরা কাঁদিস্ না, তাহ'লে আমার কষ্ট হয়। তুই আমার বাবা-মার মেয়ের মত হ'য়ে থাকিস্। আর বোনটিকে পেয়েও বোধহয় ওঁদের আমাকে অনেকটা ভুলতে পারবেন। যখন বড় হবি, তখন ভগবানের নাম করিস্। কি নাম বলে দিচ্ছি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

আজ এই পর্য্যন্ত। সবাইকে প্রণাম দিস্। তুই আমার স্নেহাশীস্ নিস্, বুঝেছিস্। ইতি—

রুণু

প্র। এ পৃথিবী ভাল ছিল, না ওখানে ভাল?

উ। এখান ভাল।

প্র। তোমার ওখানে গিয়ে কষ্ট হয় না?

উ। হ'ত আগে।

প্র। এখন আর হয় না?

উ। না।

আর এক অধিবেশনের একটি অংশ উদ্ধৃত ক'রে এই অপূর্ব্ব বাক্যালাপের আর একটু পরিচয় পাঠককে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

প্র। এখানে কে কে এসেছেন দেখতে পাচ্ছ?

উ। হঁু।

প্র। সবাইকে?

উ। হঁু; হ্যাঁ রে সতী, আমায় চিনতে পারিস্?

প্র। হাঁ চিনতে পারছি বৈ কি।

উ। চিঠি পেয়েছিলি ত' ?

প্র। হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।

উ। কি রকম লেখা শিখ্‌ছিস্‌ ?

প্র। আস্‌ছে বছর ম্যাট্রিক্‌ দেবো।

উ। আমিও থাক্‌লে কত শিখতুম, না রে ?

প্র। তুমিও ত' ওখানে কত শিখ্‌ছ ; কত জ্ঞান বাড়ছে।

উ। সতীর মত বল্‌তে পাচ্ছি না—আস্‌ছে বছর ম্যাট্রিক্‌ দেব।'

প্র। ম্যাট্রিক্‌ দেওয়া আর কি এমন বড় জিনিস। তুমি ওখানে ভাল আছ ত' ?

উ। হাঁ।

প্র। কোন কষ্ট নেই ত' ?

উ। না। মাঝে মাঝে মন কেমন করে।

প্র। তুমি যে সতীকে লিখেছিলে তুমি যেখানে আছ এখানের চেয়ে ভাল জায়গা ?

উ। হাঁ।

এখানে অনুরূপা দেবী প্রশ্ন করলেন,—তুমি কি আমার সংগে কাটোয়া গিয়েছিলে ?

উ। হাঁ, তুমি কাটোয়ার ডাঁটা খাচ্ছিলে দেখেছিলাম।

প্র। ওখানে ব'সেই সব দেখতে পাও, না যেতে হয় ?

উ। যেতে হয়।

প্র। এই যে ইউরোপে যুদ্ধ হচ্ছে, ওখান থেকে দেখতে পাও ?

উ। ভয় করে দেখতে।

প্র। আপনিই কি সব চোখে পড়ে, না চেষ্টা ক'রে দেখতে হয় ?

উ। চেষ্টা করলে—

প্র। দেখা যায়, না সেখানে যেতে হয় ?

উ। না, যেতে হয় ।......

প্র। তোমরা ওখান থেকে ভবিষ্যৎ দেখতে পাও ?

উ। না ।

প্র। তবে যে শুনেছিলাম পাওয়া যায় ?

উ। বড়'রা পারেন ।

প্র। 'বুবু'র সঙ্গে কথা কইলে না ?

উ। হাঁ, ও ত' ভাবছে—এ কি জিনিস রে বাবা !

প্র। তুমি কাটোয়ার ডাঁটার কথা কি করে জান্‌লে ?

উ। দেখতে পাই না বুঝি !

প্র। এত জিনিস থাকতে কাটোয়ার ডাঁটার[১] কথা বল্‌লে কেন ?

উ। এটি মজার লেগেছিল ।......

পৃথিবী ও পরলোক যে একই বসতির এ-ঘর আর ও-ঘর এই সব সরল প্রাণস্পর্শী বাক্যালাপ তার অপূর্ব্ব নিদর্শন ।

সেই সুন্দরতর লোক বিদেহীর শুধু যে ক্রীড়া ও প্রমোদের স্থান নয়, তাও এই বালিকার বর্ণনা হ'তে জানা যায় । চক্র হ'তে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে একদিন সে বলেছিল,— আমার আজ একটু কাজ আছে ।

প্র। কি কাজ ?

উ। পূজা করতে শিখবো ।

প্র। তাহ'লে সোম-(দেব)কে একবার ডেকে দাও ?

উ। তিনিও আসবেন না ।

প্র। কেন, তিনি আসবেন না কেন ?

উ। পূজা করবেন যে ঠা'মু, বাধা দিতে আছে কি ?

---

১. 'কাটোয়ার ডাঁটা' একটি সুপরিচিত স্থানীয় আহার্য্য ।

আর একদিনের ঘটনা সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল :—

প্র। সেদিন এলে না কেন ?

উ। সন্ধ্যা হ'য়ে এল যে।

প্র। সন্ধ্যায় সকালে কি তোমরা উপাসনা কর ?

উ। হুঁ।

প্র। তোমরা কোথায় পূজা কর ?

উ। সবাই একসঙ্গে নাম করে। যে যে স্তরে আছে, সে সেইখানে উপাসনা করে।······

সেখানেও প্রভাত ও সন্ধ্যা আছে, কর্ম্ম আছে, পূজা আছে ; আছে পরিপূর্ণ আনন্দের শ্রেষ্ঠতম আয়োজন,—আর বিশ্বপতির চরণে সর্ব্ব অধিবাসীর অকুণ্ঠিত আত্ম-নিবেদন।

শ্রীমতী ইলা দেবীর মধ্যবর্ত্তীতায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিদেহী জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাক্যালাপের এক অনুপম অংশ উদ্ধৃত ক'রে বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহার ক'রব :—

প্র। কে ?

উ। ইন্দিরা। (স্বনামধন্যা সাহিত্যিকা, বহুবৎসর স্বর্গতা)

প্র। তোমাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে ?

উ। বল।

প্র। আমাদের ভাইয়েরা, যারা এখানে আছে, তাদের দেখ্‌তে পাচ্ছ ত' ?

উ। আমি ত' ভাই ও সব বিষয় আর ভাবি না।

প্র। (তুমি) আসতে চাও না কেন ? আমাদের আর ভালবাস না ?

উ। তোমরা ত' ভাল আছ। যাকে পাঠিয়েছ তার জন্য ভাবি, তাকে দেখি।

প্র। আমি কি তোমাদের কাছে যাব ? আমাকে টেনে নাও না ?

উ। টান্ যার যেখানে হবে, সে সেখানে আস্‌বে।…

প্র। তুমি এখন কোথায় আছ ?

উ। সপ্তম।

প্র। আমি তোমাদের কাছে যাব।

উ। তুমি আস্‌বে কেন ?

প্র। চিরকাল ত' আর থাক্‌ব না ; কবে যাব বল না ?

উ। তা বল্‌তে পারা যায় না।

প্র। শুনেছি, খুব দূরের কথা না হ'লে, নিকট-ভবিষ্যতের কথা তোমরা বল্‌তে পার। কেউ বল্‌ছে এক বছরের মধ্যে যাব, কেউ বল্‌ছে তিন-চার বছর। কোন্‌টা ঠিক, বল না ?

উ। কে জানে ?

প্র। বল না। জান্‌লে আমার পক্ষে ত' সুবিধা হয় ?

উ। বল্‌তে নেই।

প্র। তোমার আর একটুও টান্ নেই আমার উপর। মায়া না থাকে, দয়া ত' করতে পার ?

উ। কেন, কি করলাম ? তোর জ্বালায় ত' এলাম।

প্র। তুমি ত' জান, তোমায় না দেখে আমি বেশীদিন থাক্‌তে পারতাম না। কতদিন হ'য়ে গেল।

উ। এখন পাচ্ছিস্। আবার এলে দেখা হবে।

প্র। বল না, কতদিনে তোমাদের কাছে যাব ?

উ। তা বল্‌তে পারলে নিশ্চয় বলতাম। আমাদের যে বারণ আছে। (একটু অপেক্ষার পর)—অবীন! (ইন্দিরা দেবীর পুত্র) তুই সেদিন আমায় ডেকেছিলি। কিন্তু আমার আর আসতে কষ্ট হয়, কারণ তোদের

ছেড়ে এসে গোড়ায় বড্ড কষ্ট হয়েছিল। অনেক কষ্টে মন ঠিক করে ফেলেছি। সেই জন্য আসি নি। নয় ত' তোদের এখনও সে রকমই ভালবাসি। মিছিমিছি মায়া বাড়িয়ে আবার সে রকম কষ্ট পাব। তাই আসি না। তোর বাবাও তাই আসেন না।

*　　*　　*　　*　　*

ওপারের নিস্পৃহ স্নেহ-প্রীতির তুলনা কোথায়? বিদেহীর সঙ্গে পৃথিবীবাসীর এরূপ অপূর্ব্ব কিন্তু অননুভূত সম্বন্ধ যে দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে, এই সব বাক্যালাপ তার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। আর ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত রাত্রে তড়িতের ক্ষণিক প্রকাশ পথিককে যেমন মুহূর্ত্তের জন্য তার হারানো পথের সন্ধান দেয়, সংসার-আবর্ত্তে বিভ্রান্ত মানবও পরলোকবাসীর এই সকল সংযত আত্মপ্রকাশের ভাষার মধ্য দিয়ে আপনার পার্থিব গতি-পথের ইঙ্গিত পায় এবং ওপারের জীবন-প্রণালীর কোন কোন অধ্যায়ের একটু আভাষও লাভ করে, তার সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায়

উপলব্ধি

ইহ-জগতের পান্থশালায় রাত্রিবাস শেষে পরিশ্রান্ত যাত্রী গৃহপানে দৃষ্টিক্ষেপ করে। দীর্ঘ ষষ্ঠী বৎসরের ভার তার কেশাগ্রে রজতের স্পর্শ দিয়ে যায়। ওপারের প্রসারিত বেলাভূমি প্রতিদিন নিকট হ'তে নিকটতর হ'য়ে আসে।

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চাই। কত শৈশবের সাথী, যৌবনের কত সহচর, বার্দ্ধক্যের যষ্টি—প্রত্যেকেই বহুবিস্তৃত শূন্যতা পশ্চাতে ফেলে একে একে ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করেছেন।

যাঁরা ওই অপার্থিব লোকে অগ্রবর্ত্তী হ'য়েছেন, কখনো কখনো দূরাগত বংশীধ্বনির মত তাঁদের সাড়া পাই,—যখন তাঁদের স্মরণ করি। স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁদের বরণ করি, কাণ পেতে তাঁদের কথা শুনি। এই সব বার্ত্তা কখনো পূর্ণ, কখনো হয়ত' অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট। তাও লাভ ক'রে মনে বল সঞ্চয় হয়।

কদাচিৎ একদিন কোনও বন্ধু এসে আন্দোলিত চক্ষে প্রশ্ন করেন,—"ইহ-পরলোকের মধ্যে এই সম্বন্ধ স্থাপনের সত্য কি কিছু সার্থকতা আছে? না এ শুধু মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণা? এ মিলনের প্রচেষ্টা কি অলস কৌতূহল নয়?"

যাকে মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়ে অভ্রান্ত অনুভব করি, তাকে ত' মরীচিকা বলতে পারি না। যে আমায় সুস্পষ্ট, সস্নেহ পরশ দিয়ে অকুণ্ঠিত

আত্মপ্রকাশ করে, যার প্রত্যেক কথার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে ত' অস্তিত্বহীন মৃগতৃষ্ণা বলবার কারণ নাই।

আর, অন্তর অসংশয়ে ঘোষণা করে,—স্বর্গে-মর্ত্তে এই ভাব-বিনিময় শুধু যে আমাদের বিদেহী প্রিয়জনের বার্ত্তা সংগ্রহ ক'রে এনেই ক্ষান্ত হয়, তা নয়। তা হ'তে আরও অতুল বৈভবের সন্ধান নিয়ে আসে।

কারণ, যদি স্বল্প সাধনায় লোকান্তরিত অদৃশ্য বিদেহী জনকে স্নেহে প্রেমে আকর্ষণ ক'রে তার স্পর্শ লাভ করা এখানে সম্ভব হয়, তবে আরও অন্তরতম সাধনায় মনোনিবেশ করলে, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়,—কোনও একদিন সর্ব্ব-জগতের অধীশ্বর, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচরে যিনি সর্ব্বত্রই বিরাজ করছেন,—তাঁরও চরণ-সন্নিধান সুদুর্লভ নয়।

বিদেহীর—মুক্তাত্মার—যোগসূত্র অবলম্বন ক'রে আমরা পরমাত্মার নিকটতর অনুভূতি লাভ করবার পথে অগ্রসর হই। আমাদের 'ক্ষুদ্র হারাধনগুলি' যে তাঁরই চরণে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করছে!

তৃতীয় অংশ

—বিদেহী মানব—

প্রথমখণ্ড—বিদেহীর ছায়ামূর্ত্তি

প্রথম অধ্যায়

বিদেহীর আত্মপ্রকাশ

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিদেহীর আত্মপ্রকাশের অসংখ্য বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা স্বীকার করি, অথবা দৃষ্টি নিরুদ্ধ ক'রেই রাখি,—পরলোক হ'তে বিদেহী বহুভাবে পৃথিবীতে প্রকাশ হন। জীবের যে মৃত্যু নাই! যার অস্তিত্ব আছে তার কোন না কোন রূপ প্রকাশও আছে।

সুদূর অতীতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিলীয়মান হোমাগ্নি-শিখার সম্মুখে ব'সে আচার্য্য, ঋষি উদ্দালক, বিদ্যাভিমানী পুত্রকে সম্বোধন ক'রে মেঘমন্দ্র স্বরে একদিন বলেছেন,—"শোন শ্বেতকেতু, জীব কখনো মরে না। জীব যখন তাকে পরিত্যাগ ক'রে যায়, তখন সেই পরিত্যক্ত দেহটারই মৃত্যু হয়।"[১]

আজ বিংশ-শতাব্দীতে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, তার চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হ'তে একাধিক দূত প্রেরণ ক'রে ঐ ঋষি-বাণীরই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন,—"ঠিক্ কথা, জড়-দেহটারই মৃত্যু হয়; আর সে মৃত্যুতে জীবাত্মা বন্ধন-বিমুক্ত অবস্থা লাভ করে।"[২]

---

১. জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়ত। ছা. উপ.—৬।১১।২

২. The body alone dies and decays...The soul is freed rather than injured thereby. *Lodge*—Raymond.—298.

এই সজীব নিম্মুর্ক্ত অবস্থা হেতুই বিদেহী-জনের পক্ষে ওপার হ'তে আগমন ক'রে কখনো কখনো পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়। সেই নূতন লোকেও বিদেহীর মন, তার চেতনা, তার পার্থিব স্মৃতি, তার সংস্কার সবই অক্ষুণ্ণ থাকে ; থাকে না শুধু এই স্থূলদেহ, তাই চর্ম্মচক্ষে আমরা আর সাধারণতঃ তার দর্শন পাই না। পাই নানারূপে তার অভ্রান্ত পরিচয়।

বর্ত্তমান যুগের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি,—"জড়দেহ অচিরস্থায়ী সত্য, কিন্তু মরণের পর মানবের অবশিষ্ট থাকে তার ব্যক্তিত্ব, তার নিজস্ব প্রকৃতি।"[১] "স্মৃতি ও কৃষ্টি, শিক্ষা ও সংস্কার, বিরাগ অনুরাগ,—যা কিছু তার অর্জ্জিত সম্পদ—এ সকলই দেহত্যাগের পর মানবের সহগামী হয়।"[২] আরও সুস্পষ্ট ভাবে মনের দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি বলেছেন,—"(পরলোকের সঙ্গে) যোগসূত্র স্থাপনা করলে দেখা যায় যে, মরণান্তেও আমাদের পরিচিত জনের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে নি, তাঁর পার্থিব স্মৃতি অনবলুপ্ত, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সে লোকেও অপরিবর্ত্তিত।"[৩]

---

১. His body truly only lasts for a time, and then falls into decay, but the individuality, the personality continues.

Lodge—Phantom Walls —119.

২. Essential belongings such as memory, culture, education, habits, character and affection—all these, and to a certain extent, tastes and interests, for better, for worse are retained.

Lodge—Survival of Man.—349.

৩. By employing proper means of communication... you find that the person you knew is still there, that he remembers the things that happened, that his character is unchanged.

Lodge—Phantom Walls.—98.

আমাদের অগ্রগামী হ'য়ে যাঁরা সেই সূক্ষ্ম লোকে স্থান লাভ করেছেন সেখান হ'তেও তাঁদের জাগ্রত অস্তিত্বের নানারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রখ্যাতনামা বহু পণ্ডিত ও দার্শনিক এই সকল প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন। ছায়ামূর্ত্তিতে, কখনো বা স্থূলমূর্ত্তিতেও, বিদেহী ইহলোকে আবির্ভূত হন। কখনো বাসগৃহে, কখনো উন্মুক্ত প্রান্তরে, কখনো বা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে,—সর্ব্বত্রই তাঁদের অবাধ গতি। কখনো তাঁরা দৃষ্টির অন্তরালে থেকে পরিচিত স্বরে বাক্যালাপ ক'রে আমাদের সচকিত করেন; আবার কখনো বা কোনও জীবিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত ক'রে তার হাতের লেখনীর মধ্য দিয়ে আপনার মনোভাব প্রকাশ করেন।

এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য মনীষীগণের নিকট হ'তে পাওয়া কতকগুলি দৃষ্টান্ত ও মন্তব্য গ্রন্থের এই অংশে উদ্ধৃত ক'রে জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করবার প্রয়াস করেছি। প্রত্নতাত্ত্বিকের যেমন "পাথুরে" প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, পরলোক সম্বন্ধে সেরূপ স্থূল প্রামাণ্য বিষয় উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এ রহস্যের তথ্যানুসন্ধানশীল জগৎ-বিখ্যাত বিভিন্ন পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন যে প্রামাণিক তার সন্দেহ কি? ক্রুক্স্, ব্যারেট্, লজ্, রাসেল্ ওয়ালেশ্, ফ্লামেরিয়ান প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তি জড়-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্য্যায় নব নব অবদানে সমৃদ্ধ করেছেন; তাঁদের প্রত্যেকের প্রচারিত জড়-রাজ্যের বিভিন্ন তথ্য সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয়েছে। পরলোক সম্বন্ধে তাঁদের অনুশীলনের ফলাফলও সশ্রদ্ধভাবেই গ্রহণীয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের কয়েকটি প্রামাণিক ঘটনাও (প্রত্যেকটির সত্যতার অনুসন্ধানের পর) গ্রন্থের এই অংশে উদ্ধৃত হয়েছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল্‌ফ্রেড্ রাসেল্ ওয়ালেস্* তাঁর

গ্রন্থে[১] পরলোকগত-জনের এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ধারাকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে বিভাগ করেছেন।

প্রথম বিভাগে তিনি স্থান দিয়েছেন সেই সকল ঘটনা, যেখানে বিদেহী-মানব কোন জীবিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত না ক'রেই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে তাঁর আবির্ভাব প্রকাশ করেন (Physical Phenomena); যেমন,—নানাপ্রকার অলৌকিক শব্দের সৃষ্টি ক'রে (producing sounds of all kinds), অথবা কোন জীবিত জনের বিনা সাহায্যে কাগজে বা শ্লেটে তাঁর বক্তব্য লিখে, বা চিত্রাঙ্কন ক'রে (direct writing and drawing); বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে (musical phenomena); স্থান হতে স্থানান্তরে দ্রব্যাদি অপসারিত ক'রে (moving bodies without human agency) এবং নানারূপ সূক্ষ্ম অথবা জ্যোতির্ম্ময় দেহে বা আলোক চিত্রে প্রকাশিত হ'য়ে (spiritual forms,...spirit photographs) আমাদের সচকিত করেন।

আর দ্বিতীয় বিভাগে স্থান লাভ করেছে সেই সব ঘটনা যেখানে বিদেহী-জন কোন জীবিত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ মিডিয়ামকে) প্রভাবিত ক'রে তার মধ্যবর্ত্তিতায় আত্মপ্রকাশ করেন,—(Mental Phenomena); যেমন,—মিডিয়ামের হাতের লেখনী চালনা দ্বারা পার্থিব মানবের সঙ্গে আলাপ করেন (automatic writing); মিডিয়ামের দৃষ্টিতে সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে প্রকাশ হন (clairvoyance), অথবা মিডিয়ামকে আবিষ্ট ক'রে (অর্থাৎ তার উপর "ভর" হ'য়ে) এরূপভাবে প্রকট হন

---

১. *A. R. Wallace*—Miracles and Modern Spiritualism. 198-202.

যে সে সময়ে মিডিয়ামের হাব, ভাব, ভঙ্গী, গলার স্বর, মনের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে কোনও বিদেহীর স্বরূপ হয়ে যায় (impersonation)। অধ্যাপক ও ধর্ম্ম-যাজক হেন্‌স্‌লোও তাঁর গ্রন্থে প্রায় এর অনুরূপই এক তালিকা প্রস্তুত করেছেন।[১] সার অলিভার লজ্‌ কৃত তালিকার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত দুই তালিকারই সামঞ্জস্য আছে।

পণ্ডিতপ্রবর লজ্‌ বলেছেন,—এই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার যখন ঘটে, জন-সাধারণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়। কিন্তু এ-গুলির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই।[২] বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ানও অভিমত প্রকাশ করেছেন,— "এই সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা যে ভাবেই করা হোক্‌ না কেন, ঘটনাগুলি যে অভ্রান্ত, তা অস্বীকার করা যায় না।[৩]

১. Rev. Prof. G. Henslow—The Proofs of the Truth of Spiritualism—pp 4-5.

২. People shy at the phenomena, but the phenomena are the only certain thing about them.

Lodge—Phantom Walls.—175.

৩. Whatever may be the explanatory hypothesis, the facts are undeniable. *Flammarion*—Mysterious Psychic Force.—359.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পথ-প্রদর্শক

পার্থিব জীবনের শেষে মানব যে চৈতন্যময় লোকে প্রবেশ করে, ইহলোকের মত সেখানেও অসংখ্য অধিবাসী। তাঁরা জড়দেহ-বিমুক্ত হ'লেও মর্ত্তের সকল স্নেহ বন্ধন হ'তে সদ্য মুক্তি-লাভ করেন না।[১] তাই সেই লোকান্তর হ'তে তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ সময় সময় পৃথিবীতে এসে, ছায়ামূর্ত্তিতে বা অন্য উপায়ে প্রকাশ হ'য়ে পরিত্যক্ত প্রিয়জনকে দর্শন দিয়ে যান। সুদিনে দুর্দ্দিনে এই সব ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব এ জগতে বিরল ঘটনা নয়।

এক সময়ে এ সম্বন্ধে আমাদের ছিল ঘোর কুসংস্কার। এই সব ছায়া-দেহের ক্ষণিক প্রকাশ দেখে আমরা কখনো ভয়ে দিশাহারা হয়েছি, কখনো বা "ভূত-প্রেত" বলে তাঁদের অবজ্ঞা অথবা অশ্রদ্ধা করেছি। আবার কারো বা ধারণা ছিল যে এরূপ মূর্ত্তি দর্শন দিলেই গৃহস্থের কোন অতর্কিত বিপদ এসে উপস্থিত হয়। এ ধারণাও সম্পূর্ণ অমূলক।[২] তবে মৃত্যু-শয্যার পাশে পরলোকগত আত্মীয়ের ছায়ামূর্ত্তির প্রকাশ সকল

---

১. The departed spirit often does not depart at once to supernal realms, but lingers about with those it loves, or is perhaps occupied for some little time in withdrawing from its old associations before setting its face to further progress in its larger life.

Hill—Psychical Investigation.—30.

২. The idea that an apparation invariably betokens calamity or death is totally unfounded. *Tweedale*—Man's Survival.—165.

দেশেই দেখা যায়। পাশ্চাত্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থেও এরূপ বহু ঘটনার বিবরণ আছে।

যাঁরা তার্কিক বা অবিশ্বাসী, তাঁরা বলেন যে, এই সব ছায়া-মূর্ত্তি দর্শনের কথা যা আমরা শুনি, এগুলি দ্রষ্টার চোখের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ, দ্রষ্টা যেন, নিজের মনের বিকার হেতু, কল্পনায় এই সব অপার্থিব মানবের ছায়ামূর্ত্তি রচনা করেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যারেট্ বলেছেন,—"না, না, চোখের ভ্রান্তি নয়,—ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব, তার আত্মপ্রকাশ একান্ত সত্য।"[১] জ্যোতির্ব্বিদ ফ্লামেরিয়ান বলেন,—"দীর্ঘকাল ছায়ামূর্ত্তির তথ্য সযত্নে অনুসন্ধান ক'রে আমি দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, প্রথম কথা এই যে, এ সব ছায়া-মূর্ত্তি সত্য, আর দ্বিতীয়তঃ, এগুলি কোনও স্থূল বস্তু দিয়ে গঠিত নয়।"[২]

মৃত্যুর সময়ে সচরাচর যে সব ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা যায় সেগুলি দুটি পৃথক্ শ্রেণীর মধ্যে কোন একটির অন্তর্গত।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পাই—মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তিম-শয্যার প্রান্তে পরলোকগত আত্মীয়-বন্ধুর আগমন। তাঁরা যেন ইহলোক হ'তে প্রত্যাবর্ত্তনকারী সেই যাত্রীকে পথ দেখিয়ে তার নূতন বাস-গৃহে সাথী ক'রে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পৃথিবীতে এসে, তার শেষ নিশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করেন। মুমূর্ষু নিজেই কখনো এই সব মূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখতে

---

১. The result of a critical examination of the evidence left no doubt in the mind of any student that these apparitions are veridical,...and that their occurrence was not due to any illusion of the percipient or chance.

Barret—Threshold of the Unseen.—143.

২. After a long, special study of apparations...I have reached this double conclusion : (1) that they are real ; (2) in general, they are not material, ponderable.

Flammarion—Death and its Mystery,—III. 50.

পান, কখনো বা গৃহস্থের পরিজন সেই বিদেহী আত্মীয়ের ছায়ামূর্ত্তির দর্শনলাভ করেন।

আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আমরা পাই সেই সব ঘটনা, যেখানে মুমূর্ষু মানব নিজেই মৃত্যু-সময়ে (অথবা তার কিছুই পূর্ব্বে বা পরে) তার প্রিয়জনকে সূক্ষ্মদেহে বহু দূরদেশেও উপস্থিত হ'য়ে, দর্শন দিয়ে, শেষ সম্ভাষণ ক'রে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত বহু ছায়ামূর্ত্তির দর্শন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই লাভ করেছেন। নানা গ্রন্থে এমন অনেক নিঃসংশয়িত ঘটনার সঙ্কলনও হ'য়েছে।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আর্থার হিল্ বলেছেন,—মুমূর্ষু ব্যক্তি অনেক স্থলেই সমাগত বিদেহী বান্ধবের দর্শন লাভ করেন।[১] ভিকার ভেল্ ওয়েন্‌ও অনুরূপ মত প্রকাশ ক'রে বলেছেন,—মানব যখন মরণাতীত ভূমির তীরবর্ত্তী হয়, তখন সে বিদেহী বন্ধুদের দর্শন পায়। জড়দেহ তখন অবশ হ'য়ে আসে, তাই জীবাত্মার সমধিক স্ফুরণ সম্ভব হয়। অনেক সময় মুমূর্ষু মানব নিজেই প্রকাশ করেন তিনি কার দর্শন লাভ করেছেন।[২]

ফ্লামেরিয়ানের সংগৃহীত এরূপ একটি ঘটনা এই :—

(১) দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, টমী ব্রাউন্ রোগশয্যার চিকিৎসাগারে ছিল। তার পিতা তখন পরলোকে।

১. Dying people often see spirit friends who have come to meet them. *Hill*—Psychical Investigation.—33.

২. Especially are they (death-bed visions) seen by people who are nearing the borderland of death. Then the body is gradually losing its hold, and the soul, or spiritual body, has a better chance of asserting itself... Often the dying are able to tell us what they see. *Owen*—Facts and Future life,—65, 66.

সন্ধ্যায় শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা জননীকে বালক বলেছিল,—"ঐ দেখ মা, বাবা এসেছেন।" মা উত্তর দিলেন,—"কই, কেউ ত' ওখানে নেই।" বালক আবার ব'লেছিল,—"দেখ না, বাবা ত' তোমার দিকেই চেয়ে আছেন। তুমি কথা কও।" কিছুক্ষণ পরে বালক পুনরায় বলেছিল,—"দেখ মা, বাবা এবার আমার দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে আমায় ডাক্‌ছেন, তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য ডাক্‌ছেন,—ঐ যে তিনি, চেয়ে দেখ।"

কথা বলবার পরই বালক অচেতন হ'ল। দু-একদিন মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটেছিল।[১]

(২) আমাদের দেশেও এরূপ বহু প্রামাণিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। এক প্রবীণ তীক্ষ্ণধী জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট[২] গ্রন্থকারকে বলেছেন,—"আমার পিতার দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্ব হ'তে আমাদের পরলোকগত আত্মীয় ষষ্ঠীবরকে তিনি বারম্বার খুব নিকটেই দেখেছিলেন, ও ঐ সময়ে অন্যের চক্ষে অদৃশ্য সেই বিদেহীর সঙ্গে সজ্ঞানে বাক্যালাপ ক'রেছিলেন। ষষ্ঠীবর যে সত্যই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত, এ সম্বন্ধে তখন সহজ-জ্ঞানে তাঁর তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না।"

সংশয়ী জনে হয়ত' বলবেন—এ সব ঘটনা মুমূর্ষুর ভ্রান্তি (hallucination) মাত্র। কিন্তু বহু প্রামাণিক ঘটনা আছে যেখানে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু-শয্যার পাশে ব'সে গৃহস্থের সাধারণ পরিজনও স্থিরমস্তিষ্কে ও সজ্ঞানে বিদেহী প্রিয়জনের দর্শন লাভ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হ'ল :—

(১) এমেলিন্ নামে এক মহিলা লিখেছেন,—আমার ভাই-ভগ্নী অনেকগুলি হ'য়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটি শিশুকালে ইহলোক ত্যাগ

---

১. *Flammarion*—**Death and its Mystery.—III. 331**

২. শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়।

ক'রে যাবার পর বাকি ছিল মাত্র তিন কন্যা, সুশানা, শার্লটি আর আমি। আমাদের ভাই উইলিয়ামের মৃত্যু হ'য়েছিল আমার জন্মেরও পূর্ব্বে, আর অপর ভাই (জন্) স্বর্গে যায় যখন আমি নিতান্ত শিশু। সুশানা আমার চেয়ে বড় ; ভাই দুটিকেই তার বেশ মনে ছিল।

যে দিনের ঘটনা বল্‌ছি সেদিন শার্লটি রোগশয্যায়। অপরাহ্নে যখন সে নিদ্রামগ্ন ছিল, তার শয্যার দুই পাশে বসেছিলাম আমরা দুই ভগ্নী—সুশানা আর আমি। সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢ'লে পড়েছেন, গোধূলির প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু আঁধার তখনো নামে নি। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, শার্লটির শয্যার উপর দিকে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি, আর তার মাঝখানে দুটি দেবশিশুর মুখ। ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই শিশু দুটি শার্লটির দিকে চেয়েছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত ব'সে সেই মুখ দুটিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুশানার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লাম,—"উপরের দিকে চেয়ে দেখ্।" চেয়েই সে চম্‌কে উঠে ব'লেছিল,—"এরা যে উইলিয়াম্ আর জন্।" দুজনেই আমরা আরও কিছুক্ষণ সেই মুখ দুটির দিকে চেয়ে ছিলাম। ক্রমে ধীরে ধীরে সে দুটি অদৃশ্য হ'ল!···তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অতর্কিতে শার্লটির দেহত্যাগ হ'য়েছিল।[১]

(২) ফরাসী বৈজ্ঞানিক রীচে তাঁর গ্রন্থে এমনি একটি ঘটনা সংকলন করেছেন :—

কুমারী এইচ্ (এক ইংরেজ পাদরীর কন্যা) একটি মুমূর্ষু বালকের সেবা করছিলেন। ঐ বালকের কনিষ্ঠ—মাত্র বছর-চার তার বয়স,—সেই ঘরেই তখন একটি পৃথক শয্যায় শুয়ে ছিল। দাদার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ছোট ভাইটি উঠে ব'সে হাসি মুখে ঘরের উপর দিকে দেখিয়ে দিয়ে তার

১. *Owen and Dallas*—Nurseries of Heaven.

মাকে বলেছিল,—"চেয়ে দেখ মা, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে এসে দাদাকে ঘিরে ফেলেছেন। এ কি, ওঁরা যে দাদাকে নিয়ে চল্লেন মা!" সেই মুহূর্ত্তে রুগ্ন ভাইটির মৃত্যু হয়েছিল।[১]

(৩) এক কন্যা-শোকাতুরা জননী বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ান্‌কে লিখেছেন,—যখন আমার কন্যার পনেরো বৎসর মাত্র বয়স, সেই সময় কয়েক-দিনের জন্য আমার মার কাছে তাকে রেখে আমি অন্যত্র গিয়েছিলাম। সেই বিদেশেও কন্যার আপন হাতে লেখা পত্র পেয়েছি, সে ভালই ছিল। যেদিন গৃহে ফিরলাম সে অসুস্থ। সেই তার শেষ শয্যা। কয়েক দিন পরেই তার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হ'ল।

তার দেহান্তের দু-দিন পূর্ব্বে তারই ঘরের সংলগ্ন আর একটি ঘরে শয়ন করেছিলাম, কিন্তু চোখে আমার নিদ্রা ছিল না। এই দুই ঘরের মাঝের দ্বারটি উন্মুক্ত ছিল। আমার কন্যা তখন তন্দ্রামগ্ন, কিন্তু তার সেবিকা (নার্স) ছিল জাগ্রতা। হঠাৎ কন্যার গৃহখানি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত একটা উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হ'য়ে গেল। তখনই সেবিকাকে ডাক দিয়ে, তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই, কন্যার নিকটে ছুটে গেলাম। ঘরের দীপটি তখন নিভে গেছে, সে জ্যোতিটিও অদৃশ্য হ'য়েছে। সেবিকা ভয়-বিহ্বল হ'য়ে ব'সে ছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নি। কিন্তু পরদিন সে স্বীকার ক'রেছিল—আজও স্বীকার করে যে, ঐ সময়ে কন্যার শয্যাপ্রান্তে সে আমার পরলোকগত স্বামী মহাশয়ের দণ্ডায়মান মূর্ত্তির দর্শন পেয়েছিল।[২]

আমাদের দেশে অনেকেই মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহে কোন না কোন বিদেহী আত্মীয়ের ছায়ামূর্ত্তির দর্শন পেয়েছেন। সুবিখ্যাত গ্রন্থ "পরলোকের

১. *Richet*—Thirty Years of Psychic Research.—353.
২. *Flammarion*—The Unknown.—393-394.

কথা"য় এমন কয়েকটি প্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি দেখেছেন, তাঁর শ্বশুরের শেষক্ষণে তাঁর পরলোকগতা পত্নী (শ্বশুরের কন্যা) আপনার পিতার পাশেই ব'সে আছেন। আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যেখানে মুমূর্ষু ব্যক্তির স্বর্গতা স্ত্রীর মূর্ত্তি একাধিক বার স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দেখা গেছে।[১]

১১৫ নং আমহার্ষ্ট স্টীটে লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বর্গীয় রাইচরণ বসুর নিবাস ছিল। অন্তিম শয্যায় যখন তিনি নিজ বাটীর সদর ও অন্দরের মধ্যবর্ত্তী গৃহে শায়িত ছিলেন ও সংলগ্ন এক গৃহে তাঁর পত্নী ও পত্নীর কনিষ্ঠা ভগ্নী শরৎকুমারী হতাশায় অবসন্ন ভাবে ব'সেছিলেন, হঠাৎ শরৎকুমারীর দৃষ্টি প'ড়েছিল তাঁর নিকট দিয়ে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি রোগীর গৃহে প্রবেশ ক'রছে। সেই মূর্ত্তির গতিভঙ্গী ও অবয়ব শরৎকুমারীর খুব পরিচিত বলে মনে হ'য়েছিল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আকুল হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলেন,—"কোথায় গো?" মূর্ত্তি তাঁর দিকে ফিরে প্রসন্ন মুখে উত্তর ক'রেছিল—"আমি রে! ও'কে নিয়ে যেতে এসেছি।" এই মুখ ও কণ্ঠস্বর শরৎকুমারীর জ্যেষ্ঠা সহোদরা (বসু মহাশয়ের স্বর্গীয়া প্রথমা পত্নী) কৃষ্ণকুমারীর। মূর্ত্তি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পরেই বসু মহাশয়ের জীবনান্ত হ'য়েছিল।[২]

সুপণ্ডিত মায়ার্স বলেন,—এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে বিদেহী যেন পূর্ব্ব হতেই পরিত্যক্ত আত্মীয়ের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ লাভ ক'রেছেন।[৩]

---

১. মৃণালকান্তি ঘোষ—পরলোকের কথা।

২. রাইচরণ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্ততোষ বসুর নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩. We have a considerable group of cases where a spirit seems to be aware of the impending death of a survivour.

Myers—Human Personality—232.

তাঁদের নূতন বাসভূমি হ'তেও বিদেহী বন্ধুরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের পৃথিবীর খেলাশেষে তাই তাঁদের ব্যাকুল হ'য়ে এখানে আবির্ভাব। সেই অজ্ঞাত জগতের আবাহন বাণী এলে আমাদের সাথী ক'রে হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্য তাই তাঁদের এত আকিঞ্চন।[১]

শত শত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট বিদেহী প্রিয়জনের দর্শন লাভ ক'রেছেন। শ্রীমৎ ভাগবতে উল্লেখ আছে যে কৃষ্ণসখা বিদুরের দেহত্যাগের সময় পরলোক হতে পিতৃগণ এসে তাঁকে সাথী ক'রে স্বস্থানে উত্তীর্ণ ক'রেছিলেন। (পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ ভাগবৎ—১।১৫।৪৯)

১. In many cases loving relatives and friends are waiting with a welcome at the threshold on the other side of death.

Leadbeater—Other side of Death—413.

তৃতীয় অধ্যায়

বিদায়-বাণী

অন্তঃকালে স্থূল-দেহ পরিত্যাগ ক'রে মানব যে সত্যই সূক্ষ্ম-দেহে পৃথিবীর প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ ক'রেও মুহূর্ত্তের জন্য সুদূরবাসী প্রিয়জনকে শেষ সম্ভাষণ ক'রে যান, তার অসংখ্য কাহিনী মায়ার্স, গার্ণী, ফ্লামেরিয়ান্ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট লেখকের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[১]

বিদেহী সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য প্রতীচ্যে বহু সমিতির স্থাপনা হয়েছে। এ সকলের মধ্যে লণ্ডনের "সোসাইটি ফর্ সাইকিকাল রিসার্চ" সর্ব্বত্র সুপরিচিত। জগতের বহু শ্রেষ্ঠ গুণী ও জ্ঞানী,—গ্লাড্‌ষ্টোন্, ব্যাল্‌ফোর, ক্রুকস্, ব্যারেট, সিজ্‌উইক্, লজ্ প্রভৃতি নানা চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সমিতির কর্ম্মী বা পৃষ্ঠপোষকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহু বৎসর প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে এই সমিতি অসংশয়ে ঘোষণা ক'রেছেন—"কোনো মানবের মৃত্যু, আর ঐ সময়ে অন্যস্থানে তার ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব, এ দুটি ঘটনার মধ্যে এমন একটা যোগাযোগ দেখা যায় যে যেটা কেবল দৈব-ঘটনা বলে নির্দ্দেশ করা চলে না।"[২] সার্ অলিভার লজ্‌ও বলেন,—মৃত্যুর সমসাময়িক কালে মুমূর্ষু ব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভাবের প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে।[৩]

---

১. *Myers*—Human Personality ; *Gurney*—Phantasms of the Living ; *Flammarion*—Death and its Mystery.

২. Between deaths and apparitions of the dying person a connection exists which is not due to chance alone. S. P. R. Progs. Vol. X—394. (Quoted at p. 117 Barrets Psychical Research)

৩. *Lodge*—Phantom Walls.—172.

শুধু যে আত্মীয়-বন্ধুই মুমূর্ষুর ছায়ামূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন, তা নয় ; বহু নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও এই সব মূর্ত্তির দর্শন পেয়েছেন।[১]

সুপণ্ডিত মায়ার্স বহু তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষা ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মৃত্যুর ক্ষণেই অধিকাংশ ছায়ামূর্ত্তির প্রকাশ হয় ; তারপর যত দিন যায়, আবির্ভাবের সংখ্যা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয় ; আর মরণের পর এক বৎসর অতীত হ'লে তাদের সংখ্যা খুবই বিরল হয়।[২] ব্যারেট্ ও ফ্লামেরিয়ানেরও এই অভিমত।

মরণের ক্ষণে, তার পরবর্ত্তী সময়ে ও মৃত্যুর পূর্ব্বে আবির্ভূত ছায়ামূর্ত্তির কয়েকটি প্রামাণিক বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হ'ল।

(ক) **মৃত্যুর পূর্ব্বে** ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব :—

(১) শ্রীমতী বার্বেকের নিবাস ছিল শেট্ল্ সহরে। স্বামী আর চার হ'তে সাত বৎসর বয়সের তিনটি সন্তানকে সেইখানে রেখে তিনি কয়েকদিনের জন্য স্কট্ল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। ফিরে আসবার সময় পথে, ককারমাউথ্ সহরে, হঠাৎ পীড়িত হ'য়ে সেই বিদেশেই তাঁর দেহাবসান হয়।

স্কট্ল্যাণ্ড যাবার সময় তিনি এক আত্মীয়াকে এই শিশুদের ভার দিয়েছিলেন। একদিন প্রাতে ৭-৮টার মধ্যে শিশুদের শয়ন-ঘরে এসে এই আত্মীয়াটি দেখেন, তারা তিন জনেই উঠে শয্যার উপর ব'সে আনন্দে কলরব করছে ; উল্লাস ক'রে তারা ব'লেছিল,—"মা যে এইমাত্র এখানে

---

১. *Lodge*—Survival of Man.—100.

২. **The recognized apparitions decrease rapidly in the few days after death, than more slowly ; and after about a year's time they become so sporadic that we can no longer include them in a steadily descending scale.**

Myers—**Human Personality.—11-14.**

এসেছিলেন।" ছোট মেয়েটি ব'লে উঠ্‌লো,—"মা আমার নাম ধরে ডাক্‌লেন।" মা যে সত্যই সে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, এ সম্বন্ধে তাদের তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। আত্মীয়া এই ঘটনার দিন-তারিখ সব লিখে রাখলেন ; মা ফিরে এলে তাঁকে এ-কথা ব'লে আমোদ করা যাবে।

ঐ দিনে ককারমাউথ্‌ সহরে তাঁর অন্তিম শয্যায় এই জননী কাতর হ'য়ে বল্‌ছিলেন,—"একবার যদি ছেলে-মেয়েদের দেখা পাই, ত মরবার বাধা কিছু থাকে না।" কথাগুলি বলবার পর তাঁর চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল,—মনে হ'ল যেন সব শেষ।

দশ মিনিট এইভাবে শান্ত হ'য়ে শুয়ে থাকবার পর, আনন্দে উজ্জ্বল দুটি চক্ষু উন্মীলন করে তিনি বললেন,—"ছেলেদের দেখা পেয়েছি।" পরমুহূর্ত্তে অসীম শান্তিতে তাঁর দেহত্যাগ হ'ল।

দুই স্থানের কাগজপত্র মিলিয়ে পরে দেখা গেল সে ঘটনার দিন, তারিখ, সময়—সবই মিল হয়েছে।[১]

(২) এক ফরাসী ভদ্রলোক এমনি একটি ঘটনা বিবৃত ক'রে বলেছেন,—আমার খুড়া মহাশয় বাস করতেন প্যারিসে। তাঁর কন্যা—আমার ভগ্নী—বিবাহ করেন লা'-করেজ্‌ সহরের এক ডাক্তারকে। তখনকার দিনে প্যারিস্‌ ও লা'-করেজ্‌ এ-দুটি স্থানের মধ্যে রেলপথ বা টেলিগ্রামের যোগাযোগ ছিল না।

একরাত্রে আমার এই ভগ্নী তাঁর স্বামীগৃহে স্বামীর সঙ্গে একই শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন এমন সময় ঘরখানি একটা জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তিনি সুস্পষ্ট দেখলেন শয্যার নিকটেই তাঁর পিতার মুখ, সে মুখে একটু বিষাদের ছায়াও তাঁর লক্ষ্য হ'য়েছিল। স্বামীকে

---

১. *Tweedale* **Man's Survival after Death.—77.**

জাগ্রত করবার পূর্ব্বেই মুখখানি অদৃশ্য হ'ল। তার পরদিন (অথবা, তৃতীয় দিবসে) আমার খুড়া মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছিল।[১]

(৩) এক ইংরাজ মহিলা বলছেন,—তখন ডাভেন্‌পোর্টে আমার মা'র গৃহে বাস করছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর ঘরের ভিতর ব'সে আছি, এমন সময় আমার দাদার ছেলেটি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে ভয়ার্ত্ত স্বরে ব'লে উঠলো,—"পিসিমা, বাবাকে এইমাত্র দেখতে পেলাম, তিনি আমার বিছানার কাছেই এসেছিলেন।" সেই সাত বছরের ছেলেকে ধমক দিয়ে বল্‌লাম,—"বোকা ছেলে, তুই স্বপ্ন দেখেছিস্‌ নিশ্চয়।"

সে রাত্রে তাকে কাছে নিয়ে এক শয্যাতেই শুয়েছিলাম। প্রায় মধ্য-রাতে সেই শয্যায় শুয়ে নিজেই দেখলাম, ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের পাশে একখানি চেয়ারে আমার দাদা ব'সে আছেন। খুব স্পষ্ট সে মূর্ত্তি; তাঁর মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর—তাও লক্ষ্য হ'ল। খোকাটি তখন নিদ্রামগ্ন। ভয়ে আমি বিছানার চাদর টেনে নিয়ে নিজের মুখে ঢাকা দিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দাদা বেশ স্বাভাবিক স্বরে তিনবার আমার নাম ধ'রে ডাকলেন। অবশেষে যখন আমি সাহস ক'রে চোখ চাইলাম, তাঁকে আর দেখা গেল না।

পরবর্ত্তী ডাকে চীন থেকে সংবাদ এল ঐ ঘটনার পরদিন হংকং সহরে দাদার মৃত্যু হ'য়েছে।[২]

(৪) আমাদের স্নেহময়ী কন্যা রমার দেহত্যাগের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পরম

---

১. *Flammarion*—Death and its Mysteries—Vol. II. 120.
২. *Flammarion*—The Unknown.—178-179.

শ্রদ্ধেয়া সন্ন্যাসিনী দুর্গাপুরী দেবীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন কৃপা ক'রে এসে রমাকে শেষ আশীর্ব্বাদ দিয়ে যান। রমার মহাপ্রয়াণের পর এই মাতাজী বলেছেন,—যখন আপনাদের প্রেরিত আত্মীয় প্রাতে এসেছিল, আমি তখন পূজাগৃহে। বেশ দেখ্‌লাম, রমা নিজেই তখন সেই গৃহে প্রবেশ ক'রে দেব-প্রণামের পর আমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রছে। তার পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি, সহাস্য মুখ, মুক্ত কেশগুচ্ছ সেই দীপ্ত দিবালোকে সুস্পষ্ট আমার চোখে পড়েছিল।

(খ) **মৃত্যুর মুহূর্ত্তে** ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব :—(১) রাশিয়ার স্কফ্‌ প্রদেশের এক জমিদার ও বিচারক লিখেছেন,—সে বছর ইষ্টারের সময় আমাদের ওখান হ'তে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল সে রাত্রি ঐ বন্ধুর গৃহেই যাপন করব। সেখানে যাবার পর কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা উৎকণ্ঠা বোধ হ'তে লাগলো যে বাড়িতে ফিরে এসে তবে সুস্থ হলাম।

পরদিন প্রাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে, ঘামে দেহ ভেসে যাচ্ছে। এইমাত্র যে দৃশ্য দেখেছি, সে ত স্বপ্ন নয়। ঘুম ভাঙামাত্র ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, বেলা সাড়ে-সাতটা। সেই মুহূর্ত্তে বেশ স্পষ্ট দেখলাম—মা'র মূর্ত্তি। তিনি আমার নিকটে এসে বল্‌লেন,—“বিদায় পুত্র, আমি পৃথিবী ছেড়ে চলেছি।”

মা'র শয়ন-গৃহের দিকে যাবার জন্য উঠেছি, এমন সময় বাহির হ'তে একটা কলরব কানে এল। মা'র দাসী সজল চোখে আমার গৃহের মধ্যে এসে বলেছিল,—“ঠাকুরাণির এইমাত্র দেহত্যাগ হ'য়েছে।” মৃত্যু হ'য়েছিল সাড়ে-সাতটায়, অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে আমি তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম।[১]

---

১. *Flammarion* – Death and Its Mystery. – Vol I. 73.

(২) অপর একজন বলছেন—রাত্রি এগারটায় সবে শয্যা গ্রহণ করেছি,—ঘুম দূরে থাক্, চোখে তখনো তন্দ্রাও আসে নি। এমন সময় আমার মুখ থেকে একটা কাতর শব্দ শুনে আমার পত্নী চম্‌কে উঠলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বল্‌লাম,—"এইমাত্র দেখছি মাসীমা আমার পাশেই এসে দাঁড়ালেন, মুখে তাঁর চিরকালের সেই মধুর হাসি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি মিলিয়ে গেলেন।"

মাসীমা সে সময়ে মেডীরায় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়েছিলেন। তাঁর কোন অসুখের কথাও শুনি নি।

কয়েকদিন পরে সংবাদ এল,—যে-রাত্রে আমি তাঁর মূর্ত্তি দেখেছিলাম, ঠিক সেই সময়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[১]

(৩) আর এক ব্যক্তি লিখেছেন,—বাবার মৃত্যুর দিন, ঠিক্ তাঁর মৃত্যু-সময়ে, আমার ছোটভাই পেটন্ বহুদূর মস্কো সহরে তাঁর দর্শন পেয়েছিল।

পেটনের তখন ছাত্রজীবন। বড়দিনের ছুটিতে সে বাড়ি এসেছিল। ছুটির শেষে যেদিন সে ফিরে গেল, সেই দিনই বাবার নিউমোনিয়ার আক্রমণ হ'ল।

মস্কোতে পৌঁছাবার পর দিন পথ-শ্রমে পেটন্ অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠেই সে দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল—বাবা তার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে সে ঐ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে ছিল; তার পর ধীরে ধীরে সেটি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ঘড়িতে তখন বেলা ১২ টার ঘণ্টা বাজ্‌ছে; ঠিক ঐ সময়ে আমাদের বাড়িতে বাবার মৃত্যু হ'য়েছিল।[২]

---

১. *Gurney*—Phantasms of the Living.—400.

২. *Flammarion*—Death and Its Mystery.—Vol II, 362.

(৪) প্রবীণ স্বনামধন্য এক হিন্দু দার্শনিক তাঁর নিজের একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে আমায় বলেছেন,—প্রায় পনের-ষোল বৎসর এক আত্মীয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। তারপর হঠাৎ একদিন বেশ স্পষ্ট তাকে দেখলাম। দেখলাম সে শয্যায় শয়ন ক'রে আছে, তার বুকের উপর একখানি 'গীতা' গ্রন্থ, আর সেই গ্রন্থের উপর তার স্বামীর নাম লেখা আছে। অতি অল্পক্ষণেই সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল। তখনই মনে হয়েছিল,—তবে কি সরযূর মৃত্যু হ'ল? কয়েক দিন পরে সংবাদ পেলাম তার দেহত্যাগ হ'য়েছে।

(৫) বীরভূমের এক বিশিষ্ট জমিদার—অ···বাবু আইন পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসের অধিবাসী ছিলেন। তখন তিনি বিবাহিত। পত্নী সে সময়ে দেশের বাড়ীতেই বাস ক'রতেন।

একদিন সন্ধ্যা প্রায় ৮টায় অ-বাবু ছাত্রাবাসে আপনার গৃহে ব'সে পাঠ ক'রছিলেন এমন সময়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রী একটি শিশু কোলে নিয়ে সেই ঘরে তাঁর খুব নিকটে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি এত বিস্মিত হন যে ব্যাপারটা কি তা ধারণা করতে পারেন নি। তারপর পত্নীকে এরূপ অবস্থায় দেখে ভীত ও শঙ্কিত হন; মূর্ত্তিটিও তখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়।

অল্পক্ষণ পরে তার যোগে সংবাদ এসেছিল যে তাঁর পত্নী প্রায় এ সময়েই দেশের বাটীতে দেহত্যাগ করেছেন।[১]

(গ) **মৃত্যুর পরে** ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব :—

(১) ভিকার টুউডেল্ নিজের জীবনের একটা ঘটনা উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন,—

সেদিন রাতে বিছানায় শোবার কিছুক্ষণ পরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে

---

১. সবজজ শ্রীযুক্ত পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

গেল। তখন চাঁদের আলোয় ঘর ভ'রে গেছে। ঘরের এক কোণে যে আলমারি ছিল তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখি একখানি মুখ ধীরে ধীরে ফুটে উঠে ক্রমেই খুব স্পষ্ট আর জীবন্তের মত হ'ল। সেই মুখ যে আমার পিতামহীর তা ভাল করেই চিনতে পেরেছিলাম। আমি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার পর সেটি মিলিয়ে গেল।···পরদিন সকালে মার কাছে শুনলাম, বাবাও সেই রাতে ঘুম ভেঙে ঠাকুমার মূর্ত্তি দেখেছেন।

মার সঙ্গে সেই কথা-বার্ত্তার কয়েক ঘণ্টা পরে খবর পাওয়া গেল যে, পূর্ব্ব রাত্রে ১২ টা ১৫ মিনিটের সময় (অর্থাৎ, বাবা ও আমি সেই মূর্ত্তি দেখাবার দু-ঘন্টা পূর্ব্বে) আমার পিতামহীর দেহত্যাগ হ'য়েছে।[১]

(২) এক সদ্য-বিপত্নীক ব্যক্তি বলছেন,—মাত্র দু-দিনের জ্বর-রোগে আমার স্ত্রীর দেহান্ত হয়েছিল। সে ঘটনার পর হ'তে আমাদের পুরাতন শয্যা ত্যাগ ক'রে অল্প দূরে এক পৃথক্ শয্যায় আমি শয়ন করতাম।

ঘটনার দিন ভোর চারটার কিছু পূর্ব্বে আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছিল। তখন সবে মাত্র ধূমপান আরম্ভ ক'রেছি এমন সময় কানে এল ঘরের ঠিক বাহিরে সিঁড়ির উপর কার পায়ের শব্দ। শব্দটা ক্রমে যখন আরও স্পষ্ট হয়েছিল, আমি সেই দিকে চেয়ে দেখতে পেলাম আমার স্বর্গতা পত্নীর মূর্ত্তি। তিনি ঐ ঘরে প্রবেশ করলেন, আমাদের উভয়ের পুরাতন শয্যা ও আমার নূতন শয্যার মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু অতিক্রম ক'রে ঘরের এক প্রান্তে যে পূজা-বেদি ছিল তারই সম্মুখে নতজানু হ'য়ে বসলেন। পরক্ষণে উঠে, যে পথে প্রবেশ করেছিলেন সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করলেন। ঐ সময় আমার নিকট দিয়ে যখন চলেছিলেন, আমি তাঁর নাম ধ'রে ডাক দিলাম ; পূর্ব্ব অভ্যাস-বশে, তাঁকে স্পর্শ করবার ইচ্ছায়, হাত বাড়িয়ে ছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হ'তে স'রে গিয়ে স্থির কণ্ঠে তিনি

১. *Tweedale*—**Man's Survival After Death—87-88**

বল্‌লেন,—"শান্ত হও ফারণাণ্ড্‌।" তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে সিঁড়ির দিকে গিয়ে অদৃশ্য হ'লেন। বহু অনুসন্ধানেও তাঁর আর কোন চিহ্ন পেলাম না।[১]

(৩) ম্যাডাম্‌ ডি, ফণ্টভেলের নিবাস হল্যাণ্ডের রটারডাম্‌ সহরে। বাড়ির প্রথা অনুসারে রাত্রি ১১টায় সকলে সমবেত হ'য়ে প্রার্থনা করবার পর তাঁরা যে যার শয়ন-ঘরে যেতেন।

সে রাত্রে গৃহকর্ত্রী সবেমাত্র শয্যা-গ্রহণ ক'রে তখনো জেগেই আছেন, এমন সময় দেখলেন তাঁর পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে এক বাল্যবন্ধু।

এই আগন্তুক নারী-মূর্ত্তি পালঙ্কের মশারী সরিয়ে আরও নিকটে এলেন,—ঠিক যেন জীবন্ত মানুষ। শুভ্র উত্তরীয়ে তার দেহ আবৃত ছিল, তার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ বিশৃঙ্খল হ'য়ে কাঁধের উপর নেমে পড়েছিল। স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চেয়ে একখানি হাত বাড়িয়ে মূর্ত্তিটি বলেছিল,—"আমি চললাম, আমায় তুমি ক্ষমা কোরো।"

ম্যাডাম্‌ ফণ্ট্‌ভেল্‌ শয্যার উপর উঠে বসে যখন বন্ধুর প্রসারিত কর ধারণ করতে গেলেন, অমনি সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ঘড়িতে তখন ১২টার ঘণ্টা বাজ্‌ছিল।

পরদিন প্রাতে টেলিগ্রাম এ'ল,— গত রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় মেরীর (বন্ধুর) মৃত্যু হয়েছে।[২]

ভারতবর্ষে যে এরূপ ঘটনা বিরল, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি প্রামাণিক ঘটনা এখানে উদ্ধৃত হ'ল :—

(১) প্রথম ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর কালীবর

১. *Flammarion*—Death and Its Mystery.—Vol. III. 239.
২. *Elammarion*—The Unknown.—59.

বেদান্তবাগীশ স্বয়ং। তিনি বলেছেন,—আমি যখন কাশীধামে অধ্যয়ন করি, আমার এক পরম বন্ধু বহরমপুরে বাস করিতেন এবং তাঁহারই সাহায্যে আমার কাশীধামের ব্যয় অধিক পরিমাণে নির্ব্বাহ হইত। একদিন প্রাতঃকালে আমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতেছি, সেই সময় হঠাৎ সেই বন্ধু যেন আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আমি চলিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে না।" সেই আকৃতি দেখা ও কথা শুনা নিমেষ মধ্যে হইয়া গেল। আমি বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একি অদ্ভুত ব্যাপার। সমস্ত দিন উদ্বেগে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা কালে ডাকযোগে সেই বন্ধুবরের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম।[১]

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামীজী ব্রহ্মানন্দের জীবনীতেও এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

"একদিন সহসা রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) দেখিলেন শ্রীযুত বলরামের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। বলরাম যেন হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে চলিয়া যাইতেছেন। ব্রহ্মানন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, এ কি? তবে কি বলরামবাবু মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া গেলেন?···ব্রহ্মানন্দ তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। পরদিন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বলরামবাবু সত্য সত্যই পূর্ব্বদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন।"[২]

(৩) রায় সাহেব দুর্গাদাস মিত্র একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বিজ্ঞ ও যশস্বী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

সে বৎসর পূজাবকাশে দুর্গাদাসবাবু বারাণসী ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

---

১. কালীবর বেদান্তবাগীশ—পরলোক রহস্য।

২. স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(প্রকাশক—উদ্বোধন কার্য্যালয়)—১৪৭

একদিন সন্ধ্যায় সেখানে আপনার পূজাগৃহে প্রবেশ করছেন, এমন সময় কানে এ'ল যেন বড় পরিচিত কার খড়মের খট্ খট্ শব্দ। তিনি ফিরে দেখ্‌লেন,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দন-চিহ্ন, পরণে পট্টবস্ত্র, প্রসন্ন-বদন তাঁর শ্বশ্রুমাতার গুরুদেব।—"কখন আপনার শুভাগমন হ'ল?" এই প্রশ্ন ক'রে যখন তিনি সেই মূর্ত্তি'র সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণত হবার পর উঠে দাঁড়ালেন, মূর্ত্তি'টি ডান হাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'ল। কয়েকদিন মধ্যে সংবাদ এসেছিল এই গুরুদেব সেদিনেই দেহত্যাগ করেছেন।[১]

১. রায় সাহেব দুর্গাদাস মিত্রের নিকট সংগৃহীত।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি পালন

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা দিন আসে যখন পৃথিবীর সব কিছু তার চোখে সোনার রং দিয়ে চিত্র এঁকে দেয়। কৈশোর হ'তে প্রথম যৌবনের মধ্যে এই ঐন্দ্রজালিক দিনের সন্দর্শন প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর পরিমাণে লাভ ক'রে থাকেন। তখন আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন, সবাইকে ইচ্ছা হয় এক নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখি ; যেন কোন-দিন কারো সাথে বিচ্ছেদ না ঘটে ; মৃত্যু এসে যেন কোন প্রিয়জনকে চুরি ক'রে নিয়ে না যায়।

জীবনের এমনি দিনে সখার সঙ্গে সখা, পতির সঙ্গে পত্নী, পরিচারিকার-সঙ্গে প্রভুকন্যা কখনো কখনো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়, যে তাদের দুজনের মধ্যে যে প্রথমে পরলোকে যাত্রা করবে, সে পৃথিবীতে এসে অপর জনকে দর্শন দেবে। এরূপ প্রতিশ্রুতি পালনের বহু নিদর্শন দেখা যায়।

(১) এই প্রসঙ্গে লর্ড ব্রুহাম ও তাঁর সহপাঠী সংক্রান্ত ব্যাপারটি বহু-বিশ্রুত। লর্ড ব্রুহাম্ নিজেই ঘটনাটি বিবৃত ক'রে বলেছেন,— স্কুলের শিক্ষা শেষ হবার পর বন্ধুবর জি—আর আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলাম। সেই সময় একদিন আমরা পরস্পরের রক্তে লিখে অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর করি, যে আমাদের দু-জনের মধ্যে প্রথমে যার মৃত্যু হবে সে এসে অপর জনকে দেখা দেবে।···

তারপর বহু বৎসর অতীত হয়েছিল। বন্ধু জি—কর্ম্মসূত্রে ভারতবর্ষে

গিয়েছিলেন, আমিও সেই অঙ্গীকারের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলাম।

একদিন স্নানাগারের জলাধারে নাতিশীতোষ্ণ জলের মধ্যে অবগাহন করে আছি, এমন সময় দেখি, নিকটেই যে কাষ্ঠাসনে আমার পরিচ্ছদ খুলে রেখেছিলাম তারই উপর বসে আছেন আমার সেই বন্ধু। স্থিরদৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চেয়ে ছিলেন।···আমি সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেয় আমি প'ড়ে আছি। বন্ধুর মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়েছে।

সেই ঘটনার দিন-ক্ষণ সব লিখে রেখেছিলাম। এডিনবরা পৌঁছাবার পর ভারতবর্ষ হ'তে পত্র এসেছিল, ১৯এ ডিসেম্বর (ঘটনার দিনে) জি-র মৃত্যু হয়েছে।[১]

(২) একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী বলেছেন,—আমার যখন ত্রিশ বৎসর বয়স সেই সময়, যে খুড়িমা আমায় মানুষ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়। কেউই সে মৃত্যু-সংবাদ আমার কাছে প্রকাশ করে নি। যখন তিনি রোগশয্যায় ছিলেন, সেখানেও আমার যাওয়া হয় নি। সুস্থ অবস্থায় তিনি অনেক সময় কৌতুক করে আমায় বলতেন,—'যখন আমার মৃত্যু হবে, তুই যদি দূরে থাকিস, আমি এসে তোর কাছে বিদায় নিয়ে যাব।'

মধ্যরাত্রির পর দেখি একটি শুভ্র মূর্ত্তি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথম দর্শনে আমি তাঁকে চিনতে পারি নি। তখন আমি বেশ জেগেই ছিলাম; ভোরের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল। সেই মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পড়েছিল আমার শয্যার প্রান্তে কাপড়ের আলমারীর গায়ে।

১· *Gurney*—Phantasms of the Living (Abr. Edn.)—255.

ক্ষীণ কন্ঠে মূর্তিটি আমায় বলেছিল,—'বিদায়।' তাকে ধরবার জন্য যখন হাত বাড়িয়ে দিলাম, সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুড়ীমার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি তাঁর এই ছায়া-মূর্ত্তি দেখেছিলাম।[১]

(৩) মার্কুইস্ অফ্ র‍্যামস্বুলে আর তাঁর বন্ধু মার্কুইস্ অফ্ পার্সী পরস্পরে এমনি একটি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে র‍্যাম্স্বুলে গেলেন ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন পার্সী ছিলেন প্যারিসে, রোগশয্যায়। বন্ধু যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার দেড়মাস পরে একরাত্রে পার্সী দেখলেন, তাঁর শয্যাপ্রান্তে র‍্যাম্স্ বুলে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর পায়ে বুটজুতা, গায়ে সৈনিকের পরিচ্ছদ, বুকে রক্তপ্লাবিত ক্ষত-চিহ্ন। বন্ধুর সাগ্রহ আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান ক'রে আবির্ভূত মূর্তি জানালেন, তিনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।[২]

(৪) বেচারাম চক্রবর্ত্তী ও শরৎচন্দ্র দত্ত দুজনেই নদীয়ার অধিবাসী। উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র ছিল সিঙ্গাপুরের নিকট জহর বারু। সেখানে বেচারামের রোগে ও অভাবে শরৎচন্দ্র বন্ধুরূপে তাঁর সহায়তা ও সেবা করেন।

বেচারাম দেশে ফিরবার সময় শরৎচন্দ্র তাঁকে বিদায়কালে বলেন—"আমিও পরবর্ত্তী জাহাজে দেশে যাবো। তখন কোলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করো। বেচারাম উত্তর করলেন—"আপনার দয়া কখনো ভুলব না। যদি যমের বাড়ী যাই সেখান হতে এসেও আপনার সঙ্গে দেখা কোরব।"

পরবর্ত্তী জাহাজে শরৎবাবু কোলকাতা আউট্রাম ঘাটে উপস্থিত হয়ে স্পষ্ট দেখলেন, বেচারাম নীচে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জাহাজ থেকে নেমে শরৎ তাঁর কলিকাতাবাসী পুত্রকে যখন প্রশ্ন করেন—"বেচারাম

১, Flammarion—The Unknown.—336.
২. Flammarion—Death and its Mystery.—Vol. III. 49.

যে একটু আগে এখানে ছিল, সে কই ?" বিস্মিত পুত্র উত্তর দিল—"বেচারামবাবু কয়েকদিন হ'ল মারা গিয়াছেন।[১]

সকল ক্ষেত্রেই যে এরূপে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়, তা কিন্তু বলা যায় না। বিবিধ কারণে তার ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।

প্রবীণ ফ্লামেরিয়ান বলেছেন,—সবাই যে সম্বন্ধে অংগীকার পালন করতে পারেন তা নয়।······কত জনের কাছে তো আমি নিজেই এরূপ প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর আমি তো আর তাঁদের দর্শন পাইনি। ছায়ামূর্ত্তির প্রকাশ হয় স্পন্দনের ক্রিয়ায়। মনের বীণার সে তন্ত্রী নিশ্চয়ই সুদুর্লভ।[২]

সুপণ্ডিত মায়ার্সের অভিমত এই যে, প্রতিশ্রুতি যিনি লাভ করেছেন, তিনিই যে দর্শন পাবেন, এমন কথা নয়। কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা সম্ভব হ'লে এমন অপরেও সেই মৃত জনের দর্শন লাভ করেন।[৩] টুইডেল্ এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী সংকলন করেছেন। বর্ণনাকারিণী বল্‌ছেন,—শ্রীমতী এইচের সংগে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমরা দুজনে

---

১. পেরাগের (সিঙ্গাপুর) ভূতপূর্ব্ব সরকারী ডাঃ শচীন্দ্রভূষণ পালের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২. These pledges are far from always being kept... people have made me a certain number and I have never received anything. They (manifestations) are produced by vibrations and the harp-stringscapable of being touched by them are rare enough.

Flammarion—Death and its Mysteries. Vol.–III.pp.68.

৩. When a compact to appear, if possible, after death is made it should be understood that the appearance need not be made to the special partner in the compact, but to anyone to whom the agent can succeed in impressing. *Myers*—Human Personality.—263.

অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু প্রথমে হবে, যদি সম্ভব হয়, সে এসে অপর জনকে দেখা দিয়ে যাবে। যেদিন এই বন্ধুর দেহান্ত হ'য়েছিল, আমি টেলিগ্রামে ঐ দিনেই সে সংবাদ পেয়েছিলাম। তার দর্শন পাবার আশায় সারা রাত্রি জেগে বসেছিলাম ; দেখা কিন্তু পাই নি। পরে শুনেছি, তার স্বামী, কন্যা ও এক পরিচারিকা শিশুদের শয়নঘরে আমার বন্ধুর মৃত্যুর পর সত্যই তার দর্শন পেয়েছিল।[১]

১. *Tweedale*—Man's Survival After Death—136-137.

পঞ্চম অধ্যায়

স্নেহ-করুণায়

জীবনান্তে মানব পরলোকে উত্তীর্ণ হয় ইহজন্মের যাবতীয় সংস্কার, মনের যাবতীয় বৃত্তি নিয়ে। বিদেহী জননী ওপারের নব বাসভূমি হতেও তাঁর পরিত্যক্ত সন্তানের নিয়ত মঙ্গল কামনা করেন ; পার্থিব প্রিয়জনের অভাব অনটনের চিন্তা দেহাবসানের পরেও কখনো কখনো সে লোকের অধিবাসীকে উৎকণ্ঠিত করে। এই সব এবং এর অনুরূপ কারণেও সময়ে সময়ে পৃথিবীতে বিদেহীর আবির্ভাব হতে দেখা যায়। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'ল।

(১) পত্নীর মৃত্যুর অল্পদিন পরে এক ব্যক্তি তাঁর মাতৃহীন কয়েকটি সন্তানকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলেন। বন্ধুর ঐ বাড়িটি বহু বিস্তীর্ণ, কিন্তু বিশৃঙ্খল। তার নিম্নতলে স্থানে স্থানে অন্ধকার দীর্ঘ গলি পথ। মাতৃহারা সেই শিশুরা এই সব পথে পরমানন্দে খেলা করছিল। হঠাৎ তাদের চোখে পড়েছিল,—সেই বিদেহী জননীর মূর্ত্তি। ঐ স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র খেলা করবার নির্দ্দেশ দিয়ে মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হ'ল।...পরে দেখা গেল, শিশুরা আর একটু অগ্রসর হলেই একটা গভীর কূপের মধ্যে তাদের পতন হ'ত।[১]

(২) ভিকার ভেল্ ওয়েন্ লিখেছেন,—আমার এক যজমান (parishioner) ছিলেন জর্জ্জ রিচার্ডসান্। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (মৃত্যুর পর) সেই রাত্রে তার বিবাহিতা কন্যা জননীর সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করেছিলেন।

১. *Leadbeater*—Other Side of Death.—415.

গভীর রাতে কন্যা স্পষ্ট শুনলেন ঘরের বাহিরে কার পদশব্দ। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় চেয়ে দেখলেন ঘরের দুয়ার খুলে অসঙ্কোচে ভিতরে প্রবেশ করেছেন—পিতা। তাঁর মূর্ত্তি জ্যোতিস্ময়, মুখ সুপ্রসন্ন।

সেই মূর্ত্তি শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কন্যাকে নাম ধরে ডাকলেন,—"লীলু।" কন্যা শয্যার উপর উঠে ব'সে উত্তর করলেন,—"কি বলছো বাবা?" পিতার মূর্ত্তি বল্লেন,—তোমার মাকে দেখাশুনা কোরো, কেমন?" কন্যা প্রত্যুত্তর দিলেন,—"তুমি ত' জান, তা আমি নিশ্চয়ই করব।" "তা জানি বৈ কি। ওঁকে বোলো, যেন আমার জন্য বেশী কাতর না হন। আমি এখানে খুব সুখে আর আরামেই আছি।"

আরও কিছু কথাবার্ত্তার পর মূর্ত্তিটি ঘরের দুয়ার খোলা রেখেই বাহির হয়ে গেল। প্রস্থান-পথেও তার পায়ের শব্দ কানে এসেছিল।[১]

(৩) মায়ার্স এ সম্বন্ধে একটি প্রাণস্পর্শী কাহিনী সংকলন করেছেন; সেটি এই :—

তখন মধ্যরাত্রি। লুসী শয়ন-ঘরে শয্যার উপর বসে আছেন, সম্পূর্ণ জাগ্রতা। ঘরের বাহিরে কে তাঁর নাম ধরে তিন বার ডাক দিয়েছিল। প্রথমে লুসীর মনে হয়েছিল, তাঁর খুড়া বুঝি ডাকছেন, তাই উত্তর দিলেন,—'আসুন্ না কাকা, আমি জেগেই আছি।' কিন্তু যখন তৃতীয়বার ডাক শোনা গেল, তখন আর ভ্রম হ'ল না,—এ তাঁর মায়েরই কণ্ঠস্বর। মা এ ঘটনার ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছেন। বাড়ীর বাহিরে সদর রাস্তার গ্যাসের আলো ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল। মায়ের সেই মূর্ত্তিটি লুসীর পালঙ্কের পর্দ্দা সরিয়ে বুকে দুটি শিশু নিয়ে কাছে এসে বলেছিল,—"লুসী, আমি তোমার প্রতিশ্রুতি

১. *Vale Owen*—Facts and Future Life.—73.

নিতে এসেছি,—এই শিশু দুটির ভার তোমায় নিতে হবে। এদের মা এইমাত্র দেহত্যাগ করেছে।" বিস্মিতা কন্যা উত্তর দিলেন,—"ভার নেব মা।" মা পুনরায় প্রশ্ন করলেন,—"প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ ত'?" কন্যা বলেছিলেন,—"তোমায় প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু তুমি একটু দাঁড়াও মা, অভাগা মেয়ের সঙ্গে দুটো কথা কও।" "এখন নয় বাছা।" এই কথা ব'লে পর্দ্দাটি বেষ্টন করে সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হ'ল।

শিশু দুটির স্পর্শ অঙ্গে নিয়ে লুসী তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে ঘুম ভেঙ্গে দেখেন কেউ কোথাও নেই। দুদিন পরে সংবাদ এল, তাঁর ভ্রাতৃবধূর, সেই রাত্রে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁর একটি সন্তান হয়েছিল; কিন্তু ঘটনার রাত্রির পূর্ব্বে সে সংবাদ লুসীর কাণে আসে নি।[১]

আমাদের দেশেও স্নেহ-করুণার বশে বিদেহীর আবির্ভাবের ঘটনা বিরল নয়। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ "পরলোকের কথায়" একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে, তার মূল ঘটনা এই:—

(৪) আফ্‌জল আর শিবব্রত—দুজনে খুব বন্ধুত্ব। দুজনেই সুশিক্ষিত। আফ্‌জলের পত্নী একটি শিশু সন্তান রেখে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন: এ সংবাদ কিন্তু শিবব্রতর কানে যায় নি।

একদিন গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে শিবব্রত দেখলেন, তাঁর শয়নঘর জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেছে, আর সেই আলোকে দেখা যাচ্ছে এক দণ্ডায়মানা নারী-মূর্ত্তি। প্রশ্নের উত্তরে মূর্ত্তিটি বলেছিল যে, সে আফ্‌জলের মৃতা পত্নী, আর শিবব্রতকে দিয়ে সে আফ্‌জলকে কিছু সংবাদ দিতে চায়।

১. *Myers*—Human Personality.—Vol. II. 32.

সংবাদটি কি, এ প্রশ্নের উত্তরে মূর্ত্তিটি বলেছিল যে, তার পরিত্যক্ত শিশুর কঠিন পীড়া হ'য়েছে, কিন্তু রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা হ'চ্ছে না। কি ওষুধ আবশ্যক, ও কতদিন তার ব্যবহার প্রয়োজন এই সব উপদেশ দিয়ে, আফ্‌জলকে এই কথা জানাবার অনুরোধ ক'রে মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হয়েছিল।

পরদিন প্রাতে উঠে শিবব্রত বন্ধুর বাড়ী এসে তার পত্নীর মৃত্যু ও শিশুর অসুখের বিবরণ শুনে পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা প্রকাশ করলেন। মূর্ত্তি'র নির্দ্দেশ মত ওষুধ প্রয়োগে শিশু রোগমুক্ত হ'ল।[১]

বিয়োগ-বিরহ-কাতর প্রিয়জনকে সান্ত্বনা দিতে বিদেহী সময়ে সময়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন এরূপ ঘটনারও সংবাদ পাওয়া যায়।

(৫) প্রবীণ সুধী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্রের একমাত্র সন্তান, তরুণ হীরেন্দ্রলাল, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় বিলাতেই দেহরক্ষা করেন। দেহত্যাগের কয়েকদিন পরে তিনি ভারতবর্ষে এক নিকট আত্মীয়ের গৃহে ছায়াদেহে আবির্ভূত হ'য়ে অসহ-শোকাতুর পিতামাতার উদ্দেশে বলেন,—"তুমি বাবা-মাকে বোলো, তাঁরা যেন আমার জন্য শোক না করেন। আমি ত' অনেক সময় তাঁদের কাছে কাছেই থাকি; তাঁরা বুঝতে পারেন না। আমি এই স্থানে (পরলোকে) বেশ আনন্দেই আছি, কোন কষ্ট নাই। বিজ্ঞান-চর্চ্চা পৃথিবীতে আমার সাধনা ছিল। যে সব স্থানে সেই আলোচনা হয়, আমি এখনো সেস্থানে যাই ও আনন্দ লাভ করি।"[২]

চিন্তাক্লিষ্ট পরিত্যক্ত আত্মীয়জনকে প্রবোধ দিবার জন্যও বিদেহীর পৃথিবীতে আবির্ভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়।

---

১. মৃণালকান্তি ঘোষ—পরলোকের কথা—২৮৪।
২. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট সংগৃহীত।

(৬) অবসরপ্রাপ্ত বিচারক রায় বাহাদুর সত্যপ্রসন্ন মজুমদারের জ্ঞাতি-ভ্রাতা শ্যামাপ্রসন্ন শৈশবে এক সময় মরণাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হন। এই বালক সত্যপ্রসন্নবাবুর বিমাতার জীবিতকালে তাঁর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তার এই কঠিন পীড়ার কিছুকাল পূর্ব্বেই সেই স্নেহময়ী মহিলার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

এক সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসন্নের জননী যখন পুত্রের রোগশয্যা-পার্শ্ব হ'তে কর্ম্ম-ব্যপদেশে বাহির হ'যে এসেছিলেন, তখন গৃহের বাহিরে উদ্ভাসিত চন্দ্রালোকে অতি নিকটেই দেখ্‌লেন সেই পরলোকগতা ভগিনীর মূর্ত্তি। এত স্পষ্ট সে মূর্ত্তি যে তার পরিধান-বস্ত্র ও প্রসন্ন মুখভাব সবই প্রকট হয়েছিল। তাঁর পরিচিত স্বরে—"দিদি, তুমি ভেবো না, খোকা শীঘ্রই ভাল হ'য়ে যাবে—" এই কথা বলবার পর সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। অল্পদিন মধ্যেই শ্যামাপ্রসন্নের রোগমুক্তি হয়েছিল।[১]

(৭) বর্দ্ধমানের প্রবীণ উকিল হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যাযের পত্নী বিয়োগের অল্পদিন পর তাঁর দুই শিশুসন্তান একত্রে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়।

এই অবস্থায় হংসেশ্বর বাবু কয়েক রাত্রি আপনার পৃথক গৃহে শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে পত্নীর চিত্র (ফটোগ্রাফ) সম্মুখে রেখে অত্যন্ত অসহায় ভাবে কিছুক্ষণ তাঁর চিন্তা করবার পর একাধিক রাত্রে সেই পরিচিত মূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন, অতীত দিনের মত তখনও তাঁর কপালে সিন্দুরের চিহ্ন ও পরনে লাল পাড় শাড়ী। হংসেশ্বর বাবুর চিন্তাক্লিষ্ট অবয়বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। "নিজের দিকে চেয়ে দেখ" এই কথা বলে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হযেছিল।[২]

---

১. রায় বাহাদুর সত্যপ্রসন্ন মজুমদারের নিকট সংগৃহীত।

২. অবসরপ্রাপ্ত জজ হেমচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে সংগৃহীত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রয়োজনে

বিদেহী আবার কখনো কখনো ছায়ামূর্ত্তিতে আবির্ভাব হন তাঁর নিজেরই কোন প্রয়োজন-বশে। পরলোকে উপনীত হবার পরেই মানব আপনার পার্থিব চিন্তা ও সংস্কার হ'তে সহসা মুক্তিলাভ করতে পারেন না। তাই যার মনে যে ভাব-ধারার প্রাবাল্য, তিনি তা প্রকাশ করবার জন্য অনেক সময় ব্যাকুল হ'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হন।

(১) ক্যাপ্টেন্ বম্বার্গ মার্টিনিকের যুদ্ধক্ষেত্রে, ছাউনির স্থান হ'তে বহুদূরে, শত্রুর হাতে প্রাণ দেন। সেই রাত্রেই তাঁর ছায়ামূর্ত্তি সেনা-নিবাসে দুই বন্ধুকে দর্শন দিয়ে নিজের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে তাদের অনুরোধ করে যে, তাঁর পুত্রকে যেন লণ্ডনের এক নির্দিষ্ট ঠিকানায় আত্মীয়-দের কাছে পাঠানো হয়। বিষয়-সম্পত্তির দলিলগুলি কোথা আছে, তাও সেই মূর্ত্তি বন্ধুদের বলেছিল। দলিল পরে সেই নির্দিষ্ট স্থানেই পাওয়া গেল, লণ্ডনের সেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় আত্মীয়দেরও সন্ধান হ'ল।[১]

(২) মাইকেল কন্লে নামে এক যোতদারের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছিল বাড়ি হতে বহুদূরে এক সরাইখানায়। অপমৃত্যু-ধারণায় ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত সমাপ্ত হবার পর, কন্লের দেহে যে পরিচ্ছদ ছিল তা পরিবর্ত্তন ক'রে, (সেগুলি ফেলে দিয়ে) নূতন পোষাক অঙ্গে দিয়ে দেহটি শবাধারে রাখা হ'য়েছিল।

---

১. *Leadbeater*—On the Other Side of Death.—448.

কন্‌লের কন্যা পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে অচেতন হয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই তিনি বললেন,—"বাবাকে দেখলাম, গায়ে তাঁর সাদা সার্ট, তার উপর একটা কালো ফতুয়া, পায়ে সাটিনের চটিজুতা। বাবা আমায় বল্‌লেন যে একতাড়া নোট তিনি ঐ সাদা জামার সঙ্গে লাল রং-এর থলিতে সেলাই ক'রে রেখেছেন। আরও বল্‌লেন যে, সেই নোটগুলো এখনো ঐ জামার সঙ্গেই আঁটা আছে।

এই কন্যার আকুলতায় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ সরাইখানা থেকে আনবার পর দেখা গেল, সত্যই সেই সাদা সার্টের গায়ে লাল থলিতে সেলাই করা ৩৫ডলারের (১০৫৲টাকার) এক তাড়া নোট।[১]

(৩) এক ব্যক্তির কিছু ঋণ ছিল। সে ঋণ শোধ হবার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। এক রাত্রে কন্যার গৃহে আবির্ভূত হ'য়ে এই বিদেহী পিতা তাঁর ঋণের পরিমাণ, ঋণদাতাব নাম প্রভৃতি প্রকাশ ক'রে কন্যার প্রতি ঐ ঋণ-শোধের ভার দিলেন। পরদিন কন্যা সংবাদ নিয়ে জানলেন পিতার ছায়ামূর্ত্তি যে সব কথা প্রকাশ করেছিল তা সম্পূর্ণ সত্য।[২]

পাশ্চাত্য দেশে বিদেহী কখনো কখনো আত্মীয়জনকে দেখা দিয়ে অনুরোধ করেছেন যেন তাঁর দেহ উত্তমরূপে কবর দেওয়া হয়।[৩]

---

১. *Flammarion*—Death and its Mysteries—Vol.III. 94.

২. *Leadbeater*—Other Side of Death.—476.

৩. There were a greater number of cases in which the dead returned because they themselves were in need of some help which the living could render...He may be greatly troubled because his body is unburied....*Leadbeater*—Other Side of Death.—446.

আমাদের দেশে অনেক সময় শোনা যায় যে কোনো বিদেহী স্বপ্নে বা ছায়ামূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'য়ে আত্মীয়দের অনুরোধ করেছেন, যেন গয়াক্ষেত্রে তাঁর পিণ্ডদান করা হয়।

(৪) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বয়ং একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে, পরলোকগত হিন্দু পিতা বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে স্বপ্নে বারম্বার দর্শন দিয়ে গয়াক্ষেত্রে তাঁর পিণ্ডদান করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, আর পিণ্ডদানের সময় দৃশ্যমান দুটি হাত প্রসারিত ক'রে সেই পিণ্ড গ্রহণ ক'রে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।[১]

সকল সময়েই যে আমরা বিদেহীর মূর্ত্তি প্রকাশের সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারি তা নয়।

(৫) সুপণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এক খুল্লতাত পুত্র তাঁর প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের অন্নপ্রাশনের দুইচার দিন পরে রাত্রে গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়ে শাস্ত্রী মহাশয় ঘরের বাহিরে বারন্দায় এসে দাঁড়ালেন। অম্লান চন্দ্রালোকে পৃথিবী তখন অবগাহন করছিল। সেই আলোকে তিনি অদূর-বর্ত্তী ঘড়িতে সময় দেখলেন। তারপরই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল বারান্দার অপর প্রান্তে—এক নিশ্চল স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে। তাঁর প্রথমে মনে হয়েছিল এ তাঁর ভগ্নীদের মধ্যে কোন একজন। কিন্তু ঠিক তাঁদের মত অবয়ব নয় ত। আরও নিকটবর্ত্তী হয়ে সেই দণ্ডায়মান স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে তিনি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন। মূর্ত্তিও ঐ সময় তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত

---

১. কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীসদগুরু প্রসঙ্গ—৩য় খণ্ড ১১১.

করেছিল। এই মূর্তি সেই বিদেহী ভ্রাতৃবধূর। শাস্ত্রীমশায়ের প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে অল্পক্ষণ মধ্যেই মূর্তিটি অন্তর্হিত হইল।

কি কারণে এই মূর্তি সে রাত্রে আবির্ভূত হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে শাস্ত্রীমহাশয়ের খুল্লতাত পত্নী দেহত্যাগ করেন। বধূ কি শশ্রূমাতার ভাবী বাসভূমি হতে তাঁর নিমন্ত্রণ বহন করে এনেছিলেন? কে জানে?

সপ্তম অধ্যায়

দিবা-অভিযান

অনেকেরই ধারণা যে সন্ধ্যা অথবা রাত্রি ভিন্ন এই সব ছায়ামূর্ত্তি দেখা যায় না। এ কথা সত্য যে, অধিকাংশ ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব রাত্রেই হয়। তার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল শেষ হবার পূর্ব্বে মানবের মন বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ শিথিল করবার অবসর পায় না।

কিন্তু দিবাভাগেও যে ছায়ামূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায় না, তা নয়। বিশেষজ্ঞ, এমন কি বৈজ্ঞানিকদের রচিত গ্রন্থে দেখা যায় যে শুধু দিনমানে কেন, দিবা দ্বিপ্রহরেও কখনো কখনো ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশিত হয়েছে।

(১) ভিকার ভেল্ ওয়েনের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এক মহিলার করুণ কাহিনী সংকলিত হ'য়েছে। এই মহিলা বর্ণনা করেছেন,—জীবনের মধ্যাহ্নে অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে পতনের ফলে আমার স্বামীর দেহত্যাগ হয়। দীর্ঘ দিন তাঁর সেবা ক'রেছিলাম, নানা দেশ-বিদেশে তাঁকে নিয়ে ভ্রমণ ক'রেছিলাম, সবই নিষ্ফল হ'য়ে দেশান্তরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

সে ঘটনার প্রায় দেড়মাস পরে তাঁর পৈত্রিক বাসস্থানে ফিরে এসে, অবিবাহিত অবস্থায় তিনি যে ঘরে বাস করতেন সেই ঘরই আমার নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলাম।

একদিন অপরাহ্ণে উজ্জ্বল দিবালোকে একা সেই গৃহে জেগে বসে শোকমগ্ন ছিলাম, এমন সময় একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি ঘরের এক পাশ ফুটে উঠেছিল। তারই মাঝখানে, কিছু উঁচুতে আমার স্বামীর মুখ স্পষ্ট

দেখলাম। সেই উন্নত সুগঠিত দেহ,—যা কোনদিন ভ্রম হবার নয়, পূর্ণ জীবন্তরূপে সেখানে জাজ্বল্যমান! প্রভেদের মধ্যে এই যে, সে মূর্ত্তির অঙ্গে আলম্বিত ছিল এক তুষার-শুভ্র উত্তরীয়। ঈষৎ হাসিমুখে পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি মূর্ত্তির সঙ্গে বন্ধুর মত স্নেহে তিনি তখন বাক্যালাপ করছিলেন।

কতক্ষণ সে দৃশ্য দেখেছিলাম, তা জানি না; হয়ত ঘড়ির হিসাবে খুব অধিকক্ষণ নয়। কিন্তু সেই দর্শনের ফলে বিয়োগের তীব্র জ্বালা নির্ব্বাপিত হ'ল; আমার মন নিঃসংশয় হ'ল,—মৃত্যু নাই, মৃত্যু নাই।[১]

(২) ব্রহ্মদেশের মৌলমেন্ সহরে এমনি একটি ঘটনা সম্বন্ধে এক সামরিক অধিনায়ক বলেছেন'—সুস্পষ্ট দিবালোকে যে সেই ছায়ামূর্ত্তিটি দেখেছিলাম তা আমি শপথ করে বলতে পারি।

স্কুলে ও তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বহুকাল অদর্শনের পর একদিন সকালে শয্যাত্যাগ করার পর পোষাক পরতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় সেই বন্ধু আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। সস্নেহে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁকে বারাণ্ডায় বসে চা-পান করতে বল্লাম। তার সঙ্গে বস্বার জন্য শীঘ্র পোষাক-পরা শেষ ক'রে বারাণ্ডায় এসে দেখি, সেখানে জনমানব নেই। নিজের চোখকে বিশ্বাস হ'ল না। বাড়ীর বাহিরে প্রহরী ছিল, তাকে প্রশ্ন করে জান্লাম কোনও অপরিচিত ব্যক্তিই সে পথে আসে নি। পরিচারকেরাও ভিতরে কাকেও প্রবেশ করতে দেখে নি। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ তাকে দেখেছিলাম। দেখে আশ্চর্য্য হই নি, কারণ বহু জলযান অনবরতই মৌল-মেনে আসা-যাওয়া করে।

---

১. *Vale Owen*—Facts and Future Life.—147,

একপক্ষ অতীত হবার পর সেই বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেলাম। মৃত্যু হয়েছিল ছয়শত মাইল দূরে এক স্থানে,—যে মুহূর্ত্তে আমি মূর্ত্তিটি দেখেছিলাম প্রায় সেই ক্ষণেই।[১]

(৩) আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ এইরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন,—মতিবাবু মরবার পরও দেখা দিয়েছিলেন, সে এক আশ্চর্য্য গল্প। ...তিনি অসুখে পড়লেন। বড় ছেলে তাঁকে নিয়ে গেল দেশে...। অনেকদিন আর কোন খবর পাইনে...। একদিন সকালে বসে আছি বারান্দায় একটা লোক ধীরে ধীরে এসে বাগানে ঢুকলো। দেখি মতিবাবু। চাকরদের বললুম—"ওরে দেখ্ দেখ্ মতিবাবু এসেছেন, তামাক-টামাক ঠিক রাখ।" চাকররা ছুটে নেমে গেল নীচে, দেখলে কোথাও কেউ নাই। বললুম, "আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখলুম দিনের বেলা তিনি বাগান দিয়ে হেঁটে দেউড়িতে আসছেন। নিশ্চয়ই তিনি হবেন—খুঁজে দেখ্। যাবেন কোথায় আর।" কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না খুঁজে। দু-চার দিন বাদে তাঁর ছেলে এসে জানালে মতিবাবুর গঙ্গালাভ হয়েছে।[২]

(৪) মায়ার্সের সুবিখ্যাত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটি আরও অপূর্ব্ব ঘটনার বিবরণ দেখা যায়। বর্ণনাকারী বলেছেন,—আঠারো বৎসর বয়সে আমার একমাত্র ভগ্নীর বিসূচিকায় মৃত্যু হ'ল। সে ছিল আমার বড় স্নেহের, তাই এ আঘাত আমায় বড় বেশীই লেগেছিল। তার মৃত্যুর এক বৎসর পরে আমি এক ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হ'য়ে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ক'রে অর্ডার সংগ্রহ করবার কাজ নিয়েছিলাম। ভগ্নীর মৃত্যুর নয় বৎসর পরে বিদেশেই নিম্নের বর্ণিত ব্যাপারটি ঘটেছিল।

---

১. *Flammarion*—The Unknown.—162-163.

২. রাণী বন্দ—জোড়াসাঁকোর ধারে—পৃঃ—৬১-৬২.

ঘটনার দিন খুব অধিক পরিমাণে অর্ডার সংগ্রহ করায় আমার মন আনন্দে পূর্ণ ছিল। হোটেলের ঘরে ব'সে সেগুলি পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলাম, আর এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের কর্তৃপক্ষ আমার কাজের প্রাচুর্য্য দেখে কতই না সন্তুষ্ট হবেন। ভগ্নীর চিন্তা বা অন্য কোন চিন্তা মনের কোণেও সে সময় স্থান পায় নি। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। দীপ্ত সূর্য্যের আলো তখন সে গৃহে অবাধে প্রবেশ করছিল।

ধূমপান করতে করতে অর্ডারগুলি লিখ্‌ছিলাম, এমন সময় অনুভব হ'ল, কে যেন টেবিলের উপর একখানি হাত রেখে আমার বাম দিকে ব'সে আছে। ফিরে চাওয়া মাত্র বেশ স্পষ্ট দেখলাম, এ আমার পরলোকগতা সেই ভগ্নী। ভাল ক'রেই তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম, এত নিঃসংশয় হ'য়েছিলাম যে তার নাম ধরে ডেকে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। মূর্ত্তি তখন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়েছিলাম। আমার মুখে সিগার, হাতে কলম, কাগজের উপর আমারই হাতে কালিতে লেখা অক্ষরগুলি তখনও আর্দ্র; স্বপ্ন দেখ্‌ছি, এ কথা ভাববার এতটুকুও অবকাশ ছিল না। ভগ্নীর মুখের ভাব, পোষাকের খুঁটিনাটি, সবই স্পষ্ট আমার দৃষ্টিতে পড়েছিল। তাকে সম্পূর্ণ জীবন্তই মনে হয়েছিল। সরল স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়েছিল। তার গাত্রত্বক্‌ জীবন্ত মানুষের মতই অনুভব হয়েছিল। জীবনে তার যেমন মূর্ত্তি ছিল তা হ'তে তিলমাত্র প্রভেদ দেখি নি।

এই ঘটনায় মন এত বিচলিত হ'ল যে পরবর্ত্তী ট্রেনেই বাড়ি ফিরে গেলাম।...মার কাছে সে ঘটনা সব বিবৃত ক'রে শেষে যখন বল্‌লাম যে, ভগ্নীর মুখের ডান দিকে একটা আঁচড় (scratch) দেখেছি—হঠাৎ সর্বাঙ্গে শিহরণ হ'য়ে মা অচেতন হলেন।

জ্ঞান হবার পর চোখের জলে ভেসে মা বললেন,—"সত্যই তুই তার দেখা পেয়েছিস, কারণ পৃথিবীর কোনও লোকই ঐ দাগটির কথা জানে না।" ভগ্নীর মৃত্যুর পর তার অঙ্গ-সংস্কারের সময়ে ঘটনাক্রমে মার হাতেই ঐ দাগটি হয়েছিল শুনলাম। সবার অজ্ঞাতে মা নিজেই সেটি ঢেকে দিয়েছিলেন। আত্মীয় বন্ধু, জন-মানব সে কথার বিন্দু-বিসর্গও জান্‌ত না।[১]

১. *Myers*—Human Personality.—Vol. II. 27-28.

অশরীরী স্পর্শ

ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূত হ'য়ে মানুষকে স্পর্শ করেছে এমন বহু প্রামাণিক ঘটনা পণ্ডিতরা সংগ্রহ করেছেন।

১। টুইডেলের বর্ণনায় দেখা যায় তাঁর পত্নী একাধিকবার সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ছায়ামূর্ত্তির স্পর্শ লাভ করেছেন; কখনো সে স্পর্শ হিমশীতল কখনো বা কোমল ও উত্তপ্ত—যেন জীবিত ব্যক্তির স্পর্শের মত।

২। ফ্লামেরিয়ান সংকলিত একটি ঘটনায় এক ব্যক্তি বলেছেন,—আমার যখন ১৬ বছর বয়স, আমি ইটালী দেশের এন্‌কোন্ সহরে বাবা-মার সংগেই থাকতাম। ঠাকুমা তখন বাস করতেন সেণ্ট্ ইটিয়েন সহরে। তিনিই আমায় মানুষ করেছিলেন।

একরাতে নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছি এমন সময় কার হাতের স্পর্শে জেগে উঠলাম; চেয়ে দেখি, সামনেই আমার ঠাকুমার মূর্ত্তি। তাঁর পরিধানে কালো পোষাক, মাথায় একটা সাদা ক্যাপ্। তিনি শুধু বল্‌লেন—"আমার পৃথিবীর খেলা শেষ হ'ল।" পরদিন বিকালে বাবার কাছে ঠাকুমার মৃত্যু-সংবাদ এসেছিল। যে পরিচ্ছদ আমি সেই মূর্ত্তির অংগে দেখেছিলাম মৃত্যুকালে তাই তাঁর অংগে ছিল।[১]

কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা শ্রীমতী বিভাবতী মুখোপাধ্যায় তাঁর ভগ্নীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁকে দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাহির হবার পূর্ব্বক্ষণে সেই ভগ্নীর মূর্ত্তি দেখলেন। ভগ্নী সহাস্যমুখে বল্‌লেন,—"ভাই, আমি এখানে

১. *Flammarion*—Death and its Mysteries—
Vol. II.—282.

এক অপরূপ সুন্দর দেশে এসেছি ; পৃথিবীর চেয়ে এখানের আনন্দ শতগুণ বেশী। তুমি এখানে এসো।" শ্রীমতী বিভাবতী এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় মূর্ত্তিটি যেন অভিমানে পূর্ণ হ'য়ে তাঁর পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত করেছিল। সেই আঘাতের চিহ্ন তারপর কয়েকদিন পর্য্যন্ত পরিস্ফুট ছিল ; আত্মীয় জনেও সে চিহ্নটি দেখেছিলেন। এই মূর্ত্তি প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই সেই ভগ্নী দেহত্যাগ করেন—একথা পরে জানা গেল।

এসকল অবস্থায় সকল সময়ে হয়ত ছায়ামূর্ত্তি সুস্পষ্ট প্রকাশ হয় না, কিন্তু বিদেহীর অভ্রান্ত স্পর্শ আমাদের সচকিত করে।

৪। গার্ণির সুবিখ্যাত গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যেখানে এক ব্যক্তি সাসেক্স সহরে আপনার শয্যায় শয়ন করে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় তাঁর পিতার চিরাভ্যস্ত ও চিরপরিচিত বিদায়কালিন করমর্দ্দন লাভ করেছিলেন। পিতা তখন ছিলেন দূরবর্ত্তী শাস্তার্ল্যাণ্ডে। পরে জানা গেল —পিতা ঠিক ঐ সময়েই তাঁর আপন গৃহে দেহত্যাগ করেছেন।

৫। এ সম্বন্ধে এক নৌ-সেনার অপূর্ব্ব ও সকরুণ কাহিনী ফ্লামেরিয়ানের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সেনা বলেছেন—"এফেজেনী" জলযান তখন আমাদের শিক্ষার্থী সেনা বহন করে সমুদ্রে বাহির হয়েছিল। সেদিন আমরা এণ্টিলিস্ (মেক্সিকোর নিকটে এট্লাণ্টিকের দ্বীপপুঞ্জ) পার হয়ে ফ্রান্সের অভিমুখে চলেছি, রাত্রি ১১টায় আমার নিজস্ব ক্যাবিনে গিয়ে দীপ নির্ব্বাপিত করে শয়ন করলাম। সবে মাত্র তন্দ্রা এসেছে, তখন আমার বুকের উপর একটা লঘুভারবস্তুর, যেন একটি ক্ষুদ্র শিশুর স্পর্শ স্পষ্ট অনুভূত হল। বেশ মনে আছে, কার দুটি ক্ষুদ্র বাহু আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে মুখচুম্বন করেছিল। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে অন্ধকারেই দুই-হাতে সেই বস্তুটাকে বুকের উপর হ'তে সরিয়ে দিলাম।

মুহূর্ত্তের মধ্যে শয্যায় ব'সে দীপ জেলে দেখি তখনও যেঁ বাতির উপর

ভাগের চর্ব্বি জমাট হ’য়ে যায়নি। শয্যাত্যাগ ক’রে তন্ন তন্ন করে গৃহের সকল স্থান অনুসন্ধান করলাম। ঘরে আমি ভিন্ন অপর কোন প্রাণীর চিহ্ন-মাত্র ছিল না।

জিব্রাল্টার বন্দরে জাহাজ উপস্থিত হলে বাড়ীর পত্রে দুঃসংবাদ পেলাম—আমার দুই বৎসরের পুত্রটি প্যারিসে কাশরোগে দেহত্যাগ করেছে। আর সে ঘটনা হ’য়েছে যে রাত্রে জাহাজের কক্ষে আমার বুকের উপর শায়িত এক শিশুর চুম্বন পেয়েছিলাম। তুঁলো সহরে গৃহে এসে দেখলাম সকলেই শোকমগ্ন। তাঁরা বল্লেন—খোকা শেষ মুহূর্ত্তে তোমারই একখানি ছবির উপর মুখ রেখে চুমা দিয়েছিল। “বাবা, বাবা ঐ যে জাহাজ—”এই কথা বলতে বলতেই তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হ’য়েছিল।

অষ্টম অধ্যায়

বাস্তব না অনুভব ?

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, প্রত্যেক ছায়া-মূর্ত্তিই যে একটা বাহ্যিক বস্তু, তা নয়। তাঁদের অভিমত এই যে, বিদেহীরা মানসিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে (অর্থাৎ চিন্তার তরঙ্গ প্রেরণ ক'রে) পার্থিব মানবের মনের দর্পণে একটা মূর্ত্তির সৃষ্টি করেন, আর সেই প্রতিমূর্ত্তি আমরা মনশ্চক্ষে দর্শন ক'রে একটা বাহ্যিক মূর্ত্তি দেখেছি বলে ধারণা ক'রে নিই।

মার্কিন পণ্ডিত হিস্‌লপ্ অংশতঃ এই মতের পোষকতা করেছেন। কিন্তু তিনিও বলেন,—সকল সময়েই যে এইভাবে (মনের দর্পণে) ছায়া মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়, এমন কথা বলা যায় না। কখনো কখনো আসল (বাহ্যিক) মূর্ত্তিও দেখা যায়।[১]

বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ান বলেন,—প্রমাণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে ছায়ামূর্ত্তি দুই শ্রেণীর। প্রথম,—কোন এক জন যখন অপর এক জনের সঙ্গে (স্নেহ-প্রেমে) এক সূত্রে বাঁধা থাকেন, তখন তাঁর চিন্তার ধারা সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবাহিত হ'য়ে ছায়ামূর্ত্তির সৃষ্টি হয়—

১. The phenomena (of apparations) are not material but mental. We do not see ghosts, as is usually supposed, but have phantasms produced by the thoughts which the dead transmit to us in the form of hallucinations......I shall not insist that all apparitions are caused in this way. It may be that *the reality is seen in some cases.*

Hyslop—Psychic Research and Survival.—147.

মনে। আর এক শ্রেণীর ছায়ামূর্ত্তি দেখা যায়, যেগুলির সত্যই বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে।[১]

বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে, এমন ছায়ামূর্ত্তির নিদর্শন কি,—সে সম্বন্ধে ভিকার টুইডেল্ কিছু কিছু আলোচনা ক'রেছেন। তিনি বলেছেন,—সেই সব বাহ্য-মূর্ত্তির ছায়াপাত হ'তে দেখা যায়, কোনও এক স্থানে এই সব মূর্ত্তি যখন দাঁড়ায়, তারা পশ্চাতের জিনিষগুলিকে আড়াল করে, তারা যখন চ'লে বেড়ায় তাদের পদশব্দ শোনা হায়, কখনো কখনো তাদের স্পর্শ আমাদের অঙ্গে অনুভব করি, আবার কখনো বা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আমরা তাঁদের দেখতে পাই।[২]

চলন্ত ছায়ামূর্ত্তির পদশব্দের ও জ্যোতির্ম্ময় ছায়ামূর্ত্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বেই এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এখন বিদেহী মূর্ত্তির ছায়াপাত প্রভৃতি সম্বন্ধে দু-একটি প্রামাণিক ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করছি।

লণ্ডনের সাইকিকাল, রিসার্চ সমিতির প্রকাশিত একটি বিবরণে দেখা যায় যে, সন্ধ্যার পর ঘরের মধ্যে এক ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হ'য়েছিল। মূর্ত্তিটি অন্তর্দ্ধান হবার পূর্ব্বে একটা আলোর সম্মুখে এসে পড়ায় জীবন্ত নর-দেহেরই মত তার একটা সুস্পষ্ট ছায়া প'ড়ে ছিল। আবার, ঐ মূর্ত্তিটি যখন সেই আলো আর উপবিষ্ট লোকদের মাঝখানে এসে

১. The accumulation of testimony leads us to admit two kinds of phantasms, (1) those due to projections; (2) those which are exterior, real, objective. *Flammarion*—Death and its Mysteries.—Vol.—III. 79.

২. *Tweedale*—Man's Survival After Death.—184-190.

প'ড়েছিল, তখন ঐ মূর্ত্তি জীবন্ত মানুষেরই মত সেই আলোটিকেও আবরণ করেছিল।[১]

পিছনের জিনিষপত্র যে ছায়ামূর্ত্তিতে আড়াল পড়ে যায়, তার একটি প্রামাণিক ঘটনা টুইডেল্ উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই:—ওয়েস্টন্-ভিকারেজ্ গৃহের মধ্যে তিনি নিজের ক্যামেরা ব্যবহার ক'রে একটি ছায়ামূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলেছিলেন; এই মূর্ত্তির এক অংশ তার পশ্চাতের পিয়ানোটি আড়াল করেছিল।[২] তবে একথাও সত্য যে ছায়ামূর্ত্তি অনেক স্থলে স্বচ্ছও (transparent) দেখা যায়।

সূক্ষ্মবস্তু দিয়ে গঠিত ব'লে এ মূর্ত্তিগুলি অনায়াসেই ভেদ করা যায়। এক সামরিক কর্ম্মচারী বলেছেন—"আমি সেই মূর্ত্তিটিকে ভেদ করেই অগ্রসর হয়েছিলাম।"

যখন একাধিক ব্যক্তি আত্মীয় ও অনাত্মীয় একই সময়ে, একই স্থানে একই ছায়ামূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন, সে মূর্ত্তির যে বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে তা অসংশয়ে বলা যায়।

সুপণ্ডিত মায়ার্স তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থে এইরূপ একটি ঘটনার সংকলন করিয়াছেন।

Capt. Townsএর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর বিবাহিতা কন্যা —সখীর সঙ্গে পিতার বাস ভবনের এক শয়নকক্ষে সন্ধ্যায়

---

১. Progs. of the S. P. R. Vol. VI. p. 26 (quoted by Tweedale in Man's Survival After Death.—p. 189).

২. *Carrington*—Modern Psychical Research. 140 (proving that the man had a definite *objectivity*, although invisible to normal vision).

প্রবেশ করে সেই আলোকিত কক্ষে দেখলেন আলমারীর গায়ের উপর পিতার পরিস্ফুট ছায়ামূর্ত্তি, কিন্তু তাঁর মুখখানি ম্লান ও পাণ্ডুর। জীবিতকালে তিনি যেরূপ সাদা ফ্লানেলের আঙ্‌রাখা পরিধান করে রাত্রে শয়ন করতেন তখনো সেইরূপ পরিচ্ছদ তাঁর অঙ্গে ছিল। ক্যাপ্টেনের অবিবাহিতা কন্যা ঐ সময়ে গৃহে প্রবেশ করেই—বাবাকে তোমরা দেখতে পেয়েছে—বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন। গৃহের একজন পরিচারিকা, ক্যাপ্টেনের নিজস্ব ভৃত্য ও প্রধান পরিচারক (Butler)-কে একে একে সেখানে আহ্বান করা হয়েছিল এবং তারা প্রত্যেকে সেই বিদেহী প্রভুর মূর্ত্তি দেখা মাত্র চিনেছিল। সর্ব্বশেষে গৃহকর্ত্রীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল তিনি এসে সেই মূর্ত্তিকে দেখে তাঁকে স্পর্শ করবার জন্য দুইহাত প্রসারিত করে অগ্রসর হলেন, মূর্ত্তিও তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল।[১]

বলা বাহুল্য বহুজন বহুক্ষণ ধরে এই যে মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেছিলেন—এটি চিন্তার তরঙ্গ মাত্র নয়, তার বাহ্যিক অস্তিত্ব অস্বীকার করবার উপায় নাই।

১. **Myres—Vol. II. p. 63.**

নবম অধ্যায়

স্বপ্নে ও স্বপ্নান্তে

অনেকে স্বপ্নে বিদেহী আত্মীয়-বন্ধুর দর্শন পেয়েছেন, এমন শোনা যায়। নিদ্রার সময় আমাদের মন বাহ্য-জগতের আকর্ষণ হ'তে মুক্তি লাভ করে, তাই বিদেহী তখন সহজেই আমাদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হন।

বিদেহীর দর্শন লাভ সম্বন্ধে স্বপ্ন মাত্রই যে মূল্যহীন নয় তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

(১) এক ফরাসী ভদ্রলোক বলছেন,—৯ই জানুয়ারি বাড়ী গিয়ে বাবাকে বেশ সুস্থই দেখে এসেছিলাম। তার পরেও লোকমুখে তাঁর কুশল সংবাদ পেয়েছি। ৩০এ জানুয়ারি রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—আমি বাড়ি গিয়েছি, আর ড্রইং-রুমের মেঝেয় একটা সদ্য-প্রস্তুত বিছানায় শুইয়ে বাবাকে অনেক লোক ঘিরে রয়েছেন। স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলাম। ঐ শব্দে আমায় পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম,—বাবার মৃত্যু হ'চ্ছে দেখলাম! ঘড়িতে তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা।...পরদিন সকালেই সংবাদ এল, গতরাত্রে ১১টায় বাবার হঠাৎ অসুখ হ'য়েছিল, আর ভোর সাড়ে পাঁচটায় ড্রইং-রুমের মেঝেয় একটা সদ্য-প্রস্তুত বিছানায় শুয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[১]

১. *Flammarion*—Death and its Mysteries.—I. 160.

অপর একজন বলেছেন—

১৫ই মার্চ্চ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যে আমি সোফায় শুয়ে বই পড়ছি, আর আমার ভাই রিচার্ড আমার ঠিক সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসে আছে। স্বপ্নেই দেখলাম আমি তার সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়ে শুধু অভিবাদন করে ঘর হতে বাহির হয়ে গেল। সে যে সত্যই এসেছিল এটা এত স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম যে ঘুম ভাঙা মাত্র ড্রয়িং রুমে তার সন্ধান করলাম, যে চেয়ারে সে বসেছিল স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটিকেও পরীক্ষা করলাম।···তিন দিন পরে সংবাদ এল যে শিকার করতে গিয়ে ২৫ তারিখেই রাত্রি ৮॥ টার সময় রিচার্ডের মৃত্যু হয়েছে।[১]

(২) কবি রাধারাণী দেবী বালিকা বয়সে পিতৃগৃহে এক শীতের রাত্রে অর্দ্ধ নিদ্রিতা অবস্থায় দর্শন ক'রেছিলেন তাঁর শয্যার শিয়রে বৃদ্ধা পিতামহীর মূর্ত্তি। পিতামহী সে সময়ে প্রকৃতপক্ষে কাশীধামে বাস করতেন। মূর্ত্তি বলেছিল—"আমি তোকে দেখে যেতে এলাম।" বালিকা স্পষ্ট দেখলেন, সেই মূর্ত্তির অঙ্গে শীত বস্ত্রের আচ্ছাদন। বৃদ্ধা বাম হাতে সেই বস্ত্র উন্মোচন ক'রে পৌত্রীকে দেখালেন, তাঁর দক্ষিণবাহু নানাস্থানে দগ্ধ হয়েছে এবং ক্ষতস্থান রক্তবর্ণ হয়ে আছে। পৌত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা উত্তর দিলেন যে তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ করে এসেছেন।

পরদিন কাশী হতে তার-যোগে সংবাদ এসেছিল যে পূর্ব্বরাত্রে দুর্দ্দৈব ক্রমে এই পিতামহীর দক্ষিণবাহুর অংশ অগ্নি দগ্ধ হওয়ার ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর দেহান্ত হয়েছে। সময় হিসাব করে পরে দেখা গেল মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধার মূর্ত্তি পৌত্রীর শয়ন গৃহে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বপ্নে বিদেহীর যে মূর্ত্তি দেখা যায়, সে অবশ্য ছায়ামূর্ত্তি নয়। কিন্তু

---

১. *Flam.* – Unknown – 370-71.

এমন কখনো কখনো হয় যে, স্বপ্নে দৃষ্ট বিদেহীর মূর্ত্তি স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ামাত্র ছায়ামূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি এইরূপ।

(৩) ১৪ই নবেম্বর শেষ রাত্রে মিসেস্ হুইট্‌ক্রফ্‌ট্ কেম্‌ব্রিজে আপনার গৃহে শুয়ে স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর স্বামী ক্যাপ্টেন্ হুইট্‌ক্রফ্‌ট্ করুণ ও ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। তখনই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সেই সময় ঘরের মধ্যে মেঘমুক্ত চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখলেন শয্যার অতি নিকটেই স্বামীর দণ্ডায়মান ক্লিষ্ট ছায়ামূর্ত্তি তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এক মিনিট পরে মূর্ত্তি অদৃশ্য হ'ল।

অনেকদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ১৪ই নভেম্বর লক্ষ্ণৌয়ের নিকটে যুদ্ধে এই ক্যাপ্টেনের মৃত্যু হ'য়েছে।[১]

১. *Flammarion*—The Unknown—163-165.

দশম অধ্যায়

আকস্মিক মৃত্যু

রোগ ব্যতিরেকে কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু হ'লে তাকে সাধারণতঃ "অপঘাত-মৃত্যু" বলা হয়। কিন্তু সকল অপঘাত মৃত্যুই 'অপমৃত্যু' নয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রেই 'অপমৃত্যু' শব্দ ব্যবহার হয়। দৈবদুর্ব্বিপাকে অন্যপ্রকারে মৃত্যু 'আকস্মিক মৃত্যু' ভিন্ন আর কিছু নয়।

কয়েকটি প্রামাণিক দৃষ্টান্তে পণ্ডিতরা লক্ষ্য করেছেন যে, অপঘাত-মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরে যদি মৃত ব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ হয়, তবে সেই মূর্ত্তির অংগে তার অপঘাতক চিহ্নও দেদীপ্যমান থাকে। যেমন :—

(১) আর্চডীকন্ ফ্যারার্ একই রাত্রে দুই বার তাঁর কোন বন্ধুর ছায়ামূর্ত্তির দর্শন পেয়েছিলেন; তখন সেই মূর্ত্তির সর্ব্বাংগ দিয়ে জলের ধারা ঝরে পড়ছিল। তার পূর্ব্বদিনে জলমগ্ন হ'য়ে এই বন্ধুটির মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে যখন পুনরায় এই ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েছিল, তখন তার পরিচ্ছদ আর আর্দ্র ছিল না।[১]

(২) কমাণ্ডাণ্ট্ মেনেল্শী একদিন আপনার ঘরে ব'সে অপর এক সৈনিক-কর্ম্মচারীর সংগে বাক্যালাপ করছেন, এমন সময় দেখ্‌লেন,—সিক্ত পরিচ্ছদে তাঁর ভাই জর্জ্জ সেই গৃহে প্রবেশ করে একখানি চেয়ারে বসলেন। জর্জ্জ তখন ছিলেন মহাসমুদ্রে, এক জাহাজে। ছায়ামূর্ত্তিটি প্রকাশের সময় মহাসাগরের কোলে সেই জলযান নিমগ্ন হচ্ছিল।[২]

---

১. *Myers*—Human Personality (Abr. Edn.)—227.

২. *Flammarion*—Death and its Mysteries.—Vol. II. 88.

জীবনান্তকারী আঘাতের চিহ্নও কখনো কখনো ছায়ামূর্ত্তির অঙ্গে দেখা যায়।

(৩) ক্যাপ্টেন কোণ্ট বলছেন ;—আমার ভাই অলিভার ছিল সেনাদলে লেফ্‌টেনাণ্ট্। যুদ্ধের সময় কপালের ডান দিকে গুলির আঘাত লেগে ৮ই সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু হয়।

সেই রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে চেয়ে দেখি আমার শয্যার পাশে, জানালার কাছেই অলিভার জানু পেতে ব'সে আছে। গভীর বিষাদভরা দৃষ্টিতে সে আমার পানে চেয়েছিল। আকস্মিক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হ'ল। অনেক চেষ্টায়ও আমার মুখে কথা বাহির হ'ল না।

শয্যা হতে উঠে তার নিকটে গেলাম। ধীরে ধীরে এবার যখন সে মুখখানি আমার দিকে ফিরিয়েছিল,—বেদনায় ক্লিষ্ট, স্নেহে পূর্ণ চাহনিতে যখন সে আমার দিকে চেয়ে দেখেছিল,—তখন প্রথম আমার লক্ষ্য হ'ল তার কপালের ডান দিকে একটা ক্ষত-চিহ্ন, আর তা হ'তে তখনও ঝ'রে পড়ছে রক্তের ধারা। তার কর্ণেলের কাছে পরে শুনেছিলাম যে, অলিভারের দেহের ঐ স্থানেই গুলিটা বিঁধে তার মৃত্যু হয়েছিল।[১]

কখনো কখনো আত্মীয় বন্ধুর কাছে তার দূরদেশবাসী প্রিয়জনের অতর্কিত মৃত্যুর সম্পূর্ণ ঘটনাটি যেন একখানি চলচ্চিত্রের রূপ ধ'রে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন :—

(১) স্বামী আফিসে ও পুত্র-কন্যা স্কুলে যাবার পর শ্রীমতী পাকেট্ চা প্রস্তুত করছেন, এমন সময় দেখলেন তাঁর ভাই এড্‌মাণ্ড্ যেন নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে, আর মুহূর্ত্ত মধ্যে, পায়ে দড়ির ফাঁস জড়িয়ে, সে একটা রেলিং পার হয়ে পড়ে গেল।

১. *Flammarion*—The Unknown—170.

কিছুক্ষণ পরে টেলিগ্রামে এড্মাণ্ডের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মিঃ পাকেট্ চিকাগোতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর বর্ণনার সঙ্গে জাহাজের ঘটনাস্থলের সম্পূর্ণ ঐক্য। এমন কি এড্মাণ্ডের অঙ্গে তার ভগ্নী তখন যে পরিচ্ছদ দেখেছিলেন, সত্যই তার পরিধানে তখন সেই পরিচ্ছদই ছিল।[১]

(২) হাল্ সহরের শ্রীমতী প্যাল্টারের একমাত্র সন্তান 'ম্যাথু' নিউইয়র্কে নাবিকের কাজ ক'রত। একদিন শ্রীমতী প্যাল্টার প্রতিবেশী মিঃ ক্লার্কের কাছে গিয়ে বললেন,—"কাল রাতে দেখেছি, জাহাজে উঠবার তক্তায় পা পিছ্লে আমার মাথু জলে ডুবেছে।" নিউইয়র্কে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, জননীর দৃষ্ট দূরবর্তী পুত্রের মৃত্যু-চিত্র সম্পূর্ণ সত্য।[২]

---

১. *Lodge* – Survival of man—101.

২. *Flammarion*—Death and its Mysteries,
—Vol. II. 172.

একাদশ অধ্যায়

ছায়ামূর্ত্তির পরিচ্ছদ

যাঁরা ছায়ামূর্ত্তির দর্শন লাভ করেছেন,—প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে,—তাঁদের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এই সব মূর্ত্তি কোন না কোন আবরণ বা পরিচ্ছদে আবৃত ছিল। সেই পরিচ্ছদ—হয় ঐ বিদেহীর পার্থিব পরিচ্ছদেরই অনুরূপ না হয় একটা শুভ্র উত্তরীয় বা আচ্ছাদন। আবরণহীন নগ্ন ছায়ামূর্ত্তির বিবরণ কোথাও শোনা যায় না।

মার্কিন পণ্ডিত ডাঃ হিস্‌লপ্‌ বলেছেন,—ছায়ামূর্ত্তির পরিচ্ছদের ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিককে বড় বিব্রত করে। মূর্ত্তিটি অংশতঃ পার্থিব পরমাণু গঠিত, এ কথা যদি ধ'রে নেওয়া যায়, তবু এটা তো কোন মতেই সম্ভব নয় যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও সে ব্যক্তির অঙ্গে যে পরিচ্ছদ ছিল মরণের পরেও সে ঐ পরিচ্ছদই ধারণ করে থাকবে।[১]

বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ানও এ সম্বন্ধে বিস্ময়ের ভাবে বলেছেন,—বিদেহীর পরিচ্ছদের রহস্যটা আমায় বড় চিন্তায় ফেলে। কারণ, মৃত মানবের যদি কোন মূর্ত্তি থাকে, তবে সে মূর্ত্তি নগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তার ব্যতিক্রম হয় কেন? তিনি প্রশ্ন করছেন,—"একি শালীনতা?" প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকের কঠোর ভাষায় তিনি বলছেন,—"প্রকৃতির

১. The great perplexity of the scientific men in the phenomena of apparitions was "spirit clothes". It seems preposterous that, even on the hypothesis that the apparitions correctly represented a reality, quasi-material, it should have exactly the same clothes that the human being wore when alive. *Hyslop*—Psychic Research and Survival.—137.

কোলে ত' লজ্জা বা শালীনতার স্থান নাই। শালীনতা সামাজিক মানবের স্বরচিত শৃঙ্খল।"[১]

সার্ অলিভার লজ্ এই প্রসঙ্গে তাঁর মত ব্যক্ত ক'রে বলেছেন,—বিদেহী যখন আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্রে এই পৃথিবীর স্তরে সাময়িক আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁর পরিত্যক্ত পার্থিব দেহের যে কোন বিশিষ্ট চিহ্ন, তাঁর যে মূর্ত্তি আমাদের স্মরণে আছে সেই মূর্ত্তি, এমন কি তাঁর অতীতের পরিচ্ছদও পরিগ্রহ করেন ; এই সবই তাঁর পরিচয়ের নিদর্শন।[২]

প্রবীণ থিওজফিস্ট লেড্বীটারের মতও প্রায় অনুরূপ। তিনি বলেছেন,—অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, যে মানব পরলোকে যাবার বহু বৎসর পরেও যখন তার মূর্ত্তি পৃথিবীতে প্রকাশ হয়, তখন অতীত দিনের পরিচ্ছদও তার অঙ্গে দেখা যায় কেন ?—এরূপ হওয়ার একটা কারণ এই যে, তা না হ'লে আমরা যে তাঁদের চিনতে পারি না। আরও কথা এই যে, যখন তাঁরা এ পৃথিবীর আবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করেন, বিগত জীবনের

---

১. It would seem that this subtle, ethereal body...this form should be that of the human body man or woman. What prevents this ? What clothes them ? Decency ? In nature, as in truth there is neither shame nor decency. Those are convential sentiments that are absolutely artificial. *Flammarion*—Death and its Mysteries.—Vol. II, 80.

২. For purposes of identification, and when re-entering the physical atmosphere for the purpose of communication with friends, these temporary marks (bodily marks, scars and wounds) are reassumed, just as the general appearance at the remembered age and details connected with—clothes ...may, in some unknown sense, be assumed too.

Lodge—Raymond.—325.

সঞ্চিত স্মৃতি তাঁদের অঙ্গে সঞ্চারিত হ'য়ে সেই পরিত্যক্ত দেহ যথাযথরূপেই প্রকাশ হয়।[১]

মনে হয়, মর্ত্ত্যের বন্ধন ছেদ করে যাঁরা অমর্ত্ত্য লোকে প্রয়াণ করেছেন, আমাদের স্নেহ, প্রেম, কাতরতায় আকৃষ্ট হ'য়ে, অথবা স্বতস্ফূর্ত্ত করুণায় যখন তাঁরা আবার এ পৃথিবীর আবেষ্টনে অভ্যাগমন করেন, তখন পূর্ব্ব-পরিচিত পার্থিব মূর্ত্তির সৌসাদৃশ অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়, নতুবা আপন জন ব'লে আমরা তাঁদের চিনতে পারি না, আর তাঁদেরও সেই পার্থিব অভিযান বিড়ম্বিত হবার আশংকা থাকে।

তাঁরা অনেকেই বলেন, এ পৃথিবীতে সাময়িক প্রবেশ যেন তাঁদের পক্ষে রুদ্ধশ্বাস কারাগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, পার্থিব মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদ যেন শৃঙ্খলের গুরুভার। এ সব সত্ত্বেও যে আমরা মাঝে মাঝে তাঁদের ছায়া-মূর্ত্তির দর্শন পাই, এ তাঁদের অশেষ অনুকম্পা। ইহজগৎ ও ভবিষ্য জগতের মধ্যে তাঁরা যে শুধু সেতু, তা নয়; তাঁরা আমাদের পথ-প্রদর্শক ও স্থূল প্রত্যক্ষ জগতের পরবর্ত্তী জীবনের মূর্ত্তিমান সাক্ষী। মৃত্যুর বিভীষিকা ও অপরিজ্ঞাত রহস্যময় লোকের ভয়াবহতা শুধু তাঁরাই মোচন করতে সমর্থ। অন্যথা "ন মেধয়া, ন বহুধা শ্রুতেন।"

মৃত্যুর পরপার হ'তে ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব যে ইন্দ্রজাল নয়, সম্পূর্ণ সত্য তার সংশয় নাই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে, এই সব ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব একটা অবশ্যম্ভাবী বা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারও নয়। পণ্ডিতেরা

১. One reason for this is that many of them would not be recognized in their new condition, but it appears also that when they come within earth-influence their old earth condition clothes in upon them, and reproduce the old material forms,

Leadbeater —Other Side of Death.—774.

বলেন যে, তুলনায় অতি অল্পক্ষেত্রেই পারলৌকিক মূর্ত্তি প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। কি ভাবে, কেমন অবস্থায় তার উৎপত্তি হয়, তা বলা যায় না। সহস্র মৃত ব্যক্তির মধ্যে হয় ত' একজনের মাত্র ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভাব হয়।[১] আবার, সকল ছায়ামূর্ত্তির প্রকাশই বিদেহীর স্বেচ্ছাপ্রসূত নয়। অনেক সময় বিদেহী শুধু পুরাতন অভ্যাস-বশে পৃথিবীর পরিচিত স্থানে বা তার কবরের সন্নিকটে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়।[২] কে যেন তাকে আকর্ষণ ক'রে আনে। মানুষের অন্তর্চেতনায় তার বহু কর্ম্মের বীজ নিহত থাকে; সে হয় ত, মনে করে সে ইচ্ছায় ঐ কার্য্য করে নি। এ-ও হয় ত' সেইরূপ, অন্তরের গোপন গুহায় সন্নিবিষ্ট ইচ্ছাশক্তির বশ্যতায় সে ঐরূপ পরিচালিত হয়।

১. Dying manifestations do not, of cour·e, represent a general experience, a law of nature, a function of life or of death. They appear exceptionally, without known cause, and without apparent reason. The proportion of them is perhaps not more than one in a thousand deaths.
Flammarion—The Unknown.—307.

২. It would seem that he continues vaguely certain habits; that he wanders about the places where he has lived, or not far from his grave. *Flammarion*—Death and its Mysteries. Vol. III. 349.

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদেহীর স্থূল-দেহে আবির্ভাব

(MATERIALISATIONS)

প্রথম অধ্যায়

পুনর্গঠিত কলেবর

পৃথিবী হ'তে বিদায়ের সময় মানব তার প্রাণ-হীন জড়দেহটাকে ছিন্ন কন্থার মত পরিত্যাগ ক'রে লোকান্তরে যাত্রা করেন। কিন্তু সেই অজ্ঞাত লোকের যবনিকার অন্তরাল হ'তে বিদেহী, শুধু ছায়ামূর্ত্তিতেই নয়, রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জায় পুনর্গঠিত তার পরিত্যক্ত স্থূল-দেহের অনুরূপ জীবন্ত স্থূল-দেহ ধারণ ক'রেও আবার কখনো কখনো সাময়িক ভাবে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তাও প্রমাণিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল এই রহস্যের মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মৃতজনের অনুকল্প এই সব পুনর্গঠিত দেহ—রূপে, স্পর্শে, কার্য্যকারিতায় এমন কি প্রকৃতিতেও—জীবিত মানবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। সেই সাময়িক দেহের ধমনীতে স্পন্দন পাওয়া যায়, তার বক্ষস্থল তরঙ্গায়িত ক'রে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে; আর অনেক সময়েই সেই দেহধারী অপার্থিব ব্যক্তি জীবিত মানবেরই মত আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ, এমন কি হাস্য-পরিহাস করতেও পশ্চাৎপদ হন না।

যাঁকে চিরবিদায় দিয়েছি,—অগ্নিতে, জলে, অথবা মৃত্তিকার গর্ভে যাঁর মর-দেহের শেষ কণাটুকুও পঞ্চভূতে বণ্টন ক'রে নিয়েছে—কি উপায়ে

তিনি পরলোককে পশ্চাতে ফেলে তাঁর পরিত্যক্ত লুপ্ত জড় দেহকে পুনর্গঠিত ক'রে, আবার সাময়িক ভাবে এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেন, এ কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না! বিশ্ববিধাতার বিচিত্র রাজ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে মহামনীষীরাও নির্ণয় করতে সমর্থ হন নি, কি ভাবে এই অসম্ভব ব্যাপার সত্য সত্যই সম্ভব হয়।

অবশ্য, ইচ্ছামাত্রই আমরা এই সব পুনর্গঠিত মূর্ত্তির দর্শন পাই না। তাঁদের আবাহন করবার, দর্শন পাবার জন্য কিছু অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ—একজন শক্তিমান ও নির্ভরশীল মিডিয়াম ;—অর্থাৎ এমন একজন জীবিত মানব,—পুরুষ বা নারী, যিনি পৃথিবী ও পরলোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।[১] বিদেহী মানব মিডিয়ামকে মুখপাত্র ক'রে তারই সহায়তায় পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হন।

পাশ্চাত্যে যে সব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বিভিন্ন মিডিয়ামের সহায়তায় মেটিরিয়ালাইজেসন্ (বা বিদেহীর জড়-দেহে আবির্ভাব) সম্বন্ধে নানাভাবে তথ্য অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের মধ্যে সার্ উইলিয়াম্ ক্রুক্স (Crookes), অধ্যাপক গাস্টেভ্ গেলে (Geley), অধ্যাপক চার্লস্ রীচে (Richet), ব্যারণ শ্রেনেক নট্জিং (Notzing) প্রভৃতির নাম করা যায়। আমেরিকাতেও এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তত্ত্বানুসন্ধান হ'য়েছে।

মেটিরিয়ালাইজেসনের অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যাপার একটা গুহ্য অনুষ্ঠান নয়। পরীক্ষাগারের এক প্রান্তে পর্দ্দার বেষ্টনী দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ (ক্যাবিনেট্) রচনা করা হ'লে মিডিয়াম্ সেই কক্ষে প্রবেশ করেন।[২]

১. ১০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. বিশেষ শক্তিশালী মিডিয়াম্ এরূপ চক্রে কখনো কখনো ক্যাবিনেটের বাহিরেই উপবিষ্ট থাকেন এরূপ দৃষ্টান্তও আছে।

তখন পরীক্ষক বা অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়ে ঐ কক্ষের মধ্যে মিডিয়াম্‌কে মোহিষ্ণু (hypnotize) করা হয়। ক্যাবিনেটের মধ্যে সচরাচর স্তিমিত লাল আলো রাখাই নিয়ম। ক্যাবিনেটের বাহিরে পরীক্ষাগৃহের অপর সকল অংশে (যেখানে দর্শকরা উপস্থিত থাকেন) সুপ্রচুর উজ্জ্বল আলোক রাখায় কোন বাধা নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন সাধারণ সভাগৃহেও এরূপ অধিবেশন বহুজনসমক্ষে সম্পন্ন হয়েছে।

মিডিয়াম্‌ সম্পূর্ণরূপে সম্মোহিত হবার পর পরীক্ষক ও দর্শকদের সাগ্রহে অপেক্ষা করা ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না। প্রতীক্ষা ক'রে হয় ত' একঘণ্টা সময় কেটে যায়। ক্রমে অচেতন মিডিয়ামের মুখে একটা যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কাতর শব্দ বাহির হ'তে আরম্ভ হয়। এই শব্দ যখন একটু গভীরতর হ'য়ে ওঠে, তখন জড়-মূর্ত্তি আবির্ভাবের (Materialisation এর) সূত্রপাত দেখা যায়। মূর্ত্তির গঠন সম্পূর্ণ হ'লে এই ধ্বনির অবসান হয়।

মূর্ত্তি-গঠনের সূচনায় মিডিয়ামের নাক, মুখ বা দেহের অপর কোন বিবর (কখনো বা তার অঙ্গুলির প্রান্ত) হ'তে সাদা বা ধূসর বর্ণের, এবং ছোট বড় নানা আকারের, নানা বিচিত্র-গঠন মেঘের টুকরার মত একটা পদার্থ (ectoplasm বা ideoplasm) বাহির হ'তে থাকে। বাহির হয়েই এই পদার্থটা সদ্য সদ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও তা হ'তে গঠিত হয় একটা পূর্ণায়ত মানব-দেহ, বা দেহের কোন অঙ্গ অত্যঙ্গ—হাত, পা, মুখ, মাথা বা এমনি কিছু।

আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত কোনও উপায়ে এই দেহের বা দেহাংশের গঠন সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র তাতে প্রাণ ও চেতনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ক্যাবিনেটের মধ্য হ'তে সেই নব গঠিত মূর্ত্তি (বা অঙ্গ) তখন আলোকে উজ্জ্বল বহির্গৃহে সমবেত জনগণের সম্মুখে স্বাধীন ভাবে এসে উপস্থিত

শ্রীযুক্ত ভি. ডি. রিশী ও তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর পশ্চাতে
তাঁহার বিদেহী প্রথমা পত্নীর চিত্র
—শ্রীযুক্ত ভি. ডি. রিশীর সৌজন্যে

হয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে কেহ তখন তাকে ইচ্ছামত পরীক্ষা করেন, ও সেটি যদি পূর্ণাঙ্গ মানব হয়, তার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে সন্দেহ ভঞ্জন করেন। মিডিয়ামকে তখন অচেতন অবস্থায় ক্যাবিনেটের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক গেলে বলেছেন,—মিডিয়ামের দেহ হতে কিছু পরিমাণে উপাদান, (বস্তু, শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি) আকর্ষণ ক'রে এই নব-গঠিত দেহের সৃষ্টি হয় এবং তখন সে তার পৃথক অনুভূতি, পৃথক কার্য্যকারিতা ও পৃথক্ চিন্তাশক্তি সম্পন্ন হয়।[১]

অধ্যাপক রীচে একান্ত বিস্ময়ে বলেছেন,—একটি জীবন্ত সত্তা বা জীবন্ত বস্তু আমাদের জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখেই গঠিত হ'লো। তার অঙ্গে স্বাভাবিক উত্তাপ, তার দেহে রক্ত-সঞ্চালনের প্রকট চিহ্ন, জীবিত মানবের মতই তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সহজ গতি, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বও আছে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সে অধিকারী,—এ যে অলৌকিক ব্যাপারের চরম পরিণতি তাতে কোন সংশয় নাই! কিন্তু তবুও এ সত্য।[২]

অঘটন-ঘটন পটিয়সী বিশ্বপ্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে আরও কত অভিনব ও রহস্যময় ব্যাপার সঞ্চিত হ'য়ে আছে ; এ পৃথিবীর ভবিষ্য মানব একদিন যে সে সকল আবিষ্কার ক'রে মনুষ্য সমাজকে বিস্ময়-চকিত ক'রে তুলবে না, তাই বা কে জানে ?

১. A portion of force, intelligence and matter can be exteriorized from the organism. act, perceive, organize and think outside of the muscles, organs, senses and brain. *Constable*—Survival – 191 (Quoting Geley).

২. A living being or living matter, formed under our eyes, which has its proper warmth, apparently a circulation of blood and physiological respiration, which has also a psychic personality having a will distinct from the will of the medium, in a ward, a new human being! This is surely the climax of marvels. Nevertheless it is a fact. *Richet*—Thirty Years of Psychical Research—46-6467.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌সের পরীক্ষা

প্রতীচ্যে বিভিন্ন দেশে যে সব পণ্ডিতগণ মৃত মানবের জড়দেহ-ধারণ-রহস্য অনুসন্ধান করেছেন, বৈজ্ঞানিক—শিরোমণি ক্রুক্‌স্‌ তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। এক পঞ্চদশ বর্ষীয়া কুমারী ফ্লরেন্স্‌ কুক,—মিডিয়াম স্বরূপে তাঁর এই তত্ত্বানুসন্ধানে সহায়তা করেছিলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর এই বিচক্ষণ পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ, সদা-সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে কুমারী কুকের মধ্যবর্ত্তীতায় একটি পূর্ণাঙ্গ নারীমূর্ত্তি অসংখ্যবার তাঁর পরীক্ষাগারে সাময়িকভাবে গঠিত হয়েছে, আবার চক্রশেষে প্রতিদিন সম্পূর্ণরূপেই অদৃশ্য হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোকে এই মূর্ত্তিটি পরীক্ষা ক'রে ক্রুক্‌স্‌ নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন; তিনি স্বহস্তে সেই মূর্ত্তির বহু আলোকচিত্রও (photograph) তুলেছিলেন।

এই অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি নাম গ্রহণ করেছিল—"কেটী কিং।" আত্ম-পরিচয় দিয়ে সে বলেছিল, যে পার্থিব জীবনে সে ছিল ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের সমসাময়িক। ক্রুক্‌সের পরীক্ষাগারে প্রথম আবির্ভাবের সময়েই এই মূর্ত্তি জানিয়েছিল যে, তিন বৎসর সে এইভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। সত্যই সে এই প্রতিশ্রুতি পালন ক'রেছিল।

পরীক্ষাগৃহের এক অংশে পর্দ্দার বেষ্টনী দিয়ে ক্যাবিনেট (ক্ষুদ্র কক্ষ) প্রস্তুত হবার পর মিডিয়াম, (কুমারী কুক্‌) তার মধ্যে প্রতিদিন প্রবেশ করতেন। সেখানে তাঁকে সম্মোহিত (hypnotize) করবার পর সেই ক্যাবিনেটের বাহিরে এসে উপস্থিত হ'ত এই অপার্থিব নারী-মূর্ত্তি—কেটী কিং, তার পূর্ণ সুগঠিত জড়-দেহে। বহির্গৃহের আলোকিত সে অংশে

বিশিষ্ট দর্শকরা হতবাক্ হয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। কিছুক্ষণ এইভাবে অতীত হবার পর মূর্ত্তিটি হয় ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রবেশ করত', কখনো বা ক্যাবিনেটের বাহিরে সর্ব্বজন সমক্ষেই অন্তর্হৃত হ'ত।

এই মূর্ত্তির নির্দ্দেশ অনুসারে ক্রুক্স্ তাকে অনুসরণ করে ক্যাবিনেট-মধ্যে প্রবেশ করে দেখেছেন ;—কুমারী কুক্ সন্ধ্যায় যে কালো মখমলের পোষাকে সেই অন্তর্কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সেই পরিচ্ছদেই সেখানে অচেতন অবস্থায় শায়িত আছেন, আর তারই কিছুদূরে শুভ্র পরিচ্ছদ আবৃত দেহ কেটী কিং তার সজীব মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান।

ক্রুক্স্ বলেছেন—"নিজের হাতে আমি কেটীর সর্ব্বাঙ্গে আলোক-রশ্মি ফেলে সেই মূর্ত্তির আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ চেয়ে দেখেছি। এ যে সত্যই কেটীর মূর্ত্তি,—আমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনার সৃষ্টি নয়, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি। শায়িত মিডিয়ামের হাত ধরে সতর্কতার সঙ্গেই পরীক্ষা করেছি, বুঝেছি—সেটি জীবিত মানবেরই অঙ্গ ; আবার তেমনি সতর্কতার সঙ্গেই কেটীর (সদ্য-গঠিত) মূর্ত্তিকেও পরীক্ষা করেছি।"

কেটী ও কুমারী কুক্ উভয়ের দেহে কতকটা সাদৃশ্য ছিল সত্য, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। দুজনের দেহের দৈর্ঘ্য, গাত্রের বর্ণ, অঙ্গুলির গঠন—সবই পৃথক। কেটীর গ্রীবা ছিল সম্পূর্ণ মসৃণ, মিডিয়ামের গ্রীবায় কিন্তু একটি বড় উদ্ভেদ (blister) ছিল। কেটীর কানে কোন অলঙ্কারের ছিদ্র ছিল না, কিন্তু মিডিয়াম্ তাঁর কানে নিয়তই কর্ণাভরণ ধারণ করতেন। কেটীর অনুমতি পেয়ে ক্রুক্স্ তার মাথার ত্বক্ স্পর্শ করে একটি কেশ আমূল তুলে নিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন, তার বর্ণ প্রায় কালো, আর মিডিয়ামের চুলের বর্ণ স্বর্ণাভ।

এই দুজনের মধ্যে আরও প্রভেদ ছিল তাদের দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদি সম্পর্কিত। কেটীর নাড়ীর গতি ছিল—৭৫, কুমারী কিংএর—৯০।

উভয়ের বুকের উপর কান রেখে ক্রুক্‌স্‌ পরীক্ষা করেছেন, উভয়ের হৃদ-স্পন্দনেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কেটীর শ্বাস-যন্ত্র ছিল সুস্থ সবল, মিডিয়ামের ছিল সাময়িক রোগে দুর্ব্বল।[১]

এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের বিচক্ষণ পরীক্ষায় নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, সদ্যগঠিত এইরূপ জড়মূর্ত্তি মিডিয়ামের দেহ হ'তে আপনার গঠনোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করা সত্ত্বেও তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকে,—সে মিডিয়ামের প্রতিচ্ছবি মাত্র নয়।

১. *Crookes* – Researches in the Phenomena of Spiritualism. pp. 110 et. cet.

তৃতীয় অধ্যায়
রীচের অভিজ্ঞতা

কেটী কিং সংক্রান্ত ক্রুক্‌সের গবেষণা ও পরীক্ষা সমাপ্ত হ'য়েছে প্রায় সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে। তারপর ফ্রান্স্‌, আমেরিকা ও অপরাপর দেশেও কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও মনীষী বিদেহী মানবের জড়দেহ ধারণ রহস্য (materialisation) সম্বন্ধে বহু প্রযত্নে অনুসন্ধান করেছেন।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত চার্লস্‌ রীচে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল এই বিষয়ে বহুভাবে পরীক্ষা ও গবেষণার পর স্থির-নিশ্চয় হয়ে মন্তব্য করেছেন,—বহু পরীক্ষার ফলে নির্ণীত হয়েছে যে চক্র-কক্ষে মৃত মানব দেহের সাময়িক পুনর্গঠন বিজ্ঞানসম্মত সত্য।[১]

(১) বর্ত্তমান শতকের আরম্ভে (১৯০৬ সালে) এল্‌জিয়ার্সে ভিলা-কার্মেন গৃহের গৃহকর্ত্তা, ফরাসী সেনাপতি জেনারেল নোয়েলের আমন্ত্রণে উপস্থিত হ'য়ে অধ্যাপক রীচে যে সকল মেটিরিয়ালাইজেসন্‌-চক্রের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেগুলি নানা কারণেই চিরস্মরণীয়। ঐ সকল চক্রের অধিবেশনে মার্থে নামে এক তরুণী ছিলেন মিডিয়াম।

ভিলা কারমেনের ঐ সকল চক্রে যে মূর্ত্তিগুলি আবির্ভূত হয়েছিল সেগুলি সুগঠিত ও সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মানব দেহ; তার মধ্যে কোনটি

১. There is ample proof that experimental materialisation (ectoplasmic) should take definite rank as a scientific fact. *Richet*—Thirty Years of Psychic Research—543.

পুরুষের কোনটি বা নারীর। একটি সদ্য-গঠিত পুরুষ মূর্ত্তি—"বিয়েঁ বোয়া" নামে আত্মপরিচয় দিয়ে কয়েকবার সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল। মিডিয়াম্ মার্থে ও এই সদ্যগঠিত পুরুষ মূর্ত্তিকে উপস্থিত ব্যক্তিরা সেই গৃহে একই সময়ে একাধিকবার দর্শন করেছেন।

রীচে নিজেই বলেছেন,—এই মূর্ত্তি একটা পুতুল নয়। সে চ'লে ফিরে বেড়ায়, চোখ ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে চায়, সে যখন কথা বলবার চেষ্টা করে তার ঠোঁট দুটি চঞ্চল হয়। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে আমি একটি ব্যারাইটার পাত্রে জল রেখে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, তার প্রশ্বাসে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ (অঙ্গারাম্ল গ্যাস) পাওয়া যায়।

বিয়েঁ বোয়া সংক্রান্ত অধ্যাপক রীচের এই ব্যারাইটা-মিশ্রিত জলে পরীক্ষার ঘটনাটি অপর এক ফরাসী পণ্ডিত Dr. Paul Joire তাঁর গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত করেছেন। রীচে লিখেছেন ;—একটি পাত্রে পরিস্কার ব্যারাইটা মিশ্রিত জল রেখে দিয়ে এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম যে "বিয়েঁ বোয়া" একটা রবার নলের মধ্য দিয়ে নিশ্বাস ত্যাগ করলে সেই পরিত্যক্ত বায়ু ব্যারাইটার পাত্রে প্রবেশ ক'রে ঐ জলে বুদ্‌বুদ উঠবে। প্রথম কয়েকবার সে চেষ্টা ক'রেও ঐ পাত্রটার মধ্যে প্রশ্বাস ত্যাগ করতে সক্ষম হয় নি। তখন জেনারেল্ নোয়েল্ তাকে দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে নলের মধ্যে প্রশ্বাস ছাড়তে হবে। এবার চেষ্টায় সে সফল হ'ল। আধমিনিট সেই পাত্রটির জলে বুদ্‌বুদের শব্দ শোনা যাবার পর, "বিয়েঁ" শ্রান্ত হয়ে আমার হাতে নলটি ফিরে দিয়েছিল। পরীক্ষা ক'রে আমি দেখলাম যে (নিশ্বাসের কার্ব্বণ সংযোগে) ব্যারাইটার জল সাদা হয়ে গেছে !

তারপর হয়েছিল একটা কৌতুককর ঘটনা। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা

---

১. *Richet*—Thirty Years of Psychical Research.—506.

যখন দেখলেন যে পাত্রের জলের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁরা সেই বিদেহীর উদ্দেশে 'সাবাস' (Bravo) বলে হর্ষধ্বনি করেছিলেন। বিদেহী কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল। জয়ধ্বনি শুনে বাহির হয়ে এসে রঙ্গমঞ্চে সম্বর্দ্ধিত হলে অভিনেতা যেমন দর্শকদের সামনে মাথা নত ক'রে অভিবাদন করে— তিনবার তেমনি ভাবেই অভিবাদন করেছিল।

রীচে সোৎসাহে বলেছেন,—জীবিত ব্যক্তির সব লক্ষণই এই মূর্ত্তিতে দেখেছি। ক্যাবিনেটের মধ্য হ'তে সে স্বাধীনভাবে বাহির হয়ে এসে ঘুরে বেড়ায়। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনেছি, বহুবার তার করস্পর্শ করেছি। সেই হাতে উত্তাপ আছে। তার দেহের অস্থিময় মনিবন্ধ হতে অঙ্গুলি-প্রান্ত পর্য্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখেছি সেগুলি সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল।[১]

(২) ভিলা-কারমেনের আর একটি বিস্ময়কর ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য। রীচে বলেছেন,—এই দিন ক্যাবিনেটের পর্দ্দাটি খুলে এক পরমা সুন্দরী নারীর মুখ প্রকাশ হ'ল। তার মাথার মাঝখানে চুলের উপর, যেন মুকুটের মত একটা উজ্জ্বল বস্তু; তার মুখে কৌতুকের মৃদুমন্দ হাসি। সেই হাসি, সেই মুক্তার মত দন্তপংক্তি আজও আমার খুব ভালই মনে আছে। দুই তিনবার পর্দ্দার পিছন হতে মুখখানি প্রকাশ হয়ে তখনি যবনিকার অন্তরালে লুকিয়েছিল—যেমন ছোট ছেলেরা 'লুকোচুরী' খেলায় ক'রে থাকে। তারপর কিন্তু আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও সেই মূর্ত্তি আর দেখা দেয় নি। জেনারেল্ নোয়েল্ তখন আমায় বললেন,—'পর্দ্দার পিছনে হাত দিয়ে দেখুন, ওর চুলের স্পর্শ পাবেন। যেন রেশমের মত নরম ও চুল।' স্পর্শ করে আমি বললাম,—'এ যেন ঘোড়ার কেশর।' তখনি

---

১. *Joire* —**Psychical and Supernormal Phenomena. —508.**

আমার হাতে একটি ছোট্ট টোকা (rap) অনুভব ক'রেছিলাম ; পর্দ্দার পিছন থেকে কে ব'লে উঠ্‌লো,—'কাল একখানি কাঁচি নিয়ে আসবেন।'

পরদিন কাঁচি নিযে গেলাম। মাথাটি প্রকাশ হ'ল কেশগুচ্ছ নিয়ে। তার এক গোছা চুল হাতে ধ'রে মাথার খুব নিকট থেকে একগাছি কাটবার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় পর্দ্দার পিছন থেকে একটি দৃঢ় হাত আমার কাঁচি সরিয়ে চুলের প্রায় প্রান্তে নিয়ে এল ; ফলে আমি মাত্র ছয় ইঞ্চি লম্বা চুল কেটে নিলাম। আজও সেই চুল রেখে দিয়েছি। অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখেছি—এ সত্যই মানুষের কেশ।[১]

অধ্যাপক রীচের সমসাময়িক ফরাসী পণ্ডিত গেলেও বহুদিন মেটিরিয়ালাইজেসনের তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর নিজস্ব একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন,—মিডিয়াম ঈভার প্রায় দেড় হাত দূরে, তার ডান দিকে হঠাৎ একটা নরমুণ্ডের আবির্ভাব হ'ল। সেই মাথার উপর অংশ আর কপাল সুগঠিত ; প্রশস্ত, উন্নত সে ললাট, মাথায় ছোট এবং কালো রংয়ের প্রচুর কেশ। ভ্রূর নীচে হ'তে মুখের বাকি অংশ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ক্যাবিনেটের পর্দ্দার পিছনে হঠাৎ মাথাটি অদৃশ্য হয়ে পরক্ষণেই আবার প্রকাশিত হ'ল।······আমার বাহু প্রসারিত ক'রে সেই মাথার চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করায় আমি তার করোটির স্পর্শ পেয়েছিলাম।···মুহূর্ত্ত পরে কিন্তু সবই অদৃশ্য হয়ে গেল।[২]

সদ্য-গঠিত পূর্ণাঙ্গ (অর্থাৎ আপাদমস্তক) নর-দেহ অধ্যাপক গেলে

১. *Richet* - Thirty Years of Psychical Research.—508.
২. *Geley*—From the Uuconscious to the Conscious.
—58.

কোন চক্রে দেখেন নি ; তাঁর উপস্থিতিতে কয়েকবার নর-দেহের বিভিন্ন অংশ মাত্র প্রকাশ পেয়েছে।

রীচে মন্তব্য করেছেন,—সদ্য-গঠিত পূর্ণাঙ্গ নর-দেহই হোক, অথবা একটা দেহের অংশ মাত্রের গঠনই হোক,—এই উভয়ের সৃষ্টির মূলে একই রহস্য নিহিত আছে। একটি সদ্য-গঠিত বাহু, যার উত্তাপ আছে, যার অস্থিতে অস্থিতে সন্ধি আছে, যা অনায়াসে চঞ্চল, এমন কি সামান্য একটা অঙ্গুলি মাত্রের পুনর্গঠন,—এ সকলও যেমন আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত একটি পূর্ণাবয়ব নরদেহ,—যা সচল, যে অবলীলায় আপনার মুখের উপর হ'তে আবরণ উন্মুক্ত করে, জীবিত মানবের সঙ্গে বাক্যালাপ যার পক্ষে সম্ভব,— তার সৃষ্টি-রহস্যেও তেমনি দুর্জ্ঞেয়।[১]

ক্রুক্‌স, রীচে প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, মিডিয়াম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ যাই হ'ন না কেন, তাঁর দেহ-বস্তুর (ectoplasm) সাহায্যে সদ্য-গঠিত এই সব মূর্ত্তি—পুরুষ বা নারী, যে কোন জাতি হবার বাধা হয় না। আরও দেখা যায় যে, নবগঠিত মূর্ত্তির বাহ্যিক আকৃতি দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদি, এমন কি মনের প্রকৃতির সঙ্গেও মিডিয়ামের কোন সাদৃশ্য যে অবশ্যম্ভাবী, তা নয়।

১. We must not be appalled by the idea of the materialisation of a complete form. The problem is the same in the case of a hand or of a whole body ; it is difficult to understand the materialisation of a living hand, warm, articulated and mobile, or even of a single finger, as to understand the materialisation of an entire personality which comes and goes, speaks and moves the veil that covers him. The improbability is the same. *Richet*— Thirty Years of Psychical Research.—491.

চতুর্থ অধ্যায়

পরিচিত প্রিয়জন

পূর্ব্ববর্তী দুই অধ্যায়ে যে সকল পুনর্গঠিত নরমূর্ত্তির প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে চক্রকক্ষে উপস্থিত কোন জনের সঙ্গে পার্থিব জীবনে সেই সদ্য-গঠিত দেহ-ধারী ব্যক্তির সম্বন্ধ বা পরিচয় ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। "কেটি কিং" ও "বিয়েঁ বোয়া" সুদূর অতীতে একদিন পৃথিবীতে বাস করতেন,—এই মাত্র তাঁদের পরিচয়। সে পরিচয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধান হয়েছিল কি না, তা জানা যায় না।

এখন প্রশ্ন ওঠে এই যে—যদি সত্যই পরলোকবাসী মানবের পক্ষে জড়-দেহ ধারণ ক'রে আবার এ পৃথিবীতে সাময়িক ভাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয়, তবে আমাদের পরিচিত ও প্রিয়জন—পিতা, মাতা, পত্নী, সন্তান, বন্ধু বা বান্ধব—যাঁরা পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ ক'রে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের পুনর্গঠিত জড়মূর্ত্তি চক্র-কক্ষে দর্শন লাভ করা কি সম্ভবপর?

দর্শন যে সত্যই সম্ভব সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রামাণিক বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

(১) "আমেরিকার পরলোক তত্ত্বানুসন্ধান সমিতি" (American Society of Psychical Research) বহুকাল মেটিরিয়ালাইজেসনের তথ্য সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও তাঁরা এ সম্বন্ধে যে সব পরীক্ষা করেন তার মধ্যে একটি বর্ত্তমান আলোচনায় উল্লেখযোগ্য।

ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশের অন্সেট্ , সহরে এক সাধারণ সভাগৃহে (public hall) সেদিন এই চক্রের অধিবেশন হয়েছিল। চক্রে মিডিয়াম ছিলেন নিউইয়র্কের শ্রীমতি রবার্টস নাম্নী এক ক্ষীণাঙ্গী, খর্ব্বাকৃতি নারী। কাঠের তৈয়ারী ফ্রেমে লোহার জালের আচ্ছাদন দিয়ে একটি সুদৃঢ় পিঞ্জর পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত ক'রে ঐ গৃহে রক্ষিত ছিল, তাতে প্রবেশ নির্গমনের একটি মাত্র দ্বার। বাড়ীর ত্রিতলের ঘরে ঐ সভাস্থলে প্রায় ষাট জন ব্যক্তির উপস্থিতিতে মিডিয়াম্ সেই পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর সভার প্রতিনিধি হ'য়ে এক ধর্ম্মযাজক ও স্থানীয় এক সুপরিচিত চিকিৎসক একত্রে ঐ পিঞ্জরের দ্বার তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে তার বিভিন্ন অংশে কয়েকটা শক্ত দড়ির বাঁধন দিয়ে তার উপরে চিহ্নিত সীল-মোহর ক'রে দিলেন। এইবার ঘরের আলোটি নিষ্প্রভ ক'রে চক্র আরম্ভ হ'ল।

মিডিয়ামের সেই ক্যাবিনেটের মধ্য হ'তে একে একে ক্রমশঃ ত্রিশটির অধিক মূর্ত্তি বাহির হ'য়ে এসেছিল। তার মধ্যে কেউ দীর্ঘকায়, কেহ বা খর্ব্ব কোনটি পুরুষ এবং কোনটি নারী। দর্শকদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে এই সদ্য-গঠিত মূর্ত্তিগুলি বাক্যালাপ ক'রেছিল, তাঁরা সেই মূর্ত্তিদের আপন আপন পরিচিত জন বলে চিন্তে পেরেছিলেন। বাক্যালাপের পর সেই মূর্ত্তিগুলি সবার সমক্ষেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

কোন কোন মূর্ত্তি প্রথমে একটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুরূপে প্রকাশিত হ'য়ে' ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ নরদেহে পরিবর্ত্তিত হ'ল, কোনটিকে বা সহসাই পূর্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'তে দেখা গেল। আনন্দোৎফুল্ল, সরাগরক্ত মুখকান্তিতে সেই মূর্ত্তি দর্শকদের মধ্যে কোনও একজনের নিকটবর্ত্তী হবার সঙ্গে সঙ্গেই, কেউ বা "মা," কেউ "ভগ্নী" ব'লে বিস্মিত মৃদুকণ্ঠে তাকে সম্বোধন ক'রে উঠেছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই যেন গভীর দুঃখে

ম্রিয়মাণ হ'য়ে সেই মূর্ত্তি মিডিয়ামের নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করে অদৃশ্য হয়েছিল।[১]

(২) প্রখ্যাতনামা থিওজফিস্ট্ লেডবীটার পূর্ব্বোক্ত ঘটনা অপেক্ষা আরও বিস্ময়কর একটি মেটিরিয়ালাইজেসন্ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বলেছেন,—সেই মূর্ত্তিটি প্রথম প্রকাশ হ'ল গৃহতলে, একখণ্ড নাতি-উজ্জ্বল আলোক রূপে। ক্রমশঃ সেই আলোকের মধ্য হ'তে যেন কোনও বস্তুর উদ্ভব হ'য়ে একটা বৃক্ষ-কাণ্ডের আকার ধারণ করেছিল, তারপর তার মূর্ত্তি হ'ল একটা মেঘের স্তম্ভের মত। অবশেষে সেটিও এক দীর্ঘাকৃতি নরমূর্ত্তিতে পরিণত হ'ল। তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, এ যে আমারই সুপরিচিত এক ব্যক্তি! অগ্রসর হ'য়ে এসে সস্নেহে করমর্দ্দন ক'রে, সুস্পষ্ট স্বরে সেই মূর্ত্তি আমার সংগে বাক্যালাপ ক'রেছিল,—যেমন বন্ধুর সংগে বন্ধু কথোপকথন ক'রে থাকেন। এই ভাবে পাঁচ মিনিট কথাবার্ত্তার পর, আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে সে পুনরায় আমার করমর্দ্দন ক'রে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল। তারপর দেখলাম মূর্ত্তিটি অস্পষ্ট হ'তে হ'তে আবার মেঘস্তম্ভের আকার ধারণ ক'রে অবশেষে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি হ'য়ে ক্রমে গৃহতলেই সে বিলীন হল।[২]

(৩) সুলেখিকা মিস্ ক্যাথারিন্ বেট্স্ আরও অপূর্ব্ব এক মেটিরিয়ালাইজেসনের বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন,—চক্রে একটি সাত বছরের বালককে উপস্থিত দেখে তার মাকে প্রশ্ন করলাম,—'এত রাতে এই শিশুকে এখানে আনা কি সংগত?' তার মা হেসে বল্লেন,—'ঠাকুমার সংগে

---

১. *Joire*—Psychical and Supernormal Phenomena. —469-471.

২. *Leadbeater*—Other Side of Death.—750.

দেখা কর্‌তে না আন্‌লে চার্লি (বালক) যে ছাড়ে না।······কত খুসী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে এখানেও গল্প করে; ভয় ডর করে না ত'।'

সেই মুহূর্ত্তে এক স্থবিরা নারীমূর্ত্তি ক্যাবিনেট হ'তে বাহির হ'য়ে আমাদের সম্মুখে এসে বালককে তার সঙ্গে ক্যাবিনেটের মধ্যে যাবার জন্য ইঙ্গিত ক'রেছিল; দ্বিধাশূন্য বালকও সেই মূর্ত্তির পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান ক'রেছিল। তার অল্পক্ষণ পরেই পরস্পরের হাত ধরে দুজনে বাহিরে ফিরে এল।

মিস্‌ কেট্‌স্‌ বলেছেন,—"তারপর যে ঘটনা দেখলাম তা পাঠক হয় ত' সহজে বিশ্বাস করবেন না: কিন্তু সত্যই সে ব্যাপারটি হ'ল এই,—পরলোকগতা পিতামহীর সঙ্গে খেলা করবার জন্য এই বালক যে কয়েকটা খেলনা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, বৃদ্ধার সেই পারলৌকিক মূর্ত্তি ঘরের মেঝেয় জানু পেতে ব'সে সেই খেলনাগুলি নিয়ে ঠিক তেমনি ক'রেই খেলা করতে লাগ্‌লো, যেমন ক'রে পৃথিবীতে প্রত্যেক পিতামহীই তাঁর পৌত্রের সঙ্গে সানন্দচিত্তে খেলায় যোগ দিয়ে থাকেন।"[১]

সদ্য-গঠিত এই পিতামহী-মূর্ত্তির মধ্যে অতীতের স্মৃতি ও অবিকৃত স্নেহের একি অপূর্ব্ব সমাবেশ!

(৪) ব্যারণ্‌ শ্রেণেক্‌ নট্‌জিং ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। তিনি বহু বৎসর একাগ্রচিত্তে মেটিরিয়ালাইজেসনের তথ্য আলোচনা করেছেন। ফরাসী নাট্যকার এলেক্‌জন্দ্রে বিশনের পত্নী ম্যাডাম্‌ বিশন্‌ ও নট্‌জিং একত্রেও কিছুকাল (সহকর্ম্মী রূপে) এ বিষয়ে গবেষণা করেন। চক্রের অনুষ্ঠানে তাঁদের মিডিয়াম্‌ ছিলেন ইভা-সি (=মাথে)।

একটি চক্রের অধিবেশন বর্ণনা প্রসঙ্গে নট্‌জিং বলেছেন,—"আজ

---

১. *Bates*—Seen and Unseen.—77.

ম্যাডাম্ বিশন্ মিডিয়াম্‌কে সম্মোহিত (hypnotize) করবার পর চক্রের পরিচালক-বিদেহী (controlling spirit) অচেতন মিডিয়ামের কণ্ঠ ব্যবহার ক'রে বললেন যে, এই চক্রে তিনি আমাদের এক নিকট আত্মীয়ের মুখ প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন, আর নিজেও সেই সময় আবির্ভূত হবেন।

"সম্মোহিত হওয়া মাত্র নিদ্রাভিভূতের ন্যায় নাসিকা-ধ্বনি ক'রে ঈভার শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান পতন আরম্ভ হ'ল। মূর্ত্তির গঠনও সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল। পর্দ্দাটির যে অংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব চক্রে মূর্ত্তির প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে একটা দীর্ঘ ও উজ্জ্বল শুভ্র মসলিনের মত বস্তু প্রকাশ হ'ল।

"পরমাশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলাম, সাদা ক্ষেত্রের উপর যেন গাঢ় বর্ণে আঁকা একটি মুখ—যা আমার সহকর্ম্মী ম্যাডাম্ বিশনের পরলোকগত স্বামী আলেক্‌জান্দ্রের মুখেরই অনুরূপ। লক্ষ্য করেছিলাম, স্বামীর মূর্ত্তি দর্শন ক'রে ম্যাডাম্ বিশন্ গভীর আবেগ অনুভব করছিলেন। আমার মন তখনও কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ হ'তে পারে নি। মনে হয়েছিল হয় ত' আমার ভ্রান্তি হয়েছে। মুখটি আবার প্রকাশ হওয়া মাত্র পাঁচটি বিভিন্ন ক্যামেরায় একে একে তার নয়খানি ফটোগ্রাফ তুলেছিলাম। পরে দেখা গেল, ফটোর এইসব মুখের সঙ্গে আলেক্‌জান্দ্রের অভিন্ন সাদৃশ্য। তাঁর আত্মীয়দের এই ফটোগ্রাফ পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা জানিয়ে ছিলেন যে, এগুলি মসিয়েঁ বিশনের আটত্রিশ (৩৮) বৎসর বয়সের ছবি।"[১]

(৫) ইংলণ্ডের স্বনামধন্য লেখক কনান্ ডয়েল বিভিন্ন চক্রকক্ষে আপনার

---

১. *Notzing*—Phenomena of Materialisation.—167.

পরলোকগত পুত্র, সহোদর ও জননীর পুনর্গঠিত মূর্ত্তি সন্দর্শন করেছেন। তিনি একটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে বলেছেন,—"আমার জননীর মুখাবয়ব এত পরিস্ফুট হয়েছিল যে তাঁর ললাটের প্রতি রেখাটি গণনা করা যায়। চক্রকক্ষে আমার পাশেই যে মহিলাটি বসেছিলেন তিনি আমার জননীকে জীবিতকালে কখনো দেখেন নি। তিনিও সেই মূর্ত্তি দেখে ব'লে উঠেছিলেন,—"মাতা ও পুত্রের মুখে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য" ![১]

(৬) ভারতীয়ের মধ্যেও এরূপ ঘটনার অভাব নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ এসম্বন্ধে তাঁর একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে বলেছেন—নিউইয়র্ক স্টেটে লিলি-ডেল্এ অনুষ্ঠিত এক চক্রে বিদেহী বলরাম বসু মহাশয়ের পুনর্গঠিত স্থূল মূর্ত্তি দর্শন করে বিস্মিত হ'য়েছিলাম। জীবদ্দশায় তিনি যেরূপ উষ্ণীষ ধারণ করতেন এই মূর্ত্তির শিরোদেশে সেইরূপ উষ্ণীষ স্থান পেয়েছিল। তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রু, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার চক্ষু ঝলসিত করেছিল। শিরশ্চালনা করে তিনি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর দক্ষিণ কর আমার মাথার উপর স্থাপন ক'রে তিনি নীরবে আমায় আশীস্ দান করেছিলেন।[২]

উপযুক্ত মিডিয়ামের সহায়তায় চক্রকক্ষে আমাদের পরলোকগত আত্মীয়-বন্ধুর স্থূল-দেহে সাময়িক ভাবে প্রকাশ যে সত্যই সম্ভব, উপরের দৃষ্টান্তগুলি তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে এরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মিডিয়ামের সংখ্যা পৃথিবীতে নিতান্ত অল্প।

---

১. *Merchant*—Survival.—104.

২. *Abhedananda*—Life Beyond Death.—216.

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় সাধুর প্রক্রিয়া

অতি প্রাচীনকাল হতেই ভারতবর্ষ মেটিরিয়ালাইজেসনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিল, তার বহু নিদর্শন প্রাচীন গ্রন্থ ও কিম্বদন্তীতে আবহমান কাল ধরেই প্রচলিত হয়ে আছে। বহুদিনের কথা নয়, এখনো শতাব্দী পূর্ণ হয় নি, আমাদের দেশের এক পরিব্রাজক সাধুও যে এই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান ক'রে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেছেন, তার একটি সুলিখিত বিবরণ ফরাসী বিচারক কোলিয়োর গ্রন্থে দেখা যায়। অধুনা-দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থ সুধী-সমাজেরও শ্রদ্ধা লাভ করেছে। প্রবীণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি থিওসফিস্ট্ সিনেট্ বলেছেন,—"আধুনিক লেখকদের রচনায় ভারতীয় যোগী ও ফকিরদের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যাকোলিয়োর এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত ঘটনার অংশ সরকারী নথীপত্রেও স্থান পেয়েছে।"[১]

(১) জ্যাকোলিয়োর বর্ণিত একটি ঘটনা হ'য়েছিল ইং ১৮৬৬ সালে। ঘটনার স্থান বারাণসীর গঙ্গাতীরে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার ত্রিতলের কক্ষ। সেখানে তিনি সাময়িকভাবে বাস করছিলেন। ঘটনার বিবরণে

---

১. We have the testimony of many modern writers concerning the very remarkable feats of Indian yogis and fakirs...In Jacolliot's account...the subject is fully dealt with, and some facts connected with it have even forced their way into Anglo-Indian official records.

Sinnet—Occult World—176.

তিনি বলেছেন,—"সন্ন্যাসী কোবিন্‌স্বামী (গোবিন্দস্বামী) উপস্থিত হলেন সম্পূর্ণ নগ্নদেহে শুধু কৌপীন ধারণ ক'রে। তাঁর সপ্তগ্রন্থি-শোভিত যষ্টি নিজেরই দীর্ঘ জটার বাঁধনে বাঁধা ছিল। আমার শয়ন-গৃহের সম্মুখেই খোলা ছাদ। আমার দু'খানি কক্ষের সমস্ত দ্বারগুলিই সাবধানে রুদ্ধ ক'রেছিলাম, অন্য কেহ যেন বাহির হ'তে প্রবেশ না করে।

"সকল হিন্দু-গৃহেই তাম্রপাত্রে প্রজ্বলিত অঙ্গার রেখে তার উপর মাঝে মাঝে সুরভি চন্দনাদির চূর্ণ বিক্ষেপ করার রীতি আছে। ছাদের মাঝখানে এমনি একটি পাত্র স্থাপন ক'রে, তার নিকটে তাম্রথালে সুরভি চূর্ণ রেখে, সাধু যোড়করে সেখানে ব'সে আমার অজ্ঞাত কোনো ভাষায় আবাহন-মন্ত্র পাঠ করছিলেন। পাঠ শেষ হ'লে আপনার বাম হাত বুকের উপর রেখে দক্ষিণ বাহু যষ্টির উপর স্থাপন ক'রে তিনি স্থির নিশ্চল হলেন। মাঝে মাঝে এক একবার কেবল নিজের ললাট স্পর্শ করছিলেন।

"সহসা আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি, আমার কক্ষের মধ্যস্থলে কখন একখণ্ড স্নিগ্ধোজ্জ্বল মেঘের সৃষ্টি হ'য়েছে, আর তারই মধ্য হ'তে যেন কয়েকটা বাহু প্রকাশ হয়ে তখনি মিলিয়ে যাচ্ছে। অল্পক্ষণ পরেই কয়েকটা খুব সুস্পষ্ট বাহু—ঠিক জীবিত ব্যক্তির বাহুর মতই—প্রকাশ হ'ল। তার মধ্যে কতকগুলি হ'য়েছিল জ্যোতিস্ম'য়, আর কতকগুলি এত স্থূল যে তার ছায়াপাতও দেখেছিলাম।...স্পর্শ ক'রে দেখবার জন্য সাধুর অনুমতি প্রার্থনা করা মাত্র একটি বাহু যূথভ্রষ্ট হ'য়ে নিকটে এসে আমার প্রসারিত কর মর্দ্দন ক'রেছিল। কিশোরীর বাহুর মত সেটি ক্ষীণ ও কোমল, তার স্পর্শে একটা আর্দ্র'তা মাখান ছিল।

"সাধু আমায় সম্বোধন ক'রে বল্লেন,—'বিদেহী স্বয়ং এখানেই উপস্থিত আছেন, যদিও তাঁর দেহের সামান্য একটা অংশ মাত্র তোমার দৃষ্টিতে প'ড়েছে। যদি ইচ্ছা হয়, তাঁর সঙ্গে তুমি স্বচ্ছন্দে বাক্যালাপ করতে

পার।' সেই বাহুর যিনি অধিকারিণী, আমি তাঁর কাছে কিছু স্মৃতি-চিহ্ন চেয়েছিলাম। তখনই আমার হাতের মধ্য হতে সেই হাতটি অন্তর্হিত হ'য়েছিল। চেয়ে দেখি, সেটি যেন পক্ষপুটে উড়ে গেল একটা পুষ্প-গুচ্ছের দিকে, আর একটি গোলাপের কলিকা সেখান হ'তে আহরণ ক'রে আমার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"এমনি ভাবে দুই ঘণ্টাব্যাপী যে সব ব্যাপার ঘটেছিল, মানুষ তাতে বিহ্বল হয়ে যায়। কখনো একখানি হাত আমার মুখের উপর স্পর্শ করে, কখনো আর একটি হাত আমায় পাখা দিয়ে ব্যজন করে, কখনো অপর একটি হাত গৃহময় পুষ্পবৃষ্টি করে, কখনো বা শূন্যে অগ্নির অক্ষরে কত কথা লিখে দেয়, যা সদ্যই বিলীন হয়ে যায়। কথাগুলি এত বিচিত্র যে কাগজে দু-একটি তখনই লিখে রেখেছিলাম। তার মধ্যে একটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল, 'দিব্যবপুর্গৃত্বা'—অর্থাৎ, সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ ক'রেছি।

"ক্রমে বাহুগুলি একে একে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সর্ব্বশেষ খানি যে স্থানে অদৃশ্য হ'য়েছিল, ঠিক সেইখানে রচিত হ'লো তীব্র সুবাসিত পীতবর্ণ পুষ্পের একগাছি মালা,—যে ফুল হিন্দুরা পূজাদিতে সকল সময় ব্যবহার করেন (চম্পক ?) সেই ফুলের এই মালিকা।

"তারপর হ'ল আরও এক অপূর্ব্ব ঘটনা। সাধু তখনও আবাহন-মন্ত্র পাঠ করেছিলেন; তাঁরই নির্দ্দেশে আমি ধূপাধারাটি প্রজ্বলিত অংগারে পূর্ণ রেখেছিলাম। তারই সন্নিকটে এবার সৃষ্ট হ'ল পূর্ব্বের অপেক্ষা গাঢ় আরও উজ্জ্বল একখণ্ড মেঘ। ধীরে ধীরে সেই মেঘ-মধ্য হতে একটি নরদেহের উদ্ভব হ'ল। লক্ষ্য ক'র দেখলাম সেটি এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মূর্ত্তি। ধূপাধারের নিকটেই নতজানু হ'য়ে উপবিষ্ট ছিল সেই মূর্ত্তি। তাঁর ললাটে অংকিত ছিল বৈষ্ণবের তিলক, অনাবৃত বক্ষস্থলে লুণ্ঠিত

হচ্ছিল শুভ্র উপবীত। তাঁর মাথার উপরে বন্দনা-ভঙ্গীতে বদ্ধ দুই কর, ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কম্পিত হচ্ছিল, যেন তিনি কোন মন্ত্র বা প্রার্থনা-বাক্য আবৃত্তি করছিলেন। কোন্ একক্ষণে একটু অধিক মাত্রায় সুরভিচূর্ণ নিয়ে তিনি অংগারে নিক্ষেপ করা মাত্র খুব গাঢ় ধূম উদ্গীরিত হ'য়ে দুখানি কক্ষকেই পরিপূর্ণ ক'রেছিল। সেই ধূমরাশি অপসৃত হবার পর দেখি, আমার অতি নিকটেই সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। তাঁর মাংস-লেশহীন কর দুটি যখন তিনি আমার দিকে প্রসারিত ক'রে দিলেন, আমি দুহাত প্রসারণ করে তা গ্রহণ ক'রেছিলাম। কি আশ্চর্য্য! হাত দুটি অস্থি-মাত্র সার, কিন্তু তবুও উত্তপ্ত, যেন জীবিত মানবেরই বাহু!

"স্থিরকণ্ঠে সেই মূর্ত্তিকে প্রশ্ন করলাম,—'সত্যই কি আপনি কোন দিন এই পৃথিবীর অধিবাসী ছিলেন?' মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের বুকের উপর, 'নিশ্চয়'—এই কথাটি অগ্নির বর্ণে লিখিত হ'য়ে তখনি মিলিয়ে গেল।

"তাঁকে নিবেদন করলাম,—'আপনার আজ এখানে আবির্ভাবের একটুখানি নিদর্শন আপনার নিকটে প্রার্থনা করি।' বিদেহী আপনার কটিদেশ হ'তে উপবীত ছিন্ন ক'রে আমার উপহার হাতে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।"[১]

জ্যাকোলিয়োর পরবর্ত্তী সময়েও ভারতের প্রান্তে, অনাড়ম্বর আবেষ্টনের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক পরলোকগত মানবের পুনর্গঠিত মূর্ত্তি আবাহনের প্রামাণিক ঘটনা এ দেশেরই এক উচ্চশিক্ষিত প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। সেখানেও গৃহের মধ্যে প্রথমে একটা

---

১. *Louis Jacolliot*—Occult Science in India.—266-270.

ধূমের মত বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল, তা হ'তে হ'ল এক জ্যোতির্ম্ময় গোলক এবং সেটিও পরিবর্ত্তিত হ'য়ে প্রকটিত হ'ল এক পূর্ণাবয়ব পুরুষ মূর্ত্তি। উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল।[১]

গণিতশাস্ত্রবিদ্ শ্রীযুক্ত সোমেশ চন্দ্র বসুর নাম পৃথিবী বিখ্যাত। তাঁর নিজ জীবনে এরূপ একটি অপূর্ব্ব ঘটনার কথা এক বিশিষ্ট মহাপুরুষের জীবন কাহিনীতে উল্লিখিত আছে। পত্নী বিয়োগের পর সোমেশ বাবু সাধন ভজনে জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপন করবার জন্য কৃত সংকল্প হয়ে বহু স্থানে সদ্গুরুর অন্বেষণ করেন। তাঁর তীব্র বাসনা ছিল যে পত্নীর সঙ্গে একত্রে দীক্ষা গ্রহণ করবেন। তিনি সন্ন্যাসীপ্রবর ভোলানন্দগিরি মহারাজের নিকটে কাতর হয়ে মনের এই বাসনা প্রকাশ করায় স্বামীজী তাঁকে আশান্বিত করেন।

দীক্ষার দিন স্বামীজীর আদেশে দীক্ষাগৃহে তিনখানি আসন রাখা হয়েছিল—একখানি গুরুদেবের অপর দুইখানি দীক্ষার্থীর। সোমেশ বাবু ও স্বামীজী সে গৃহে প্রবেশ করবার পর দ্বার রুদ্ধ করা হল। পরস্পর সংলগ্ন পূর্ব্বমুখী দুখানি আসনের একখানিতে সোমেশবাবু উপবেশন করলেন দ্বিতীয়খানি তখন শূন্যই ছিল। অল্পক্ষণ মধ্যে এক স্ত্রীমূর্ত্তি এসে সেই শূন্য আসন অধিকার করলেন। নির্ব্বাক সোমেশ সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে সংশয়াতীতভাবে দেখলেন সত্যই এ তাঁর বিদেহী পত্নীর মূর্ত্তি। গুরু তাঁকে এই মূর্ত্তির অঙ্গ স্পর্শ করতে নিষেধ করলেন।

১. অতুলবিহারী গুপ্ত—মৃত্যুর পরে—৯৫-১০১.

স্বামীজী সস্ত্রীক সোমেশ চন্দ্রকে দীক্ষা দান করবার পর মূর্ত্তিটি গুরুদেবকে প্রণাম করে অদৃশ্য হয়েছিল।[১]

পাশ্চাত্য-দেশে বিদেহীর জড়মূর্ত্তিতে পুনরাবির্ভাবের ধারা ও ভারতীয় সাধুর অনুষ্ঠিত এরূপ প্রক্রিয়ার ধারার মধ্যে যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তা সহজেই দেখা যায়।

১. শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত—ধ্রুবানন্দ গিরি ১৩৯—১৪০ পৃঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাভারতের যুগে

ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত এই তিন মহাদেশে আধুনিক কালে মিটিরিয়ালাইজেসনের (বিদেহীর জড়দেহে আবির্ভাবের) জন্য যে প্রকার অনুষ্ঠান হয়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় গত কয়েক অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও যে এরূপ প্রক্রিয়া কখনো কখনো বহুজন সমক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি দীর্ঘ বিবরণ মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্ব্বে দেখা যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পর তখন কয়েক বৎসর অতীত হয়েছে। সশিষ্য ব্যাসদেব এই সময়ে একদিন ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হ'লে গান্ধারী দেবী কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে নিবেদন করলেন,—"যদিও রাজপুত্রদের যুদ্ধে দেহত্যাগের পর দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর অতীত হয়েছে, তথাপি অন্ধরাজা সেই নিদারুণ শোক হ'তে শান্তি লাভ করেন নি। ইনি সর্ব্বদাই পুত্র শোকে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করেন!...অতএব আপনি ইঁহার সহিত পুত্র-গণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইঁহাকে সুস্থ করুন।"

আশ্বাস দিয়ে ব্যাসদেব উত্তর করলেন,—"আজ আমি তোমাদের বহুদিন-সঞ্চিত এই দুঃখ দূর করিব। এখন তোমরা সকলে ভাগীরথী তীরে গমন কর। সেইস্থানে সমর নিহত বন্ধু-বান্ধবগণকে দর্শন করিবে।"

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই বর্ণনা আছে,—"অনন্তর ভগবান বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া সংগ্রাম-নিহত কুরু-পাণ্ডব পক্ষীয় বীর সমুদয় ও নানা দেশ-নিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই

জলমধ্যে কুরু-পাণ্ডব সৈন্যের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদের সৈন্য সামন্ত সমুদয় পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মহারাজ বিরাট্ ও দ্রুপদ, দ্রৌপদী তনয়গণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর কর্ণ, ঘটোৎকচ, শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, জরাসন্ধ···প্রভৃতি বীর সমুদয় সমুজ্জ্বল দিব্য-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সলিল মধ্য হইতে সমুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ, যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না।"[১]

প্রচীন গ্রন্থে পরলোকগত মানবের পার্থিব অভিযানের এ একটি নিরুপম বর্ণনা।

নব্য-শিক্ষিত কেহ কেহ হয়ত' বল্‌বেন,—মহাভারতের এই কাহিনীটি নিছক কবি-কল্পনা। কিন্তু সত্যই এরূপ মন্তব্যের কোন কারণ আছে কি ?

যদি বিংশ শতাব্দীতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা-গৃহে বিদেহী নারী—"কেটী কিং"-এর পক্ষে স্থূল-দেহে বহুবার আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর হয়, যদি আধুনিক আমেরিকায় প্রকাশ্য সভাগৃহে শিক্ষিত জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে একে একে ত্রিশটি বিদেহী নারী ও পুরুষের পক্ষে জড়-দেহে আবির্ভূত হ'য়ে পৃথিবীবাসী আত্মীয়জনের সঙ্গে প্রকাশ্যে বাক্যালাপ করা সত্য ঘটনা হয়, যদি ধূমায়মান অঙ্গারের নিকটে জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সদ্য-গঠিত স্থূল দেহধারী পূজারী ব্রাহ্মণের পক্ষে বিজ্ঞ বিদেশী বিচারকের হাতে আপনার অঙ্গের উপবীত ছিন্ন ক'রে উপহার প্রদানের ঘটনা দিবাস্বপ্ন না হয়, যদি একটি অগ্নিস্তম্ভ ক্ষণেকের

১. মহাভারত—আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ২৯-৩২ অধ্যায়।

মধ্যে প্রিয়বন্ধুর পরিচিত রূপ ধারণ ক'রে সুপণ্ডিত লেড্‌বীটারের করমর্দ্দন ক'রে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করা অনৃত ঘটনা না হয়,—তবে মহাভারতের বর্ণিত মৃত কুরু-পাণ্ডবগণের পুনরাবির্ভাব কাহিনী অবিশ্বাস করার কোনও কারণই বর্ত্তমান থাকতে পারে না।

আজ ভারতবর্ষে আমরা কচিৎ এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তা সত্য। যে সকল সাধু ও যোগী এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা হয় ত' এখন অপেক্ষাকৃত অল্প, অথবা তাঁরা কোলাহলময় নগরের সন্নিধি পরিত্যাগ ক'রে নিভৃত নিবাসে দিনাতিপাত করেন, সেই কারণে তাঁদের দর্শন এখন সাধারণের পক্ষে সুদুর্লভ। তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান আজিকার দিনের তুলনায় বিস্তৃততরই ছিল। প্রতীচ্যের স্বনামধন্য পণ্ডিতও মুক্তকণ্ঠে বলেছেন,—"বিদেহীর আত্মপ্রকাশ ও ছায়ামূর্ত্তি আদি আবির্ভাবের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদ, আবেস্তা, ত্রিপিটক্‌, মহাভারত আদি প্রাচীন গ্রন্থেও দেখা যায়।...প্রাচীন কালে এ সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান যে যথেষ্ট ছিল তা অনেকেরই অপরিজ্ঞাত।"[১]

---

১. Most of the subjects discussed in the chapters of these three volumes—doubles, telepathic transmissions, manifestations after death, and apparitions—we find in... The Rig-Veda, in the Zend Avesta, in the Buddhist Tripitaka in the Mahabharata and in the Bible...The ancients knew more about these things than is generally supposed.

Flammarion—Death and its Mysteries. Vol. III—393.

তৃতীয় খণ্ড

আলোক-চিত্রে বিদেহীর প্রকাশ

(Spirit Photography)

প্রথম অধ্যায়

বিদেহীর আলোক-চিত্র

এড্‌মিরাল্‌ আস্‌বোর্ণ মূর তাঁর একখানি গ্রন্থে নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ঃ—

লণ্ডনে এক ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির দেহটি তাঁর গ্রাম্য জমীদারীর মধ্যে কোন এক স্থানে কবর দেওয়ার জন্য ট্রেনে ক'রে স্থানীয় রেল-ষ্টেসনে, ও সেখান হ'তে সরাসরি গির্জ্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। সমাধিস্থ হবার পূর্ব্বে যখন মৃতের উদ্দেশ্যে অন্তিম মন্ত্রাদি গির্জ্জায় পাঠ হচ্ছিল, তখন তাঁর গ্রামের বাড়ীতে উপস্থিত এক অতিথি ঘটনাক্রমে সেই বাড়ীর লাইব্রেরী-ঘরের একখানি ফটোগ্রাফ তুলেছিলেন। ফটোখানি ছাপা হ'লে দেখা গেল—ঐ মৃত জমীদার তাঁর জীবিতকালে সেই লাইব্রেরী ঘরের যে চেয়ারে সচরাচর বস্‌তেন, সমাধির পূর্ব্বক্ষণে গৃহীত চিত্রে সেই চেয়ারেই উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর সজীব মূর্ত্তি উঠেছে।[১]

১. *Usborne Moore*—Glimpses of the Next State.—124.

প্রশ্ন ওঠে,—অনুপস্থিত মৃত-জনের এরূপ চিত্র কি ভাবে সম্ভব হয়?

সাধারণ আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ তোলার প্রণালীর সঙ্গে অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কোন মানুষ বা দৃশ্যের ফটো তোলবার সময় তার সুমুখে একটি ক্যামেরা এমন স্থানে রাখা হয় যে, ঐ ক্যামেরার লেন্সের (কাঁচের) মধ্য দিয়ে সেই বস্তুর একটি আলোকিত চিত্র ঐ ক্যামেরার মধ্যে প্রবেশ করে। ক্যামেরার মধ্যে অন্ধকার-স্থানে রাসায়নিক প্রলেপ-যুক্ত কাঁচ (প্লেট) বা ফিল্ম্ থাকে। তারই উপর গ্রহণীয় বস্তুর ছাপ গিয়ে প'ড়ে সেখানে আবদ্ধ হ'য়ে যায়। পরে কাগজের গায়ে আলোক সাহায্যে সেটি মুদ্রিত ক'রলেই ছবি স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে।

বিদেহী-মানবের ফটো তোলবার প্রণালী কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেখানে ছবি তোলা হয়, বিদেহীর কোন দৃশ্যমান মূর্ত্তি সেখানে থাকে না। তবুও দেখা যায় যে শোকতপ্ত পিতামাতা, বন্ধু, বা নিকট আত্মীয় যখন কোন "স্পিরিট্ ফটোগ্রাফারের" নিকট উপস্থিত হ'য়ে আপনার ফটো তুলিয়েছেন. তাঁর সেই ছবির একপাশে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে তাঁর পরলোকগত প্রিয়জনের মুখের বা সম্পূর্ণ দেহের ছবি উঠে পড়েছে। জীবিত মানবের দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান ক'রে, কি উপায়ে মৃত জনের সেই মূর্ত্তি ফটোগ্রাফে ধরা দেয়, তার তথ্য আজও নির্ণীত হয় নি।

এমনও দেখা যায় যে, বিদেহীর ফটো নেবার জন্য হয় ত' পাঁচটি ক্যামেরা একই সময়ে একই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ তার মধ্যে মাত্র একটিতেই বিদেহীর ছবি উঠেছে। আবার কখনো বা সেই পাঁচটি ক্যামেরার প্রত্যেকটিতেই বিদেহীর ছবি ওঠে,—যেন ক্যামেরার লক্ষ্যের মধ্যে কোন মূর্ত্তি সত্যই উপস্থিত ছিল। আবার কখনো বা কাঁচের প্লেটখানি ক্যামেরার বাহিরে তার আধারের (dark slide) মধ্যে থাকা অবস্থায়ও

তাতে বিদেহীর ছবি উঠেছে, এমনও হয়। এ বিষয়ে কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গে বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়েছেন। একজন বলেছেন,—"আমার নিজের অভিজ্ঞতা হ'তে এই মনে হয় যে, সচরাচর বিদেহীর কোন গঠিত দৃশ্যমান মূর্ত্তি সে স্থলে থাকে না, কোন একপ্রকার রশ্মি (ray) কঠিন বস্তু ভেদ ক'রে বিদেহীর মূর্ত্তি কাঁচের (plate) উপর আপনার প্রতিবিম্ব মুদ্রিত করে দেয়।"[১] আর একজন বলেছেন,—"বিদেহীর ফটোগ্রাফ রহস্য আরও জটিল হয় যখন আমরা লক্ষ্য করি যে এই সব ছবির মধ্যে অধিকাংশই ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবেশ না ক'রে অন্য কোন উপায়ে কাঁচের গায়ে ছাপ দিয়ে যায়।"[২]

বিলাতের ফটোগ্রাফী পত্রিকার[৩] সম্পাদক, ট্রেল্ টেলারের উপস্থিতিতে এক "স্পিরিট্ ফটোগ্রাফার" কয়েকখানি ছবি তুলেছিলেন। সেই সব চিত্রে এক বা একাধিক অশরীরী ব্যক্তির মূর্ত্তি উঠেছিল। টেলার বলেছেন,

১. In a certain number of cases nothing external is ever built up, but the effect is produced by a sort of ray carrying a picture upon it which can perforate solids, such as the wall of a dark side and imprint its effect upon the plate.

Doyle—History of Spiritualism. II—145.

২. The majority of (psychic photographs) do not come through the lens,—they are in some way precipitated on to the plate.

Leaf—What Mediumship Is.—52.

৩. British Journal of Photography.

—"এই সব মূর্ত্তিগুলি অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ; কতকগুলি বেশ স্পষ্ট, আবার কতকগুলি লেন্সের সীমার বাহিরে পড়ার অস্পষ্ট (out of focous) হ'য়েছিল। কোন কোন মূর্ত্তির উপর আলোকপাত হয়েছে ডানদিক থেকে, যদিও যে সব জীবিত ব্যক্তি সেইখানে তখন ছবি তুলিয়েছেন তাঁদের ছবিতে আলোক পড়েছে বাম দিক হ'তে। কোনও বিদেহীর মূর্ত্তি প্লেটের অধিকাংশ স্থানটি অধিকার করেছে, কেউ বা সামান্য মাত্র স্থান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সবার চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, এতগুলি অপার্থিব মূর্ত্তি যা ছবিতে উঠেছিল, তার একটিও ত' ছবি তোলার সময় আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি।...ছবির হিসাবে এগুলি সুদর্শন হয় নি, তা ঠিক ; কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই যে,—কেমন ক'রে এই মূর্ত্তিগুলি ছবিতে উঠেছিল ?...লেন্স বা আলোকের সঙ্গে এদের কি কোন সম্বন্ধ নেই ?"[১]

বিদেহীর ফটোগ্রাফের জন্য প্রয়োজন এ বিষয়ে শক্তিশালী একজন মিডিয়াম, সাধারণতঃ তাঁকে "স্পিরিট্ ফটোগ্রাফার" বলা হয়। সকল মিডিয়ামের সাহায্যেই বিদেহীর ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় না। বুর্সনেল, ডুগুইড্ ও "ক্রু-সার্কলে"র উইলিয়াম হোপ ও মিসেস্ বাক্সটন্ প্রভৃতি এই সাফল্য অর্জ্জন করেছেন।

বিলাতের "রয়াল ফটোগ্রাফিক্ সোসাইটি" পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার ডাঃ লিণ্ড্সে জন্সন্কে "ক্রু-সার্কলে" বিদেহীর ফটো

১. Pictorially they are vile, but how came they there ? Have lens and light nothing to do with their formation ?

Tweedale—Man's Survival After Death.—
—238-241

তোলার ব্যাপারটা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য ভার দিয়েছিলেন। জনসন্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'য়ে লিখেছেন যে, আমাদের পরলোকগত প্রিয়জন সত্যই আপনার পরিচিত মূর্ত্তি ফটোগ্রাফের প্লেটে মুদ্রিত ক'রে দিতে সক্ষম।[১]

১. He (Dr. Johnson) obtained complete and satisfactory evidence that our dear ones who have gone before, can, and do, imprint their features upon photographic plates.

Fitzsimons—Opening the Psychic Door.—242-243

দ্বিতীয় অধ্যায়

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

মৃতজনের আলোক-চিত্র (ফটোগ্রাফ) যে ভ্রান্ত, অথবা মূর্খ ব্যক্তির কল্পনা-সৃষ্ট নয়, তা কয়েকটি প্রামাণিক বিবরণ হ'তে সহজেই বোঝা যায়।

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম্ লিন্কনের পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর মিডিয়াম্ মাম্লারের কাছে নিজের যে ফটো তুলিয়েছিলেন, সেই ফটোর এক পাশে তাঁর পরলোকগত স্বামীর চিত্র উঠেছিল।[১]

(২) বৈজ্ঞানিক-প্রবর রাসেল ওয়ালেস্ ইংলণ্ডে মিডিয়াম্ হাড্সনের কাছে ব'সে তাঁর পরলোকগতা জননীর দুখানি ফটোগ্রাফ পেয়েছেন। তিনি বলেন,—এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে আমার জননীর পার্থিব জীবনে বিভিন্ন সময়ের আকৃতির সঙ্গে পরিচিত কোন বিদেহীই এই চিত্র দুটি মুদ্রিত করে দিয়েছেন।[২]

(৩) জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রুক্স্, মিডিয়াম্ বুর্শনেলের কাছে

১. *Coates*—Photographing the Invisible.—35.

২. *Wallace says*—I see no escape from the conclusion that some spiritual being acquainted with my mother's various aspects during life, produced these recognizable impressions on the plate

Coates—Photographing the Invisible.—49.

তাঁর পরলোকগতা পত্নীর ফটোগ্রাফ লাভ করেছেন। এ সম্বন্ধে ক্রুকস্ নিজে বলেছেন,—আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালে পাওয়া এই ছবিখানি তাঁর জীবিত কালের কোন ছবির মত নয় সত্য, কিন্তু শেষজীবনে তাঁর রুগ্ন অবস্থার মূর্ত্তির সঙ্গে এই চিত্রের অসামান্য সাদৃশ্য।[১]

(৪) বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ফিট্জ্সাইমন্স্ লণ্ডনের উপকণ্ঠে মিসেস্ ডীন্ নামে এক মিডিয়ামের কাছে নিজের যে ফটো তুলিয়েছিলেন, তাতে অপর একটি মূর্ত্তি আপনা হ'তে উঠে পড়েছিল। সেই মূর্ত্তি ফিট্জ্সাই-মন্সের ভগ্নী—'নোরা'র। নোরা এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকার দক্ষিণে, নেটাল প্রদেশে, জলমগ্ন হ'য়ে দেহত্যাগ করেন।[২]

(৫) হিপ্উড্ নিজে ছিলেন একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। বিগত মহাযুদ্ধে ফ্রান্সে তাঁর পুত্রের মৃত্যু ঘটেছিল। তার কিছুকাল পরে "ক্রু-সার্কলে" সস্ত্রীক উপস্থিত হ'য়ে, বিশেষভাবে চিহ্নিত প্লেটে তাঁরা আপনাদের যে ফটো তুলিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সেই মৃত পুত্রের এত স্পষ্ট একখানি ছবি উঠেছিল যে, তাঁর শিশু পৌত্রও তা সহজেই চিনতে পেরেছিল।[৩]

তবে, সকল সময়েই আমাদের প্রত্যাশিত বিদেহী প্রিয়জন যে এরূপভাবে ফটোগ্রাফে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হন, তা নয়।

(৬) পত্নী-বিয়োগে শোকাতুর এক ইংরাজ বিচারপতি মনীষী ষ্টেডের

---

১. The picture obtained after her (Lady Crookes') passing on is unlike any of the many which I possess, but certainly resembles my dear one in her last days of failing health—says Crookes.

Doyle—Case for Spirit Photography.—26.

২. *Fitzsimons*—Opening the Psychic door.—240.

৩.. *Doyle*—History of Spiritualism. Vol.—II—237.

মধ্যস্থতায় মিডিয়াম্ বুর্শনেলের কাছে নিজের ফটো তুলিয়েছেন। মনে আশা ছিল এই, বিদেহী পত্নীর ছবিও লাভ করবেন। এই ব্যক্তির কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষে।

পত্নীর মূর্ত্তি স্মরণ ক'রে, তাঁর একখানি চিত্র লাভ করবার একান্ত প্রার্থনা অন্তরে নিয়ে তিনি নিজের যে ছবি তুলিয়েছিলেন তার সঙ্গে এক অতিরিক্ত মূর্ত্তি উঠেছিল সত্য, কিন্তু সে এক সৌম্যদর্শন ভারতীয়ের। বিচারক সেই মূর্ত্তি চিনেছিলেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর সে ব্যক্তি ভারতে তাঁর সেবকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই কর্ম্মেই তার দেহান্ত হয়। জীবনে তার কোন ফটো তোলা হয় নি।[১]

এই সব ফটোগ্রাফে দেখা যায়, বিদেহী কোন না কোন পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করেছেন। সে পরিচ্ছদ হয় একখানি শুভ্র উত্তরীয়, না হয় পার্থিব জীবনে ঐ ব্যক্তির সাধারণ পরিচ্ছদের অনুকৃতি। প্রেসিডেন্ট লিন্কনের মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালের চিত্রে তাঁর পার্থিব জীবনের সুপরিচিত পরিচ্ছদই প্রকাশিত হয়েছে। আবার ভিকার টুইডেল্ তাঁর গির্জ্জার মধ্যে নিজের ক্যামেরায় যে বিদেহীর ছবি তুলেছিলেন, সেই মূর্ত্তির অঙ্গে ছিল ধর্ম্ম-যাজকের সুদীর্ঘ পরিচ্ছদ।

বিদেহীর ফটোগ্রাফে সেই ব্যক্তির পার্থিব দেহের বিশিষ্টতাও প্রকাশমান দেখা যায়; যেমন—ক্যানাডাবাসী রুথ্ভেন্ ম্যাক্ডনাল্ড্ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্পিরিট ফটোগ্রাফারের কাছে নিজের যে ফটোগ্রাফ্ তুলিয়েছিলেন সেই ছবির মধ্যে এক নারীমূর্ত্তিরও চিত্র উঠেছিল। ফটোগ্রাফার এই অতিরিক্ত মূর্ত্তিটির হাতের দিকে যখন বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে চেয়ে ছিলেন, ম্যাক্ডনাল্ড্ দৃষ্টি মাত্রই উল্লাসে চিৎকার ক'রে বলে

১. *Fitzsimons*—Opening the Psychic Door—228-229.

উঠেছিলেন,—"এই ত আমার মা। সত্যই ত তাঁর হাতে দুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছিল"![১]

আমাদের দেশেও কখনো কখনো বিদেহীর ফটো সম্বন্ধে প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ভি. ডি. রিশী তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর (প্রভাদেবী) সঙ্গে যে ফটো তুলিয়েছিলেন, তাঁর পশ্চাতে তাঁর বিদেহী প্রথমা পত্নীর (সুভদ্রাদেবী) মুখ প্রকাশ হ'য়েছে।

---

১. Mr. Mcdonald...on seeing it beheld to his amazement the form of his spirit mother standing in the picture and holding up a hand with two clearly recognizable thumbs...He exclaimed..."Why, that is my mother! She had two thumbs on one hand".

Coates—Photographing the Invisible.—161-162.

তৃতীয় অধ্যায়

"স্পিরিট্ ফটোগ্রাফার"

বিদেহীর চিত্র গ্রহণ সম্বন্ধে এই শক্তি "স্পিরিট্ ফটোগ্রাফার" সচরাচর কোনো সাধনায় লাভ করেন না। এ শক্তি দৈবের দান। বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, প্রত্যেক ফটোগ্রাফিক্ মিডিয়ামের কার্য্যক্ষেত্রে এক এক জন বিদেহী পরিচালকের প্রভাব থাকে, এবং তাঁরাই পরলোক হ'তে এই সব মিডিয়ামের শক্তি ও তার বিকাশ-ক্ষেত্র-নিয়ন্ত্রণ ক'রে দেন।

ভিন্ন ভিন্ন ফটোগ্রাফিক মিডিয়ামের শক্তির মধ্যে নানারূপ পার্থক্যও দেখা যায়। ডুগুইড্ ও ওয়াইলি ফটোগ্রাফ্ গ্রহণ করার পূর্ব্বে সে-চিত্রে কোনও বিদেহীর আবির্ভাব হবে কিনা, তার কোন আভাস দিতে পারতেন না। কিন্তু বুর্শনেল অনেক সময়েই তাঁর চিত্র-গৃহে (studio-তে) আগন্তুক বিদেহীর উপস্থিতি সূক্ষ্ম-দৃষ্টি প্রভাবে দর্শন করতেন।

বুর্শনেলের এই অপূর্ব্ব দর্শন-শক্তি সম্বন্ধে এক প্রামাণিক বিবরণ সুবিখ্যাত উইলিয়াম্ ষ্টেডের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

ষ্টেড্ বলেছেন,—সেদিন যখন বুর্শনেলের চিত্রগৃহে প্রবেশ করলাম, তিনি বল্লেন—'আপনার সঙ্গে আর এক জনও এসেছেন দেখছি! কয়দিন পূর্ব্বেও উনি এখানে এসেছিলেন। তখন ওঁর ভীষণ মূর্ত্তি আর হাতে বন্দুক দেখে আমার ভয় হয়েছিল, তাই সেদিন ওঁকে বিদায় ক'রে দিয়েছিলাম।' আমি বল্লাম—'ঐ লোকটার একটা ফটো ওঠান যায় না?' বুর্শনেল্ উত্তর দিলেন—'পাব কি না, তা ত বল্‌তে পারি না।'

আমার আগ্রহে বুশ'নেল্ মনে মনে সেই অপার্থিব ব্যক্তির নাম প্রশ্ন করায় সে—'পিয়েট্ বোথা' এই নামে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিল।

সেই দিনে ছবি তোলবার পর দেখা গেল—বলিষ্ঠ দর্শন, শ্মশ্রু-শোভিত-মুখ এক অপরিচিত ব্যক্তি ঐ ছবিতে ধরা দিয়েছেন।

কয়েকদিন পরে আফ্রিকা হতে একটা প্রতিনিধি দল (delegation) ইংলণ্ডে এসেছিল; তার মধ্যে ছিলেন—জেনারেল্ বোথা, মিঃ ওয়ালেস্ ও অন্য কয়েক জন; মিঃ ওয়ালেস্ ফটোগ্রাফের ঐ অপার্থিব মূর্ত্তিটিকে দেখে সে তাঁর নিকট আত্মীয়,—প্রিয়েত্রেস্ জোয়ানেস্ বোথা (সচরাচর 'পিয়েট-বোথা' নামে পরিচিত) বলে চিন্‌তে পেরেছিলেন।[১]

স্পিরিট্ ফটোগ্রাফার কোনও আগন্তুক বিদেহীর মূর্ত্তি চিত্র-গৃহে উপস্থিত আছে দেখ্‌তে পেলেও সেই বিদেহীর মূর্ত্তি ফটোগ্রাফে প্রকাশ হবে, এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। মনে হয়, ফটোগ্রাফে আত্মপ্রকাশ শুধু বিদেহীর ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয়; তার এই ভাবে প্রকাশ হবার শক্তির উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, ফটোগ্রাফে এই ভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য বিদেহীর অনুশীলন বা সাধনা করা প্রয়োজন হয়। ছায়ামূর্ত্তি ও জড়মূর্ত্তিতে বিদেহীর আবির্ভাব এবং অটোম্যাটিক্ রাইটিং প্রভৃতি উপায়ে পার্থিব মানবের সঙ্গে বাক্যালাপ যেমন বিদেহীর পক্ষেও চেষ্টা ও সাধনা সাপেক্ষ, ফটোগ্রাফে আত্মপ্রকাশও সেইরূপ তার সাধনা-সাপেক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক।

১. *Estelle Stead*—**My Father.—268-269.**

চতুর্থ খণ্ড—বিদেহীর বাক্যালাপ

প্রথম অধ্যায়

চক্র বা 'সীয়ান্স্'

আজও কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির বিশ্বাস যে বিদেহী মানবের সঙ্গে পার্থিব মানবের আলাপ পরিচয়ের ব্যাপারটি হয় প্রশ্নকারীর অবচেতন মনের প্রতিলিপি, না হয় প্রতারকের কৌশল মাত্র। কিন্তু জগতে সর্ব্বত্র যাঁরা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছেন, তাঁদের অভিমত অন্যরূপ।

প্রবীণ পণ্ডিত লজ্ বলেছেন,—ত্রিংশ বৎসরের অধিক কাল আমি বিদেহী-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেছি। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও সতর্কতা অবলম্বন করেই বল্ছি যে, অবস্থা-বিশেষে জীবিত ও মৃত মানবের মধ্যে বাক্যালাপ সত্যই সম্ভবপর।[১] কি ভাবে এই ব্যাপার সম্ভব হয়, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—মৃত্যু এসে যখন এই দেহকে বিনাশ করে, তখন বিদেহীর সহজে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু সময়

---

১. Speaking for myself, and with full and cautious responsibility I have to state that...I have at length and quite gradually become convinced, after more than thirty years of study, not only that persistent individual existence is a fact, but that occassional communication across the chasm – with difficulty and under definite conditions is possible. *Lodge*—Raymond.—389.

সময় বিদেহী কোনও জীবিত ব্যক্তির দেহ-যন্ত্র ব্যবহার ক'রে পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন।[১] বিশেষজ্ঞ মায়ার্স'ও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,—বিদেহী-জন কোনো জীবিত মানবকে প্রভাবিত ক'রে, তার কণ্ঠ ব্যবহার ক'রে কথা বলেন, অথবা তার হাতের লেখনী চালনা ক'রে আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।...তাঁদের বার্ত্তা, অতীতের স্মৃতি, টেলিপ্যাথী সূত্রে আমাদের গোচর হয়।[২]

একথা কিন্তু সত্য যে পার্থিব-জনের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় বিদেহীর পক্ষেও অনুশীলন-সাপেক্ষ; কারণ তাঁদের অস্তিত্ব সূক্ষ্ম, আমাদের অনুভূতি স্থূল। সূক্ষ্মকে স্থূলের অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রকাশ করবার উপায় না জান্‌লে উভয়ের মিলন ত' সম্ভব হয় না। মার্কিণ পণ্ডিত হিস্‌লপও বলেছেন,—শিশুকে যেমন ক্রমে ক্রমে 'মা' 'বাবা' বলার প্রক্রিয়াও আয়ত্ত করতে হয়, বিদেহীকেও তেমনি জীবিত ব্যক্তিদের দেহ যন্ত্র আয়ত্ত করবার প্রণালী শিক্ষা করতে হয়।[৩]

সকল মানবের দেহই এরূপ আয়ত্তের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র নয়। দেখা যায়,

---

১. Under certain conditions occassional communications can still continue, so that those who have lost their own instruments can use another.

Lodge—Phantom Walls.—98.

২. *Myers*—Human Personality.—(Abr. Edn.)—21 and 23.

৩. A discarnate spirit has to learn all over again to control a living organism, just as a child has to learn to write and speak. The difficulty is greater from the fact that it is not his own organism, and also the fact that the soul of its possessor is not eliminated.

Hyslop—Psychical Research and Survival.—131.

জীবিত মানবের মধ্যে কারও কারও প্রকৃতিতে এমন একটা বিশিষ্টতা আছে যে তাঁরা অনায়াসে কোন বিদেহীর দ্বারা প্রভাবিত হন,—তাঁদের বলে 'মিডিয়াম্'।[১] এঁরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিদেহীর দর্শন লাভ করেন, মনের তন্ত্রীতে তাঁদের বার্ত্তার সন্ধান পান, আপনার দেহকে সাময়িকভাবে উৎসর্গ ক'রে দেন তাঁদের প্রয়োজনে। ওপারে মিলনের আগ্রহ, এপারে আবশ্যকীয় উপাদান (মিডিয়াম্) এই উভয়ের সমন্বয়ে স্বর্গে-মর্ত্ত্যে বাক্য বিনিময় সম্ভবপর হয়।

যে প্রণালীতে এইভাবে বাক্যালাপ পরিচালনা করা হয়, তাকে বলে 'চক্র'। (এ বিষয় ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে)[২]। কোন নিভৃত স্থানে, শান্ত মনে, ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হ'য়ে যখন দু-চারজন নরনারী ব'সে কোন বিদেহীকে আবাহন করেন—সহজ কথায় সেই হ'ল 'চক্র'। অনেক সময় সাধারণ ব্যক্তিরা এইভাবে কয়েক দিন বসবার পর তাঁদের মধ্যে কোন একজনের অল্পাধিক মিডিয়ামের শক্তির স্ফুরণ হ'তে দেখা যায়। বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন কোন মিডিয়াম যেখানে চক্র পরিচালনা করেন, সেখানে বিদেহীর পক্ষে আত্মপ্রকাশ ও বাক্যালাপ সহজেই সম্ভব হয়। আমাদের দেশে আজও এমন দু'একটি যথার্থ শক্তিসম্পন্ন মিডিয়ামের কথা আমরা জানি, যাঁদের শুধু এক মুহূর্ত্ত বসবার অপেক্ষা।

অবশ্য সকল সময় ও সকল অবস্থায়ই যে চক্রে বিদেহীর উত্তরগুলি সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়—তা বলা যায় না। এরূপ হবার একটি কারণ এই যে, বিদেহীর অনুভূতির ক্ষেত্র ও আত্মপ্রকাশের ধারা সর্ব্বপ্রকারেই পৃথিবীর মানবের মত হওয়া সম্ভব নয়। আকাশচারী বিহঙ্গ যদি জলচারী মীনের

---

১. ১০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য ২. ১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য

সঙ্গে বাক্যালাপ করে তবে একজনের সকল কথা অপরের সম্পূর্ণ বোধগম্য হওয়া সুকঠিন।

অপার্থিব ব্যক্তি কর্ত্তৃক পার্থিব মানবকে আবিষ্ট করে বাক্যালাপ করার দৃষ্টান্ত অতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রেও (উপনিষদে) দেখা যায়।[৩]

চক্রে বিদেহীর আবির্ভাব বা আত্মপ্রকাশ—এ কথার অর্থ এই নয় যে, সকল চক্রেই বিদেহী কোন কোন দৃশ্যমান রূপ বা আকার নিয়ে উপস্থিত হন। সাধারণতঃ তিনি থাকেন দৃষ্টির অন্তরালে। কোন কোন চক্রে আবির্ভূত বিদেহী মিডিয়ামের হাতটি অধিকার ক'রে ও মিডিয়ামের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত ক'রে, তাঁর যা কিছু বক্তব্য তা কাগজে বা শ্লেটে লিখে প্রকাশ করেন। এরূপ লেখার নাম হয়েছে—স্বৈরলিপি' বা automatic writing। মিডিয়ামের হাতে লেখনী দিলে তা আপনা হতেই সচল হয়, যেন অপর কোন ব্যক্তি মিডিয়ামের হাতকে পরিচালিত ক'রে সেই লেখা লিখছেন। এরূপ চক্রে মিডিয়াম কোথাও সচেতন থাকেন, কোথাও বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হন।

কোন কোন চক্রে মিডিয়ামকে প্রথম হতেই আবিষ্ট (trance state) হতে দেখা যায়। তখন তার কণ্ঠ দিয়ে অথবা সেই গৃহের কোন এক স্থান হতে, এমন কি একটা হাল্কা চোঙা (horn) সেখানে থাকলে, সেটি ব্যবহার ক'রে, বিদেহী আপনার পার্থিব জীবনের পরিচিত স্বরে বাক্যালাপ করেন।

সাধারণ মানব-শক্তির সাধ্যাতীত কোন এক ঐশী শক্তি বলে কোনো

৩. বৃহ. উপ.—৩।৩।১ (পতঞ্চলের একটি কন্যা গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ গন্ধর্ব্ব আমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল)

কোনো মিডিয়াম্ দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে চক্রকক্ষে বিদেহীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত দেখে থাকেন, ও তাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবেই বাক্যালাপও করেন।

চক্রে বিদেহীর আত্মপ্রকাশ কিন্তু কারও (এমন কি মিডিয়ামেরও) উৎসাহ বা আকুলতা-সাপেক্ষ নয়।[১] আজ যে মিডিয়ামের উপস্থিতিতে চক্রের সূত্রপাত মাত্র কোন বিদেহীর আবির্ভাব হ'ল, পরদিন হয়ত শত আরাধনাতেও তা আর কোন ক্রমেই সম্ভবপর হ'ল না। অনেক শক্তি-শালী মিডিয়ামও এই দুর্ভোগপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। বিদেহীর স্বাধীন ইচ্ছা ও করুণা ব্যতীত কোন চক্রেই তাঁদের আবির্ভাব হয় না। অর্থাৎ, আকর্ষণ-শক্তি তখনই কার্য্যকরী হয়, যখন তার সঙ্গে প্রত্যাকর্ষণের সংযোগ থাকে। প্রবীণ মনস্বী বৈজ্ঞানিক অশ্রুসিক্ত অন্তরের অভিজ্ঞতা সূত্রে বলেছেন,—মরণ-সাগরের এপার ও ওপারের মধ্যে ভাব-বিনিময় তখনই সম্ভবপর হ'তে পারে যখন উভয় তীরের অধিবাসীর পরস্পরের মধ্যে অনির্ব্বাণ স্নেহ প্রীতির যোগসূত্র বর্ত্তমান থাকে।...আর যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন, অথবা নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর উৎসাহ, সেখানেও পার্থিব ও বিদেহী মানবের মধ্যে ভাব-বিনিময় সহজ হয়।[২]

প্রেম, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি—একমাত্র এই ঐশ্বরীক সম্পত্তিগুলিই সারা বিশ্বকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম।

---

১. The success of experiments does not always depend on the will of the medium. *Flammarion*—Mysterious Psychic Force.—14.

২. Methods of communication across what has seemed to be a gulf can be set going in response to the urgent demand of affection...Scientific interest and missionery zeal constitute supplementery motives which are found efficacious. *Lodge*—Raymond.—83.

দ্বিতীয় অধ্যায়

চক্রের অনুষ্ঠান

প্রত্যেক জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মী মানব পূজার সময় একাকী বা সম্মিলিত ভাবে উপাসনা গৃহে প্রবেশ করেন। হিন্দু গঙ্গাস্নান শেষে পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে চন্দন চর্চ্চিত ললাটে যখন দেবগৃহে উপস্থিত হন, তাঁর সর্ব্বান্তকরণ আপনা হতেই মগ্ন হ'য়ে যায় দেবতার পদপ্রান্তে। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরাও তেমনি আপনাপন বিশিষ্ট শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসারে কোন না কোন আচার বা অনুষ্ঠান সহকারে আপনার দেবায়তনে যাত্রা করেন। এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানে আমাদের মন প্রথমতঃ কতকটা অন্তর্মুখী হয়, ক্রমে অভ্যাসের প্রগাঢ়তা জন্মালে অভীষ্ট সম্বন্ধে তন্ময়তা লাভের পথ প্রশস্ত হয়।

চক্রে বিদেহীর আবাহনও মুখ্যতঃ দেবার্চ্চনার অনুরূপ। এখানেও একাগ্রতা লাভের জন্য আমাদের সাধারণতঃ কিছু বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়।

অনুষ্ঠানকারী ভেদে চক্র প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—পারিবারিক-চক্র (Family sittings বা Home circles), আর সাধারণ-চক্র (Sittings with professional mediums)। পারিবারিক চক্রের অনুষ্ঠাতারা কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিবারের পরিজন ও আত্মীয় বন্ধু মাত্র। আর যখন মিডিয়ামের শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি, সাধারণতঃ অর্থের বিনিময়ে, জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সন্তোষের জন্য আপনার গৃহে বা কোন সাধারণ স্থানে চক্রের অনুষ্ঠান করেন, সেই হ'ল—সাধারণ

চক্র। পাশ্চাত্যে এরূপ অনেক সাধারণ চক্র-গৃহ আছে; ভারতে তা বিরল।

পারিবারিক চক্রে কোন বাহিরের মিডিয়াম্ প্রয়োজন হয় না; গৃহস্থেরই কোন পরিজন সাময়িক ভাবে মিডিয়ামের শক্তি লাভ করেন। কোন শোকতপ্ত অনাত্মীয়ের জন্য অনুষ্ঠিত হলেও এ চক্র সফল হতে দেখা যায়।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন,—গৃহস্থের পরিজনের মধ্যে যেমন সাধারণভাবে বাক্যালাপ ও হাস্য পরিহাস হয়, পারিবারিক চক্রেও তাই।[১]

নিজ গৃহে অনুষ্ঠিত চক্র সূত্রে জানি, এরূপ চক্র কত অনাড়ম্বর আবেষ্টনের মধ্যে হারানো প্রিয়জনের সম্মিলনীর পুণ্যস্থলী হ'য়ে ওঠে। এখানে পতির সঙ্গে সতীর, কন্যার সঙ্গে মাতার, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর—যেন দুদিন অদর্শনের পর স্বাভাবিক পুনর্মিলন। এ মিলনের মধ্যে জড়তার লেশ নাই, ভাবের প্রাবল্য নাই, বিচ্ছেদের মর্ম্মস্পর্শী ব্যথা নাই, বিহ্বল আকুলতা নাই। আছে অপার আনন্দ, অনন্ত আশ্বাস, পরমেশ্বরে আত্ম-নিবেদনের বিমল প্রশান্তি।

পারিবারিক চক্র সাধারণতঃ লিপি চক্রের রূপ ধারণ করে। 'লিপি-চক্র' বলতে বুঝায়,—যে চক্রে বিদেহী কোন না কোন ভাবে লেখনী ব্যবহার ক'রে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন। স্বৈরলিপি (antomatic

১. A family sitting with no medium present is quite different from one held with a professional or indeed any outside medium...The general air is that of a family conversation ; because...none but the family is present.

Lodge—Raymond.--218.

writing), প্লান্‌চেট্‌ (planchette), উইজা বোর্ড (ouija board) লিপি চক্রেরই বিভিন্ন রূপ।

অন্যান্য চক্রের তুলনায় লিপিচক্র সহজ-সাধ্য ও নিরাপদ।[১] অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে নির্ভরযোগ্য লিপি-চক্র মিডিয়ামের শক্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ক্ষেত্র।[২]

এই চক্রে বিদেহী সাধারণতঃ মিডিয়ামের হাত ব্যবহার ক'রে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন। কখনো দেখা যায়, চক্রে মিডিয়ামের হাতে যে ভাষায় লেখা বাহির হয়েছে (উর্দ্দু বা ফারসী) তিনি জীবনে সে ভাষা শিক্ষাই করেন নি এমন একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় যেখানে মাতৃবক্ষে শুয়ে, মাত্র এক বৎসরের একটি শিশু তার হাতের পেনসিল্‌ অনায়াসে চালনা ক'রে বিদেহীর বার্ত্তা লিখেছে।[৩] এসব ক্ষেত্রে লেখক যে বিদেহীর প্রতিভূ তার সন্দেহ নাই।

এখনও দেখা যায় যে, পরপারে উত্তীর্ণ হবার পর কোন বিদেহী স্বয়ং

---

১. Perhaps the commonest and easiest method of communication is what is called "automatic writing".

Lodge—Raymond.—354.

২. Of all forms of mediumship the highest and most valuable when it can be relied upon, is that which is called 'automatic writing'.

Doyle—History of Spiritualism. Vol. II—219.

৩. Her little baby in-arms...took a small pencil in his tiny hand and wrote firmly and rapidly a message purporting to come from a dead man.

Leadbeater—Other Side of Death.—604.

বাক্যালাপ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হন্ নি। এই অবস্থায় ওপার হ'তে অপর কোন বিদেহী মধ্যবর্ত্তী বা প্রতিনিধি হ'য়ে তার বক্তব্য-গুলি চক্রে এসে প্রকাশ করেন। এই প্রতিনিধিকে ইংরাজীতে বলে—'Control'। জীবিত ব্যক্তির পক্ষে চক্রে যেমন মিডিয়াম্ আবশ্যক, অশক্ত বিদেহীর পক্ষে 'Control' তেমনি প্রয়োজনীয়।[১]

১. By 'control' I mean an influence which associates itself with the medium and his sittings, and which appears to act in many cases as organiser at the other side.

Travers Smith—Voices from the Void.—9.

তৃতীয় অধ্যায়

ভাবাবেশ

বিদেহীর সঙ্গে পার্থিব মানবের বাক্যালাপের অতি বিস্ময়কর প্রণালী হ'ল—ভাবাবেশ, বা অনুকৃতি; ইংরাজীতে যাকে বলে—impersonation। এই অবস্থার চক্রে মিডিয়াম প্রথমেই অচেতন বা সম্মোহিত হবার পর, যেন কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এসে তাঁর দেহ-মন সব কিছু অধিকার করেন। তার ফলে মিডিয়ামের কণ্ঠস্বর, হাবভাব, অঙ্গভঙ্গীও, সময়ে সময়ে তার মুখের আকৃতি পর্য্যন্ত সাময়িক ভাবে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে কোন মৃত ব্যক্তির স্বারূপ্য লাভ করে। তখন মনে হয়, যেন পরলোক হ'তে নিতান্ত পরিচিত একজন সশরীরে সেই চক্রে উপস্থিত হয়ে মিডিয়ামের দেহ ব্যবহার ক'রে, আপনাকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করেছেন।[১]

(১) এক প্রত্যক্ষদর্শী পরম বিস্ময়ভরে বলেছেন,—আমার জননীর জীবনান্তের পূর্ব্বে শেষ কয়দিন তাঁর শয্যার পাশে ব'সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবার সময়, তিনি যেমন আমার সর্ব্বাঙ্গে তাঁর হাত বুলিয়ে দিতেন, মিডিয়ামও এখন ঠিক সেইভাবেই আমার দেহে হস্তাবমর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। জননীর সেই সব বিশিষ্ট ভঙ্গীগুলি ত আমার পক্ষে ভ্রম হবার নয়। সেই ভাবাবেশ অবস্থায় মিডিয়াম যখন মাতৃদেবীর মত

---

১. ...How the entire expression of the medium's face changes, and how he adopts all kinds of little tricks of manner and speech, which are really those of the man who is speaking through his organism.

Leadbeater—Other Side of Death.—609.

"ফ্রাঙ্ক্, ফ্রাঙ্ক্ পুত্র আমার!" ব'লে আমায় সম্ভাষণ করলেন, সেই স্বরে ও সম্বোধনে আমি বিমোহিত হলাম।[১]

(২) মনীষী স্টেড্ এরূপ একটি চক্র সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন'—

সেনাপতি গর্ডনের মৃত্যুর উনবিংশ বৎসর পরে একদিন আমি ইউরোপের কোন সুবিখ্যাত মিডিয়ামের সঙ্গে চক্রে ব'সেছিলাম। চক্র যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন মিডিয়ামকে অধিকার করলেন এক বিদেহী intelligence) যাঁকে চিনতে আমার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় নি। মনে হ'ল ঠিক যেন গর্ডন্ নিজেই মিডিয়ামের চেয়ারে বসেছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ত্রস্ত, স্পষ্ট, সরস কথাবার্ত্তা অনায়াসে চলেছিল। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে সাউদাম্‌টনে তাঁর সঙ্গে আমার যে শেষ কথোপকথন হয়েছিল, তার সূত্র ধরে তিনি আমায় প্রশ্ন ক'রেছিলেন।···পার্থিব জীবনে যে বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ, রাজনীতিজ্ঞান ও স্বমতে নির্ভরতা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, ঠিক সেই ভাবেই এই চক্রে তাঁর বাক্যালাপ হ'ল।[২]

(৩) জার্ম্মান সুধী ব্যারণ নট্‌সিং তাঁর সহকর্ম্মী ম্যাডাম্ বিশন্ সংক্রান্ত এমনি একটি ঘটনা প্রকাশ করছেন।

স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ম্যাডাম্ বিশন্ ও মিডিয়াম্ ঈভা একত্রে ব'সেছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে ঈভার দেহে মঁশিয়ে বিশনের ভাবাবেশ হ'য়েছিল; তিনি আপনার পরিচিত স্বরে নিজস্ব অঙ্গভঙ্গী

১. The sudden personation was very startling and dramatic, and with the realistic cry "Frank, Frank, my boy," certainly carried me away a little. *Hill*—New Evidence of Psychical Research. p. 34.

২. *Est Stead*—My Father.—107.

সহকারে ম্যাডাম্ বিশনের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন ; মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্নীর সঙ্গে যে প্রসঙ্গ হ'য়েছিল, সেই কথা উত্থাপন ক'রেছিলেন ও ম্যাডাম বিশনের প্রশ্নে যে সব উত্তর দিয়েছিলেন তা অন্যের অপরিজ্ঞাত।[১]

'পরলোকের কথা'র রচয়িতা এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশের বর্ণনা ক'রেছেন। গ্রন্থকার স্বয়ং এক চক্রে মিডিয়াম্ হয়েছিলেন, তখন তিনি বালক। সেই চক্রে মৃত পিতৃব্যের আবেশ-বশে তিনি জীবিত এক ব্যক্তির কণ্ঠ-সঙ্গীতের তালে তালে সুনিপুণ ভাবে বাদ্য-যন্ত্রে (বাঁয়া-তবলায়) সংগত ক'রেছিলেন, যদিও নিজে তখন এ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ। তাঁর সেই পিতৃব্যই জীবিতকালে এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

১. *Notzing*—Phenomena of Materialisation. 164-166.

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় পদ্ধতিতে আবাহন

চক্রে বিদেহী মানবকে আবাহন করার জন্য ভারতের যে একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে ও তার কার্যকারিতা যে পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ মিডিয়ামের তুলনায়ও কোন অংশে কম নয়, এ কথা একাধিক ইউরোপীয় পণ্ডিতও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সৌভাগ্যক্রমে ভারতের নিজস্ব এই প্রক্রিয়া আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। আজও এ দেশে নগরে ও গ্রামে এমন গুণী ও সাধু ব্যক্তি মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁর সাহায্যে আমরা কখনো কখনো পরলোকগত প্রিয়জনের দর্শন বা সংবাদ পাই।

ভারতের সনাতন জীবন-যাত্রার প্রণালী যেমন অনাড়ম্বর, এই সব সাধু ও গুণীজনের বিদেহী-আবাহন প্রক্রিয়াও তেমনি বাহুল্য-বর্জিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিপূর্ব্বে (২৬৯ পৃষ্ঠায়) জ্যাকোলিয়ো-বর্ণিত সন্ন্যাসী গোবিন্দ স্বামীর চক্রানুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু এই সন্ন্যাসীর আবাহন-মন্ত্রে আকৃষ্ট হয়ে সেই চক্রে একাধিক বিদেহী স্থূলদেহ প্রকাশিত হয়েছিলেন।

প্রবীণ লেখক মৃণালকান্তি ঘোষের গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় প্রণালীতে বিদেহীকে আবাহনের একটি অপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে; তা সংক্ষেপে এই :—

এক সম্ভ্রান্ত ব্যবহারজীবি (ঈশান বাবু) উপর্য্যুপরি প্রিয়জন বিয়োগের পর তাঁদের জন্য কাতর হ'য়ে স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হন। ব্রাহ্মণ ঈশানবাবুর গৃহে প্রাতে চক্রানুষ্ঠান ক'রে গৃহকর্ত্তার উপস্থিতিতে মন্ত্রপাঠ ও ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করার পর, অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রথমে ঈশান

বাবুর স্বর্গত পিতৃদেব, পরে তাঁর পরলোকগত পুত্র ও সর্ব্বশেষে তাঁর তিন মৃতা পত্নী একত্রে ছায়া মূর্ত্তিতে সেখানে আবির্ভূত হন। ঈশান বাবু তাঁর এক পত্নীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। চক্রে একটি বালক উপস্থিত ছিল, সে ঐ সময় অচেতন হয়। তার হাতে লেখনী দেওয়ায় প্রশ্নের উত্তর এই বালকের হাত দিয়ে লিখিত হয়েছিল।[১]

সংসার-ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী আজও যে তাঁর নিভৃত আশ্রমে এরূপ অনুষ্ঠানে অনায়াসে সাফল্য লাভ করেন তার একটি প্রামাণিক বিবরণ এক উচ্চ শিক্ষিত গ্রন্থকার সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। সেই গ্রন্থকারের নিজের অনুরোধে ও তাঁর দুইজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

পরস্পর-সংলগ্ন দুটি গুহার মধ্যে একটিতে সাধুজী ও এই তিন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আর দ্বিতীয় গুহায় ছিলেন সাধুজীর সেবক,—সমাধিমগ্ন অবস্থায়। সাধু একটি ভজন গান সমাপন করার পরই তাঁর গুহা একটা ধূমময় পদার্থে পূর্ণ হয়েছিল। সেই ধূমায়মান বস্তুর মধ্যে প্রকটিত হ'ল একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি, যার আয়তন বৃদ্ধি হতে হতে অল্পক্ষণের মধ্যেই এক পূর্ণাবয়ব নরমূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল। ঐ মূর্ত্তি উপস্থিত ব্যক্তিদের অভিবাদন ক'রে, জীবিত মানবের মতই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে ও অবশেষে তাঁদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে অন্তর্হিত হয়েছিল।[২]

উন্মুক্ত আকাশের তলে, গৃহের প্রাঙ্গণে, কখনো বা গৃহ-মধ্যে খড়িতে নানারূপ চিহ্ন রচনা ক'রে, এমন কি গঙ্গাবারি বা বালুকণা মাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষেপ ক'রে কোন কোন গুণী বিদেহীকে আকর্ষণ করেন।

১. মৃণালকান্তি ঘোষ—পরলোকের কথা।

২. অতুলবিহারী গুপ্ত—মৃত্যুর পরে—১০১-১০৩.

আরও বিস্ময়কর ভাবে কোন কোন ব্যক্তি বিদেহীকে আমাদের কাছে প্রকাশমান করেন ; সেটি হ'ল—'নখ-দর্পণ'। শোকাতুর ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হ'য়ে এরূপ গুণী ব্যক্তি কোনও অলৌকিক শক্তি বলে বিদেহী জনের মূর্ত্তি তার পরিত্যক্ত স্বজনের নখাগ্রে প্রতিফলিত করেন ও কখনো কখনো এইভাবে উভয়ের মধ্যে আকারে ইঙ্গিতে সাময়িক ভাব-বিনিময় প্রতিষ্ঠা করেন।

'ভাব-চূড়ামণি' গ্রন্থে তান্ত্রিক শব-সাধনার প্রক্রিয়ায় বিদেহীকে আবাহন করার বিধি বর্ণিত আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠান কিন্তু নিঃসন্দেহ বিপদসঙ্কুল।

অতীতে ও বর্ত্তমানে ইহ-পরলোকের মধ্যে আরও কত বিবিধ উপায়ে যোগ-সূত্র স্থাপিত হ'য়েছে ও হয়, তার তালিকা প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য।

এ কথা নিঃসংশয় যে বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞানের যুগে স্পিরিটুয়ালিস্‌ম্‌ পার্থিব মানব ও বিদেহীর মধ্যে প্রকাশ্যে ও সহজে সংযোগ স্থাপন সম্ভব ক'রেছে।

এই সহজ মিলনকে কটাক্ষ ক'রে কোন কোন ব্যক্তি এর নাম দিয়েছেন—"ভূত-নামানো।" কিন্তু চক্রে যাঁদের আবির্ভাব হয় তাঁরা অনেক স্থলেই আমাদের নিতান্ত আপনার জন, জড়ের বন্ধন-মুক্ত চৈতন্যময় সত্তা ; আমরাও প্রত্যেকে ভাবীকালে সাময়িক সেই অস্তিত্বের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছি। 'ভূত' বা 'প্রেত' ব'লে সে অবস্থাকে অবমাননা করবার কোন কারণ নাই।

আর, নির্লিপ্তভাবে এ পৃথিবীতে তাঁদের সাময়িক অভিযান আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে প্রতিনিয়তই চলে। সকল সৎকর্ম্মেই আমরা তাঁদের নিকট হ'তে প্রেরণা পাই। চক্রে শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে তাঁদের এখানে আবির্ভাব তিলমাত্র ক্ষতির কারণ হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

পৃথিবীতে মানবের অস্তিত্ব তার এই স্থূল-দেহে। কিন্তু এই জন্ম-মৃত্যু অপক্ষয়-গ্রস্ত শরীরের মধ্যে চির-জাগ্রত হ'য়ে আছে এক সূক্ষ্ম সত্তা। জড়-দেহ মধ্যে সেই চেতন পুরুষের অনুভূতিই মানবকে তার পার্থিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ক'রে রেখেছে। তার 'অহং'-বোধ, যা তার অস্থি-মজ্জায় মিশিয়ে আছে, তা সেই জড়-দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্য-স্বরূপের, —জড়-দেহের নয়। এই কারণেই কোন কোন মহা-মানব বলতে পেরেছেন,—

অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

বিরাট্ পুরুষের অংশভূত এই মানব কর্ম্ম-সূত্রে কিছু-কাল পরলোকে নিবসতি করে,—স্থূল-দেহে নয়, সূক্ষ্ম-দেহে। সেই সূক্ষ্মরূপে অস্তিত্বের নানাবিধ প্রমাণ নিত্যই আমাদের গোচর হয়। নানাভাবে এই বিদেহী জনেরা পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেন। তুষারাচ্ছন্ন রুশিয়ার প্রান্ত দেশ হ'তে মরুময় আফ্রিকার অন্তর্দেশে, প্রাচীন ভারতে, নবীন মার্কিনে, ফ্রান্স ও জার্ম্মানি—সর্ব্বত্রই সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মী মানবই সভ্যতার আদি যুগ হ'তে আজ পর্য্যন্ত বিদেহীর কোন না কোন রূপ অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করছেন। সর্ব্বদেশেই এরূপ অসংখ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। সংশয়ের স্থান নাই, অবকাশও নাই।

মৃত্যু-সিন্ধুর ওপারে ও এপারে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, আগত ও

অনাগতের মধ্যে এক অনুভূত কিন্তু অপূর্ব্ব সমাবেশ ও সংযোগ র'য়েছে। পৃথিবীতে ও পরলোকে বিশ্ব-বিধাতার একই রাজ্যে সুবিস্তৃত। এখানে যাকে হারাই, সে থাকে ওপারে। এখানে সে যেমন আপন ছিল, সেখানেও তাই থাকে। আমি যেমন গণনা করি তার সঙ্গে মিলনের দিন, (যদি উভয়ের অন্তর একসূত্রে গ্রথিত থাকে) সেও তেমনিভাবে আমার জন্য প্রতীক্ষা করে,—তাতে তার ঊর্দ্ধগতির অন্তরায় হয় না। আবার একদিন উভয়ে মিলিত হ'য়ে, সাথী হ'য়ে ইহলোকে বা পরলোকে, অথবা বিশ্বস্রষ্টার অসীম সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন না কোন স্থানে, তাঁরই কোন প্রিয় কর্ম্মে নিশ্চয়ই আমরা উৎসর্গিত হব। আর, কোনও একদিন আমাদের সব শুভাশুভ কাজ, সকল দায়িত্ব হ'তে মুক্ত হ'য়ে সর্ব্বনিয়ন্তার পাদপদ্মে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সকলেই স্থান লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হব। এজন্য যদি বহু যুগ যুগান্তরও মৃত্যু-নদীর দুই তীরে বহু সহস্রবার আমাদের গতায়াত ক'রে ফিরতে হয়, তবুও একদিন না একদিন প্রত্যেক মানবের জীবনে সেই পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হবে। মানুষও সেই এক প্রচণ্ড লোভের বশীভূত হ'য়ে সকল দুঃখ-দৈন্য-রোগ-শোক বহন ক'রে একনিষ্ঠ ভাবে, কেন্দ্রানুগ গ্রহের মত ঐ একই দিকে ছুটে চলেছে; কদাচিৎ কখনো একটা উল্কাপাত হ'লেও তারও সম্পূর্ণ অপক্ষয় হয় না। পতন হ'তেও পুনরুত্থান হবেই। তাই সাধক তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে বলেছেন,—

"মৎসমো পাতকী নাস্তি, পাতঘ্নী তৎসমো নহি।
এবং বুদ্ধা মহাদেবী যথাযোগ্যং তথা কুরু॥"

তাঁর চরণে এই বাঞ্ছিত মিলনের জন্য সাধনার প্রয়োজন। প্রয়োজন—ধ্রুবতারার মত নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে পার্থিব জীবনকে প্রেমে, স্নেহে, বিধাতার প্রিয়কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা।

এ পৃথিবীতে চলার পথ বড় বন্ধুর। স্বার্থ ও প্রলোভন সতত

আমাদের নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করে, আর ওপারে 'গুরু' বারম্বার উচ্চমার্গে প্রত্যাকর্ষণ করেন। কখনো আমরা বিপথে চলি, কখনো বা সেই কণ্টকবন হ'তে ক্ষত-বিক্ষত চরণে,—যেন কার রক্ষা-বাহুর আশ্রয়ে সরলোন্নত মার্গে অগ্রসর হবার জন্য সচেষ্ট হই। জীবন-বীণায় সুর সব সময় ঠিক মত ঝঙ্কার দেয় না। বার বার যত্নে বাঁধা তন্ত্রী টুটে যায়। তাই আমাদের নিত্য কর্তব্য, আত্মস্থ হ'য়ে বিশ্বরাজকে শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্মরণ ক'রে তাঁর কাছে মাতৃ-অঙ্কস্থিত শিশুর মত অনন্য নির্ভরতার সঙ্গে শরণ লওয়া, আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতই পরিপূর্ণ চিত্তে প্রার্থনা করা :—

"মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, হে গুণী
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিও নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।

* * * *

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে,
মুক্তির সঙ্গম-তীর্থে পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে।

* * * *

সেদিন আমার মুক্তি হবে, হে চির-বাঞ্ছিত
তোমার লীলায় মোর লীলা,
যেদিন তোমার সঙ্গে গীত-রঙ্গে তালে তালে মিলা॥"

পরিশিষ্ট

জন্মান্তর

জন্মান্তর-রহস্য প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যু, পরলোক ও জন্মান্তর—এই তিনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই গ্রন্থশেষে জন্মান্তর-তত্ত্ব সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থের একস্থানে (৩৬ পৃষ্ঠায়) হিন্দুর প্রচারিত জন্মান্তর তত্ত্বের উল্লেখ মাত্র করা হ'য়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে জন্মান্তরবাদ শুধু হিন্দুদেরই মতবাদ নয়। অতীতে জগতের সব সভ্যজাতিই জন্মান্তর-বিশ্বাসী ছিল। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম হ'তেই অধিকাংশ মানবের এই মতে অখণ্ড আস্থা।[১] প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, ইহুদি প্রভৃতি জাতির মধ্যেও এই ভাবধারার অস্তিত্ব ছিল।[২] আজও তিব্বতের লামা নির্ব্বাচনে এই মতে জীবন্ত নির্ভর দেখা যায়। ইউরোপে একদিন পীথাগোরাস্, প্লেটো প্রভৃতি, এবং পরবর্ত্তীকালে গ্যেটে ও সুয়েডন্‌বর্গ হ'তে সপেন্‌হর্ পর্য্যন্ত এই মতের পরিপোষকতা করেছেন।

এ কথা অবশ্য বলা যায় না যে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে জন্মান্তর সম্বন্ধে যে ভাবধারা প্রচলিত ছিল, তা সম্পূর্ণ-ই হিন্দু মতবাদের অনুরূপ। মূলকথা কিন্তু সকলেরই এই যে, মানব তার মৃত্যুর অল্পাধিক পরে নব-লব্ধ দেহে আবার এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। হিন্দুরা আরও বলেন, যে,

১. Walker--Re-incarnation. – 3-4

২. Taylor—Primitive Calture—II.—13-14

জন্ম-মৃত্যু চক্রে জীবের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয় যতদিন না ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চয় ক'রে সে একদিন মোক্ষের অধিকারী হয়।—'তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (শ্বেত. উপ. —৩।৮)

শাস্ত্র পাপী ও পুণ্যকর্ম্মী উভয়েরই জন্মান্তর নির্দ্দেশ করেছেন। উপনিষদে আছে,—যারা অবিবেকী, মোহমুগ্ধ ও বিষয়াসক্ত তারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়। (কঠ. উপ.—২।৬) আর যিনি সুকর্ম্মকৃৎ তাঁরও প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা। শ্রুতিই ব'লেছেন,—ইষ্টকর্ম্মকারী স্বর্গলোকে তার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ শেষ হবার পর পুনরায় কর্ম্ম করবার জন্য ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।—(বৃহ. উপ.—৪।৪।৬)

জীবের কর্ম্ম কিন্তু পরলোকে নিঃশেষে ভোগ হয় না,—এই হ'ল দর্শন-শাস্ত্রের মত। ব্রহ্মসূত্রে আছে,—"যাহারা ইহলোকে ইষ্টকর্ম্মাদি দ্বারা দেহান্তে চন্দ্রলোকে যায়, তাহারা সে স্থানে নিরন্তর আপন আপন কর্ম্মের অনুরূপ সুখ সম্ভোগ করে। ভোগবশে সেই পুণ্য ক্রমে ক্ষয় হয়। পুণ্য ক্ষয় হইলে সে আর সে স্থানে থাকিতে পারে না। কিছু শেষ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনর্ব্বার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।—যেমন ঘৃতভাণ্ড রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থিত ঘৃত নিষ্কাশিত হইলেও) তাহা নিঃশেষিত রূপে হয় না, কোন কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত হইয়া থাকে, তেমনি কর্ম্ম সকল ভোগ দ্বারা ক্ষয়িত হইলেও, নিঃশেষিত রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কিছু না কিছু অবশেষ থাকে। (ব্রহ্মসূত্র—৩।১।৮, ভামতী টীকার ব্যাখ্যা)। এই ক্ষয়প্রাপ্ত অবশিষ্ট (অর্থাৎ প্রাক্তন) কর্ম্মফলের বশেই নবজন্মে জীবের উচ্চ নীচ আদি যোনি ও অদৃষ্ট লাভ হয়। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন—পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিলেই তার ফলস্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। (পাতঞ্জল দর্শন, সাধন পাদ—১৩)

মহর্ষি বাদরায়ণের মত এই যে, মৃত্যুর পর জীবের পরলোকবাস

সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না ; প্রত্যাবর্ত্তনকারী জীব অল্পকাল ব্যবধানেই পরলোক ত্যাগ ক'রে পৃথিবীতে উপস্থিত হন। (ব্রহ্মসূত্র—৩।১।২৩)[১]

সৃষ্টিকর্ত্তা সকল জীবেরই পিতা। তবে তাঁর রাজ্যে—এই পৃথিবীতে—জীবের সঙ্গে জীবের, মানবের সঙ্গে মানবের, সৌভাগ্য,—দুর্ভাগ্যের এত তারতম্য কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত-দর্শন বলেছেন—মেঘ যেমন যব প্রভৃতি শস্য উৎপত্তির প্রধান কারণ, আর বীজের শক্তি যেমন সে সকলের বৈষম্যের (ছোট-বড়, ভাল-মন্দ প্রভৃতির) অসাধারণ কারণ, তেমনি ঈশ্বরও দেব মানব আদির সৃষ্টির সাধারণ কারণ, আর আপনার পার্থিব শুভাশুভ কর্ম্মই জীবমধ্যে বৈষম্যের কারণ। (ব্রহ্মসূত্র—২।১।৩৪)।

হিন্দুশাস্ত্র মতে, প্রত্যেক মানবই যে পুনর্জ্জন্মকালে আবার অবশ্য নর-দেহ লাভ করবেন, তা নয়। অতীত পার্থিব-জীবনের কর্ম্ম অনুসারে অপর দেহেও তাঁর জন্ম সম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনু বলেছেন,—শারীরিক কর্ম্মদোষের (অর্থাৎ অবৈধ হিংসা, পরদার-সেবা, অদত্ত ধন গ্রহণাদির) আধিক্যে মানব পরজন্মে স্থাবরত্ব পায় ; বাচিক কর্ম্মদোষের (অর্থাৎ মিথ্যা ও পরুষ বাক্যাদির) আধিক্যে পক্ষী বা পশু জন্ম ; আর মানস কর্ম্মদোষের (অর্থাৎ অনিষ্ট চিন্তা ও নাস্তিক্য প্রভৃতির) আধিক্যে সে চণ্ডাল যোনি লাভ করে। (মনু—১২।৯)।

এ কথা সত্য যে বর্ত্তমান দিনে পাশ্চাত্যে জনসাধারণের চিন্তার ধারা জন্মান্তর-বিরোধী। খৃষ্টধর্ম্মও সাধারণতঃ পুনর্জ্জন্মবাদের পরিপন্থী। কিন্তু প্রতীচ্যের অনেক স্বনামধন্য খৃষ্টান বৈজ্ঞানিক ও সুধীও জন্মান্তর-তত্ত্বকে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

---

১. (শ্রাদ্ধকালে হিন্দুরা সাধারণতঃ ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করেন। পরলোকে পিতৃগণের নাতিদীর্ঘ অবস্থিতিই কি তার কারণ ?)

প্রবীণ বৈজ্ঞানিক হাক্স্‌লী বলেছেন,—অগভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই জন্মান্তরবাদকে একটা অসম্ভব ব্যাপার ব'লে পরিহার ক'রবেন না।...এ তত্ত্ব সত্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।[১]

পণ্ডিতপ্রবর লজ্‌ বলেছেন,—যে ব্যক্তিকে একবার দেহ ধারণ ক'রে এই পৃথিবীতে প্রকাশমান দেখেছি, ঠিক সেই মানুষই যে নূতন দেহে পরবর্ত্তী কালে আবার এসে উপস্থিত হবেন, এমন ধারণা করা হয়ত ভ্রম। সাধারণতঃ এরূপ হবার সম্ভাবনা অল্প, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তা হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে এমন ঘটনা হয় যে, ঐ জীবাত্মার কোন এক বিভিন্ন অংশ নব-দেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে আগমন করেন, এবং তখন সেই পূর্ব্বদেহধারী ব্যক্তির সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকে।[২]

ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ান অকুণ্ঠিত ভাবে বলেছেন—জন্মান্তরই সাধারণ নিয়ম ব'লে মনে হয়।[৩]

আর এক বিজ্ঞানাচার্য্য (Prof. Lutoslawski)[৪] মুক্তকণ্ঠে বলেছেন,—আমি নিঃসংশয় যে ইতিপূর্ব্বে বহুবার নরদেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে আমি জন্মলাভ ক'রেছি; বহু লক্ষ বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হ'য়েছে। ভবিষ্যতেও আবার এইরূপ গতায়াতের জন্য আমি উন্মুখ, কারণ এ জগতের সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করাই আমার সাধনা।

কোনও একদিন তার চরম লক্ষ্য পরম ধামে উত্তীর্ণ হ'য়ে বিধাতার পাদপদ্মে লীন হবার অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষায় উর্দ্ধগতির পথে মানব জন্ম-

---

১. *Huxley*—Evolution and Ethics—31.

২. *Lodge*—Making of Man.—170.

৩. *Flammarion*—Death and its Mysteries—Vol. III. 365.

৪. Pre-existence and Reincarnction—p. 17.

জন্মান্তরব্যাপী সাধনা ক'রে চ'লেছে। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান যেদিন আমাদের সঞ্চয় হবে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতিকে যেদিন ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে—সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজীবে—প্রকাশমান দর্শন করব, সেদিন এই জনন-মরণ-চক্রে আমাদের ঘূর্ণি-খেলার অবসান।

সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানাং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টং স্তত স্তেনামৃতত্বমেতি ॥ শ্বেত. উপ.—১।৬

—ব্রহ্মই সর্ব্বজীবের জীবন। তিনিই সকল জীবের বিলয়স্থান। অজ্ঞ জীব আপনাকে ও আপনার প্রেরয়িতাকে পৃথক্‌রূপ বোধ করে। এই কারণে তার পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মচক্রে গতায়াত। নিত্য-জ্ঞান লাভে যখন জীব ও ব্রহ্মে অভেদবুদ্ধি সে সঞ্চয় করে, তখনই তার মুক্তি বা মোক্ষ।

চক্রের অনুষ্ঠান

চক্র অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া কি, এ সম্বন্ধে অনেকেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, সকল বিষয়েই যেমন, এ ব্যাপারেও তেমনি অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। চক্রের অনুষ্ঠান একটা ক্রীড়া কৌতুক বা চিত্ত বিনোদনের ব্যাপার নয়। অনুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে এ অনুষ্ঠানে সার্থকতা নাই। এ কথাও প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে চক্রে সংঘটিত সকল ব্যাপারেরই নিয়মাদি আজও পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রতে সক্ষম হন নি। আমাদের সহজ জ্ঞানের অতীত অনেক ঘটনা সেখানে হওয়া বিচিত্র নয়। সত্যানুসন্ধান অথবা বিদেহী প্রিয়জনের সাময়িক মিলনের আকাঙ্ক্ষা চক্রের অনুষ্ঠাতা-গণের মনোভাব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। হেলায় খেলায় বা অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত চক্র অথবা চক্রে বিদেহী প্রদত্ত সাবধান বাণীর অবহেলা—অনুষ্ঠাতাগণের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হওয়া বিচিত্র নয়। চক্রে কখনও কখনও অসৎ বিদেহীও আত্মপ্রকাশ করেন। এরূপ ব্যক্তি যদি চক্রে উপস্থিত কোন জনের উপর আপনার প্রভাববিস্তার করতে সমর্থ হন, তারও সুফল হয় না। চক্রানুষ্ঠানকারীর প্রথমেই এই সকল কথা সর্ব্বতোভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

১। চক্রের জন্য প্রথম প্রয়োজন একটি নিভৃত গৃহ। ঘরটি রাজপথের কোলাহল হতে কিছু দূরে হওয়াই ভালো। বাহিরের গোল-যোগ অনেক সময়ে অনুষ্ঠাতাগণের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়। পারিবারিক চক্রে ঘরটি খুব বৃহৎ না হওয়াই উচিত।

২। চক্রের দ্বিতীয় প্রয়োজন দুই বা ততোধিক (৬।৭ জনের অধিক না হওয়াই ভালো) জিজ্ঞাসু ব্যক্তির উপস্থিতি। মদ্যপ ও কুচরিত্র ব্যক্তির সঙ্গে চক্রানুষ্ঠান না করাই উচিত। কারণ মানুষ সাধারণতঃ আপনার চরিত্রানুরূপ বিদেহীকেই চক্রে আকর্ষণ করে। চক্রে জিজ্ঞাসু বা সন্দিহান ব্যক্তির উপস্থিতি দোষকর নয়। কিন্তু কুতর্ককারী অশ্রদ্ধাপরায়ণ ও ঘোর বিরুদ্ধবাদীর উপস্থিতি চক্রে সুফলের অন্তরায়। অনুষ্ঠাতা বা যোগদানকারী ব্যতীত দু-একজন দর্শকও চক্রে উপস্থিত থাকবার বাধা নাই।

৩। চক্রের তৃতীয় এবং প্রধানতম essential হোল একজন মিডিয়াম। মিডিয়ামই চক্রে চুম্বকের মত বিদেহীকে আকর্ষণ করতে সক্ষম। তাঁর এই শক্তি যত অধিক, চক্রে বিদেহীর প্রকাশ তত সহজে ও সুন্দর ভাবে হয়ে থাকে। যদি অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে কারও এই শক্তি না থাকে তবে বিদেহীর আবির্ভাব সুদূর পরাহত। তবে শ্রদ্ধাবলে কয়েক ব্যক্তি ৮।১০ দিন চক্রের অনুষ্ঠান করলে তাঁদের কোন একজনের মধ্যে মিডিয়াম শক্তির স্ফুরণ হ'তে দেখা যায়—বিশেষতঃ যদি তাঁদের মধ্যে কারও অল্পকাল আগে স্বজন-বিয়োগ হয়ে থাকে। এই ভাবে অধিবেশন সপ্তাহে দু'দিন এক ঘণ্টা সময় পর্যন্ত করার বাধা নাই।

৪। চক্রের চতুর্থ essential হোল—অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে একতা। পরস্পরবিরোধী ভাব চক্রে সুফলের প্রতিকূল। প্রত্যেকেই অন্তরে প্রার্থনা করবেন—যেন তাঁদের কোন প্রিয়জন প্রকাশিত হ'য়ে তাঁদের কৃতার্থ করেন। পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক সুফলপ্রসূ হয় না।

৫। চক্রে অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিরা সাধারণতঃ একটি ছোট কাঠের টেপাই বেষ্টন ক'রে চেয়ারে বসেন। তবে তাঁদের পক্ষে ঘরের অনাবৃত মেঝের

উপরও ব'সবার বাধা কিছু নাই। এরূপভাবে বসলে মাঝখানে টেপায়ের পরিবর্ত্তে একটি ছোট চৌকি অথবা টুল্ রাখলে চলতে পারে।

৬। যে গৃহে চক্রের অনুষ্ঠান হবে সেখানে কিছু সুগন্ধ ফুল ও ২।৫টি ধূপ রাখা ভালো। কি কারণে বলা যায় না সুগন্ধ ফুল ও সুমিষ্ট সংগীত বা স্তোত্র বিদেহীর আবির্ভাবের অনুকূল। যখন চক্রে বাক্যালাপের গতি মন্থর হয়ে আসে তখনও সংগীতে সুফল হয়।

৭। অনুষ্ঠাতারা সমবেত হবার পর এবং চক্র আরম্ভ হবার পূর্ব্ব-ক্ষণে ঘরের প্রবেশদ্বারটি বন্ধ করা প্রয়োজন যেন কাজ আরম্ভের পর বাহির হ'তে অপর ব্যক্তি interrupt না করে। ঘরের অপর দ্বার ও জানলা উন্মুক্ত রাখার বাধা নাই।

৮। সকলে স্বস্থানে বসবার পর মাঝখানের টেপাইএর উপর প্রত্যেকে দুটি করতল বিস্তৃত করে রাখবেন। প্রত্যেক করতল যেন তার পার্শ্ববর্ত্তী করতলটি স্পর্শ ক'রে একখণ্ড শৃঙ্খল রচনা করে।

৯। চক্র পূর্ণ দিবালোকে হবার বাধা নাই। সন্ধ্যার পর চক্র হ'লে সহজে লেখাপড়া যায এমন আলোকের ব্যবস্থা ঘরে থাকা প্রয়োজন।

১০। ঠিক মধ্যাহ্ন বা মধ্যরাত্রি, অতি প্রত্যূষ, ঠিক সন্ধ্যা অথবা অতিরিক্ত রৌদ্রে, শীতে চক্রে না বসাই ভালো। ঝড় ঝঞ্ঝা বা দুর্যোগাদির সময় চক্রে সুফল পাওয়া যায় না। শ্রান্ত বা অসুস্থ অবস্থায় চক্রে বসা নিষেধ।

১১। প্রত্যেক চক্র যেন দেড় ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী না হয়। দীর্ঘস্থায়ী চক্র অথবা সপ্তাহে দুদিনের অধিক অধিবেশনে মিডিয়াম এবং অনুষ্ঠাতার স্বাস্থ্যভংগ সম্ভব।

১২। চক্রে সকলে যথাস্থানে বসবার পর কোন একজন একটি সংগীত অথবা স্তোত্র উচ্চারণ করবেন। অন্তরে কোন বিদেহী প্রিয়জনের মূর্ত্তি

চিন্তা ক'রে তার প্রকাশের জন্য মনে মনে প্রার্থনা করবেন। অথবা মনকে সম্পূর্ণ passive রাখতে চেষ্টা করবেন।

১৩। এরূপ অবস্থায় ৫ হইতে ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে টেপাইটি আন্দোলিত হ'য়ে tilt হ'য়ে থাকে এবং মিডিয়াম (অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট মিডিয়াম না থাকলে অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে কোন একজনের হাত কম্পমান হয় অথবা টেবিলে rap বা tilt আরম্ভ হয়। এই কম্পিত হাতে পেন্‌সিল দিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে বিদেহীর উত্তর পাওয়া যায়। কোন কোন সময়ে চক্রের অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে বা চক্র পরিচালনার মধ্যভাগে মিডিয়াম অচেতন হ'য়ে পড়েন। এই অবস্থায় মিডিয়াম অনেক সময়ে মুখে মুখেই উত্তর দেন।

১৪। প্রথম দিন এরূপ অধিবেশনে ফল না হ'লে ৫।৭ দিন শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে বসবার পর বিদেহীর প্রকাশ অনেক সময়েই হয়।

১৫। চক্র কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি পরিচালনা করবেন। প্রশ্ন তার মুখ দিয়ে অন্যে ক'রবেন। এক সময়ে যেন একাধিক প্রশ্ন করা না হয়, তাতে বিদেহীর উত্তর দেওয়ার গোলযোগ হয়। প্রশ্ন সম্বন্ধে চক্রে বসে তর্ক-বিতর্ক না করাই ভালো।

১৬। লেখাতেই হোক্, অথবা মুখে মুখে প্রশ্নোত্তর হোক্, চক্রে উপস্থিত কোন এক ব্যক্তি প্রত্যেক প্রশ্ন ও তার উত্তর পৃথক্ কাগজে লিপিবদ্ধ ক'রবেন নতুবা পরে কোন প্রশ্নের কি উত্তর হ'য়েছিল তা সঠিক উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য হয়।

১৭। চক্রে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি শান্ত ও সংযত থাকবেন ও ধৈর্য্যচ্যুত হবেন না। অনেক সময়ে এমন হয় যে অধিবেশন শেষ ক'রে উঠবার আয়োজন করছেন তখন বিদেহীর প্রকাশ হ'ল। ফলাফলের জন্য বা বিদেহী আবির্ভাবের জন্য অধৈর্য্যভাব প্রকাশ করবেন না।

১৮। বিদেহী প্রকাশ হ'লে তার সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার ক'রবেন।

১৯। যদি বিদেহী কোন এক ব্যক্তির উপর ভর হবার প্রয়াস ক'রে তবে চক্র বন্ধ করে দেবেন। কারণ উপযুক্ত গুণী ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে ভর হতে অব্যাহতি পাওয়া কষ্ট সাপেক্ষ হ'তে পারে।

২০। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মিডিয়াম চক্রে উপস্থিত থা'কলে গান, স্তোত্র, সুগন্ধ ফুল প্রভৃতি আনুসঙ্গিক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

২১। চক্রে কথাবার্ত্তা শেষ হবার পর আবির্ভূত বিদেহীকে ধন্যবাদ ও ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে অধিবেশনের কর্ম্ম জ্ঞাপন করবেন।

২২। যদি কথোপকথনের গতির অসচ্ছন্দ হয় তবে মাঝে মাঝে আবশ্যক অনুসারে এক একটি গান ক'রলে গতির উন্নতি দেখা যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'

(১৩৫২ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকায় গ্রন্থকার রচিত "বহুরূপে সম্মুখে তোমার" নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা লোকান্তরের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইল।)

(১) বিদেহীর ছায়ামূর্ত্তি

ধরণীর সুকোমল ক্রোড় হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রে মানব কোনও একদিন—শৈশবে, যৌবনে, অথবা বার্দ্ধক্যের শুচি শুভ্র সজ্জায়—পরপারে যাত্রা করে। ইহলোকে সে রেখে যায় তার স্মৃতি ; ওপারে তার সাথী হ'য়ে যাত্রা করে আপনার শুভাশুভ কর্ম্ম আর অপূর্ণ বাসনা-কামনা। সেই সূক্ষ্মলোকে জড় দেহের অস্তিত্ব থাকে না সত্য, থাকে বিদেহীর সর্ব্ব অনুভূতি—সুখ-দুঃখ বোধ, প্রেম ও স্নেহ, অনুরাগ বিরাগ, মানব মনের সকল বৃত্তি, সব বৈশিষ্ট্য। শ্রুতি সুদূর অতীতে প্রচার করেছেন—দেহান্তে মানবের অনুগমন করে শুধু তার প্রাণশক্তি নয়, তার যাবতীয় সংস্কার।[১] প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকও আজ এই কথাই স্বীকার করে অসংশয়ে

১. বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৪।৪।২

বলেছেন—শিক্ষা ও সংস্কার, স্মৃতি ও কৃষ্টি—এ সকলই দেহত্যাগের পরেও মানবের সাথী হ'য়ে অবস্থিতি করে।[১]

বিদেহী-জনের স্নেহ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে তাই এপার ও ওপারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনা হয়ে যায়। প্রবাসগামী পুত্র যেমন বিদেশে উপস্থিত হ'য়েই, সেখান হ'তে সর্ব্বাগ্রে আপনার কুশল সংবাদ গৃহে আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করে, বিদেহী-মানবও তেমনি পরপারে উত্তীর্ণ হ'য়ে, তন্দ্রাঘোর দূর হ'লেই যখন সে আপনার চৈতন্যময় অস্তিত্বে নিঃসংশয় হয়, তখন উৎফুল্ল আনন্দে তার নব-জাগৃতির বার্ত্তা পরিত্যক্ত পার্থিব প্রিয়জনকে প্রেরণ করতে সচেষ্ট হয়।[২] দেহান্তের পরবর্ত্তী কিছুদিন এরূপ ঘটনা এত সাধারণ যে আমরা তা' কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু বেতার-যন্ত্রের সকল তন্ত্রীতেই যেমন সর্ব্ব দেশের ধ্বনি সুস্পষ্ট ঝঙ্কার দেয় না, পার্থিব মানবের স্থূল অনুভূতিও তেমনি সাধারণতঃ বিদেহীর প্রেরিত এরূপ বহু বার্ত্তারই স্পর্শ লাভ করে না। কর্ম্মব্যস্ত জাগতিক জীবের অতীন্দ্রিয় বস্তুতে একাগ্রতা কোথায়? তবুও, কখনো স্বপ্নে, কখনো তন্দ্রায়, কখনো বা মনের বিশ্রাম অবস্থায় বিদেহীর বাণী আমাদের অন্তর্দ্বারে এসে

১. ...Memory, culture, education, habits, character and affection—all these, and to a certain extent tastes and interests, for better, for worse, are retained

Sir Oliver Lodge—Survival of man. p. 349.

Character, memory, affection, personality, etc., go with the etheric, because they pertain to the etheric body on earth.

Findlay—On the Edge of the Etheric. p. 114.

২. The first thing that comes into his mind is the question whether it is possible for him to get this wonderful discovery (about his being alive and his faculties being alert) through to those he has left behind.

Owen—Facts and Future Life. p. 161.

প্রবেশ করে। একরূপে নয়, নানা ভাবেই তাঁরা আমাদের নিকটে বার্ত্তা প্রেরণ করেন।[১]

যাঁরা ওপার হ'তে এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্ত কাতর হন, কোন না কোন প্রকার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাঁদের এখানে সাময়িক প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। পৃথিবীর সব দেশেই পণ্ডিত ও অপণ্ডিত বহু জনেই বিদেহীর এই সব ছায়ামূর্ত্তি—বর্ব্বর যুগ হ'তে বৈজ্ঞানিক যুগ পর্য্যন্ত চিরদিনই দর্শন করেছেন। বিজ্ঞানও আজ এই সকল মূর্ত্তির প্রকাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।[২]

প্রশস্ত দিবালোকেও যে এরূপ মূর্ত্তির প্রকাশ দেখা যায় তার কয়েকটি মাত্র প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হ'ল—দুটি বিদেশী, অপরটি আমাদের বাঙলারই ঘটনা।

(১) পুত্র বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে নিহত হবার পর দুর্ভাগ্য মাতা শোকে ও রোগে প্রায় শয্যাশায়িনী। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির দিন (Armistice Day) কোনও প্রকারে আপনার অশক্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে তিনি

১. In general it appears that the spirits are ardently desirous of making themselves known to the living, and their failures only spur them on to new attempts. They employ for that purpose ways to which they are most inured.

Lombroso—After Death—What ? p. 338.

২. The result of a critical examination of the evidence left no doubt in the mind of any student that these apparitions are veridical,...and their occurrence was not due to any illusion of the percipient, or chance.

Sir Wm. Barret—Threshold of the Unseen. p. 134.

স্থানীয় উপাসনা-গৃহে উপস্থিত হ'লেন। এই গৃহেই যে তাঁর পুত্র যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে সেবকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রার্থনার স্থানে গিয়ে নতজানু হ'য়ে আসন গ্রহণ করা বৃদ্ধার সাধ্যাতীত হ'ল।

এমন সময় কাঁধের উপর কার করস্পর্শ অনুভব ক'রে তিনি মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন—এ যে তাঁর সেই হারানো সন্তান! "মাগো! আমি তোমায় নিয়ে যাই চল";—এই কথা ব'লে সেই বিদেহী পুত্র ভগ্নদেহ জননীকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা-বেদীতে অগ্রবর্ত্তী হ'ল এবং জননীর পাশেই নতজানু হ'য়ে বসে প্রার্থনা করেছিল।[১] এ ঘটনা ইংলণ্ডের।

(২) দ্বিতীয় ঘটনা মার্কিণের :—

দুটি সামরিক কর্ম্মচারী—ক্যাপ্টেন্ সেরব্রুক্ আর লেফ্টেনান্ট্ ওয়াইলিয়ার বেলা ন'টার সময় সিড্নে সহরে রেজিমেণ্টের ভোজন-কক্ষে ব'সে কাফী পান করছিলেন, এমন সময় একটি যুবার মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁদের পাশ দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে শয়ন গৃহে প্রবেশ করেছিল। উভয়েই সে মূর্ত্তি দর্শন করেছিলেন।

ওয়াইনিয়ার মূর্ত্তিটি দেখেই ব'লে উঠ্লেন—"আরে! এ যে আমার ভাই জন্। অপর একজন লেফ্টেনাণ্টের সঙ্গে তারপর সেই বাড়ীর প্রত্যেক ঘরই অনুসন্ধান করা হয়েছিল, কিন্তু মূর্ত্তিটির আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন পরে ওয়াইনিয়ারের কাছে সংবাদ এসেছিল যে, ঘটনার তারিখে ও ঠিক সেই সময়েই তার ভ্রাতা জনের মৃত্যু হ'য়েছে।[২]

(৩) আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন—

---

১. *Owen*—Facts and Future Life—p. 40-41.

২. *Lombroso*—After Death—what ? p. 238-239.

মতিবাবু (ঠাকুর পরিবারের এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি) মরবার পরও দেখা দিয়েছিলেন, সে এক আশ্চর্য্য গল্প।...তিনি অসুখে পড়লেন। বড় ছেলে নিয়ে গেল তাঁকে দেশে।...অনেকদিন আর কোন খবর পাইনে।...একদিন সকালে বসে আছি বারান্দায়, একটা লোক ধীরে ধীরে বারান্দায় ঢুকল, দেখি মতিবাবু। চাকরদের বললুম—'ওরে দেখ্ দেখ্ মতিবাবু এসেছেন, তামাক-টামাক ঠিক রাখ্।' চাকররা ছুটে নেমে গেল নিচে, দেখলে কোথাও কেউ নেই। বললুম, 'আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখলুম দিনের বেলা তিনি বাগান দিয়ে হেঁটে দেউড়িতে আসছেন। নিশ্চয়ই তিনি হবেন, খুঁজে দেখ্, যাবেন কোথায় আর'। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না খুঁজে।

দু-চার দিন বাদে তাঁর ছেলে এসে জানালে মতিবাবুর গঙ্গালাভ হয়েছে।[১]

এরূপ বহু বহু ঘটনার সংবাদ সকল দেশ হতেই পাওয়া যায়। সংশয়ীকে নিরাকুল ক'রে, নাস্তিকের কুতর্ককে লাঞ্ছিত ক'রে, দিবসে ও নিশীথে বিদেহী বারম্বার পৃথিবীতে এসে দর্শন দিয়েছেন। জড়বিজ্ঞান পরাভূত হ'য়েছে, সে শাস্ত্র এ সকল অপূর্ব্ব ব্যাপারের কোনও মীমাংসার সন্ধান পায় নি।

পৃথিবীর সংলগ্ন সূক্ষ্মভূমি হ'তে সুদূরবিস্তৃত পারলৌকিক জগতের প্রায় সীমান্ত পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্বগামীগণের অনেকেই আপনাপন সাময়িক কর্ম্ম অনুসরণ করে পরিভ্রমণ করছেন। সুদীর্ঘকাল না হ'লেও এই ভাবে অনেকেই কিছুকাল ব্যাপৃত থাকেন। তাঁদের করুণ, সস্নেহ, নিঃস্বার্থ দৃষ্টি নিয়তই জীব-জগতের প্রতি, পরিত্যক্ত প্রিয়জনের প্রতি,

১. রাণী চন্দ—জোড়াসাঁকোর ধারে—পৃঃ ৬১-৬২.

আর্ত্ত ও দুস্থের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। তাই কখনো কখনো আমরা তাঁদের দর্শন লাভে ধন্য হই। পার্থিব জীবনই যে মানব-অস্তিত্বের শেষ সীমা নয়, এ হতে তার শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আর কী হওয়া সম্ভব।

বিদেহী যে কেবল মাত্র ক্ষীণ ছায়ামূর্ত্তিতেই পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তা নয়। সুস্পষ্ট, সুঠাম স্থূল-দেহে,—এই পার্থিব দেহেরই অনুকল্প মূর্ত্তি ধারণ করে,—তাঁরা বহুবার এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বিশিষ্ট সুধীজনের সভায়, কত বৈজ্ঞানিকের গবেষণা-গৃহে বিদেহীর বার বার অভিযান হ'য়েছে। জিজ্ঞাসুকে সচকিত ক'রে, বিজ্ঞানীকে চমৎকৃত ক'রে, তাঁরা ক্ষণেকে প্রকাশ ক্ষণেকে অন্তর্হিত হয়েছেন; আবার কখনো বা একই পরীক্ষাগৃহে বারম্বার আবির্ভূত হ'য়ে সংশয়ীকে নিঃসংশয় করেছেন। তাঁদের এই দেহগুলি শুধু যে বাহ্যিক সুগঠিত তা নয়; তাঁদের শ্বাসযন্ত্র হ'তে স্পন্দমান বক্ষঃস্থল—সবই পার্থিব মানবের সম্পূর্ণ অনুরূপ; মুখে আনন্দের প্রকাশ, নয়নে প্রীতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টি।

এমনি সুস্পষ্ট ও সুগঠিত এক যুগল মূর্ত্তির বিবরণ স্বনামধন্য ফরাসী অধ্যাপক ডাঃ গেলের গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর টিস্‌সো এই মূর্ত্তি দুটি দর্শন ক'রে পাশের চিত্রখানি অঙ্কিত করেছিলেন।[১] তিনি বলেছেন,—প্রথমে একটি নারী মূর্ত্তি প্রকাশিত হ'ল; তার বক্ষ হ'তে নীলাভ জ্যোতি বিকীর্ণ হ'চ্ছিল, মাথাটি বেষ্টন ক'রে ক্ষীণ উত্তরীয়, মুখে প্রসন্ন মধুর হাসি। ক্ষণ পরেই সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'ল।

১. I add, by way of record, the very curious observation of the painter James Tissot, and his picture from life, of a double materialisation . Geley—Clairvoyance and Materialisation—p. 356.

শীঘ্রই তার পুনরাবির্ভাব হয়েছিল, এবার আরও পরিস্ফুট, সম্পূর্ণ জীবন্ত মুখখানি যেন চন্দ্রালোকিত।…তার দুইখানি করতল বুকের সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে সে ধারণ ক'রে রয়েছিল যেন তড়িতের একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক। হঠাৎ সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অপর একটি মূর্ত্তি এবার প্রকাশ হ'ল; একটি কৃষ্ণকায় পুরুষের মূর্ত্তি; রক্তবর্ণ তার ওষ্ঠ, মাথার উপর ক্ষীণ মসলিনের মত কোন বস্তুর উষ্ণীষ, অঙ্গে সেই বস্তুরই আবরণ। তাঁরও হাতে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক, যার আভা তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আলোকিত করেছিল। সেই মূর্ত্তিটি আমার বামদিক অতিক্রম ক'রে সমস্ত গৃহটি পরিভ্রমণ ক'রে উপস্থিতসকল ব্যক্তির সম্মুখে পূর্ণ রূপে প্রকাশ হ'য়ে তারপর গৃহতলে বিলীন হয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সভার কে একজন ব'লে উঠলেন,—"ঐ দেখুন! দুটি আলোক, দুটি মূর্ত্তি! কি সুন্দর!" ডানদিকে চেয়ে দেখি, যুগল মূর্ত্তি প্রকাশ হয়েছে। আপনাদের কর-ধৃত খণ্ডচন্দ্রের (দুটি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর) আলোকে তাদের অবয়ব আলোকিত হয়েছে। পুরুষ মূর্ত্তিটি ভারতীয়ের মত, নারিটি আমাদের পূর্ব্ব-দৃষ্টা 'বিদেহী কেটী'। আমার মুখ হ'তে আপনিই বাহির হ'ল—"কি সুন্দর! কি মধুর।"[১]

[১] *Geley*— Clairvoyance and Materialisation.
p. 356-357.

(২) জড়দেহে বিদেহীর আবির্ভাব

পৃথিবীর পরপারে মানবের দৃষ্টির অতীত সূক্ষ্ম-জগৎ হ'তে বিদেহী বারংবার এখানে প্রকাশ হ'য়েছেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল বহুরূপে। সূক্ষ্ম অর্থাৎ ছায়া-দেহে, তাঁদের আবির্ভাব বহুজন-বিদিত। স্থূল মূর্ত্তিতে প্রকাশ তত সাধারণ না হ'লেও, সংখ্যায় নগণ্য নয়। আমাদের পূর্ব্বগামী পিতৃগণ আপন-আপন পরিত্যক্ত পার্থিব দেহের সম্পূর্ণ অনুরূপ স্থূল-দেহে,—রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জায় সাময়িক পুনর্গঠিত শরীর অবলম্বন ক'রে, সজীব অংগ-প্রত্যংগ সঞ্চালিত ক'রে—আবার কিছুক্ষণের জন্য এ পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের কণ্ঠ হতে অতীতের সেই পরিচিত স্বর বাহির হয়েছে; পরিত্যক্ত আত্মজনের প্রতি পুরাতন দিনেরই মত স্নেহ-প্রীতি-অনুরাগ প্রকাশ ক'রে, আশীর্ব্বাণী বিতরণ ক'রে তাঁরা এখান হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

বিদেহীর ছায়ামূর্ত্তি ও স্থূলমূর্ত্তি উভয়ের প্রকাশ মধ্যে প্রভেদ এই যে—সাধারণতঃ ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হয় অনাহূতভাবে। আমরা তাঁদের স্মরণ করি বা না করি, ছায়াময় বিদেহী-মূর্ত্তি আপনিই প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। কিন্তু স্থূল-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হবার জন্য তাঁদের কোন না কোন প্রকারে আবাহন করা অপরিহার্য্য। আবাহনের অনুষ্ঠান অবশ্য সর্ব্ব দেশে একই প্রকার নয়।

ভারতে সাধু ও সন্ন্যাসীরা যোগশক্তি প্রভাবে আমাদের পরলোকগত পরিজনকে আহ্বান ক'রে এনে স্থূলদেহে এখানে উপস্থিত করেছেন। পৌরাণিক বা প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ এ প্রসংগে করবার প্রয়োজন নাই।

৩২১

অতি আধুনিক ও একান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ দু-টি ঘটনা মাত্র এখানে বর্ণনা ক'রব।

(১) ভারতের বহু শ্রদ্ধাস্পদ যোগীপুরুষ স্বামীজী ভোলানন্দ গিরি তাঁর আশ্রিত সন্তান সুপ্রসিদ্ধ গণিত-বিদ্যা-বিশারদ সোমেশচন্দ্র বসুকে দীক্ষা দানের সময় বসু মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তাঁর স্বর্গতা পত্নীকে দীক্ষা-গৃহে সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত স্থূলদেহে উপস্থিত ক'রে উভয়কে একত্রে দীক্ষা-দান করেছিলেন—এ কথা স্বামীজীর জীবনীতে তাঁর এক সন্ন্যাসী-শিষ্য প্রকাশ করেছেন।[১]

(২) জ্যাকোলিয়ো ছিলেন এক আধুনিক ফরাসী বিচারক। দাক্ষিণাত্যবাসী এক সন্ন্যাসী শুধু মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রার্থনা ক'রে জ্যাকোলিয়োর আপন বাসগৃহে ধূমায়মান অঙ্গারের সন্নিকটে এক পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত বিদেহী ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি'কে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—মূর্ত্তি'র ললাটে ছিল তিলক, কণ্ঠে উপবীত। বিচারপতি জ্যাকোলিয়ো সেই মূর্ত্তি'র অনুমতি গ্রহণ ক'রে তার করস্পর্শে জীবিত দেহেরই উত্তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তার সঙ্গে বাক্যালাপও করেছিলেন।[২]

পাশ্চাত্যেও বিদেহীর স্থূল-দেহে আবির্ভাবের জন্য কিছু অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোন যোগী বা সাধুর সম্বন্ধ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, মার্কিন আদি নানা স্থানে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক—কেহ কেহ আপনার নিজস্ব গবেষণা-গৃহেই,—বিদেহীকে স্থূল-দেহে আবির্ভাবের জন্য আবাহন ক'রেছেন এবং শক্তিশালী মিডিয়ামের সহায়তায় অনেক স্থলেই আত্মীয় ও অনাত্মীয় বহু বিদেহীজনের স্থূল-মূর্ত্তি'তে আবির্ভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

১. ধ্রুবানন্দ গিরি—শ্রীশ্রী ভোলানন্দ চরিতামৃত। পৃঃ ১৩৯-১৪০

২. Jaccoliot-Cocault Science in India. p. 266-270

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ গেলে দীর্ঘ দিন গবেষণা ও পরীক্ষার পর এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—যখন তাঁরা এই ভাবে আবির্ভূত হন তাদের জ্যোতির্ময় মুখে প্রকাশ পায় জীবিত-জনের সকল লক্ষণ। শান্ত ও অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যে তাঁরা পরীক্ষকদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন; এ সকল পরীক্ষার গুরুত্ব যে কত, তাও যেন তাঁরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন।[১]

সুধী-সমাজে ও বিজ্ঞান-রাজ্যে যাঁদের নাম জগতে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেছে, এমনি কয়েক জনের এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ করব :

(১) সুপ্রসিদ্ধ ইটালিয়ান্ পণ্ডিত সীজার্ লম্ব্রোসো চক্রে তাঁর বিদেহী জননীর স্থূল-দেহে আবির্ভাব দর্শন ক'রে বলেছেন,—আমার লোকান্তরিতা জননীর অনুরূপ একটি নাতি-দীর্ঘ মূর্ত্তি, অবগুণ্ঠিত মুখে যবনিকার নিকট হ'তে অগ্রসর হ'য়ে এসে ক্ষীণ স্বরে আমায় কয়েকটি কথা বলেছিল। কথাগুলি বেশ শুনতে না পেয়ে আকুল আগ্রহে তার পুনরুক্তি চেয়েছিলাম। মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত ক'রে "সীজার্, পুত্র আমার",—এই কথা উচ্চারণ ক'রে তিনি আমার মুখ-চুম্বন করলেন।

তারপর মিডিয়াম ইউসেপিয়ার পরবর্ত্তী বিভিন্ন চক্রে অন্ততঃ বিংশতি বার জননীর মূর্ত্তি প্রকাশ হ'তে দেখেছি; তাঁর কন্ঠে উচ্চারিত হ'য়েছে— "পুত্র আমার, রত্ন আমার" (My son, my treasure), প্রত্যেকবারই তিনি আমার ললাট ও ওষ্ঠ চুম্বন করেছিলেন।[২]

---

১. *Lombroso*—After Death—What? p. 68-69.

২. Not infrequently the faces were self-luminous. The faces were alive; they looked keenly and fixedly at the experimenters. Their looks were grave, calm and dignified. They seemed conscious of the importance of the matter.
Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 252.

(২) জগৎ-বিখ্যাত সুধী কনান্ ডয়েল বলেছেন,—মিডিয়াম্ কুমারী রেসিনেট্ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সম্মুখে আমি আমার স্বর্গতা মাতৃদেবী ও বিদেহী ভাগিনেয় অস্কার্ হর্লাংকে সম্পূর্ণ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'তে দেখেছি; মূর্ত্তিগুলি এত স্পষ্ট যে আমার জননী-মূর্ত্তির ললাটে বলি-রেখা ও অস্কারের মুখে প্রত্যেকটি চিহ্ন গণনা করা যায়। মিডিয়াম্ ইভান্ পাউয়েলের উপস্থিতিতে আমার পরলোকগত পুত্র প্রকাশ হ'য়ে তার চির-পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রেছে। আমার বিদেহী ভ্রাতা সেনাপতি-ডয়েল্ এই মিডিয়াম্কে অবলম্বন করেই প্রকাশ হয়েছিলেন এবং তাঁর অসুস্থা পত্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে এক ডেনীশ্ চিকিৎসকের সহাযতা গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভ্রাতা অবশেষে বলেছিলেন—"সত্যই আমি ইন্স বিদেহী ইন্স, তোমার সহোদর।"[১]

(৩) জার্ম্মানীর বিশিষ্ট সুধী ব্যারণ্ নট্জিং তাঁর আপন গবেষণা-গৃহে বিভিন্ন মিডিয়ামের সহাযতায় এই ব্যাপারে কয়েক বৎসর অশ্রান্ত সাধনা করেছেন। আধুনিকতম কয়েকটি ক্যামেরা অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সেই গৃহে স্থাপিত হয়েছিল,—যেন পরীক্ষা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। ফ্রান্সের এক বিদুষী মহিলা—শ্রীমতী বিশন্ এই গবেষণায় নট্জিং-এর সহকর্ম্মী ছিলেন।

এই সকল গবেষণা পরিচালনার মধ্যভাগে শ্রীমতী বিশনের স্বামী, ফরাসী নাট্যকার আলেক্জান্দ্রে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তের কয়েক মাস মধ্যেই আলেক্জান্দ্রে একদিন পূর্ণ সুগঠিত দেহে সেই গবেষণা-গৃহে প্রকাশ হন। নট্জিং ও শ্রীমতী বিশন্ উভয়েই সেই মূর্ত্তিকে অভ্রান্তভাবে চিনেছিলেন।

Sir Wm. Merchant—Survival. p. 104-105.[১]

বিদেহী আলেক্জান্দ্রের সুগঠিত মূর্ত্তি (পৃঃ ৩২৫)

From Notzing's—Phaenomena of Materialisation.
(By Permission)

নটজিং আপন হাতে পাঁচটি পৃথক ক্যামেরায় সেই মূর্ত্তির নয়খানি আলোক-চিত্র গ্রহণ করেন। বিশন্ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি এই সকল আলোক-চিত্র যে আলেকজান্দ্রের, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হন।[১]

বিদেহী আলেকজান্দ্রের সুঠিত মূর্ত্তি (*)

কত আকুলতা, কত ঐকান্তিকতা নিয়ে বিদেহী কখনো কখনো প্রিয় সুহৃদগণের কাছে এইভাবে উপস্থিত হন, সে সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব ঘটনা এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

(৪) সার্ভিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজদূত—এস. সি. মিয়াটোভিচ্ (যিনি বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ড, রুমেনিয়া, তুর্ক প্রভৃতি রাজ-সকাশে আপন দেশের প্রতিনিধি ছিলেন) তাঁর একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে পরম বিস্ময়ে বলেছেন—(মিডিয়াম শ্রীমতী রীটের চক্রে সেদিন) যে মূর্ত্তিটি প্রকাশ হয়েছিল সে কোন ছায়া-দেহ বা অপরিস্ফুট মূর্ত্তি নয়; সে আমার পরলোকগত বন্ধু ষ্টেড্ (W. T. Stead) স্বয়ং—অভিন্ন ও পরিপূর্ণ-ভাবেও সাধারণ পরিচ্ছদে প্রকাশিত। ("···Not the spirit, but the very person of my friend William T. Stead...in his usual walking costume)। আমার সাথী, ক্রোশিয়ার বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার ডাঃ হিঙ্কোভিচ্, বন্ধু ষ্টেডের মাত্র আলোক-চিত্রের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনিও সেই মূর্ত্তি প্রকাশ হতেই বল্লেন—"এ যে মিষ্টার ষ্টেড্।"

তারপর আমরা তিনজনেই এই কথাগুলি সুস্পষ্ট শুনেছিলাম,—'হাঁ, আমি ষ্টেড্, উইলিয়াম্ টি. ষ্টেড্। বন্ধু মিয়াটোভিচ্! মৃত্যুর পরেও যে মানবের অস্তিত্ব থাকে, তার অবিসম্বাদী প্রমাণস্বরূপ আজ নিজেই আমি

১. *Notzing*—Phenomena of Materialisation. p. 167.

এখানে উপস্থিত হয়েছি। যখন পৃথিবীতে ছিলাম, এ সম্বন্ধে আপনার পূর্ণ বিশ্বাস জাগ্রত করতে সক্ষম হই নি। আজ আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়; আজ আমায় দর্শন ক'রে আপনি অসংশয়ে পরিজ্ঞাত হ'ন—মৃত্যুর পরেও মানবের জীবন একান্ত সত্য"।[১]

ছায়া মূর্ত্তিতেই হোক্, অথবা সাময়িক পুনর্গঠিত স্থূল-দেহেই হোক্, পৃথিবীতে বিদেহীর আত্মপ্রকাশ তার আপন ইচ্ছাধীন। কখনো শত আবাহনেও আমরা তাঁদের দর্শন পাই না, কখনো বা স্মরণ মাত্রে বা অল্পক্ষণ মধ্যেই যাঁকে স্মরণ করি তাঁর (অথবা অপর কোন বিদেহী জনের) প্রকাশ হ'তে দেখা যায়।

ইহলোকে এসে প্রকাশমান হবার জন্য বিদেহীর কিছু অনুশীলন আবশ্যক। বিনায়াসে তাঁদের পক্ষে এখানে প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয় না।[২]

আমাদের এ পৃথিবীর উপাদান হ'ল স্থূলবস্তু। পর্ব্বত, নদী, বায়ু সকলই স্থূল-বস্তু ভিন্ন সূক্ষ্ম নয়; প্রত্যেকেরই উপাদান স্থূল মিশ্রিত পদার্থ।

এ পৃথিবীর বহির্ভাগে বিদেহী যেখানে নিবাস করেন—সে এক সূক্ষ্ম জগৎ। তাই সে স্থান আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। সেই সূক্ষ্ম জগতের উপাদান কেবলমাত্র সূক্ষ্ম-বস্তু, যাকে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান নাম দিয়েছে—ইথার্। এই ইথার্ আমাদের এ পৃথিবীতেও পরিব্যাপ্ত হ'যে আছে.

১. Usb. *Moore*—The voices. p. 5-6.

২. There is a certain effort and a certain shyness in manifesting. *Stead*—After Death. p. 133.

সকল স্থূল-বস্তুকে বেষ্টন ক'রে এবং তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান সংগ্রহ ক'রে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে।

পৃথিবীর অতীত পারলৌকিক জগৎ, অন্ততঃ তার বিস্তৃত এক অংশ গঠিত হ'য়েছে শুধু ইথার্ বস্তু দিয়ে, যার সঙ্গে স্থূলের কোন সম্বন্ধ নাই। সে জগতের অধিবাসীর দেহের উপাদানও এই ইথার্।[১] সেই সূক্ষ্ম দেহে ঐ সূক্ষ্ম জগতের নব আবেষ্টনে বিদেহী পূর্ণজ্ঞানে বিচরণ করেন।[২] তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রকৃতি ও স্মৃতি সবই সেখানে অব্যাহত থাকে।[৩] পরিত্যক্ত স্বজনের প্রতি প্রীতির বন্ধন অটুট থাকে; তাই এ জগতে তাঁদের মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয়।[৪]

যে ইথার্ বস্তু এই বিরাট বিশ্বের সুদূরতম নক্ষত্রেও বিস্তৃত হ'য়ে আছে,[৫]

১. These bodies must be made either of ether, or something equally as intangible to us in our present condition.

Lodge—Raymond. p. 319.

২. We continue to exist as separate thinking units in the etheric world as much as we do to-day, but with new surroundings.

Findlay—On the Edge of the Etheric.

৩. We find that personality and character and memory do survive

৪. *Lodge*—Phantom Walls p. 99.

৫. This ether is what interpenetrates all matter; it extends to the farthest star, there is no break in its continuity.

Lodge—Phantom Walls. p. 51.

যে ইথার, ইহ ও পর-জগৎ উভয় স্থানেই সমভাবে পরিব্যাপ্ত[১] তারই প্রসাদে বিদেহীর আবার এ জগতে সাময়িক প্রকাশ কার্যতঃ সম্ভব হয়।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বলেছেন—মানবের পারলৌকিক দেহ তার পার্থিব দেহেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ-দর্শন।[২] পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।[৩]

কিন্তু বিদেহীর শরীর সূক্ষ্মবস্তু নির্ম্মিত, তাই সচরাচর আমাদের দৃষ্টির গোচর নয়। যদি বিদেহী তাঁর সেই সূক্ষ্মদেহে পার্থিব পরমাণুর একটা ক্ষীণ আচ্ছাদন সাময়িক আকর্ষণ করতে সক্ষম হন, তবে এ জগতে ক্ষীণ ছায়া-মূর্ত্তিতে তাঁর প্রকাশ সহজেই সংঘটিত হয়।[৪]

বিদেহীর স্থূল-দেহে পৃথিবীতে প্রকাশের প্রক্রিয়া কিন্তু অন্যরূপ। জীবিত সকল প্রাণী-দেহের মূলবস্তু হ'ল প্রটোপ্লাসম্ (protoplasm) যাকে বাংলা ভাষায় বলা হয়—জীবনমূল বা জৈবসামগ্রী। জীবের জীবনী-শক্তি, কর্ম্মতৎপরতা দেহের গঠন—সকলেরই ভিত্তি হ'ল—প্রটোপ্লাসম্। এই বস্তু প্রত্যেক প্রাণী-দেহে সুরক্ষিত থাকে।

১. The ether of space can now be taken as the one great unifying link between the world of matter and that of spirit

Findlay – On the Edge of the Etheric p. 39.

২. যাদৃশ তস্য মানুষং রূপং আসীৎ পুরাতন।
কিঞ্চিৎ তস্য তু সাদৃশং তত্রাপি প্রতিপদ্যতে॥

গরুড় পুরাণ—প্রেতখণ্ড

৩. Our etheric body is in every respect a duplicate of our physical body.

Findlay—On the Edge of the Etheric. p. 168.

৪. When he coats the surface of his body with a film of etheric matter just dense enough to reflect light and become visible, he appears with the same features as when living in his physical body. *Coper* – Methods of Psychic Development. p. 32.
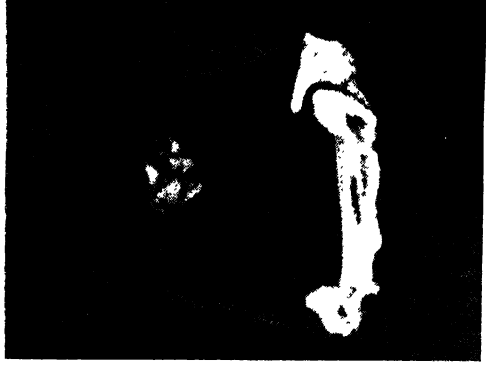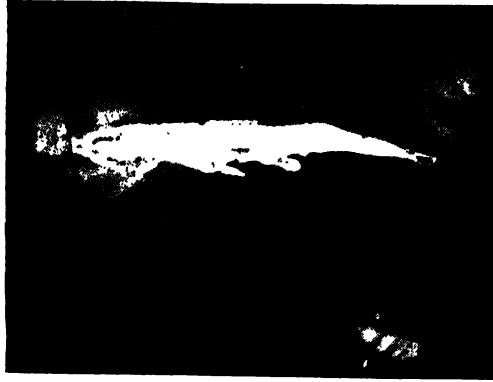
মিডিয়ামের দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে octoplasm নিঃসরণ (পৃঃ ৩২৯)

From Notzing's—Phaenomena of Materialisation (By Permission).

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, এমন কোন কোন মানুষ আছেন যাঁকে চক্রকক্ষে মোহিষ্ণু (hypnotize) করা হ'লে, তাঁর দেহের বিভিন্ন স্থান (নাসিকা, মুখ, অঙ্গুলিপ্রান্ত প্রভৃতি) হ'তে এই জৈব-সামগ্রী ধূমের মত বা মেঘের মত নানা অদ্ভুত আকারে নির্গত হ'তে আরম্ভ হয়। এই বস্তুর নাম-করণ হয়েছে—এক্‌টোপ্লাস্‌ম[১] (extruded protoplasm) (*)

মিডিয়ামেব দেহ হ'তে নিঃসৃত হবার পর অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই গঠনহীন ধূম-সদৃশ পদার্থটি ঘনীভূত হ'তে আরম্ভ হয় এবং তা হ'তে প্রায় তৎক্ষণাৎ গঠিত হয়ে ওঠে একটি পূর্ণ নরদেহ বা নরদেহের কোন অংশ—হাত, পা, মুখ ইত্যাদি।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ গেলে বলেছেন—এই সকল সদ্য গঠিত মূর্ত্তির উদ্ভব হয় প্রধানতঃ মিডিয়ামের দেহ হ'তে নিঃসারিত মূল পদার্থ হ'তে।[২] প্রকাশ হবার পর এই সকল মূর্ত্তি জীবিত মানবের মতই ক্রিয়াশীল

১. Ectoplasm or extruded protoplasm—a temporarily extraneous portion of the organism...It is claimed that by means of this strange material actual materialisation may occur so as to display and bring into the region of matter forms which had previously in the ether.

Lodge—Why I Believe in Personal Immortality, p. 58-59.

২. The genesis of materialisation is now well-known: materialised organs and tissues are produced from a primary substance which procceds mainly from the medium...

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 213.

হয়। কোন প্রভেদ থাকে না। আবার অল্পক্ষণ পরেই সেগুলি কোনও অপূর্ব্ব উপায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।[১]

এগুলি সত্যই যে বাহ্যিক মূর্ত্তি—কল্পনা বা অবাস্তব নয়, ভ্রান্ত-দৃষ্টি-প্রসূত নয়, তার প্রমাণ এই যে বহু জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক,—ক্রুক্‌স্‌, জর্জ্‌ রীচে, মার্শেলী, নট্‌জিং, ক্রফোর্ড, ওকোরউইজ্‌, গেলে প্রভৃতি,—পরীক্ষা গৃহে এগুলি স্বচক্ষে গঠিত হ'তে দেখেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকল মূর্ত্তির আলোক-চিত্রও গ্রহণ করেছেন।[২] অনেকেই এই সকল মূর্ত্তির সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, তাদের স্পর্শও লাভ করেছেন এবং অন্যের অজ্ঞাত অতীতের অনেক ঘনিষ্ঠ বার্ত্তাও তাঁদের মুখ হ'তে শুনেছেন।

জীব তার স্থূল দেহের প্রত্যেকটি কণা এ পৃথিবীর পঞ্চভূতকে প্রত্যর্পণ করে পরপারে যাত্রা করে। কি ভাবে আবার সেই দেহকেই পুনর্গঠন করে তার এখানে আবির্ভাব সম্ভব, এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক চার্লস রীচে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—এই ব্যাপার বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, কিন্তু তা হ'লেও যে বস্তু সত্য তাকে ত অস্বীকার করবার উপায় কিছু নাই।[৩]

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু॥

১. The disappearance of materialized forms is as curious as their formation.

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p 189.

২. The objective reality of these forms is proved by photographs taken by flashlight.

Geley. Ditto. p. 176.

৩. We are dealing with facts as yet inexplicable, and await further elucidation. But there is no reason to deny a fact because it is inexplicable.

Richet—Thirty Years of Psychical Research p. 476.

উপাদান সঞ্চয়ন

শাস্ত্রগ্রন্থ ঃ—

ঋগ্বেদ সংহিতা

উপনিষদ (বিভিন্ন)

দর্শন (,,)

পুরাণ (,,)

মহাভারত

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

বেদান্তসার

পঞ্চদশী

Spiritualism and kindred subjects :—

		Edition
Barret—On the Threshold of the Unseen	...	1917
,, Psychical Research	...	1911
Bates—Seen and Unseen	...	1907
Coates—Photographing the Invisible	...	1911
Constable—Personality and Telepathy	...	1911
Crookes – Researches	...	
Doyle—History of Spiritualism	...	1926
,, The New Revelation	...	
,, Case for Spirit Photography	...	1922
Fitzsimons—Opening the Psychic Door	...	
Flammarion—Death and its Mysteries	...	1923
,, —The Unknown	...	1900
,, Mysterious Psychic Force	...	1907

Geley—Clairvoyance and Materialisation ... 1927
,, From Unconscious to conscious ... 1921
Gurney—Phantasms of the Living ...
Hill—Psychic Investigation ... 1917
,, New Evidence on Psychic Research ... 1911
,, Spiritualism .. 1918
Hyslop—Psychic Research and Survival ... 1913
Joire—Psychical and Supernormal Phenomena ... 1916
Jallicot—Occult Science in India ...
Lodge—Raymond ... 1916
,, Phantom Walls ... 1930
,, Survival of Man ... 1910
,, Making of Man ... 1924
Moses—Spirit Identity ... 1902
Myers—Human Personality 1904
Owen—Facts and Future Life ... 1922
,, and Dallas—Nurseries of Heaven ...
Notzing—Phenomena of Materialisation ... 1920
Richet—Thirty Years of Psychic Research ... 1922
Stead—After Death ... 1921
,, (Estelle)—My Father ... 1913
Smith—Voices from the Void ... 1919
Tweedale—Man's survival after death ... 1909
,, News from the Other World .. 1940
Wallace—Miracles and Modern Spiritualism ...

Theosophy :—

Besant—Ancient Wisdom
,, Death and After ... 1901
Blavatsky—Key to Theosophy ... 1893
Leadbeater—Astral plane . 1933
,, Devachanic plane ...
,, Other side of Death ... 1928
,, Text Book of Theosophy ... 1914
Sinnet—Collected Fruits of Occult Teaching ... 1919
,, Nature's Mysteries ...
,, Occult Essays .. 1905

ও অন্যান্য গ্রন্থ।

বিষয় সূচী

(বর্ণমালাক্রমে)